কালিকাপুরাণ

(মূল সংস্কৃতসহ সরল বঙ্গানুবাদ)

প্রথম খণ্ড

(প্রথম অধ্যায় থেকে ত্রিংশ অধ্যায় পর্যন্ত)

সম্পাদনা ও অনুবাদ

অধ্যাপিকা সেবন্তী সিন্‌হা

বি. এ. অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস), এম. এ. (ফার্স্ট ক্লাস),
এম. ফিল. (কলি). বি. এড. (ফার্স্ট ক্লাস),
পি. এইচ. ডি. স্কলার (যাদবপুর)
অধ্যাপিকা
মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজ
শ্যামবাজার, কলকাতা

উপস্থাপনা
আশিস কুমার সিন্‌হা ও নিবেদিতা সিন্‌হা

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক :

শ্রীঅভয় বর্মন

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী

কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ দোল পূর্ণিমা, ২০২৫

ISBN : 978-93-49357-82-2

Sales Counter কলেজ স্ট্রীটে

দি সংস্কৃত বুক ডিপো

৯০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড দোতলায়

কলকাতা-৭০০ ০০৭

মূল্য : ৪৭৫.০০ টাকা

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণে :

দি নিউ জয়কালী প্রেস

১/১, দীনবন্ধু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৬

কথামুখ

খৃষ্টীয় একাদশ শতকের অন্তিম লগ্নে কিম্বা দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে কালিকা পুরাণ আত্মপ্রকাশ করে। অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে এটি অন্যতম। ভগবান বেদব্যাসের এক অমৃতদৃষ্টান্ত কালিকাপুরাণ। কলিতে কেবল কালী উপাসনার (কলৌ কালী তু কেবলা) যে বিধি, বিভিন্ন উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে সেই বক্তব্যই এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধিকারী ভেদ এবং আপেক্ষিক চিত্তশুদ্ধির দ্বারা পরমতত্ত্ব লাভ করা যায়। যাঁরা মাতৃভাবে ভগবানকে ধ্যান করতে ইচ্ছা করে, সংক্ষেপে-বিস্তারে, স্পষ্টার্থে-ভাবার্থে, সেই কথাই কালিকাপুরাণের আদ্যান্ত বিজড়িত। অধিকারীর চিত্তশুদ্ধি না হলে শরভ -লীলা তার পক্ষে অবধারণ করা কষ্টকর। দেবমহিমার অপকর্ষ প্রতিপাদন নয় বরং উপাস্যের প্রতি উপাসকের তৈলধারাবৎ শ্রদ্ধাকে জাগরুক রাখাই পুরাণ পাঠের মূল কথা।

দেবী কালিকা একাধারে বিদ্যা ও অবিদ্যা, স্থূল ও সূক্ষ্মরূপা। তিনি চিৎশক্তি, পরমানন্দস্বরূপা পরমাত্মা, নিখিল জগতের পবিত্রতা দাত্রী। 'শক্তিস্তং সর্বভূতানাং ত্বং সর্বেষাং চ পাবনী'। তমঃ রূপে তিনি জগতকে আচ্ছাদিত করেন। স্থিতিরূপে তিনিই জগতের কল্যাণকারিণী। আবার অন্তরূপে তিনি:ই জগতের বিশ্রান্তিস্থল। দেবী স্বয়ং পুষ্টি, ধৃতি, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, লজ্জা, শান্তি, কান্তি, জগদীশ্বরী। দেবী দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আহুতির স্বাহা, পিতৃগণের স্বধা, বিষ্ণুর স্থিতি শক্তি এবং রুদ্রের অনন্ত সনাতনী শক্তি ঈশানী।

যা সৃষ্টিশক্তির 'স্মাকং স্থিতিশক্তিশ্চ যা হরেঃ। অনন্তশক্তিস্তথৈশানী সা ত্বং শক্তিঃ সনাতনি।' দেবী অদ্বিতীয়া হয়েও দ্বিবিধা। তিনি একদিকে বিদ্যা-জ্ঞান-মোক্ষপ্রদায়িনী অন্যদিকে অবিদ্যা-অজ্ঞান-জন্মমৃত্যুরূপী সংসার বন্ধনকারিণী।

একা ত্বং দ্বিবিধা ভূত্বা মোক্ষসংস্কারকারিণী। বিদ্যা-অবিদ্যাস্বরূপেণ স্বপ্রকাশাপ্রকাশতঃ। দেবী পিতৃগণকে প্রসন্নকারিণী সামবেদের উদ্গীতি, সকল যজ্ঞের বেদী, সাক্ষাৎ সামধেনী এবং যজ্ঞীয় হবি।

ত্বং বেদিঃ সর্বযজ্ঞানাং সামধেনী তথা হবিঃ।। দেবীর থেকেই জগতের উৎপত্তি অথচ দেবীর কোনও উৎপত্তিস্থল নেই। আবার দেবীর কোনও লয় নেই বটে তবে প্রলয়কালে সর্বজগৎ তাঁর দ্বারাই লয় প্রাপ্ত হয়।

ত্বমীশ্বরী জনানাং ত্বং সর্বানুগ্রহকারিণী।
বিশ্বাদিস্ত্বমনাদিস্তং বিশ্বযোনিরযোনিজা।
অনন্তা সর্বজগতস্ত্বমেবৈকান্তকারিণী।।

দেবী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা হয়েও তামসী নামেও খ্যাতা। তাঁর সৃষ্টি নেই অথচ উত্তম সৃষ্টি তাঁর দ্বারাই রচিত। কান না থাকা সত্ত্বেও তিনি সব শুনতে পান। হস্ত-পদ বিহীনা হয়েও দ্রুতগতিসম্পন্না ও সত্বর ভক্তের অর্ঘ্য গ্রহণে সমর্থা। নিতান্তনির্মলা ত্বং হি তামসীতি চ গীয়সে।

....

ত্বং সৃষ্টিহীনা ত্বং সৃষ্টিস্ত্বমকর্ণাপি সশ্রুতিঃ।
তরস্বিনী পাণিপাদহীনা ত্বং নিতরাং গ্রহা।।

দেবীই একমাত্র জগতের ইষ্ট ও অনিষ্টের পরিণামজ্ঞানসম্পন্না এবং তার কারণ স্বরূপা।

সকল জীবের অন্তরে দেবীই জ্যোতিরূপে বিরাজ করেন। সেই জন্য দেবী একাধারে অভ্যন্তরচারিণী, আবার স্থাবর জঙ্গম সকলের মধ্যেই বিরাজিতা— বাহ্যগোচরা। হে নিখিল জগতের জননী তুমি প্রসন্না হও।

প্রকাশকরণজ্যোতিঃস্বরূপান্তরগোচরা।
ত্বমেব জঙ্গমস্থেয়রূপৈকা বাহ্যগোচরা।।
প্রসীদ সর্বজগতাং জননী স্ত্রীস্বরূপিণী।
বিশ্বরূপিণি বিশ্বেশে প্রসীদ ত্বং সনাতনী।।

বস্তুত কালীতত্ত্ব দুরবগাহ, মানব বুদ্ধির অতীত। ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের উদয় ও লয়ের পিছনে যে মূল রহস্যময়ী আদিশক্তি আছেন, যাঁর স্বরূপ অভিপ্রায় ও কার্য— সবই দুর্বিজ্ঞেয়, যাঁর সামনে বেদবাণী মৌন হয়ে যায়, তিনিই কালী, তিনিই পরমা। সাধক পদকর্তারা কালীর এই দুর্জ্ঞেয়ত্বকে তুলে ধরেছেন নানা ভাবে। 'কে জানে কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন....'

কিংবা, "মায়ের সে ভাব কেমন বুঝিতে না পারি, ভাবিতে জনম গেল রে...."

কিন্তু যত দুর্বোধ্যই হোক, ঐ অতিরহস্যময়ী আমার অস্তিত্বের মর্মমূলে আছেন আত্মস্বরূপে, সৃষ্টির প্রতিটি কণায় তিনি। তাঁকে স্পর্শ করেই আমার উত্তরণ, তাই তাঁকে জানার ইচ্ছা ও প্রযত্নও দুর্মর, তিনিই একমাত্র গতি।

"প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন। আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝেনা ধরবে শশী হয়ে বামন।"

বাক্যমনের অতীত হয়েও যিনি সর্বরূপময়ী, সেই অচিন্ত্যা ইষ্টরূপিণীর সহজ স্থিতিকে অনুভবে ধরতে পারলেই সাধক নিজের সহজ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চরিতার্থ হন।

"মায়ের এ ভাব ভাবিয়া কমলাকান্ত সহজে পাগল হল রে...."
ইষ্টরূপিণী কালী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।

"অচিন্ত্যাপি সাকার শক্তিস্বরূপা/প্রতি ব্যক্ত্যধিষ্ঠানসত্ত্বৈকমূর্তিঃ। গুণাতীতনির্দ্বন্দ্ব বোধৈকগম্যা/ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা"

আদিনাথ মহাকাল সুধাধারা স্তুতিতে কালীই যে ব্রহ্ম, তা সিদ্ধ করেছেন অনেক লক্ষণ দেখে।

কালীর আকার নেই, কালী অনৈকান্তিক অর্থাৎ তাঁর স্বরূপ নির্দিষ্ট নয়, তাঁর উৎস অজ্ঞেয় কিন্তু তিনি অশেষ বৈচিত্র্যের উৎস, প্রপঞ্চের তিনি অতীত, কোনো অবয়বযোগে তার রূপ সিদ্ধ হয়না।

তিনি অনন্য, কোনো সম্বন্ধে সম্বন্ধ নন, তাঁর আশ্রয় নেই, কোনো কিছুর কারণও তিনি নন, তিনি ভাবাভাবের ঊর্ধ্বে ও আদ্যন্তহীনা— এইসব হেতু তাঁর পরব্রহ্মত্বের প্রমাণ।

"অগোত্রাকৃতিত্বাদ্/ অনৈকান্তিকত্বাদ্/ অলক্ষ্যাগতত্বাদ্/ অশেষাকরত্বাদ্/ প্রপঞ্চালসত্বাদ্/ অনারম্ভকত্বাদ্ /অসাধারণত্বাদ্/অসম্বন্ধকত্বাদ্/অভিন্নাশ্রয়ত্বাদ্/অনাকরণত্বাদ্/ অবিদ্যমানত্বাদ্ অনাদ্যন্তকত্বাৎ ত্বমেকা পরব্রহ্ম রূপেণ সিদ্ধা।।"

আলোক-অন্ধকার, অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব, ভাব-অভাব— এই মৌলিক বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব যে সহজ সংবিত্তির দ্বারা সমভাবে প্রতিভাত হয়, যাঁর বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হয় "অনন্তমিত ভারূপা তমসাং তেজসামপি", সেই প্রকাশ-অপ্রকাশ রূপ কোটিদ্বয়ের প্রকাশয়িত্রী অনালোকের আলোকগর্ভিনী সান্দ্রতমিস্রাই কালীর আদি স্বরূপ।

"সদসদ্বিবেকসূতের্দলনপরা ক্বাপি সহজসংবিত্তিঃ।
উদিতা ত্বমেব ভগবতি জয়সি জয়াদ্যেন রূপেণ।।"

আদিশক্তি কালীর এই যে রহস্য স্বরূপ, যা সকল দ্বন্দ্ব বৈপরীত্যের প্রশমভূমি, তার উপাসনাবিধিও রহস্যময়। রহোযাগক্রমে, কুলমার্গেই দেবীর মুখ্য উপাসনা বিহিত, যা পাশববুদ্ধির অতীত। আদিনাথ বলছেন: "জগন্মাতরেষা তবাহপূর্বলীলা কথঙ্কারমস্মদ্বিধের্দেবি গম্যা"— দেবীর এই অপূর্ব লীলা, যা পশুদৃষ্টিতে সর্বদা গুপ্ত, তা আমাদের বিধিনিষেধের বিষয়ীভূত হতে পারে না। তাই মুখ্য কবি কালীসাধনের যে বাম-আচার, আপাত বেদবিরুদ্ধ আচার, তার সঙ্গতি এই রহস্যদৃষ্টিতেই। উপযুক্ত অধিকারীর পক্ষে কুলাচারেই কালী সাধনীয়া।

কালিকোপনিষদে শ্রুত হয়—

"সদা পঞ্চমকারেণ পূজয়েৎ।...

অথ হৈষঃ কালিকামনুজাপী যঃ সদা শুদ্ধাত্মা জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তঃ শাম্ভবীদীক্ষাসু শাক্তাসু রক্তঃ। রাত্রৌ নগ্নঃ সর্বদা মধুপানাহসক্তো মনসা জপপূজাদিনিয়মবান্। যোষিৎপ্রিয়করো ভগোদকেন তর্পণং তেনৈব পূজনং কুর্যাৎ। সর্বদা কালিকারূপমাত্মানং বিভাবয়েৎ। স সর্বদা যোষিদাসক্তো ভবেৎ। .... নান্যঃ পরমঃ পন্থা বিদ্যতে মোক্ষায় জ্ঞানায় ধর্মাধর্মায়। তৎ সর্বং ভূতং ভব্যং যৎকিঞ্চিদ্দৃশ্যমানং স্থাবরজঙ্গমং কালিকাতন্ত্রে ওতং প্রোতঞ্চ বেদ।" অর্থাৎ সর্বদা পঞ্চমকারে পূজা করা উচিত। শুদ্ধাত্মা, জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত কালীমন্ত্রজপকারী শাম্ভবী ও শাক্তী দীক্ষায় অনুরক্ত হন। নিশাকালে নগ্ন ও আসবপানে আসক্ত হয়েও তিনি নিরন্তর মানস জপপূজাদি নিয়ম ধারণ করবেন। কুলস্ত্রীর প্রিয়কারী হয়ে তিনি ভগোদকের দ্বারা যথাবিধি তর্পণ ও পূজা করবেন। নিজের কালীময় স্বরূপ তিনি সর্বদা দৃঢ় ভাবনা করবেন। তিনি নিত্য স্ত্রীসঙ্গী হবেন ও কুলস্ত্রীতে আসক্ত থাকবেন। মোক্ষ, জ্ঞান ও ধর্মাধর্মের এর চাইতে শ্রেষ্ঠ অপর কোনো পথ নেই। যা কিছু অতীত, অনাগত ও দৃশ্যমান স্থাবরজঙ্গম, তাতে কালীতত্ত্বকে ওতপ্রোত জানবে।

কালীসাধনের এই উপদেশ সাধারণের দৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর ও দুর্বোধ্য হলেও এটিই সর্বোচ্চ সাধন। নিখিল ভাবজগতের শক্তিস্বরূপতার দৃষ্টি থেকেই ভাস্কর রায় মখী কৌলোপনিষদের রহস্য সূত্রগুলির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেন। যেমন, অনিত্যং নিত্যম্— অনিত্যত্বেন ভাসমানং ঘটাদিকমপি নিত্যমেব শক্তিরেব। অধর্ম এব ধর্মঃ—শক্তিরূপোহধর্মোহপি ন পদার্থান্তরম্। কিন্তু ধর্মাধারধর্মিরূপো ব্রহ্মৈব।

কালী তাই কালভয়হারিণী, কালগ্রাসিনী। মর্ত্য মরণশীলতার মহাভয়ের গ্রন্থিভেদ করে আত্মশক্তির, আত্মরূপিণী শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তিই কালীসাধনের ফল।

"প্রসাদ বলে ভুক্তিমুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"

কালিকাপুরাণের মতো ভাবময় গ্রন্থের সুসম্পাদনা করে ব্রহ্মবাদিনী সেবন্তী সিন্‌হা বৈদিক পরম্পরার সার্থক উত্তরাধিকার বহন করেছে। মা কালী তার অনন্ত স্নেহময় ক্রোড়ে ওকে চির-আশ্রয় দান করুন—এইটুকু প্রার্থনা।

ভবদীয়

মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী পরমাত্মানন্দজী মহারাজ



লেখিকা অধ্যাপিকা সেবন্তী সিন্‌হা

বি. এ. অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস), এম. এ. (ফার্স্ট ক্লাস), এম. ফিল. (কলকাতা)
বি. এড. (ফার্স্ট ক্লাস), পি. এইচ. ডি. স্কলার (যাদবপুর)

জন্ম-১৯৮৭ **পরলোকগমন-২০২১**

সূচীপত্র

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থাবলী

(১) VIDUṢAKA - BHĀSA AND KĀLIDĀSA-A COMPARATIVE STUDY
(২) ভারতের কৃষ্ণভাবনা
(৩) ছোটদের বই — ছড়ার তোড়া
(৪) আচার্য জয়দেব বিরচিত চন্দ্রালোক : একটি সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ
(৫) সরল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুশীলন

নম্র নিবেদন:

আমরা এক হতভাগ্য পিতামাতা যাদের একমাত্র সন্তান এই গ্রন্থের লেখিকা সেবন্তী সিন্‌হা, বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে এম. এ. ও এম. ফিল. এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের গবেষক এবং কলিকাতার শ্যামবাজারের নিকটস্থ মহারাণী কাশীশ্বরী কলেজের সহকারী অধ্যাপিকা 'কোরোনা' রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৩+ বয়সে ০৩. ০৫. ২০২১ তারিখে অতি প্রত্যুষে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ ক'রে বিষ্ণুলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

ছাত্রজীবন থেকেই তার বই লেখার প্রতি খুবই ঝোঁক ছিল। ইতিপূর্বে সে আরও পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করে। আরও কত গ্রন্থ প্রকাশ করার তার প্রবল বাসনা ছিল! কিন্তু পৃথিবীর বুকে এক কালরোগ নেমে এসে তার সব বাসনাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল।

হঠাৎ একদিন আমরা তার আলমারিতে অনেক কাগজের স্তূপের মধ্যে তার হস্তলিখিত কাগজের কিছু বাণ্ডিল খুঁজে পাই যার মধ্যে লেখা ছিল সমগ্র গীতার আলোচনা, কালিকাপুরাণ, বামন পুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের সরল বাংলায় অনুবাদ।

সারাদিন ঘরে বসে বসে সে তো কত কিছুই লিখত, আবার তাদের মধ্যে কিছু কিছুকে পুস্তক আকারে বের করত। একাকী আপন খেয়ালে সে কাজ করে যেত। ঘর থেকে বাইরে খুব কমই বের হত। হঠাৎ তার এই লেখাগুলো খুঁজে পেয়ে আমাদের মনে হল যে সে তো চলেই গিয়েছে! তার এই লেখাটি গ্রন্থের আকারে প্রকাশ ক'রে তার পরিশ্রমের একটা স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা করা উচিত। সেইজন্য অতি যন্ত্রণা কাতর হৃদয়ে কয়েকজনের অনুপ্রেরণায় আমরা গ্রন্থগুলি প্রকাশে উদ্যোগী হই। আমরা বৃদ্ধ, শক্তিহীন, দৃষ্টিক্ষীণ, এতবড় কাজে হাত দেওয়ার পক্ষে সাহসবিহীন। ফলে আমাদের পক্ষে তার সেই হস্তলিখিত কাগজ থেকে গ্রন্থগুলিকে মুদ্রণযোগ্য অবস্থায় আনয়ন করা বিরাট কঠিন। তথাপি বহু কষ্ট ও পরিশ্রমে কতিপয় সুধীজনের উদার সহযোগিতায় আমরা তার 'সরল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অনুশীলন' ও 'কবি

জয়দেব বিরচিত চন্দ্রালোক — একটি সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ' এই গ্রন্থ দুইখানি গ্রন্থকে ইতিপূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়েছি।

আমরা এই বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাবিহীন। এই গ্রন্থের প্রুফ চেকিং এর ন্যায় অতীব দুরূহ দায়িত্ব আমাদেরকেই বহন করতে হয়েছে। তাই অনভিজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার কারণে হয়তো কিছু মুদ্রণ প্রমাদ এই গ্রন্থে থেকে যেতে পারে। তাই সুধীগণের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ যে যে সমস্ত ভুলগুলি মনে মনে সংশোধন ক'রে পাঠ করা সম্ভব সেগুলি আপনারা দয়া ক'রে মনে মনে সংশোধন ক'রে নিয়ে গ্রন্থখানি পাঠ করবেন। আমার পরলোকগতা কন্যা সম্পাদিত এই গ্রন্থখানি পাঠ ক'রে কেউ প্রকৃত আনন্দ আহরণে সক্ষম হলে আমরা নিজেদেরকে কৃতকৃত্য ও ধন্য মনে করব।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে গ্রন্থখানি টাইপ করার পর আমাদের কন্যাকে সেটি দেখানোর কোন সুযোগ আমরা পাইনি। ফলে এই গভীর তত্ত্ব পরিবেশনের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি থেকে গেল কিনা তা আমরা আদৌ জানি না। সহৃদয় পাঠক যদি এই বিষয়টি একটু মানিয়ে নেন তাহলে সেটি সংস্কৃত বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ আমাদের মত একজন হতভাগ্য পিতমাতার প্রতি মহৎ অনুগ্রহ করা হবে। গ্রন্থটি পাঠকের ভাল লাগলে পরবর্তী সংস্করণে কোন অভিজ্ঞজনের সহায়তায় ভুল সংশোধন করার চেষ্টা করব।

পরিশেষে পাঠকগণের উদ্দেশ্যে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যে আমাদের একমাত্র সন্তান আমাদের কন্যার এই গ্রন্থখানি পাঠ ক'রে কেউ যদি গ্রন্থটির সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত দূরভাষের মাধ্যমে আমাদেরকে জানান তাহলে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ থাকব।

নমস্কারান্তে—

আশিস সিন্‌হা ও নিবেদিতা সিন্‌হা
গোপীনাথপুর, কান্দি, মুর্শিদাবাদ,
অধুনা — ১০/২৫, কবি ভরতচন্দ্র রোড
কলকাতা — ৭০০০২৮
দূরভাষ— ৮০১৭৯২৯২৩৩/
৯৪৩৩৯০৩৭৩৪

অবতরণিকা

নমো নমস্তে জগতঃ প্রবৃত্তি-
নিবৃত্তিরূপে স্থিতিসর্গরূপে।
চরাচরাণাং ভবতী চ শক্তিঃ
সনাতনী সর্ববিমোহনীতি।।

আমাদের দেশে ভগবতী দুর্গার পরেই যে দেবীর উপাসনা সর্বাধিক প্রচলিত তিনি হলেন ভগবতী কালী। কলকাতার কালীঘাটস্থ কালিমন্দির বিশ্ব-প্রসিদ্ধ।

'কালী' শব্দের অর্থ হল — 'কালের পত্নী'। ব্যাকরণে পুরুষবাচক শব্দের অন্তে ঈপ্ যুক্ত হয়ে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যেমন ব্রহ্মন্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ = ব্রহ্মাণী। শিবের অপর নাম কাল। তাঁর এই নামের অন্তে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ যুক্ত হয়ে কাল অর্থাৎ শিবের পত্নী ভগবতী অম্বিকার অপর নাম 'কালী' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। মার্কেণ্ডেয় পুরাণের 'চণ্ডমুণ্ড বধ' নামক অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী ভগবতী অম্বিকার কুটিল ভ্রুকুটিযুক্ত ললাট থেকে হস্তে বিচিত্র খট্বাঙ্গ, তলোয়ার ও পাশনামক অস্ত্র ধৃত, মুণ্ডমালা পরিহিতা, ব্যাঘ্রচর্মাবৃতা শুষ্ক মাংসযুক্তা, ভয়ঙ্কর মুখ গহ্বর হতে প্রলম্বিত বৃহৎ জিহ্বা ও গভীর আরক্ত নয়ন সমন্বিতা ঘোর গর্জনা দেবী কালী প্রকটিত হন —

ভ্রুকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্ বিনিষ্ক্রান্তাদ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।।
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।।

শাস্ত্রানুযায়ী কালী হলেন পার্বতী, দুর্গা, অম্বিকা, গৌরীর অপর রূপ অর্থাৎ যিনিই দুর্গা, যিনিই অম্বিকা, যিনিই পার্বতী তিনিই কালী। মহানির্বাণ তন্ত্রের চতুর্থ উলাসে সদাশিব পার্বতী সম্পর্কে বলেছেন —

ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধুমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তা।।১৩।।
অন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ী তনু।।১৪।।
উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনুঃ।।১৬।।
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী।।১৭।।

অর্থাৎ তিনিই কালী, দুর্গা, তারিণী ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধুমাবতী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা; তিনিই অন্নপূর্ণা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী; তিনি সর্বদেবময়ী ও সর্বশক্তিস্বরূপিণী। তিনি বিশ্বরক্ষার জন্য কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ, কখনও ষড়ভুজ, কখনও অষ্টভুজা মূর্তি ধারণ ক'রে নানা প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করেন।

উজ্জয়িনীপতি মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ও নবরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন মহামতি অমরসিংহ তাঁর রচিত কালজয়ী গ্রন্থ 'অমরকোষ' এর স্বর্গবর্গের ২৮ পর্যায়ে দেবী পার্বতীর বিভিন্ন নামের কথা বলেছেন —

উমা কাত্যায়নী গৌরীকালী হৈমবতীশ্বরা।
শিবা ভবানী রুদ্রাণী শর্বাণী সর্বমমঙ্গলা।
অপর্ণা পার্বতী দুর্গা মৃড়ানী চণ্ডিকা অম্বিকা।।

মহানির্বাণ তন্ত্রের চতুর্থ উল্লাসে সদাশিব দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীকে বলেছেন ভগবতী কালীই হলেন এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী, তিনিই আবার

জগৎসংহারকারিণী। তাঁর যে জগৎসংহারকারিণী রূপ তাকেই মহাকাল বলা হয়। এই মহাকাল মহাপ্রলয়কালে সমগ্র জগৎ সংসারকে গ্রাস করেন এবং পার্বতী এই সর্বগ্রাসকারী মহাকালকে গ্রাস করেন ব'লে তিনি কালিকা নামে জগতে খ্যাত হয়েছেন। তিনি কালকে গ্রাস করেন। সেইজন্য তাঁর নাম কালী এবং তিনি সকলের আদি। সেইজন্য তিনি সকলের আদিস্বরূপা ও কালস্বরূপা হওয়ার কারণে তাঁর নাম হয়েছে আদ্যাকালী—

তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্বং গ্রসিস্যতি।।৩০।।
কলনাৎ সর্বভুতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।। ৩১।।
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী।
কালাত্বাদাদিভুতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে।।৩২।।

অমরকোষে বলা হয়েছে যে দেবী কালীর রূপ মেঘের ন্যায় ঘন কৃষ্ণবর্ণ — "মেঘজ্বালে চ কালিকা" (নানার্থবর্গ ৪৩)।

দেবী দুর্গার গাত্রবর্ণ কিরূপ ছিল তার কোন স্পষ্ট বর্ণনা কোন পুরাণ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে তার একটি আভাস পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে জানা যায় যে দেবী কর্তৃক মহিষাসুর বধের পর আনন্দিত দেবতাগণ যখন দেবীর স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁরা বললেন যে দেবী দুর্গার মুখমণ্ডল পূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় দীপ্তিময় এবং সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল—

ঈষৎহাসম্ অমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি কান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ।।

সুতরাং যাঁর মুখমণ্ডলের কান্তি পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় লাবণ্যযুক্ত সুবর্ণের ন্যায়

উজ্জ্বল তাঁর অঙ্গকান্তি তো পুর্ণিমা রজনীর অপূর্ব আলোর ঝর্ণা ধারার ন্যায় উজ্জ্বল মাধুর্যযুক্ত হবে এইটিই স্বাভাবিক! তাহলে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে দেবী দুর্গার অপর রূপ কালীর রূপ ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেন? এবিষয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যম্ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে দেবী অম্বিকা দেবী পার্বতীর শরীরের কোষ হতে উৎপন্ন হয়ে কৌশিকী নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পার্বতীর শরীর হতে তাঁর নিষ্ক্রান্ত হওয়ার কারণে পার্বতীর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করে এবং তখন থেকে দেবী পার্বতী 'কালিকা নামে খ্যাত হয়ে হিমালয়ে অবস্থান করতে আরম্ভ করেন —

তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া।।

অন্যদিকে ভগবতী কালীর উৎপত্তি বিষয়ে এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের পরবর্তী 'চণ্ডমুণ্ড বধ' পর্যায়ে কথিত হয়েছে যে দুই দৈত্য চণ্ডমুণ্ড চতুরঙ্গী সেনা সমভিব্যাহারে গমনকালে হিমালয়ের শিখরোপরি সিংহের উপরে আসীন মৃদু হাস্যমুখী দেবী অম্বিকাকে দর্শন ক'রে তাঁকে বলপূর্বক অপহরণ করার মানসে অস্ত্র-শস্ত্র সহ তাঁর সন্নিকটে উপস্থিত হলে তাদেরকে দেখে দেবী অম্বিকা নিতান্ত কুপিত হলেন এবং তাঁর ক্রোধ হেতু তাঁর মুখমণ্ডল কাজলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। তখন তাঁর কুটিল ভ্রুকুটিযুক্ত ললাট থেকে হস্তে তলোয়ার ও পাশ ধারণ ক'রে দেবী কালী উৎপন্ন হলেন—

ততঃ কোপং চকারোচ্চৈঃ অম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চ অস্যা বদনং মসীবর্ণম্ অভূৎ তদা।।
ভ্রুকুটি কুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাৎ দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।।

সুতরাং এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে দেবী কালিকা থেকেই দেবী কালী আবির্ভূত হয়েছেন। তবে সাধারণভাবে 'কালিকা' এবং 'কালী'কে একটি শক্তিরই বিভিন্ন রূপ মনে করা হয়। কিন্তু পুরাণে এই দুইটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। এই দুই দেবীর কার্যের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কালিকা

বধ করেছেন ধূম্রলোচন, শুম্ভ-নিশুম্ভ ও রক্তবীজকে আর কালী বধ করেছেন চণ্ড-মুণ্ডকে। দেবী কালিকার অপর নাম দেবী চণ্ডিকা এবং দেবী কালীর নাম চামুণ্ডা।

তবে মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দুর্গা সপ্তশতী অধ্যায়ে ভগবতী অম্বিকার ললাট থেকে যে দেবী কালীর প্রকট হওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে তিনি আদ্যাকালীর থেকে ভিন্ন। ভগবতী অম্বিকার ললাট থেকে প্রকটিত কালী দেবী দুর্গার ত্রিমূর্তির অন্যতম। তাঁর ধ্যানের স্বরূপ আদ্যকালীর ধ্যানের স্বরূপ থেকে ভিন্ন।

কালিকা ও কালীর ধ্যানমন্ত্রের মধ্যেও ভিন্নতা আছে। নারদীয় পুরাণে কালিকা দেবীর ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে যে তিনি হস্তে মুণ্ড, কৃপাণ, বর ও অভয় এবং মস্তকে মুণ্ডমালা ধারণ করেন। তিনি মুক্তকেশী, শ্মশানবাসিনী, এবং শ্যামাঙ্গী এবং সকলপ্রকারে অলঙ্কৃতবর্ণা—

শিরঃকৃপাণমভয়ং বরং হস্তৈশ্চ বিভ্রতীম্।
মুণ্ডসঙ্মস্তকাং মুক্তকেশাং পিতৃবনস্থিতাম্।
সর্বালঙ্কৃতবর্ণাং চ শ্যামাঙ্গী কালিকাং স্মরেৎ।।

অপরদিকে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮৭তম অধ্যায়ের দেবী কালীর ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে যে, তিনি ভয়ঙ্কর মুখসমন্বিতা, তাঁর হস্তে তলোয়ার ও খট্টাঙ্গ, কণ্ঠে নরমুণ্ডের মালা শোভিত, তিনি অঙ্গে ব্যাঘ্রচর্মনির্মিত বস্ত্র পরিহিতা, তাঁর শরীর মাংসরহিত, মুখ ভয়ানক ও অতিবিস্তৃত, তাঁর রূপ অতি ভয়ঙ্কর, তাঁর মুখবিবর হতে প্রলম্বিত লোলজিহ্বা, তাঁর নয়ন গভীর রক্তবর্ণের, তাঁর ভয়ঙ্কর গর্জনে দশদিশ পরিপ্লাবিত —

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী। ৫।।
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।।৬।।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।।৭।।

কালিকাপুরাণের 'অর্ধনারীশ্বরচরিতম্' অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে দেবী কালী পরবর্তী ক্ষেত্রে শিবের বরে সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণা হয়ে উঠেছিলেন। শিব হিমালয়-কন্যা পার্বতীর (অম্বিকা) সঙ্গে বিবাহের পর হিমালয়েই অবস্থান করছিলেন। সেইসময় কৈলাস-শিখরে অবস্থানকালে অন্যান্য অপ্সরাসহ উর্বশী তাঁর সমীপে আবির্ভূত হয়। তখন আত্মভোলা শিব তাদের সঙ্গে পার্বতীর পরিচয় করিয়ে দেবার সময় অতীব গৌরবর্ণা অপ্সরা উর্বশীর সন্মুখেই পার্বতীকে 'কালি ভিঞ্জানশ্যামে' অর্থাৎ অঞ্জন অর্থাৎ কাজলখণ্ডের কালো রঙ বিশিষ্ট কালী ব'লে সম্বোধন করেন। এর ফলে পার্বতী অতীব কুপিত হয়ে এবং তাঁর কোপের বিষয় বৃষবাহন শিবকে না জানিয়েই মহাদেবকে পরিত্যাগ ক'রে গোপনে কোন এক অজ্ঞাত পর্বতশিখরে অন্তর্হিত হন। তৎপশ্চাৎ বিরহকাতর শিব বহু প্রচেষ্টায় পার্বতীর সন্ধান পান এবং পার্বতীর অন্তর্ধানের কারণ জানতে চান। তখন অভিমানিনী পার্বতী শিবকে বলেন যে তিনি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী না হওয়া পর্যন্ত শিবসকাশে গমন করবেন না —"শরীরগৌরতাং শম্ভো ন সমেষ্বে ত্বয়া বিনা" ইতি। এই কথা শ্রবণ ক'রে শিব পার্বতীকে আকাশগঙ্গার (চন্দ্রের) জলে অবগাহন করার পরামর্শ দেন এবং শিবের পরামর্শমত পার্বতী আকাশগঙ্গার জলরাশিতে অবগাহন ক'রে বিজলীর ন্যায় গৌরবর্ণা হয়ে ওঠেন — "সা নিমজ্জ্য সমুত্তীর্ণা বিদ্যুদ্গৌরী ব্যজ্যায়ত"।

তন্ত্রশাস্ত্রে আদ্যা ভগবতীর দশপ্রকার নামের কথা বলা হয়েছে — কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলাত্মিকা। এই দশ নামের সম্মিলিত রূপকে 'দশমহাবিদ্যা' বলা হয়। এই দশরূপের মধ্যে ভগবতী কালী প্রধানা।

ভগবতী কালীর অসংখ্য রূপভেদ আছে যাদের মধ্যে প্রধান ভেদ আটটি— চিন্তামণি কালী, স্পর্শমণি কালী, সন্ততিপ্রদা কালী, সিদ্ধিকালী, দক্ষিণা কালী, কামকলা কালী, হংস কালী এবং গুহ্য কালী। এতদ্ব্যতীত ভগবতী কালীর বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ আরও তিনটি ভেদ মানা হয়। সেগুলি হল — ভদ্রকালী, শ্মশানকালী ও মহাকালী।

ভগবতী কালীর সমস্ত রূপের মধ্যে প্রধান হল 'দক্ষিণা কালী'। তাঁকে দক্ষিণ কালিকা তথা দক্ষিণা কালিকা নামেও সম্বোধন করা হয়। ভগবতী কালীকে দক্ষিণাকালী কেন বলা হয় সে বিষয়ে শাস্ত্রে বিভিন্নমত পোষণ করা হয়েছে। নির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে যে সূর্যের পুত্র মৃত্যুদেবতা যম দক্ষিণদিকে অবস্থান করেন। কালীর নাম শ্রবণমাত্রই যমরাজ ভীত হয়ে দূরে পলায়ণ করেন। ফলে তিনি কালীর উপাসককে নরকে নিক্ষেপ করতে পারেন না। এইজন্য কালীকে দক্ষিণাকালী বলা হয় —

দক্ষিণস্যাং দিশি স্থানে সংস্থিতশ্চ রবেঃ সুতঃ।
কালী নাম্না পলায়তে ভীতিযুক্তঃ সমন্ততঃ।
ততঃ সা দক্ষিণা নাম্না ত্রিষু লোকেষু গীয়তে।।

আবার, অন্য একটি মত হল এই যে যেমন কোন ধর্মীয় কর্মে পুরোহিতকে প্রদত্ত দক্ষিণা যজমানের সেই কর্মে সিদ্ধি প্রদান করে তেমনই ভগবতী কালী সকল কর্মফলের সিদ্ধি প্রদান করেন। সেইজন্য তাঁর অপর নাম 'দক্ষিণা কালী'। কথিত আছে যে দক্ষিণামূর্তি ভৈরব সর্বপ্রথম তাঁর উপাসনা করেন। সেইজন্য তাঁকে 'দক্ষিণা কালী' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

পুরাকালে মহামতি ঋষিগণ স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কালীর যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা তাঁরা যে ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন তার মধ্যে কালীর একটি বহুজন আদৃত রূপটি হল —

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্।।
সদ্যঃ ছিন্নশিরঃ খর্গবামাধোর্ধ্বং করাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃপাণিকাম্।।
মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদরুধির চর্চিতাম্।।
কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্ম ভয়ানকাং।
ঘোরদংষ্ট্রা করালাস্যাং পীনোন্নত পয়োধরাম্।।

শবানাং কর সংবাতৈঃ কৃতকাঞ্চী হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদরক্তধারাং বিস্ফুরিতাননাম্।।
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয় বাসিনীম্।
বালর্কমণ্ডলাকার লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্।।
দন্তুরাং দক্ষিণ ব্যাপি মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্।।

কালীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করার পূর্বে বলে রাখা প্রয়োজন যে প্রাকৃত মন সম্বল ক'রে শাস্ত্রের বিচার করলে শাস্ত্রের সুগন্ধ লাভে বঞ্চিত থেকে যেতে হবে। ভগবতী কালীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁর স্বরূপ বর্ণনায় যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা হলে তা হবে তামসিক বুদ্ধির পরিচায়ক যা দেবীর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির পথে অন্তরায় হবে। এই মন্ত্রে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ এক একটি গূঢ় তত্ত্বের প্রতীক।

কালীকে বলা হয় যে তিনি মুক্তকেশী। এর অর্থ এমন নয় যে দেবী কালী খোলা চুলে বিরাজমানা। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল যে দেবী কালী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাতীত। সেইজন্য তিনি কেশ বিন্যাসের মত রজগুণে আসক্ত হন না। তাই তাঁর কেশরাজি উন্মুক্ত।

দেবী কালীকে কৃষ্ণবর্ণা বলা হয়। তাঁর কৃষ্ণবর্ণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক'রে মহানির্বাণতন্ত্রের ত্রয়োদশ উল্লাশের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে যে যেমন শ্বেত, পীত প্রভৃতি সমস্ত বর্ণ একমাত্র কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তদ্রূপ জগতের সমস্ত পদার্থই দেবী কালীর মধ্যে অন্তর্হিত হয়। সেইজন্য যোগিগণ কালীকে কৃষ্ণবর্ণা কল্পনা করেছেন —

শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্বভূতানি শৈলজে।।
অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণোনিরূপিতঃ।।

কালীকে শ্মশানবাসিনী বলা হয়। এর অর্থ এই নয় যে যেখানে শবদাহ দাহ করা হয় তিনি সেই শ্মশান নামক স্থানে বাস করেন। এর শাস্ত্রোক্ত তাৎপর্য হল এই যে যেমন মৃতদেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হয় সেইরূপ পঞ্চ মহাভূত 'চিদ্‌ব্রহ্মে' লয় প্রাপ্ত হয়। ভগবতী আদ্যাকালী 'চিদ্‌ব্রহ্ম স্বরূপা'। সেইজন্য তাঁর সত্ত্বা হল পঞ্চ মহাভূতের লয়স্থান এবং তিনি সেই সত্ত্বাতেই অবস্থান করেন। সেইজন্য তাঁকে শ্মশানবাসিনী বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, কাম, ক্রোধ, লোভ আদি ষড়রিপু একমাত্র হৃদয়ের মধ্যেই ভস্মীভূত করা যায়। এইজন্য হৃদয়কে কাম, ক্রোধ, লোভ আদি ষড়রিপুর শ্মশান বলা হয়। দেবী কালী সেই ভক্তের হৃদয়েই অধিষ্ঠান করেন যার অন্তর থেকে কাম, ক্রোধ, লোভ আদি ষড়রিপু ভস্মীভূত হয়েছে। সেই অর্থেও তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ আদি ষড়রিপু বর্জিত ভক্তের হৃদয়রূপ শ্মশানে অধিষ্ঠান করার জন্য তাঁকে শ্মশানবাসিনী বলা হয়।

ভগবতী কালী দুই কর্ণের কুণ্ডলে দুইটি বালকের শব ধারণ ক'রে থাকেন। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল যে যখন দেহ থেকে প্রাণ বিযুক্ত হয়ে যায় তখন দেহ শবে পরিণত হয়। তেমনই যখন উপাসক স্বীয় প্রাণশক্তিকে চিৎ শক্তিতে সমাহিত করে দেন তখন তাঁর ভৌতিক শরীর শবের ন্যায় নির্জীব হয়ে যায় এবং তিনি চিত্তের মধ্যে বালকসুলভ পবিত্র স্বভাব লাভ করেন। ভগবতী কালী এইসব বালক সুলভ স্বভাব বিশিষ্ট ভক্তদের প্রতি কান লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে তাঁদের সমস্ত প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং অনুমোদন করেন।

ভগবতী কালীর দুই ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়ে রক্ত ধারা গড়িয়ে পরে। এর তাৎপর্য হল যে তিনি শুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্না এবং সেইকারণে তিনি রক্তধারারূপী রজোগুণ ও তমোগুণকে নিঃসৃত করছেন।

শাস্ত্রে ভগবতী কালীকে শবাসনা বলা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তিনি লৌকিক অর্থে মৃতদেহকে তাঁর আসনরূপে ব্যবহার করেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে যেমন জীবদেহ থেকে প্রাণ নির্গত হলে জীবদেহটি শবে পরিণত হয় তেমনই যখন কালীর উপাসক স্বীয় প্রাণশক্তিকে স্থানান্তরিত

ক'রে চিৎ শক্তির মধ্যে সমাহিত করেন তখন তাঁর পঞ্চভৌতিক শরীর শবের ন্যায় নির্জীব হয়ে যায় এবং তখনই আরাধ্যা দেবী কালী সেই যোগীকে নিজের আসন করেন অর্থাৎ তখন তিনি সেই যোগীর উপর করুণা করেন। এইটিই হল দেবীর শবাসন এবং এই কারণে 'শব'কে ভগবতী কালীর আসন কল্পনা করা হয়েছে।

মহানির্বাণতন্ত্রের চর্তুর্থ উল্লাসে সদাশিব মহাদেব পার্বতীকে বলেছেন যে সকল তন্ত্রে রূপভেদ, যন্ত্রভেদ ও মন্ত্রভেদে ভগবতী কালীর উপাসনার তিন প্রকার ভাব আছে—

তত্তদ্রূপবিভেদেন মন্ত্রযন্ত্রাদিসাধনম্।
কথিতং সর্বতন্ত্রেষু ভাবাশ্চ কতিতাস্ত্রয়ঃ।। ১৮।।

শাস্ত্রানুসারে ভগবতী কালীর উপাসনার এই তিনটি ভেদ হল যথাক্রমে পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব।

মহানির্বাণতন্ত্রের এই উল্লাসেই সদাশিব বলেছেন যে কলিযুগে উপাসনায় পশুভাব নাই এবং দিব্যভাবও দুর্লভ। সেইজন্য এই যুগে বীরভাবে সাধনাই শ্রেয় এবং বীরভাবে সাধনায় প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয়—

পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবঃ অপি দুর্লভঃ।
বীরসাধনকর্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে।। ১৯।।

তন্ত্রশাস্ত্রে কালীসাধনায় পঞ্চ 'ম' কারের উল্লেখ আছে। এবিষয়ে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে কারণ এর প্রকৃত অর্থবোধে অক্ষম সাধারণ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন পারমার্থিক শিক্ষায় অশিক্ষিত মানুষ এই পঞ্চ 'ম' কারের অতি কুরুচিকর, কদর্য, বিকৃত ব্যাখ্যা ক'রে শাস্ত্রের যৎপরোনাস্তি অবমাননা ক'রে থাকেন। এই পঞ্চ 'ম' কার হল— মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৈথুন ও মুদ্রা। তন্ত্রশাস্ত্রে এই পঞ্চ 'ম' কার যে গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা এখানে উপস্থাপিত হল—

মদ্য সম্পর্কে আগমসারে বলা হয়েছে—

সোমধারা ক্ষরেদযা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদবরাননে।
পীতানন্দময়ীং তাং যঃ স মদ্যসাধকঃ।।

অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয় তা পান ক'রে সাধকের চিত্ত আনন্দে পুর্ণ হয়। একেই শাস্ত্রে মদ্যপান বলা হয়। কালীতন্ত্রে বলা হয়েছে যে দেবী কালী মদ্যপান করেন। বিষয়টিকে কিঞ্চিত ব্যাখ্যা করে বললে বলা যায় যে কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত ক'রে তাকে উর্ধমুখে উত্তোলিত ক'রে ষটচক্র ভেদ ক'রে সহস্রার অর্থাৎ শিরোমধ্যস্থ অধোমুখ সহস্রদল পদ্ম পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারলে আনন্দরূপী অমৃতের উপলব্ধি হয়। এই হল শাস্ত্রোক্ত 'মদ্যপান'। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত 'মদ্য' প্রাকৃত জগতের বোতলাবদ্ধ সুরা বা মদিরা নয়। কাজেই প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞনহীন নির্বোধ নিন্দুকগণ দেবী কালীর মদ্যপান করার বিষয়টি সম্পর্কে যে মত পোষণ করে সেটি সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও শাস্ত্রবিরোধী।

ঐ শাস্ত্রে মাংস ভক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

মা শব্দাৎ রসনা জ্ঞেয়া তদংশানরসন প্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েৎ দেবী স এব মাংসসাধকঃ।।

এই বক্তব্যের তাৎপর্য হল এই যে 'মা' শব্দের দ্বারা রসনাকে নির্দেশ করা হয় এবং বাক্য তার অংশ। যে যোগী সর্বদা শব্দব্রহ্মরূপী বাক্যকে ব্যয় না ক'রে তাকে ভক্ষণ অর্থাৎ হৃদয়ে ধারণ ক'রে রাখেন অর্থাৎ যিনি সর্বদা বাক্যসংযম ক'রে মৌনী থাকেন তাঁকে মাংসসাধক বলা হয়। কাজেই তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লেখিত 'মাংস' কোন জীবের দেহাংশ নয়। এই 'মাংস' (মা + অংশ) হল 'মা' অর্থাৎ রসনার অংশ বাক্য।

তন্ত্রশাস্ত্রে যে 'মৎস' ব্যবহারের বিধান আছে সেই মৎস্যও কোন জলাশয়ে উৎপন্ন প্রাণী নয়। শাস্ত্রে ইড়া ও পিঙ্গলাকে যথাক্রমে গঙ্গা ও যমুনা এবং শ্বাস ও প্রশ্বাস এই দুটিকে দুইটি মৎস্যসদৃশ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং

বলা হয়েছে যে ইড়া ও পিঙ্গলারূপী গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে সর্বদা শ্বাস ও প্রশ্বাসরূপী দুইটি মৎস্য সদা বিচরণ করছ এবং যে যোগী এই মৎস্যদ্বয়কে ভক্ষণ করেন অর্থাৎ যে প্রাণায়ামসাধক শ্বাস ও প্রশ্বাস রোধ ক'রে কুম্ভকের পুষ্টিসাধন করেন তিনি মৎস্যসাধক—

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেৎ মৎস্যসাধকঃ।।

শাস্ত্রোক্ত 'মৈথুন' তত্ত্ব বড়ই দুর্বোধ্য। অধ্যাত্মতত্ত্বে মনে করা হয় যে মৈথুন সাধনায় নিরত সাধক যিনি বায়ুরূপ লিঙ্গকে শূন্যরূপ যোনিমধ্যে প্রবেশ করিয়ে কুম্ভকরূপ রমণকার্য সম্পন্ন করেন তিনি হলেন পরম যোগী। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পরমতত্ত্ব মৈথুনব্যাপার জগতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। মৈথুন ক্রিয়ার দ্বারা সিদ্ধিলাভ ঘটে এবং সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় —

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টি-স্থিতি-অন্ত্য-কারণম্।

মৈথুনাৎ জায়তে সিদ্ধিঃ ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্।।

শাস্ত্রবিষয়ে অন্ধ মানুষ এই পরম তত্ত্বের সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য ও প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে অক্ষম। সেই কারণে তারা তাদের যোগ্যতামত এই তত্ত্বের স্থূল অর্থ ক'রে কদর্য মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে।

অনুরূপভাবে তন্ত্রশাস্ত্রে মুদ্রাসাধনার বিধান পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই মুদ্রা কলিযুগের পরম লোভনীয় পরম বস্তু 'অর্থ' নয়। মুদ্রাসাধক সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয়েছে —

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমঃ।।
সূর্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।

অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে।।

অর্থাৎ শিরঃস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকামধ্যে শুদ্ধ পারদতুল্য পরম পদার্থ আত্মা অবস্থান করেন। এই আত্মার তেজ কোটি সূর্যসম হলেও তা স্নিগ্ধতায় কোটি চন্দ্রসম। এই পরম পদার্থ আত্মা অতিশয় মনোহর এবং কুণ্ডলিনী-শক্তি-সমন্বিত। যে সাধকের অন্তরে এইরূপ জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে তিনি প্রকৃত মুদ্রাসাধক হিসাবে পরিচিত হন।

ঘোরপাপী কলিযুগে তমসাগ্রস্তচিত্ত জীব পঞ্চ মকারের অর্থ উপলব্ধিতে অক্ষম হওয়ার কারণে এই যুগে পঞ্চ মকার নিষিদ্ধ হয়েছে।

আমি অসীম সাহসের ভর ক'রে কালিকাপুরাণের সরল বাংলা অনুবাদে প্রয়াসী হয়েছি। জানিনা আমার এই প্রয়াস কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিভিন্ন ভাষায় কালিকাপুরাণের বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই সব সংস্করণগুলির মধ্যে এই পুরাণের বিভিন্ন শ্লোকের মধ্যে অনেক পদের পাঠান্তর পরিলক্ষিত হয়। তাদের সমস্তই উল্লেখ করা বড়ই কঠিন। সেইজন্য এই গ্রন্থে আমি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কতিপয় পাঠান্তর তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। উল্লেখ্য যে এই পুরাণের যতগুলি সংস্করণ আমার হস্তগত হয়েছে তাদের মধ্যে ভাটপাড়া নিবাসী বিদগ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থখানিই আমার অধিকতর প্রামাণ্য ব'লে বোধ হয়েছে।

—সেবন্তী সিন্‌হা

মঙ্গলাচরণ

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

নমস্তে ভগবন্ রুদ্র ভাস্করামিততেজসে।
নমো ভবায় দেবায় রসায়াম্বুময়ায় তে।। ২৯।।

শর্বায় ক্ষিতিরূপায় সদা সুরভিণে নমঃ।
ঈশায় বায়বে তুভ্যং সংস্পর্শায় নমো নমঃ।। ৩০।।

পশূনাং পতয়ে চৈব পাবকায়াতিতেজসে।
ভীমায় ব্যোমরূপায় শব্দমাত্রায় তে নমঃ।। ৩১।।

মহাদেবায় সোমায় অমৃতায় নমোস্তু তে।
উগ্রায় যজমানায় নমস্তে কর্মযোগিনে।। ৩২।।

প্রথম অধ্যায়

কামপ্রাদুর্ভাববর্ণন

যদ্ যোগিভিঃ ভবভয়ার্তি বিনাশযোগ্যম্।
আসাদ্য বন্দিতম্ অতীব বিবিক্তচিত্তৈঃ।।
তদ্ বঃ পুনাতু হরিপাদসরোজযুগ্মম্।
আবির্ভবৎ ক্রমবিলঙ্ঘিত-ভূর্ভুবঃ স্বঃ।। ১।।

সাতিশয় বিবেকশীল চিত্তযুক্ত যোগিগণ যে যুগল শ্রীচরণকমলের ভজনা করেন, যে শ্রীচরণকমলদ্বয় সংসারের জন্ম-মৃত্যুভয়কে নাশ করে যে শ্রীচরণকমলদ্বয়ের দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরি পৃথিবী, বায়ুলোক ও স্বর্গলোক নামক তিন লোককে অধিকার করেছিলেন সেই শ্রীহরিপাদপদ্মযুগল আবির্ভূত হয়ে তোমাদেরকে পবিত্র করুন।। ১।।

সা পাতু বঃ সকলযোগিজনস্য চিত্তে
অবিদ্যাতমিস্রতরণির্যতিমুক্তিহেতুঃ।
যা চ অস্য জন্তুনিবহস্য বিমোহিনীতি
মায়া বিভোর্জনুষি শুদ্ধ-কুবুদ্ধিহন্ত্রী।। ২।।

যিনি সকল যোগিগণের চিত্তে পরিব্যাপ্ত অবিদ্যার অন্ধকার মোচন করেন, যিনি যতিগণকে মোক্ষ প্রদান করেন, যিনি সমগ্র প্রাণীকুলকে

বিমোহিত করেন, যিনি শুদ্ধবুদ্ধি প্রদান করেন এবং কুবুদ্ধিকে নাশ করেন সেই পরমেশ্বরী বিষ্ণুমায়া[1] তোমাদের সকলকে রক্ষা করুন।। ২।।

ঈশ্বরং জগতামাদ্যং প্রণম্য পুরুষোত্তমম্।
নিত্যজ্ঞানময়ং বক্ষে পুরাণং কালিকাহ্বয়ম।। ৩।।

যিনি নিত্যজ্ঞানময়, অনাদি, জগতের আদি সেই পুরুষোত্তম ঈশ্বরকে প্রণাম করে কালিকাপুরাণ নামক এই পুরাণ বর্ণনা করব।। ৩।।

মার্কণ্ডেয়ং মুনিশ্রেষ্ঠং স্থিতং হিমধরান্তিকে।
মুনয়ঃ পরিপ্রপচ্ছুঃ প্রণম্য কমঠাদয়ঃ।। ৪।।
ভগবন্ সম্যগাখ্যাতং সর্বশাস্ত্রাণি তত্ত্বতঃ।
বেদান্ সর্বান্ তথা সাঙ্গান্ সারভূতং প্রমথ্য চ।। ৫।।

হিমালয়ের সন্নিকটে বিরাজমান মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে প্রণাম ক'রে কমঠাদি মুনিগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন - হে ভগবন্ আপনি সমস্ত শাস্ত্র এবং অঙ্গ[2] সহিত বেদসমূহ মন্থন করে তার সাররূপ সমস্ত শাস্ত্রের তত্ত্বসমূহ বিশেষপ্রকারে ব্যাখ্যা করেছেন।। ৫।।

সর্ববেদেষু শাস্ত্রেষু যো যো নঃ সংশয়ঃ অভবৎ।
স স ছিন্নঃ ত্বয়া ব্রহ্মন্ সবিত্রেব তমশ্চয়ঃ।। ৬।।
জৈবাতৃকাগ্র্য ভবতঃ প্রসাদাৎ দ্বিজসত্তম।
নিঃসংশয়া বয়ং জাতা বেদে শাস্ত্রে চ সর্বশঃ।। ৭।।

---

1. বিষ্ণুমায়া হল দেবী দুর্গার অন্যতম নাম। তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর আদিশক্তি। পুরাণ অনুযায়ী ভগবান্ বিষ্ণু তাঁকে সৃষ্টি করেন।
2. বেদের ছয়টি অঙ্গ — শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, এবং কল্প।

কৃতকৃত্যা বয়ং ব্রহ্মংস্ত্বত্তোধীত্য সমন্ততঃ।
সরহস্যং ধর্মশাস্ত্রং যদবাদি স্বয়ম্ভুবা।। ৮।।

হে ব্রহ্মন্— সমস্ত বেদ এবং শাস্ত্র বিষয়ে আমাদের অন্তরে যে যে সংশয় উৎপন্ন হয়েছিল তাদের সমস্তকেই সূর্য যেমন অন্ধকার রাশি দূর করে, তদ্রূপ আপনিও আমাদের অন্তর হতে সেই সমুদায় সংশয় দূর করেছেন অর্থাৎ আপনার কৃপায় আমাদের অন্তরে কোন শাস্ত্র বা বেদ সম্পর্কে আর কোন সংশয় বা সন্দেহ অবশিষ্ট নাই।। ৬।। দীর্ঘজীবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে দ্বিজবর! আপনার করুণায় আমরা সকলে সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রে সর্বপ্রকারে সংশয় মুক্ত হতে পেরেছি।। ৭।। ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা কথিত গূঢ়তত্ত্ব সহিত সেই ধর্মশাস্ত্র আপনার নিকট অধ্যয়ন করে আমরা সর্বতোভাবে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয়েছি।। ৮।।

ভূয়ঃ তৎ শ্রোতুম্ ইচ্ছামো হরং কালী পুরা কথম্।
মোহয়ামাস যতিনং সতীরূপেন চ ঈশ্বরম্।। ৯।।
সর্বদা ধ্যাননিলয়ং যতিনং যতিনাং বরম্।
কথং সংক্ষোভয়ামাস সংসারবিমুখং হরম্।। ১০।।
সতী বা কথম্ উৎপন্না দক্ষদারাসু শোভনা।
কথং হরো মনশ্চক্রে দারগ্রহণকর্মণি।। ১১।।
কথং বা দক্ষকোপেন ত্যক্তদেহা সতী পুরা।
হিমবৎ তনয়া জাতা ভূয়ো বা কথমাগতা।। ১২।।

আমরা আপনার শ্রীমুখ থেকে পুনরায় শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি যে পুরাকালে কিভাবে ভগবতী কালী সতীরূপ ধারণ ক'রে পরম যোগী, সমস্ত প্রলোভন থেকে নিজ চিত্তকে নিবারণ করতে সমর্থ, সর্বদা ধ্যানমগ্ন,

সংযমী যতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সংসারবিমুখ, ভববন্ধনহারী হরকে বিমোহিত করেছিলেন।। ৯-১০।। অতীব রূপবতী সতীর কিভাবে দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল। ভগবান্ শঙ্কর কিভাবেই বা বিবাহকার্যে মনস্থির করেছিলেন।। ১১।। কেনই বা সতী পূর্বে দক্ষের উপর কুপিত হয়ে দেহত্যাগ ক'রে পুনরায় হিমালয়ের গৃহে কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।। ১২।।

কথম্ অর্ধশরীরং সাহরৎ স্মররিপোঃ পুনঃ।
এতৎ সর্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ দ্বিজোত্তমঃ।। ১৩।।
নান্যোঽস্তি সংশয়চ্ছেত্তা ত্বৎসমো ন ভবিষ্যতি।
যথা জানীম বিপ্রেন্দ্র তৎ কুরুষ্ব এতদাত্মবিৎ।। ১৪।।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ আপনি আমাদের সবিস্তারে বলুন কেনই বা তিনি কামদেবের শত্রু ভগবান্ শঙ্করের অর্ধ শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন অর্থাৎ তাঁর অর্ধাঙ্গিনী হয়েছিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমাদেরকে সবিস্তারে বলুন।।১৩।। অন্তরের সংশয় নাশ করার ক্ষমতা আপনার তুল্য আর অপর কারোরই নাই বা আর কারোর হবেও না। হে আত্মবিৎ! হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আমরা যেভাবে এই সমস্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারি আপনি সেই ব্যবস্থা করুন।।১৪।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

শৃন্বন্তু মুনয়ঃ সর্বে গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং মম্।
পুণ্যং শুভকরং সম্যগ্ জ্ঞানদং কামদং পরম্।। ১৫।।

হে মুনিগণ! আপনারা সকলে সেই অত্যন্ত গোপনীয় থেকেও

গোপনীয়, পবিত্র, শুভকর, সম্যক জ্ঞান প্রদানকারী ও কামনা পূর্ণকারী শ্রেষ্ঠ কালিকাপুরাণ শ্রবণ করুন।। ১৫।।

এতদ্ ব্রহ্মা পুরোবাচ নারদায় মহাত্মনে।
পৃষ্টস্তেন ততঃ সোঽপি বালখিল্যেভ্য উক্তবান্।। ১৬।।
বালখিল্যা[3] মহাত্মানস্তত আচক্ষিরে পুনঃ।
যবক্রীতায় মুনয়ে স প্রোবাচ অসিতায় চ।
অসিতো মে সমাচষ্ট ইতদ্বিস্তরতো দ্বিজাঃ।। ১৭।।

হে দ্বিজগণ! পুরাকালে ব্রহ্মা নারদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে তাঁকে এই পুরাণ বলেছিলেন। তারপর দেবর্ষি নারদ বালখিল্যদের নিকট এই পুরাণ বর্ণনা করেছিলেন।। ১৬।। তারপর মহাত্মা বালখিল্য মুনিগণ যবক্রীত মুনিকে এই পুরাণ শুনিয়েছিলেন যা যবক্রীত মুনি অসিতের কাছে বর্ণনা করেছিলেন। আবার, অসিত বিস্তারিতভাবে এই পুরাণ আমাকে বলেছিলেন।। ১৭।।

অহং বঃ কথয়িষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্।
প্রণম্য পরমাত্মানং চক্রপাণিং জগৎপতিম্।। ১৮।।

আমি চক্রপাণি পরমাত্মা জগৎপতি বিষ্ণুকে প্রণাম ক'রে আপনাদের নিকট এই পুরাতন কথা বর্ণনা করব।। ১৮।।

ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপায় সদসদ্ব্যক্তিরূপিনে।
স্থুলায় সূক্ষ্মরূপায় বিশ্বরূপায় বেধসে।। ১৯।।

---

3. বালখিল্যগণ হলেন চৌষট্টি হাজার ঋষির সমষ্টি যাঁদের আকৃতি ছিল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সমান।

নিত্যায় নিত্যজ্ঞানায় নির্বিকারায় তেজসে।
বিদ্যা অবিদ্যাস্বরূপায় কালরূপায় বৈ নমঃ।। ২০।।

ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপ, সৎ ও অসৎ উভয়রূপে প্রকট, স্থূল ও সূক্ষ্ম সকল রূপে প্রকাশিত, বিশ্বরূপ, বিধাতা, সনাতন, নিত্য জ্ঞানরূপ, নির্বিকার, চৈতন্যময়, বিদ্যা ও অবিদ্যা স্বরূপ সেই কালরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বর আপনাকে প্রণাম।। ১৯-২০।।

নির্মলায় উর্মিষট্কাদিরহিতায় বিরাগিণে।।
ব্যাপিনে বিশ্বরূপায় সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণে।। ২১।।
যোগিভিঃ চিন্ত্যতে যঃ অসৌ বেদান্তান্তগচিন্তকৈঃ।
অন্তরন্তঃ পরং-জ্যোতিঃস্বরূপং প্রণমামি তম্।। ২২।।

সেই নির্মল, উর্মি-ষটকের[4] প্রভাবমুক্ত, বিরাগী, ব্যাপী ও বিশ্বরূপ, সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কর্তা, যোগিগণ যাঁর চিন্তায় অহরহ নিমগ্ন থাকেন, যিনি বেদবেদাঙ্গের অন্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবগত আছেন, যিনি সকলের অন্তঃকরণে পরম জ্যোতিরূপে নিবাস করেন সেই পরমেশ্বর প্রভুকে প্রণাম করি।। ২১-২২।।

সন্ধ্যা-উৎপত্তি

তমেবারাধ্য ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
প্রজাঃ সসর্জ সকলাঃ সুরাসুরনরাদিকাঃ।
সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ দক্ষ প্রমুখান্ স যথাবিধি।। ২৩।।

4. বেদান্ত দর্শনে শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা— এই ছয়টি মানবিক দুর্বলতাকে উর্মি বলা হয়।

লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁরই আরাধনা ক'রে দক্ষ আদি দশ প্রজাপতিকে সৃষ্টি ক'রে দেবতা, দৈত্য, মনুষ্য আদি সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেন।। ২৩।।

মরীচিম্ অত্রিং পুলহং তথৈব আঙ্গিরসং ক্রতুম্।
পুলস্তঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চ নারদঞ্চ প্রচেতসম্।। ২৪।।
ভৃগুঞ্চ মানসান্ পুত্রানযদা দশ সসর্জ সঃ।
তদা তন্মনসো জাতা চারুরূপা বরাঙ্গনা।
নাম্না সন্ধ্যেতিবিখ্যাতা সায়ং সন্ধ্যাং যজন্তি যাম্।। ২৫।।

পিতামহ ব্রহ্মা যখন মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, ক্রতু, বশিষ্ঠ, নারদ তথা প্রচেতাদের, দক্ষ, ভৃগু প্রমুখ দশজন মানস পুত্রকে সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তাঁর মন থেকে অপরূপ রূপসমন্বিতা এক কন্যার সৃষ্টি হল যিনি সন্ধ্যা নামে বিখ্যাত হন এবং যিনি সন্ধ্যাবেলায় পূজিতা হন।। ২৪-২৫।।

সন্ধ্যাসৌন্দর্য্য-বর্ণন

ন তাদৃশী দেবলোকে ন মর্ত্যে ন রসাতলে।
কালত্রয়েঽপি ভবিতা সম্পূর্ণগুণশালিনী।। ২৬।।
নিসর্গচারুনীলেন কচভারেণ রাজতে।
ময়ূরীব বিচিত্রেণ বর্ষাসু দ্বিজসত্তমাঃ।। ২৭।।
আরক্তগৌরমলিনমাকর্ণান্তং তথালকৈঃ
রেজে সুরাধিপধনুশ্চারুবালেন্দুসন্নিভম্।। ২৮।।

তার তুল্য সম্পূর্ণ গুণসমন্বিতা কন্যা দেবলোক, মর্ত্যলোক বা রসাতলে কোথাও অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও হবে

না।। ২৬।। হে দ্বিজবরগণ! সেই কন্যা নিজের বিচিত্র ও অতীব সুন্দর, চমৎকার উজ্জ্বল ঘন কৃষ্ণ কেশভারে, বর্ষাঋতুতে ময়ূরীর ন্যায় অপূর্ব শোভাশালিনীরূপে বিরাজমানা ছিল।। ২৭।। তার গৌর অঙ্গের সুষমা বৃদ্ধিকারী আকর্ণবিস্তৃত নয়নপল্লব, তার কুঞ্চিত কেশরাশি ইন্দ্রধনুর সমান অতীব সুন্দর এবং উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল আভাযুক্ত ছিল।। ২৮।।

প্রফুল্লনীলনলিনশ্যামলং নয়নদ্বয়ম্।
চকাশে চকিতায়াস্তু কুরুঙ্গ্যাঃ সদৃশং চলম্।। ২৯।।
নিসর্গচঞ্চলং চারু ভ্রূযুগ্মং শ্রবণায়তম্।
মীনাঙ্ককোদণ্ডসমং নীলং তস্যা দ্বিজোত্তমাঃ।। ৩০।।

প্রস্ফুটিত নীলকমলের সমান নীলবর্ণ তার নয়নদ্বয় চকিত হরিণীর ন্যায় চঞ্চল ও শোভায়মান ছিল।। ২৯।। তার আকর্ণবিস্তৃত সুন্দর ঘন কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চল ভ্রূযুগল ছিল কামদেবের ধনুকের সমান নীলবর্ণ।। ৩০।।

ভ্রূমধ্যাধোনিম্নভাগাদায়তপ্রাংশুনাসিকা।
লাবণ্যানি দ্রবন্তীব ললাটাত্তিলপুষ্পবৎ।। ৩১।।
তদ্বক্ত্রং শোণপদ্মাভপূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্।
বিম্বাধরারুণিম্নাভীরেজে রাগিমনোহরম্।। ৩২।।

তার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ থেকে নিম্নাভিমুখী উন্নত নাসিকা ললাটের উপর তিলের পুষ্পের ন্যায় লাবণ্য বিস্তার করছিল।। ৩১।। তার মুখমণ্ডল রক্তকমলের আভাযুক্ত এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভা সমন্বিত ছিল যা বিম্বফল সদৃশ অধরযুগলের অরুণিমাকে অধিকতর মনোহর করে তুলে ছিল।। ৩২।।

সৌন্দর্যলাবণ্যগুণৈরাপূর্ণং বদনং পুনঃ।
অভিতশ্চিবুকং যাতুমুদ্যতাবিব তৎকুচৌ।। ৩৩।।
রাজীবকুড্‌মলাকারৌ পীনোত্তুংগৌ নিরন্তরৌ।
শ্যামাস্যো তৎকুচৌ বিপ্রা মুনীনামপি মোহনৌ।। ৩৪।।

তার মুখমণ্ডল ছিল সৌন্দর্য ও লাবণ্যগুণে পরিপূর্ণ। তার উন্নত কুচযুগল যেন তার চিবুকের সন্নিকটে পৌঁছানোর জন্য দুই দিক থেকে সমুদ্যত হয়ে উঠছিল।।৩৩।। তার গোলাকার পীনোন্নত বক্ষদ্বয় কমলের কলির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ছিল যার অগ্রভাগ ছিল ঘোর শ্যামবর্ণের যা মুনি-ঋষিগণকেও মোহিত করার পক্ষে সক্ষম ছিল।। ৩৪।।

বলিভাজি ক্ষীণমধ্যং মুষ্টিগ্রাহ্যমিবাংশুকম্।
তন্মধ্যং দদৃশুঃ সর্বে শক্তিতুল্যং মনোভুবম্।। ৩৫।।

একটি মুষ্টির মধ্যে ধারণযোগ্য তার ক্ষীণ মধ্যভাগ অর্থাৎ কটিদেশ রেশমি বস্ত্রের ন্যায় তিনটি বলি বিশিষ্ট ছিল। সেই ক্ষীণ কটিদেশের মধ্যে সকলে মদন অর্থাৎ কামদেবের শক্তিতুল্য মদন মন্দিরের দর্শন লাভ করত।। ৩৫।।

তস্যাশ্চোরুযুগং রেজে স্থূলোর্ধ্বং করভায়তম্।
আনমদ্বারণকরপ্রতিমং মৃদুমন্থরম্।। ৩৬।।
স্থলাম্বুজারুণং পাদযুগ্মং সৎপার্ষ্ণিরাজিতম্।
অঙ্গুলীদলসংকীর্ণং কুসুমায়ুধবাণবৎ।। ৩৭।।
তাং চারুদর্শনাং তন্বীং তনুরোমাবলীবৃতাম্।
সস্বেদবদনাং দীর্ঘনয়নাং চারুহাসিনীম্।। ৩৮।।

তার উরুদ্বয় হস্তিশাবকের ন্যায় ভারী ও ক্রমশ উপরের দিকে স্থূল এবং কিঞ্চিৎ অবনত মস্তক হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় কোমল মৃদু এবং মন্থর গতি সমন্বিত।। ৩৬।। তার পাদযুগল সুন্দর গুল্ফ (গোড়ালি) দ্বারা শোভিত, স্থলপদ্মের কুসুমের ন্যায় রক্তিম বর্ণবিশিষ্ট ছিল যার পরস্পর সংলগ্ন পদাঙ্গুলিসমূহ কামদেবের কুসুমায়ুধের ন্যায় শোভাযুক্ত ছিল।। ৩৭।। সেই সুন্দর দর্শন দীর্ঘনয়না চারুহাসিনী ক্ষীণাঙ্গী তন্বীর অবয়ব পাতলা ও সূক্ষ্ম রোমাবলী দ্বারা আবৃত ছিল, মুখমণ্ডল ছিল সুন্দর স্বেদবিন্দুযুক্ত।। ৩৮।।

চারুকর্ণযুগ্মাং কান্তাং ত্রিগম্ভীরাং ষডুন্নতাম্।
দৃষ্ট্বা ধাতা সমুত্থায় চিন্তয়ামাস হৃদ্গতম্।। ৩৯।।
দক্ষাদয়স্তে স্রষ্টারো মরীচ্যাদ্যাস্তু মানসাঃ।
দধ্যুঃ সমুৎসুকাঃ সর্বে তাং দৃষ্ট্বা বরবর্ণিনীম্।। ৪০।।
কিং কর্মাস্যা ভবেৎ সৃষ্টৌ কস্য বা বরবর্ণিনী।
ভবিষ্যতীতি তে সর্বে চিন্তয়ামাসুরুৎসুকাঃ।। ৪১।।

সেই অতীব সুন্দর কর্ণযুগল শোভিত সুন্দরী কান্তার তিন গম্ভীর লক্ষণ (কণ্ঠস্বর, বুদ্ধি ও নাভিপ্রদেশ) এবং ছয় উন্নত স্থান (নাসিকা, চক্ষু, দন্ত, কপাল, মস্তক ও হৃদয়) অবলোকন করে প্রজাপতি ব্রহ্মা আসন ত্যাগ ক'রে উঠে নিজ অন্তরে ভাবতে আরম্ভ করলেন।। ৩৯।। সেই বরবর্ণিনী অর্থাৎ উত্তমা কান্তাকে দর্শন করে প্রজাপতি দক্ষ মানসপুত্র মরীচি আদি সকলে তার প্রতি উৎসুক হয়ে তার বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন।। ৪০।। সেই কান্তার প্রতি ঔৎসুক্য বশতঃ তাঁরা সকলে ভাবতে শুরু

করলেন যে এই সৃষ্টির মধ্যে সেই কন্যার কর্মই বা কি বা তিনি কাকেই বা বরণ করবেন।। ৪১।।

এবং চিন্তয়তস্তস্য ব্রহ্মণো মুনিসত্তমাঃ।
মনসঃ পুরুষো বল্গুরাবির্ভূতো বিনিসৃতঃ।। ৪২।
কাঞ্চনীচূর্ণপীতাভঃ পীনোরস্কঃসুনাসিকঃ।
সুবৃত্তোরুকটীজঙ্ঘো নীলবেষ্টিতকেশরঃ।
লগ্নভ্রূযুগলো লোলঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।। ৪৩।।
কপাটবিস্তীর্ণহৃদি রোমরাজিবিরাজিতঃ।
শুভ্রমাতঙ্গকরবৎ পীননিস্তলবাহুকঃ।
আরক্তপাণিনয়নমুখপাদকরোদ্ভবঃ।। ৪৪।।

হে মুনিবরগণ! ব্রহ্মা যখন এইরূপ ভাবছিলেন তখন সহসা তাঁর মন থেকে নিঃসৃত হয়ে এক সুদর্শন পুরুষ তঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হল।। ৪২।। তার শরীর থেকে সুবর্ণ-চূর্ণের ন্যায় হলুদ রঙের আভা নির্গত হচ্ছিল। তার ছিল পরিপুষ্ট বক্ষদেশ, সুন্দর নাসিকা, সুডোল ও সুন্দর উরু, কটি ও জঙ্ঘা, নীল কুঞ্চিত কেশরাশি, দুই ভ্রু পরস্পর সংযুক্ত, এবং তার মুখ ছিল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়।। ৪৩।। তার হৃদয় উন্মুক্ত কবাটের ন্যায় বিশাল, রোমাবলী দ্বারা শোভিত ছিল। তার বাহুদ্বয় ছিল শ্বেত মাতঙ্গের শুণ্ডের ন্যায় সুগোল ও মোটা। তার হাত, পা, নেত্র, মুখের রঙ ছিল লাল।। ৪৪।।

ক্ষীণমধ্যশ্চারুদন্তঃ প্রমত্তগজবন্ধনঃ।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষঃ কেশরঘ্রাণতর্পণঃ।
কম্বুগ্রীবো মীনকেতুঃ প্রাংশুর্মকরবাহনঃ।। ৪৫।।

পঞ্চপুষ্পায়ুধো[5] বেগী পুষ্পকোদণ্ডমণ্ডিতঃ।
কান্তঃ কটাক্ষপাতেন ভ্রাময়ন্নয়নদ্বয়ম্।। ৪৬।।

তার মধ্যভাগ (কোমর) ছিল কৃশ, আর ছিল সুন্দর দন্ত, মত্ত হস্তীর স্কন্ধের ন্যায় পেশীবহুল পুষ্ট স্কন্ধ, প্রস্ফুটিত সুগন্ধপূর্ণ পরাগযুক্ত কমলদলের ন্যায় নয়নদ্বয়, শঙ্খের ন্যায় গ্রীবা। তার ধ্বজা ছিল মৎস্যচিহ্নযুক্ত, তার অবয়ব ছিল দীর্ঘ এবং তার বাহন ছিল মকর।। ৪৫।। সেই পুরুষ পাঁচ প্রকার পুষ্পের আয়ুধ (পঞ্চশর) এবং পুষ্পের ধনুক ধারণ করেছিল, সে ছিল ক্ষিপ্র গতিবেগসম্পন্ন। সেই সুদর্শন পুরুষ তার কটাক্ষপাতকালে তার নয়নদ্বয়কে ঘূর্ণিত করছিল।। ৪৬।।

সুগন্ধিমরুতা ভ্রান্তং শৃঙ্গাররসসেবিতম্।
তং বীক্ষ্য তাদৃশং দক্ষপ্রমুখা মানসাশ্চ যে।। ৪৭।।
মরীচ্যাদ্যা দশ ততো বিস্ময়াবিষ্টচেতসঃ।
ঔৎসুক্যং পরমং জগ্মুরাপুর্বকৌরিকং মনঃ।। ৪৮।।
স চাপি বেধসং বীক্ষ স্রষ্টারং জগতাং পতিম্।
প্রণম্য পুরুষঃ প্রাহ বিনয়ানতকন্ধরঃ।। ৪৯।।

সেই সুগন্ধি বাতাসে মত্ত এবং শৃঙ্গাররস সেবিত উপর্যুক্ত পুরুষকে দেখে ব্রহ্মার দক্ষ ও মরীচি আদি মানসপুত্রগণ বিস্মিত হয়ে সেই মনোহর পুরুষ সম্পর্কে জানার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল এবং তাদের অন্তরে নানা প্রকারের উত্তেজনার উদয় হল।। ৪৭-৪৮।। সেই মনোহর পুরুষও

5. কামদেবের পঞ্চশর হল পাঁচটি পুষ্প - "অরবিন্দমশোকং চ চূ্যতং চ নবমল্লিকা। নীলোৎপলং চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণোস্য সায়কাঃ" অর্থাৎ অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা এবং নীলোৎপল।

জগৎপতি, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে দর্শন ক'রে তাঁকে নম্রতাপূর্বক অবনত মস্তকে প্রণাম ক'রে বলল ।। ৪৯।।

পুরুষ উবাচ

কিং করিষ্যাম্যহং কর্ম ব্রহ্মংস্তত্র নিয়োজয়।
মাং ন্যায্যে পুরুষো যস্মাদুচিতে শোভনে বিধে।। ৫০।।
অভিধানং চ যদ্‌যোগ্যং স্থানং পত্নী চ যা মম।
তন্মে কুরুষ্ব লোকেশ ত্বং স্রষ্টা জগতাং যতঃ।। ৫১।।

পুরুষ বলল — হে ব্রহ্মন! হে বিধাতা! আমি এখন কি করবো। আমার মত পুরুষের পক্ষে যা উচিত, আমার পক্ষে শোভনীয় এবং যোগ্য সেই কার্যে আমাকে নিযুক্ত করুন।। ৫০।। হে লোকেশ! আপনি জগতের স্রষ্টা। সেইজন্য আমার নাম কি হবে, আমার উপযুক্ত বাসস্থান কোথায় হবে এবং আমার যথাযোগ্য পত্নী কে হবে তা আপনিই নির্ধারণ করুন।। ৫১।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা পুরুষস্য মহাত্মনঃ।
ক্ষণং ন কিঞ্চিৎ প্রোবাচ স্বসৃষ্টাবপি বিস্মিতঃ।। ৫২।।
ততো মনঃ সুসংযম্য সম্যগুৎসৃজ্য বিস্ময়ম্‌।
উবাচ পুরুষং ব্রহ্মা তৎকর্মোদ্দেশমাবহন্‌।। ৫৩।।

সেই মনোহর পুরুষের এই সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ ক'রে ব্রহ্মা নিজের সৃষ্টির বিষয়ে পরম বিস্মিত হলেন এবং কিছুক্ষণ মৌন ধারণ করার পর

নিজের মনকে সংযত করলেন এবং তাঁর বিস্ময়কে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে তার (সেই মনোহর পুরুষের) কর্তব্যাদি নির্দেশ ক'রে তাকে বললেন -।। ৪২-৪৩।।

ব্রহ্মোবাচ

অনেন চারুরূপেণ পুষ্পবাণৈশ্চ পঞ্চভিঃ।
মোহয়ন্ পুরুষানস্ত্রীংশ্চ কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম। ৫৪।।
ন দেবো ন চ গন্ধর্বো ন কিন্নরমহোরগাঃ।
নাসুরো ন চ দৈত্যো বা ন বিদ্যাধররাক্ষসাঃ।। ৫৫।।
ন যক্ষ্মা ন পিশাচাশ্চ ন ভূতা ন বিনায়কাঃ।
ন গুহ্যকা ন বা সিদ্ধা ন মনুষ্যা ন পক্ষিণঃ।। ৫৬।।
পশবো ন মৃগাঃ কীটপতঙ্গাজলজাশ্চ যে।
ন তে সর্বে ভবিষ্যন্তি ন লক্ষ্যা যে শরস্য তে।। ৫৭।।

ব্রহ্মা বললেন — তুমি তোমার এই অপরূপ রূপ এবং পঞ্চবাণের দ্বারা জগতের নারী-পুরুষগণকে মোহিত ক'রে সনাতনী সৃষ্টি কর্মে রত হও। দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, মহাসর্প, অসুর, দৈত্য, বিদ্যাধর, রাক্ষস, যক্ষ, পিশাচ, ভূত, বিনায়ক, গুহ্যক, সিদ্ধ, মনুষ্য, পক্ষী, পশু, জীব, কীট পতঙ্গ, জলজাত আদি যেই হোক তারা প্রত্যেকে অবশ্যই তোমার পঞ্চবাণে বিদ্ধ হবে।। ৫৪-৫৭।।

অহং বা বাসুদেবো বা স্থাণুর্বা পুরুষোত্তমঃ।
ভবিষ্যামস্তব বশে কিমন্যৈঃ প্রাণধারিভিঃ।। ৫৮।।
প্রচ্ছন্নরূপী জন্তূনাং প্রবিশন্ হৃদয়ং সদা।
সুখহেতুঃ স্বয়ং ভূত্বা কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্।। ৫৯।।

আমি হই বা বাসুদেব বা মহাদেব বা পুরুষোত্তম সকলেই তোমার বশীভূত থাকব অন্য প্রাণীরা তো দূরের বিষয়।। ৫৮।। তুমি গোপনে অদৃশ্যভাবে সকল জীবের অন্তরে প্রবেশ ক'রে নিজে তাদের সুখের কারণ হয়ে সনাতনী সৃষ্টি কর।। ৫৯।।

তৎপুষ্পবাণস্য সদা মুখ্যং লক্ষ্যং মনোঽস্তু তৎ।
সর্বেষাং প্রাণিনাং নিত্যং মদমোদকরো ভবান্।। ৬০।।
ইতি তে কর্ম কথিতং সৃষ্টিপ্রাবর্তকং পুনঃ।
নামাপি চ গদিষ্যামি যত্তে যোগ্যং ভবিষ্যতি।। ৬১।।

সর্বদা তোমার বাণসমূহের লক্ষ্যবস্তু হবে সেই সমস্ত প্রাণীদের মন এবং তুমি সদা সমস্ত প্রাণীদের অন্তরে স্ফূর্তি ও আনন্দ সৃষ্টি করবে।।৬০।। সংসারে সৃষ্টিকার্যকে প্রবহমান রাখার জন্য তোমার উপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পর্কে তোমাকে বললাম। এখন আমি তোমার একটি সুযোগ্য নাম বলব।। ৬১।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যুক্ত্বা চ সুরশ্রেষ্ঠো মানসানাং মুখানি চ।
আলোক্য স্বাসনে পদ্মে সূপবিষ্টোঽভবৎ ক্ষণাৎ।। ৬২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — এই কথা বলে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা স্বীয় মানস পুত্রগণের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে কিছুক্ষণের জন্য নিজের পদ্মাসনের উপর উপবিষ্ট হলেন।। ৬২।।

।। কালিকাপুরাণে কামপ্রাদুর্ভাব বর্ণন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ব্রহ্মামোহবর্ণন

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততস্তে মুনয়ঃ সর্বে তদভিপ্রায়বেদিনঃ।
চক্রুস্তদুচিতং নাম মরীচ্যত্রিমুখাস্তথা।। ১।।
মুখাবলোকনাদেব জ্ঞাত্বা বৃত্তান্তমন্যতঃ।
দক্ষাদয়স্তু স্রষ্টারঃ স্থানং পত্নীঞ্চ তে দদুঃ।। ২।।
ততো নিশ্চিত্য নামানি মরীচিপ্রমুখাদ্বিজাঃ।
ঊচুঃ সঙ্গতমেতস্মৈ পুরুষায় দ্বিজোত্তমাঃ।। ৩।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - তারপর মরীচি, অত্রি আদি সমস্ত মুনিগণ ব্রহ্মার (তাঁর পদ্মাসনে উপবিষ্ট থেকে তাদেরকে মৌনভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকার) অভিপ্রায় উপলব্ধি ক'রে সেই মনোহর পুরুষের একটি সুযোগ্য নাম দিলেন।। ১।। দক্ষাদি প্রজাপতিগণ ব্রহ্মার মুখাবয়ব অবলোকন করা মাত্রই তাঁর অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেইজন্য তাঁরা সেই পুরুষকে উপযুক্ত বাসস্থান ও পত্নী প্রদান করলেন।। ২।। হে দ্বিজোত্তম! তারপর মরীচি আদি দ্বিজগণ সেই পুরুষের নাম নির্বাচন ক'রে তার জন্য উপযুক্ত নামসমূহ বলতে আরম্ভ করলেন।। ৩।।

যস্মাৎ প্রমথ্য চেতস্ত্বং জাতোস্মাকং তথা বিধেঃ।
তস্মান্মন্মথনাম্না ত্বং লোকে খ্যাতো ভবিষ্যতি।। ৪।।

জগৎসু কামরূপস্ত্বং ত্বৎসমো নহি বিদ্যতে।
অতস্ত্বং কামনাম্নাপি খ্যাতো ভব মনোভব।। ৫।।
মদনান্মদনাখ্যস্ত্বং শম্ভোর্দর্পাচ্চ দর্পকঃ।
তথা কন্দর্পনাম্নাপি লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি।। ৬।।

ঋষিগণ বললেন— যেহেতু তুমি আমাদের তথা বিধাতার চিত্ত মন্থন ক'রে উৎপন্ন হয়েছ সেইজন্য সংসারে তুমি মন্মথ নামে পরিচিত হবে।। ৪।। হে মনোভব! জগতে তুমি কামরূপ। সম্পূর্ণ সংসারের মধ্যে তোমার তুল্য এমন মুগ্ধকারী ও রূপবান অন্য কেউ নাই। এইজন্য তুমি জগতে কাম নামে প্রসিদ্ধ হবে।। ৫।। সকল জীবের অন্তরে মদ অর্থাৎ মত্ততা সৃষ্টি করার কারণে তুমি মদন নামেও পরিচিত হবে। তুমি শম্ভুর দর্প নাশ করতে সক্ষম হওয়ার কারণে তুমি জগতে দর্পক (পীড়াদানকারী) এবং কন্দর্প নামেও প্রসিদ্ধ হবে।। ৬।।

ত্বদাশুগানাং যদ্বীর্যং তদ্বীর্যং ন ভবিষ্যতি।
বৈষ্ণবানাঞ্চ রৌদ্রাণাং ব্রহ্মাস্ত্রাণাঞ্চ তাদৃশম্।। ৭।।
স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে ব্রহ্মলোকে সনাতনে।
তব স্থানানি সর্বাণি সর্বব্যাপী ভবান্ যতঃ।
কিং বাচাতিবিশেষেণ সামান্যে নাস্তি তে সমঃ।। ৮।।

তোমার বাণের যে শক্তি (প্রভাব) থাকবে তার সমান শক্তি বিষ্ণু, রুদ্র বা ব্রহ্মার অস্ত্রেরও থাকবে না।। ৭।। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল বা ব্রহ্মলোক সর্বত্রই তোমার স্থান থাকবে, তুমি সর্বব্যাপী। বেশী আর কি বলব, তোমার সমতুল্য কোথাও অন্য কেউ হবে না।। ৮।।

যত্র যত্র ভবেৎ প্রাণী শাদ্বলাস্তরবোঽথবা।
তত্র তত্র তব স্থানমস্ত্বাব্রহ্মসদোদয়ম্।। ৯।।
দক্ষোঽয়ং ভবতঃ পত্নীং স্বয়ং দাস্যতি শোভনাম্।
আদ্যঃ প্রজাপতির্যো হি যথেষ্টং পুরুষোত্তম্।। ১০।।
এষা চ কন্যকা চারুরূপা ব্রহ্মমনোভবা।
সন্ধ্যানামেতি বিখ্যাতা সর্বে লোকে ভবিষ্যতি।। ১১।।
ব্রহ্মণো ধ্যায়তো যস্মাৎ সম্যগাতা বরাঙ্গনা।
অতঃ সন্ধ্যেতি লোকেঽস্মিন্নস্যাঃ খ্যাতির্ভবিষ্যতি।। ১২।।

যেখানে যেখানেই কোন প্রাণী, তৃণ, বৃক্ষ থাকবে সেখানে সেখানেই ব্রহ্মসদন আদি পর্যন্ত সর্বত্রই তোমার স্থান থাকবে।। ৯।। হে পুরুষোত্তম! এই যে প্রথম প্রজাপতি দক্ষ সেই তোমাকে তোমার বাঞ্ছিত সুন্দরী পত্নী প্রদান করবে।। ১০।। ব্রহ্মার মন থেকে জাত এই সুন্দরী কন্যা সর্বলোকে সন্ধ্যা নামে বিখ্যাত হবে।। ১১।। যেহেতু এই রূপবতী কন্যা ব্রহ্মার ধ্যান করার সময় তার মন থেকে সমুৎপন্ন হয়েছিল সেই জন্য এই কন্যা জগতে সন্ধ্যা নামে খ্যাতি লাভ করবে।। ১২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যুক্ত্বা মুনয়ঃ সর্বে তুষ্ণীং তস্থুর্দ্বিজোত্তমাঃ।
অবেক্ষ ব্রহ্মবদনং বিনয়াবনতাঃ পুরঃ।। ১৩।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — হে দ্বিজোত্তমগণ! এই কথা বলে সমস্ত মুনিগণ ব্রহ্মার মুখ অবলোকন ক'রে বিনম্রতাপূর্বক তাঁর সম্মুখে নীরব হয়ে দণ্ডায়মান হয়ে রইলেন।। ১৩।।

ততঃ কামোঽপি কোদণ্ডমাদায় কুসুমোদ্ভবম্।
উন্মাদনেতি বিখ্যাতং কান্তাভ্রূতুল্যবেল্লিতম্।। ১৪।।
কৌসুমানি তথাস্ত্রাণি পঞ্চাদায় দ্বিজোত্তমাঃ।
হর্ষণং রোচনাখ্যঞ্চ মোহনং শোষণং তথা।। ১৫।।
মারণঞ্চেতি সংজ্ঞাভির্মুনিমোহকরাণ্যপি।
প্রচ্ছন্নরূপী তত্রৈব চিন্তয়ামাস নিশ্চয়ম্।। ১৬।।

হে দ্বিজোত্তমগণ! তারপর কামদেবও পুষ্পদ্বারা নির্মিত স্ত্রীলোকের ভ্রূর সমান কম্পমান উন্মাদন নামক নিজের ধনুক এবং হর্ষণ, রোচন, মোহন, শোষণ ও মারণ নামক মুনিগণের অন্তরেও মোহ উৎপাদন করতে সক্ষম পুষ্পনির্মিত পাঁচ প্রকার অস্ত্র ধারণ ক'রে সংগোপনে তার নিজের কর্তব্য সম্পর্কে ভাবতে শুরু করল -।। ১৬।।

ব্রহ্মণা মম যৎকার্যং সমুদ্দিষ্টং সনাতনম্।
তদিহৈব করিষ্যামি মুনীনাং সন্নিধৌ বিধেঃ।। ১৭।।
তিষ্ঠন্তি মুনয়শ্চাত্র স্বয়ঞ্চাপি প্রজাপতিঃ।
এষা সন্ধ্যা বরস্ত্রী চ দক্ষোঽপ্যত্র প্রজাপতিঃ।। ১৮।।

ব্রহ্মা আমার জন্য শাশ্বত কর্ম নির্ধারণ করেছেন সেই কার্যই আমি মুনিগণের সম্মুখে ব্রহ্মার উপরে প্রয়োগ করব।। ১৭।। এখানে মুনিগণ উপস্থিত আছেন। স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মাও উপস্থিত আছেন। উত্তমা স্ত্রী সন্ধ্যা এবং প্রজাপতি দক্ষও উপস্থিত আছেন।। ১৮।।

এতে শরব্যভূতা মে ভবিষ্যন্ত্যদ্য নিশ্চয়ম্।
সন্ধ্যাপি ব্রহ্মণা প্রোক্তমিদানীমেব যদ্বচঃ।। ১৯।।

অহং বিষ্ণুর্হরশ্চাপি তবাস্ত্রবশবর্তিনঃ।
কিমন্যৈর্জন্তুভিরিতি তৎসার্থং করবাণ্যহম্।। ২০।।

নিশ্চিতরূপে এই সমস্ত মুনিগণ ও শ্রেষ্ঠ স্ত্রী সন্ধ্যাও আজ আমার বাণের লক্ষ্য হবে। এইমাত্র ব্রহ্মা যেখানে বলেছেন যে স্বয়ং তিনি, বিষ্ণু ও শঙ্কর সকলেই আমার অস্ত্রের বশীভূত থাকবেন সেখানে তো অন্য প্রাণীদের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।। ১৯-২০।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি সঞ্চিন্ত্যমনসা নিশ্চিত্য চ মনোভবঃ।
পুষ্পজ্যাং পুষ্পচাপস্য যোজয়ামাস মার্গণৈঃ।। ২১।।
আলীঢ়স্থানমাসাদ্য ধনুরাকৃষ্য যত্নতঃ।
চকার বলয়াকারং কামো ধন্বিবরস্তদা।। ২২।।

এইরূপে মনস্থির করে মনোভব কামদেব তাঁর পুষ্পনির্মিত ধনুকে পুষ্পনির্মিত জ্যা আরোপ করলেন।। ২১।। তারপর শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর কামদেব তার শরের দ্বারা লক্ষ্যভেদ করার জন্য আলীঢ়[6] অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং ধনুকের ছিলাকে সজোরে আকর্ষণ ক'রে তার ধনুককে হাতের বালার ন্যায় গোলাকার রূপ দান করলেন।। ২২।।

সংহিতে তেন কোদণ্ডে মারুতাশ্চ সুগন্ধয়ঃ।
ববুস্তত্র মুনিশ্রেষ্ঠাঃ সম্যগাহ্লাদকারিণঃ।। ২৩।।

---

6. শরনিক্ষেপকালে ধনুর্ধারীর বাম হাঁটু মুড়িয়ে ডান পা পশ্চাতে প্রসারিত ক'রে অবস্থান করাকে আলীঢ় ভঙ্গি বলা হয়।

ততস্তানথ ধাত্রাদীন্ সর্বানৈব চ মানসান্।
পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পশরৈঃ মোহয়ামাস মোহনঃ।। ২৪।।
ততস্তে মুনয়ঃ সর্বে মোহিতাশ্চতুরাননঃ।
মোহিতো মনসা কিঞ্চিদ্বিকারং প্রাপুরাদিতঃ।। ২৫।।

হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ! যখন কামদেব তাঁর কোদণ্ড নামক ধনুক সুসজ্জিত করলেন তখন অন্তরে আহ্লাদ উৎপন্নকারী সুগন্ধিত বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করল।। ২৩।। অতঃপর অন্তরে মোহ উৎপাদনকারী কামদেব বিধাতা ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতাগণকে এবং সমস্ত মনুষ্যকে পৃথক পৃথক পুষ্পশরের দ্বারা মোহিত করলেন।। ২৪।। তখন সেই সমস্ত মুনিগণ এবং চতুরানন ব্রহ্মাও কামদেবের পৃথক পৃথক পুষ্পবাণের প্রভাবে মোহিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁদের মন কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিকার[7] গ্রস্ত হয়ে পড়ল।। ২৫।।

সন্ধ্যাং সর্বে নিরীক্ষন্তঃ সবিকারাঃ মুহুর্মুহুঃ।
আসন্ প্রবৃদ্ধমদনাঃ স্ত্রী যস্মান্ মদবর্ধিনী।। ২৬।।
ততঃ সর্বান্ স মদনো মোহয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
যথেন্দ্রিয়বিকারাংস্তে প্রাপুস্তানকরোত্তথা।। ২৭।।

এইভাবে মন বিকারগ্রস্ত হওয়ার কারণে সকলে লালসা বৃদ্ধিকারিণী সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করে কামের[8] দ্বারা জর্জরিত হয়ে পড়লেন।। ২৬।।

---

7. ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ - শরীরের এই সব কার্যগুলিকে শরীরের বিকার বলা হয়।
8. ইহলোক ও পরলোকে উপলব্ধ পত্নী, পুত্র, ধন, সম্পত্তি, ঘর, পদ, মান, আয়ু, প্রতিষ্ঠা, সুখ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় ভোগের বাসনাকে কাম বলা হয়।

এইভাবে সকলে যখন কামনার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়লেন তখন মদন অর্থাৎ কামদেব সকলকে পুনঃ পুনঃ এমনভাবে উত্তেজিত ক'রে তুললেন যে তাদের সকল ইন্দ্রিয় বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠল।। ২৭।।

উদীরিতেন্দ্রিয়ো ধাতা বীক্ষাঞ্চকে যদাথ তাম্।
তদৈব হি ঊনপঞ্চাশৎ ভাবা জাতাঃ শরীরতঃ।। ২৮।।
বিব্বোকাদ্যাস্তথা হাবাশ্চতুঃষষ্টিকলাস্তথা।
কন্দর্পশরবিদ্ধায়াঃ সন্ধ্যায়া অভবন্ দ্বিজাঃ।। ২৯।।
সাপি তৈর্বীক্ষ্যমানাথ কন্দর্পশরপাতজান্।
চক্রে মুহুর্মুহুর্ভাবান্ কটাক্ষাবরণাদিকান্।। ৩০।।

হে দ্বিজগণ! অতঃপর সর্ব ইন্দ্রিয়ে কামপীড়িত ব্রহ্মা যখন সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন তখন কন্দর্পের পুষ্পশরে আক্রান্ত সন্ধ্যার অবয়ব থেকে ঊনপঞ্চাশ প্রকারের সাত্ত্বিক ভাব এবং চৌষট্টি প্রকারের বিব্বোকাদি কলা উৎপন্ন হল।। ২৮-২৯।। সেই উত্তমা স্ত্রী সন্ধ্যাও সকলকে তার প্রতি দৃষ্টিপাতে রত দেখে এবং নিজে মদনের শরাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে মুহুর্মুহু কটাক্ষ, আবরণ আদি ভাব প্রদর্শন করতে লাগলেন।। ৩০।।

নিসর্গসুন্দরী সন্ধ্যা তান্ ভাবান্ মদনোদ্ভবান্।
কুর্বন্ত্যতিতরাং রেজে স্বর্ণদীব তনূর্মিভিঃ।। ৩১।।
অথ ভাবযুক্তাং সন্ধ্যাং বীক্ষমানঃ প্রজাপতিঃ।
ঘর্মাম্ভঃপুরিততনুঃ অভিলাষমথাকরোৎ।। ৩২।।

সেই সময়ে কামের প্রভাবে উদ্ভূত ভাবসমূহ প্রদর্শনরতা স্বাভাবিকরূপে পরম সৌন্দর্যশালিনী সন্ধ্যার তনু সূর্যকিরণের দ্বারা দীপ্তোজ্জ্বল লহরীবিশিষ্ট

সুবর্ণের নদীর সৌন্দর্যকেও অতিক্রম ক'রে শোভায়মান হয়ে উঠেছিল।। ৩১।। তখন উক্ত ভাবসমন্বিত সন্ধ্যাকে দেখে ব্রহ্মা ঘর্মাক্ত কলেবরে তাকে লাভ করার অভিলাষ করলেন।। ৩২।।

ততস্তে মুনয়ঃ সর্বে মরীচ্যত্রিমুখা অপি।
দক্ষাদ্যাশ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাপুর্বৈকারিকেন্দ্রিয়ম্।। ৩৩।।
দৃষ্ট্বা তথাবিধান্ দক্ষমরীচিপ্রমুখান্ বিধিম্।
সন্ধ্যাশ্চ কর্মণি নিজে শ্রদ্দধে মদনস্তদা।। ৩৪।।
যদিদং ব্রহ্মণা কর্ম মমোদ্দিষ্টং ময়াপি তৎ।
কর্তুং শক্যমিতি শ্রদ্ধাভাবিতাত্মাভবত্তদা।। ৩৫।।

তারপর মরীচি, অত্রি আদি সকল মুনিগণ এবং দক্ষাদি শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ ইন্দ্রিয় বিকার অনুভব করতে আরম্ভ করলেন।।৩৩।। ব্রহ্মা, দক্ষ এবং মরিচী প্রমুখ এবং সন্ধ্যাকে তার শরের দ্বারা বিবশ হতে দেখে কামদেবের অন্তরে তার নিজের ক্ষমতার উপর গর্ব উৎপন্ন হল এবং সে আত্মপ্রশংসায় পূর্ণ হয়ে ভাবল যে যদি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্রহ্মাও এইরূপ আচরণ করেন তাহলে সে নিজের ইচ্ছামত যা খুশি করতে পারবে।। ৩৪- ৩৫।।

ততো বিয়দ্গতঃ শম্ভুঃ বিধিং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্।
সদক্ষান্মানসাংশ্চাপি জহাসোপজহাস চ।। ৩৬।।
সসাধুবাদং তান্ সর্বান্ বিহস্য চ পুনঃ পুনঃ।
উবাচেদং দ্বিজশ্রেষ্ঠা লজ্জয়ংস্তান্ বৃষধ্বজঃ।। ৩৭।।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই সময় দেবাদিদেব মহাদেব আকাশপথে গমনকালে দক্ষাদি মানসপুত্রগণ সহিত ব্রহ্মাকে ঐ রূপ লজ্জাবিহীন অবস্থায় দেখে উপহাস ক'রে ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় এই কথা বললেন-।। ৩৬-৩৭।।

ঈশ্বর উবাচ

অহো ব্রহ্মন্ তব কথং কামভাবঃ সমুদ্গতঃ।
দৃষ্ট্বা স্তনয়াং নৈতদ্ যোগ্যং বেদানুসারিণাম্। ৩৮।।
যথা মাতা তথা জামির্যথা জামিস্তথা সুতা।
এষ বৈ বেদমার্গস্য নিশ্চয়স্ত্বন্মুখোত্থিতঃ।
কথন্তু কামমাত্রেণ তত্তে বিস্মারিতং বিধে।। ৩৯।।

ভগবান্ শঙ্কর বললেন — হে ব্রহ্মদেব! আপনি নিজ কন্যার প্রতি কিভাবে এরূপ কামাসক্ত হয়ে পড়লেন? আপনার ন্যায় বেদবিদপুরুষের পক্ষে এ হেন গর্হিত কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত।। ৩৮।। হে বিধাতা! আপনি স্বয়ং বেদমার্গ নির্ধারিত ক'রে বলেছেন যে মাতা ও পুত্রবধূকে একই দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং সেই একই দৃষ্টিতে কন্যাকেও দেখতে হবে। তাহলে এই তুচ্ছ কামপ্রবৃত্তির প্রভাবে আপনি কিভাবে সেই আপনার নির্ধারিত বেদবিধানকে বিস্মৃত হলেন?।। ৩৯।।

ধৈর্যে জগদিতং ব্রহ্মন্ সমস্তং চতুরানন।
কথং ক্ষুদ্রেণ কামেন তত্তে বিঘটিতং বিধে।। ৪০।।
একান্তযোগিনঃ কস্মাৎ সর্বদা দিব্যদর্শনাঃ।
কথং দক্ষমরীচ্যাদ্যা লোলুপাঃ স্ত্রীষু মানসাঃ।। ৪১।।
কথং কামোঽপি মন্দাত্মা প্রাপ্তকর্মাধুনৈব তু।
যুষ্মান্ শরব্যান্ কৃতবানকালজ্ঞোঽল্পচেতনঃ।। ৪২।।
ধিগস্তু তং মুনিশ্রেষ্ঠ যস্য কান্তাজনো হঠাদ্।
ধৈর্যমাকৃষ্য লৌল্যেষু মজ্জয়ত্যপি তন্মনঃ।। ৪৩।।

হে ব্রহ্মন্! হে চতুরানন! হে বিধাতা! সম্পূর্ণ জগৎ ধৈর্যের উপর ভর ক'রেই অবস্থিত। তাহলে কিভাবে তুচ্ছ কামের দ্বারা সেই বিশ্বজনীন ধৈর্য আপনার অন্তর থেকে বিনষ্ট হয়ে গেল?।। ৪০।। দক্ষ, মরীচি আদি দিব্যদর্শন সর্বজ্ঞ পরম যোগিগণ কি কারণে স্ত্রীজাতির প্রতি এরূপ লালায়িত হয়ে গেলেন!।। ৪১।। আর কিভাবেই বা সময়ের জ্ঞানবিহীন সেই মন্দবুদ্ধি কাম তার কর্তব্য বিষয়ে আদেশ লাভ করা মাত্রই আপনাদেরকে তার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত ক'রে ফেলল?।। ৪২।। হে মুনিবর! কান্তাগণ যাদের অন্তর থেকে ধৈর্যকে বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে তাদের হৃদয়ে চঞ্চলতা পরিপূর্ণ ক'রে দিতে সক্ষম হয় তাদেরকে ধিক্কার!।। ৪৩।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা লোকেশো গিরিশস্য চ।
ব্রীড়য়া দ্বিগুণীভূতস্বেদার্দ্রো হি অভবৎ ক্ষণাৎ।। ৪৪।।
ততো নিগৃহ্যেন্দ্রিয়কং বিকারং চতুরাননঃ।
জিঘৃক্ষুরপি তত্যাজ তাং সন্ধ্যাং কামরূপিণীম্।। ৪৫।।

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন — মহাদেবের মুখ থেকে এই বচন শ্রবণ ক'রে লোকেশ ব্রহ্মা মুহূর্তের মধ্যে পরম লজ্জিত হয়ে দ্বিগুণ পরিমাণে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে উঠলেন।। ৪৪।। এরপর চতুরানন ব্রহ্মা তাঁর ইন্দ্রিয়বিকার সংযত করলেন এবং কামরূপিণী সন্ধ্যাকে বরণ করার বাসনা থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মা তাকে পরিত্যাগ করলেন।। ৪৫।।

তচ্ছরীরাত্তু ঘর্মাম্ভো যৎ পপাত দ্বিজোত্তমাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদো জাতাঃ পিতৃগণাস্ততঃ।। ৪৬।।

ভিন্নাঞ্জননিভাঃ সর্বে ফুল্লরাজীবলোচনাঃ।
নিতান্তযতয়ঃ পুণ্যাঃ সংসারবিমুখাঃ পরাঃ।। ৪৭।।
সহস্রাণাং চতুঃষষ্টিরগ্নিস্বাত্তাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
ষড়শীতিসহস্রাণি তথা বর্হির্ষদো দ্বিজাঃ।। ৪৮।।

সেই সময় তাঁর শরীর থেকে যে ঘর্ম নিঃসৃত হয়েছিল তার থেকে অগ্নিষ্বাত্ত ও বর্হিষদ নামে পিতৃগণ সমুৎপন্ন হয়েছিলেন।। ৪৬।। তাঁদের সকলের গাত্রবর্ণ ছিল অঞ্জনের ন্যার ঘোর কালো, তাঁদের চক্ষু ছিল প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায়, তাঁরা খুবই সংযত চরিত্র, পুণ্যাত্মা ও সংসারবিমুখ ছিলেন।। ৪৭।। হে দ্বিজগণ! কথিত আছে যে অগ্নিস্বাত্ত পিতৃগণের সংখ্যা চৌষট্টি হাজার এবং বর্হির্ষদ পিতৃগণের সংখ্যা ছিয়াসী হাজার।। ৪৮।।

ঘর্মাম্ভঃ পতিতং ভূমৌ যদ্দক্ষস্য শরীরতঃ।
সমস্তগুণসম্পন্না তস্মাজ্জাতা বরাঙ্গনা।। ৪৯।।
তন্বঙ্গী তনুমধ্যা চ তনুরোমাবলী শুভা।
মৃদ্বঙ্গী চারুদশনা তপ্তকাঞ্চনসুপ্রভা।। ৫০।।

প্রজাপতি দক্ষের অঙ্গ হতে যে ঘর্ম ভূমির উপর নিপতিত হল সেখান থেকে সমস্তগুণসম্পন্না এক অপরূপ উত্তমা কন্যার জন্ম হল।। ৪৯।। সেই বরাঙ্গনা ছিল কৃশাঙ্গী, তার কটিদেশ ছিল ক্ষীণ, শরীরে শুভলক্ষণযুক্ত রোমাবলী, তার অঙ্গ ছিল কোমল, তার দন্তশ্রেণী ছিল সুন্দর ও তার অঙ্গকান্তি ছিল সুবর্ণের আভার ন্যায় শোভাযুক্ত।। ৫০।।

মরীচিপ্রমূখৈঃ ষড়্ভির্নির্গৃহীতেন্দ্রিয়ক্রিয়া।
তে ক্রতুং বশিষ্ঠঞ্চ পুলস্ত্যাঙ্গিরসৌ তদা।। ৫১।।

ক্রত্বাদীনাং চতুর্ণাঞ্চ যো ভূমৌ নিপপাত হ।
ততঃ পিতৃগণা জাতা অপরে দ্বিজসত্তমাঃ।। ৫২।।
সোমপা আজ্যপা নাম্না তথৈবান্যে সুকালিনঃ।
হবির্ভুজস্তু তে সর্বে কব্যবাহাঃ প্রকীর্তিতাঃ।। ৫৩।।
ক্রতোস্তু সোমপাঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য সুকালিনঃ।
আজ্যপাখ্যাঃ পুলস্তস্য হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃ সুতাঃ।। ৫৪।।

তখন ক্রতু, বশিষ্ঠ, পুলস্ত ও অঙ্গিরস ব্যতীত মরীচি প্রমুখ অন্যান্য ছয় প্রজাপতিগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়কে দমন করলেন। হে দ্বিজবরগণ! ক্রতু প্রমুখ প্রজাপতির শরীর থেকে যে স্বেদবিন্দু ভূমিতে পতিত হয়েছিল সেখান থেকে উৎপন্ন হলেন সোমপ, আজ্যপ, সুকালিন এবং হবির্ভুক্ পিতৃগণ যাঁরা সকলে ‘কব্যবাহ’[9] নামে পরিচিত ছিলেন।। ৫১-৫৩।। এইসব পিতৃগণের মধ্যে সোমপগণ ক্রতুর পুত্র ছিলেন, বশিষ্ঠের পুত্র ছিলেন সুকালিনগণ এবং আজ্যপগণ পুলস্তের ও হবির্ভুকগণ অঙ্গিরার পুত্র ছিলেন।। ৫৪।।

জাতেষু তেষু বিপ্রেন্দ্রা অগ্নিষ্বাত্তাদিকেষ্বথ।
লোকানাং পিতৃবর্গেষু কব্যবাহাঃ সমন্ততঃ।। ৫৫।।
সর্বেষামেব ভূতানাং ব্রহ্মাভূতঃ পিতামহঃ।
সন্ধ্যা পিতৃপ্রসূর্ভূতা তদুদ্দেশাদ্যতোঽভবৎ।। ৫৬।।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অগ্নিষ্বাত্তাদি সেই সমস্ত পিতৃগণের সৃষ্টির পর

9. ‘কব্যবাহ’ হল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী যারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপহার, খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে অর্থাৎ অগ্রদানী।

সংসারের সমস্ত ভূতপ্রাণীদের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা লোকপিতামহ নামে পরিচিত হলেন এবং সন্ধ্যা তাদের গর্ভধারিণী না হলেও তাদের জননী হিসাবে পরিগণিত হলে কারণ তাকে উদ্দেশ্য করেই নির্গত স্বেদবিন্দু থেকে পিতৃগণের উৎপত্তি হয়েছিল।। ৫৫- ৫৬।।

অথ শঙ্করবাক্যেন লজ্জিতঃ স পিতামহঃ।
কন্দর্পায় চুকোপাশু ভ্রূকুটীকুটিলাননঃ।। ৫৭।।
পুরৈব তদভিপ্রায়ং বিদিত্বা সোঽপি মন্মথঃ।
স্ববাণান্ সঞ্জহারাশু ভীতঃ পশুপতেবির্ধেঃ।। ৫৮।।

শঙ্করের বাক্য শ্রবণ ক'রে ব্রহ্মা বড়ই লজ্জিত হলেন এবং কামদেবের উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হলেন। পরম ক্রোধে তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল এবং তাঁর মুখাবয়ব কুটিল আকার ধারণ করল।। ৫৭।। মন্মথ কামদেবও ব্রহ্মার অভিপ্রায় পূর্বেই উপলব্ধি ক'রে অত্যন্ত ভয়বিহ্বল হয়ে দ্রুত নিজের বাণ ব্রহ্মা ও মহাদেবের উপর নিক্ষেপ করা থেকে বিরত হল।। ৫৮।।

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যচ্চকার দ্বিজেন্দ্রাস্তচ্ছৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ।। ৫৯।।

হে দ্বিজবরগণ! তারপর লোক পিতামহ ব্রহ্মা নিতান্ত ক্রোধান্বিত হয়ে যা কিছু করলেন সে সমস্ত আপনারা একমনে মনোযোগসহকারে শ্রবণ করুণ।। ৫৯।।

।। শ্রীকালিকাপুরাণে ব্রহ্মামোহন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।।

তৃতীয় অধ্যায়
রতিউৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততঃ কোপসমাবিষ্টঃ পদ্মযোনির্জগৎপতিঃ।
প্রজজ্বালাতিবলবদ্দিধক্ষুরিব পাবকঃ।। ১।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - তখন জগৎপতি পদ্মযোনি ব্রহ্মা ভয়ানক কুপিত হয়ে সর্বগ্রাসী প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠলেন এবং ভগবান্ শঙ্করকে বললেন—

উবাচ চেশ্বরং কামো ভবতঃ পুরতো যতঃ।
পুষ্পেষুভির্মামভজৎ তৎফলস্যাপ্নুয়াদ্ধর।। ২।।
তব নেত্রাগ্নিনির্দগ্ধঃ কন্দর্পো দর্পমোহিতঃ।
ভবিষ্যতি মহাদেব কৃত্বা কর্মাতিদুষ্করম্।। ৩।।

হে মহাদেব! আপনার সম্মুখেই এই কামদেব তার নিজের পুষ্পশরের দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করেছে। সেইজন্য তাকে তার দুষ্কর্মের ফলভোগ করতে হবে।। ২।। হে শংকর! অত্যন্ত দুষ্কর্ম করার জন্য অহঙ্কারী কামদেব আপনার নয়নবহ্নি দ্বারা দগ্ধ হবে।। ৩।।

ইতি বেধাঃ স্বয়ং কামং শশাপ দ্বিজসত্তমাঃ।।
সমক্ষং ব্যোমকেশস্য মুনীনাঞ্চ যতাত্মনাম্।। ৪।।
অথ ভীতো রতিপতিঃ তৎক্ষণাৎ ত্যক্তমার্গণঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব প্রত্যক্ষং শাপং শ্রুত্বাতিদারুণম্।। ৫।।
উবাচ চেদং ব্রহ্মাণং সদক্ষং সমরীচিকম্।
তথ্যঞ্চ গদ্গদং ভীত্যা ভীতির্হি গুণহানিকৃৎ।। ৬।।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইভাবে স্বয়ং ব্রহ্মা ভগবান্ শংকর ও অন্যান্য সংযত চিত্ত মুনিগণের উপস্থিতিতে কামদেবকে অভিশাপ দিলেন।। ৪।। অনন্তর, এই ভয়ঙ্কর অভিশাপের কথা কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই রতিপতি কামদেব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তার বাণ ত্যাগ ক'রে দ্রুত প্রত্যক্ষরূপে তাঁদের সম্মুখে প্রকট হলেন এবং দক্ষ ও মরীচির সম্মুখে ব্রহ্মাকে ভীতকণ্ঠে এই কথাগুলি বললেন কারণ ভীত হলে সকলেই ধৈর্য, সাহস আদি সমস্ত সদ্গুণ হারিয়ে ফেলে।। ৬।।

মন্মথ উবাচ

ব্রহ্মন্ কিমর্থং ভবতা শপ্তোঽহমতিদারুণম্।
অনাগস্তব লোকেশ ন্যায়মার্গানুসারিণঃ।। ৭।।
ত্বয়ৈবোক্তস্তু তৎ কর্ম যত্তু কুর্যামহং বিভো।
তত্র যোগ্যো ন শাপো মে যতো নান্যন্ময়া কৃতম্।। ৮।।

মন্মথ বললেন — হে ব্রহ্মদেব! হে লোকেশ! আমি ন্যায়পথের অনুসরণকারী, আমি নিরাপরাধ। তথাপি আপনি কেন আমাকে এই নিদারুণ অভিশাপ দিলেন ?।। ৭।। হে বিভু (সর্বব্যাপী পরমেশ্বর)! আমি যে কর্ম করেছি সেটি আপনিই আমার জন্য নির্ধারণ ক'রে দিয়েছেন।

আমি আপনার দ্বারা নির্ধারিত সেই কর্মের বিপরীত কোন কর্ম করিনি। সুতরাং আপনি আমাকে যে ভয়ানক অভিশাপ দিলেন তা আমার কাছে সমীচীন ব'লে বোধ হয় না।। ৮।।

অহং বিষ্ণুস্তথা শম্ভুঃ সর্বে ত্বচ্ছরগোচরাঃ।
ইতি যত্ত্ববতা প্রোক্তং তন্ময়াপি পরীক্ষিতম্।। ৯।।
নাপরাধো মমাস্ত্যত্র ব্রহ্মন্ ময়ি নিরাগসি।
দারুণং শময়স্বৈনং শাপং মম জগৎপতে।। ১০।।

আপনিই বলেছেন "আমি, বিষ্ণু এবং শম্ভু সকলেই তোমার বাণের লক্ষ্য হব" এবং আমি আপনার দ্বারা উচ্চারিত সেই বাণী পরীক্ষা করেছি মাত্র।। ৯।। হে ব্রহ্মদেব! এর মধ্যে আমার তো কোন অপরাধ নাই। আমার ন্যায় নিরপরাধকে প্রদত্ত আপনার সেই ভয়ানক অভিশাপ আপনি নিবারণ করুন।। ১০।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিধাতা জগতাং পতিঃ।
প্রত্যুবাচ যতাত্মানং মদনং সদয়ং মুহুঃ।। ১১।।

তার (কামদেবের) এই বাক্য শ্রবণ ক'রে জগৎপতি ব্রহ্মা সংযতচিত্ত কামদেবের উপর সদয় হলেন এবং দ্রুত প্রত্যুত্তরে বললেন -।। ১১।।

ব্রহ্মোবাচ

আত্মজা মম সন্ধ্যেয়ং যস্মাদেতৎসকামতঃ।
লক্ষ্মীকৃতোঽহং ভবতা ততঃ শাপো ময়া কৃতঃ।। ১২।।

অধুনা শান্তরোষোঽহং ত্বাং বদামি মনোভব।
ভবতঃ শাপশমনং ভবিষ্যতি যথা তথা।। ১৩।।
ত্বং ভস্মভূতো মদন ভর্গলোচনবহ্নিনা।
তস্যৈব অনুগ্রহাৎ পশ্চাৎ শরীরং সমবাপ্স্যসি।। ১৪।।
যদা হরো মহাদেবঃ কুর্যাদ্দারপরিগ্রহম্।
তদা স এব ভবতঃ শরীরং প্রাপয়িষ্যতি।। ১৫।।

ব্রহ্মদেব বললেন — সন্ধ্যা আমার কন্যা। তার প্রতি আমাকে কাম ভাবাপন্ন করার উদ্দেশ্যেই তুমি আমাকে তোমার বাণের লক্ষ্য নির্বাচন করেছ। এই কারণে আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিয়েছি।। ১২।। হে মনোভব (কামদেব)! এখন আমার ক্রোধ শান্ত হয়েছে। সেইজন্য আমি তোমাকে বলছি তোমার কিভাবে শাপমুক্তি ঘটবে।। ১৩।। হে মদন (কামদেব)! তুমি ভগবান্ মহাদেবের তৃতীয় নয়ন থেকে উৎপন্ন অগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত হওয়ার পর তাঁরই অনুগ্রহে পুনরায় তুমি তোমার শরীর ফিরে পাবে।। ১৪।। যখন ভগবান্ মহাদেব স্বীয় পত্নীকে বরণ করবেন তখন তিনিই পুনরায় তোমাকে তোমার শরীর প্রদান করবেন।। ১৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবমুক্তবাথ মদনং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অন্তর্দধে মুনীন্দ্রাণাং মানসানাঞ্চ পশ্যতাম্।। ১৬।।
তস্মিন্ অন্তর্হিতে শম্ভুঃ সর্বেষাঞ্চ বিধাতরি।
যথেষ্টদেশং গতবান্ ব্রহ্মা মারুতরংহসা।। ১৭।।
বেধস্যন্তর্হিতে তস্মিন্ গতে শম্ভৌ নিজাস্পদম্।
দক্ষঃ প্রাহাথ কন্দর্পং পত্নীং তস্য নিদর্শয়ন্।। ১৮।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — লোকপিতামহ ব্রহ্মা কামদবকে এই কথা ব'লে মানসপুত্রগণকে এবং মুনিগণকে দেখতে দেখতেই অন্তর্হিত হলেন।। ১৬।। সকলের বিধাতা ব্রহ্মদেবের অন্তর্ধানের পর ভগবান্ শম্ভুও বায়ুবেগে স্বীয় অভীষ্ট স্থানে গমন করলেন।। ১৭।। ব্রহ্মার অন্তর্ধানের পর এবং শম্ভুর স্বস্থানে গমনের পর প্রজাপতি দক্ষ কামদেবকে তার পত্নীরূপে সেই কন্যাকে নির্দেশিত ক'রে বললেন -।। ১৮।।

দক্ষ উবাচ

মদ্দেহজেয়ং কন্দর্প মদ্রূপগুণসংযুতা।
এনাং গৃহ্নীষ্ব ভার্যার্থং ভবতঃ সদৃশীং গুণৈঃ।। ১৯।।
এষা তব মহাতেজাঃ সর্বদা সহচারিণী।
ভবিষ্যতি যথাকামং ধর্মতো বশবর্তিনী।। ২০।।

প্রজাপতি দক্ষ বললেন — হে কন্দর্প! এই কন্যা আমার দেহ থেকেই সমুৎপন্ন হয়েছে, সে আমারই ন্যায় রূপ ও গুণ সম্পন্না। তুমি তাঁকে নিজ ভার্যারূপে গ্রহণ কর।। ১৯।। সে একজন মহান তেজস্বিনী নারী, সে সর্বদাই তোমার অনুগামিনী হয়ে তোমারই ইচ্ছানুযায়ী তার ধর্ম পালন ক'রে তোমার বশবর্তিনী হয়ে থাকবে।।২০।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ দক্ষো দেহস্বেদাম্বুসম্ভবাম্।
কন্দর্পায়াগ্রতঃ কৃত্বা নাম কৃত্বা রতীতি তাম্।। ২১।।
তাং বীক্ষ্য মদনো রামাং রত্যাখ্যাং সুমনোহরাম্।
আত্মাশুগেন বিদ্ধোঽসৌ মুমোহ রতিরঞ্জিতঃ।। ২২।।

ক্ষণপ্রভাবদেকান্তগৌরী মৃগদৃশী সদা।
লোলাপাঙ্গ্যথ তস্যৈব মৃগীব সদৃশী বভৌ।। ২৩।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — এই কথা বলে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় শরীরের স্বেদবিন্দু হতে সমুৎপন্ন সেই দেবীকে অগ্রে রেখে কন্দর্পের হস্তে সমর্পণ করলেন এবং বললেন যে সেই দেবীর নাম হল রতি।। ২১।। রতি নাম্নী সেই অপরূপ রূপসম্পন্না মনোমোহিনী স্ত্রীকে দর্শন ক'রে স্বয়ং কামদেবই নিজের শরে বিদ্ধ, রতিরঞ্জিত ও মোহিত হলেন।। ২২।। তারপর, সেই দেবী ক্ষণস্থায়ী অত্যুজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট বিজুরীলতার ন্যায় অবর্ণনীয় গৌড় বর্ণা ও স্বীয় চঞ্চল কটাক্ষের কারণে চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় পরম রমণীয়রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠল।। ২৩।।

রতিরূপ বর্ণনা

তস্যা ভ্রূযুগলং বীক্ষ্য সংশয়ং মদনোঽকরোৎ।
উন্মাদকৃন্মে কোদণ্ডং কিং ধাত্রা স্যান্নিবেশিতম্।। ২৪।।
কটাক্ষাণামাশুগতিং দৃষ্ট্বা তস্যা দ্বিজোত্তমাঃ।
আশুগত্বং নিজাস্ত্রাণাং শ্রদ্দধে ন চ চারুতাম্।। ২৫।।

রতির ভ্রূযুগলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেই কামদেবের অন্তর এই ভেবে পরম সংশয়াবিষ্ট হয়ে পড়ল যে বিধাতা তাকে উন্মাদ করার উদ্দেশ্যে সকলকে সম্মোহিত করার ক্ষমতা সম্পন্ন তার ধনুককে রতির অঙ্গে স্থাপন করেছেন কিনা।। ২৪।। হে দ্বিজোত্তমগণ! রতির কটাক্ষের গতির তীব্রতা দেখে কামদেবের মনে তার নিজের অস্ত্রের গতির তীব্রতা বিষয়ে তার আস্থা নষ্ট হয়ে গেল অর্থাৎ কামদেবের মনে হল যে রতির কটাক্ষ তার অস্ত্র অপেক্ষা অব্যর্থ ও অনেক বেশী তীব্রগামী ।। ২৫।।

তস্যাঃ স্বভাবসুরভিং ধীরং শ্বাসানিলং তথা।
আঘ্রায় মদনঃ শ্রদ্ধাং ত্যক্তবান্ মলয়ানিলে।। ২৬।।
পূর্ণেন্দুসদৃশং বক্ত্রং দৃষ্ট্বা ভ্রূলক্ষ্মলক্ষিতম্।
ন নিশ্চিকায় মদনো ভেদং তন্মুখচন্দ্রয়োঃ।। ২৭।।

তার (রতির) স্বাভাবিকরূপে সুগন্ধিত ধীর শ্বাসবায়ুকে আঘ্রাণ ক'রে কামদেবের মনে মলয় পর্বতের সুগন্ধ বহনকারী বায়ুর উপর শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গেল অর্থাৎ কামদেবের মনে হল রতির শ্বাসবায়ুর সুগন্ধের কাছে মলয় পর্বতের বায়ুর সুগন্ধ তুচ্ছ।। ২৬।। পুষ্পধনু তুল্য অপূর্ব সুন্দর ভ্রূযুগল শোভিত রতির পূর্ণচন্দ্রমা সদৃশ পরম রমণীয় মুখকান্তি দর্শন ক'রে কামদেব রতির মুখ ও পূর্ণচন্দ্রমার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে অপারগ হলেন।। ২৭।।

সুবর্ণপদ্মকলিকাতুল্যং তস্যাঃ কুচদ্বয়ম্।
রেজে চুচুকযুগ্মেন ভ্রমরেণৈব সেবিতম্।। ২৮।।
দৃঢ়পীনোন্নতঘনস্তনমধ্যাদ্বিলম্বিনীম্।
আনাভিতো রোমরাজিং তন্বীং চার্বায়তাং শুভাম্।। ২৯।।
জ্যাং পুষ্পধনুষঃ কামঃ ষট্পদাবলিসম্ভৃতাম্।
বিসস্মার চ যস্মাত্তাং বিগৃহ্যৈনাং নিরীক্ষতে।। ৩০।।

রতির স্তনযুগল স্বর্ণকমলের দুইটি কুঁড়ির ন্যায় যেগুলি কমলকলির উপর উপবিষ্ট ও মধুপানে রত ঘন কৃষ্ণবর্ণের ভ্রমর সদৃশ চুচুকদ্বয় (স্তনাগ্র) দ্বারা সুশোভিত হয়ে বিরাজ করছিল।। ২৮।। তার অত্যন্ত দৃঢ় ও স্থূল এবং উন্নত স্তনযুগলের মধ্যভাগ থেকে নিম্নাভিমুখী নাভি প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত তন্বী সুন্দর, আয়ত এবং শুভ রোমাবলীর শ্রেণী দর্শন ক'রে কামদেব

তার কৃষ্ণবর্ণের ভ্রমরকুল দ্বারা সজ্জিত পুষ্পধনুর জ্যাকে বিস্মৃত হয়ে গেলেন।। ২৯-৩০।।

গম্ভীরনাভিরন্ধ্রান্তশ্চতুষ্পার্শ্বত্বগাবৃতাম্।
আননাক্ষেক্ষণদ্বন্দ্বমারক্তকমলং যথা।। ৩১।।
ক্ষীণা মধ্যেন বপুষা নিসর্গাষ্টপদপ্রভা।
রত্নবেদীব দদৃশে কামেন দ্বিজসত্তমাঃ।। ৩২।।

তার নাভিরন্ধ্র গভীর এবং চতুষ্পার্শ্বে চর্মাবৃত ছিল। তার মুখাবয়ব এবং নয়নদ্বয় ছিল রক্তকমলের লালিমাযুক্ত।। ৩১।। নিসর্গ অষ্টপদের প্রভাসম্পন্না ক্ষীণ মধ্যভাগ, কটিপ্রদেশ সমন্বিতা রতিদেবী কামদেবের দৃষ্টিতে এক রত্নবেদীর[10] ন্যায় শোভাসম্পন্নারূপে প্রতীত হল।। ৩২।।

রম্ভাস্তম্ভায়তস্নিগ্ধং তদূরুযুগলং মৃদু।
নিজশক্তিসমং কামো বীক্ষাঞ্চকে মনোহরম্।। ৩৩।।
আরক্তপার্ষ্ণিপাদাগ্রপ্রান্তভাগং পদদ্বয়ম্।
অনুরাগময়ং চিত্রং স্থিতং তস্যাং মনোভবঃ।। ৩৪।।
তস্যাঃ করযুগং রক্তনখরৈঃ কিংশুকোপমৈঃ।
বৃত্তাভিরঙ্গুলিভিশ্চ সূক্ষ্মাগ্রাভির্মনোহরম্।। ৩৫।।
ইতি দৃষ্ট্বা স্মরো মেনে মমাস্ত্রৈর্দ্বিগুণীকৃতৈঃ।
মাং মোহয়িতুমুদ্যুক্তা কিমেষা দ্বিজসত্তমাঃ।। ৩৬।।

---

10. অথর্ববেদের বিধান অনুযায়ী যজ্ঞবেদীর মধ্যভাগের আকার ক্ষীণ হয়ে থাকে।

তার উরুযুগল ছিল কদলীবৃক্ষের স্তম্ভের ন্যায় আয়ত অর্থাৎ দীর্ঘ ও স্নিগ্ধ অর্থাৎ চিকন ও কোমল। সেইজন্য সে কামদেবের দৃষ্টিতে নিজের শক্তিতুল্য মনোহররূপে প্রতিভাত হল।। ৩৩।। তার পদদ্বয়ের দুই পার্ষ্ণি (গোড়লি) থেকে অঙ্গুলি পর্যন্ত পদযুগলের ঈষৎ লাল বর্ণ কামদেবের নিকট অনুরাগপূর্ণরূপে প্রতীত হল।। ৩৪।। তার রক্তবর্ণের নখ ও সূচালো অগ্রভাগ বিশিষ্ট অঙ্গুলিসমূহ শোভিত হস্তদ্বয় ছিল পলাশ বৃক্ষের ন্যায় মনোহর।। ৩৫।। হে দ্বিজবরগণ! তার সূচালো অগ্রভাগ বিশিষ্ট অঙ্গুলিসমূহ দর্শনে বিস্মিত কামদেবের মনে হল যে এই রতি কি তারই অস্ত্রের প্রভাবকে দ্বিগুণ শক্তিশালী ক'রে তাকেই মোহিত করতে উদ্যত হয়েছে?।। ৩৬।।

তদ্বাহুযুগলং কান্তং মৃণালযুগলায়তম্।
মৃদুস্নিগ্ধং ররাজাতিকান্তিতোয়প্রবাহবৎ।। ৩৭।।
নীলনীরদসঙ্কাশঃ কেশপাশো মনোহরঃ।
চমরীবালভারবদ্বিভাতি স্ম স্মরপ্রিয়ঃ।। ৩৮।।

পদ্মের মৃণালের ন্যায় দীর্ঘ, কোমল, কৃশ, সুন্দর ও পুষ্ট তার দুই বাহুর শোভা দেখে মনে হচ্ছিল যেন তার বাহুদ্বয়ের রূপ ধারণ ক'রে মৃদু স্নিগ্ধ সৌন্দর্যরাশি তার অঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত হয়ে মসৃণ জলপ্রবাহের ন্যায় পরম সুশোভিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল।। ৩৭।। তার মনোহর নীল বর্ণের বাদল মেঘ সদৃশ ঘন কৃষ্ণবর্ণের অতি মনোহর কেশপাশ কামদেবের প্রিয় চমরী গাভীর পুচ্ছাগ্রের কেশভারের ন্যায় শোভা ধারণ করছিল।। ৩৮।।

তাং বীক্ষ্য মদনো দেবীং রতিমতিমনোহরাম্।
কান্তিতোয়ৌঘসম্পূর্ণাং কুচবক্রাব্জকুড্মলাম্।। ৩৯।।

বক্ত্রপদ্মাং চারুবাহু - মৃণালীশকলান্বিতাম্।
ভ্রূযুগ্মবিভ্রমদব্রাত - তনূর্মিপরিরাজিতাম্।। ৪০।।
কটাক্ষপাতভৃঙ্গৌঘাং — নেত্রনীলোৎপলান্বিতাম্।
তনুলোমালিশৈবালাং - মনোদ্রুমবিশাতিনীম্।। ৪১।।
নিম্ননাভিহ্রদাং দক্ষপ্রালেয়াদ্রিসমুদ্ভবাম্।
গঙ্গামিব মহাদেবো জগ্রাহোৎফুল্ললোচনঃ।। ৪২।।

সেই অনিন্দ্যসুন্দর রতিদেবীর রূপসৌন্দর্য ছিল গঙ্গা নদীর ন্যায় পরিপূর্ণ। তার কান্তি গঙ্গার জলসমূহের ন্যায় সম্পূর্ণ ছিল, তার স্তনাগ্র কমলকলির ন্যায়, তার মুখ ছিল প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায়, তার হস্তদ্বয় পদ্মের মৃণালের ন্যায়, তার নৃত্যরত ভ্রূদ্বয় জলের ক্ষুদ্র প্রবাহের ন্যায়, তার কটাক্ষপাত ভ্রমরদলের ন্যায় শোভাযুক্ত, তার নেত্রদ্বয় ছিল নীল কমলের ন্যায়, তার শরীরের রোমাবলি শৈবালশ্রেণীর ন্যায় সুষমামণ্ডিত, সে মানুষের মনরূপী বৃক্ষকে উৎপাটিত করতে সক্ষম ছিল, তার নাভিপ্রদেশ ছিল হ্রদের ন্যায় সুগভীর, সে দক্ষরূপী হিমালয় পর্বত থেকে সমুৎপন্ন গঙ্গার সমান ছিল। কামদেব সেই মনোহর রূপসম্পন্না রতি দেবীর প্রতি উৎফুল্ল নয়নে দৃষ্টিপাত ক'রে মহাদেব যেমন গঙ্গাকে গ্রহণ করেছিলেন তেমনই ভাবে তিনিও রতিকে গ্রহণ করলেন।। ৩৯-৪২।।

উবাচ চ তদা দক্ষং কামো মোদভরান্বিতঃ।
বিস্মৃত্য শাপঞ্চ তদা বিধিদত্তং সুদারুণম্।। ৪৩।।

তখন প্রসন্নতাপূর্ণ চিত্তে কামদেব বিধাতা ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত ভয়ানক শাপকে বিস্মৃত হয়ে দক্ষ প্রজাপতিকে বলল -।। ৪৩।।

মদন উবাচ

অনয়া সহচারিণ্যা সম্যক্ সুন্দররূপয়া।
সমর্থো মোহিতুং শম্ভুং কিমন্যৈঃ জন্তুভিঃ বিভো।। ৪৪।।

কামদেব বলল - হে প্রভু! আমার এই অপরূপ সুন্দরী সহচারিণী আমার সঙ্গে থাকা অবস্থাতেই আমি ভগবান্ শম্ভুকেও মোহিত করতে পারি। তাহলে অন্য প্রাণীর কথা আর কি বলব?।। ৪৪।।

যত্র যত্র ময়া লক্ষ্যং ক্রিয়তে ধনুষোঽনঘ।
তত্র অনয়াপি চেষ্টব্যং মায়য়া রমণাহ্বয়া।। ৪৫।।
যদা দেবালয়ং যামি পৃথিবীং বা রসাতলম্।
তদৈষাপ্যস্তু সধ্রীচী সর্বদা চারুহাসিনী।। ৪৬।।
যথা পদ্মালয়া বিষ্ণোর্জলদানাং যথা তড়িৎ।
তথা মমৈষা ভবিতা প্রজাধ্যক্ষ-সহায়িনী।। ৪৭।।

হে অনঘ (নিষ্পাপ)! যেখানে যেখানেই আমি আমার বাণের লক্ষ্য স্থির করব সেখানে সেখানে সেও আমার সহকারী রূপে এ বিষয়ে আমার পাশে রমণ নামক মায়া দ্বারা আমার অনুকূলে সক্রিয় থাকবে।। ৪৫।। দেবলোক, মর্ত্যলোক বা রসাতল যেখানে যখনই আমি পরিভ্রমণ করব সেখানেই এই সুহাসিনীও সর্বদা আমার আমার সহচারিণী হবে।। ৪৬।। হে প্রজাধ্যক্ষ! যেরূপ লক্ষ্মীদেবী সর্বদা ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগামিনী, যেমন বিদ্যুৎ সর্বদা বাদল মেঘের কণ্ঠলগ্না সেইরূপ সেও সদা আমার সহকারিণী হবে।। ৪৭।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যুক্ত্বা মদনো দেবীং রতিং জগ্রাহ সোৎসুকঃ।
সাগরাদুত্থিতাং লক্ষ্মীং হৃষীকেশ ইবোত্তমাম্।। ৪৮।।
ররাজ স তয়া সার্ধং ভিন্নপীতপ্রভঃ স্মরঃ।
জীমূত ইব সন্ধ্যায়াং সৌদামিন্যা মনোজ্ঞয়া।। ৪৯।।

মার্কণ্ডেয় বললেন! এই কথা ব'লে মদন ঔৎসুকতা সহকারে রতি দেবীকে গ্রহণ করলেন ঠিক যেভাবে ভগবান্ হৃষীকেশ সাগর থেকে উত্থিতা লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করেছিলেন।। ৪৮।। যেমন সন্ধ্যাকালে মেঘ অপূর্ব সুন্দর সৌদামিনীর সঙ্গে শোভাময় হয়ে বিরাজ করে তেমনই ব্যতিক্রমী গৌরবর্ণ আভাযুক্ত কামদেব রতির সঙ্গে শোভাযুক্ত হয়ে বিরাজ করছিলেন।। ৪৯।।

ইতি রতিপতিরুচ্চৈর্মোদযুক্তো রতীং তাং
হৃদি পরিজগৃহে যাং যোগদর্শীব বিদ্যাম্।
রতিরপি পতিমগ্র্যং প্রাপ্য তোষঞ্চ লেভে।
হরিমিব কমলোত্থা পূর্ণচন্দ্রোপমাস্যা।। ৫০।।

যোগিগণ যেমন বিদ্যাকে আনন্দ সহকারে হৃদয়ে ধারণ করেন রতিপতি কামদেবও সেইরূপ এইভাবে পরম হরষিত চিত্তে রতিকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করলেন এবং যেমন সমুদ্রকন্যা লক্ষ্মীদেবী ভগবান্ বিষ্ণুকে লাভ করে পরম সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, পূর্ণচন্দ্রবদনা রতিও তেমনই শ্রেষ্ঠ পতি কামদেবকে লাভ ক'রে সাতিশয় সন্তোষ লাভ করলেন।। ৫০।।

।। কালিকাপুরাণে রতিউৎপত্তি বর্ণন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।।

চতুর্থ অধ্যায়
বসন্তোৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততঃ প্রভৃতি ধাতাপি যদৈবান্তর্হিতং পুরা।
চিন্তয়ামাস সততং শম্ভুবাক্যবিষার্দ্দিতঃ।। ১।।
কান্তাভিলাষমাত্রং মে দৃষ্ট্বা শম্ভুরগর্হয়ৎ।
মুনীনাং পুরতঃ কস্মাৎ স দারান্ সংগ্রহীষ্যতি।। ২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — বিধাতা শম্ভুর বাক্যে অপমানিত বোধ ক'রে যখন অন্তর্হিত হন তখন থেকেই তিনি ভাবছিলেন যে নারীপ্রাপ্তির ইচ্ছা করা মাত্রই মহাদেব তাঁকে মুনিগণের সম্মুখেই তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। তাহলে সেই মহাদেব নিজে কিভাবে বিবাহ করবেন।। ১-২।।

কা বা ভবিত্রী তজ্জায়া কা চ তন্মনসি স্থিতা।
যোগমার্গমবজ্ঞাপ্য তস্য মোহং করিষ্যতি।। ৩।।
মন্মথোঽপি সমর্থো নো ভবিষ্যত্যস্য মোহনে।
নিতান্তযোগী রামাণাং নামাপি সহতে ন সঃ।। ৪।।
অগৃহীতেষু দারেষু হরেণ কথমাদিতঃ।
মধ্যে চৈব ভবেৎ সৃষ্টিস্তদ্বধো নান্যকারিতঃ।। ৫।।

তাঁর পত্নী কে হবেন? কোন সে রমণী যিনি তাঁর মনে যোগমার্গ সম্পর্কে অবজ্ঞা সৃষ্টি ক'রে তাঁকে মোহিত করতে সমর্থ হয়ে তাঁর পত্নী হবেন?।। ৩।। স্বয়ং কামদেবও শঙ্করকে মোহিত করতে ব্যর্থ হবেন কারণ তিনি একনিষ্ঠ যোগী এবং তিনি বরাঙ্গনাদের নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারেন না।। ৪।। হরিহর যদি বিবাহ না করেন তাহলে আদি, মধ্য ও অন্তে সৃষ্টি হবে কিভাবে? সৃষ্টির বিলোপ নিবারণ করার ক্ষমতা তিনি ভিন্ন আর কারও নাই।। ৫।।

কেচিদ্ভবিষ্যন্তি ভুবি ময়া বধ্যা মহাবলাঃ।
কেচিদ্বিষ্ণোর্বধনীয়াঃ কেচিচ্ছম্ভোরুপায়তঃ।। ৬।।
সংসারবিমুখে শম্ভৌ তথৈকান্তবিরাগিণি।
অস্মাদৃতে ন কর্মান্যৎ করিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ৭।।

কোনও কোনও মহাবলী যাদের এই পৃথিবীতে জন্ম হবে তাদের মধ্যে কেউ আমার দ্বারা নিহত হবে, কেউ আবার বিষ্ণুর হাতে নিহত হবে আবার কারও বিনাশ হবে মহাদেবের দ্বারা।। ৬।। শম্ভু একান্ত বৈরাগ্যসম্পন্ন এবং সংসারবিমুখ হলে সৃষ্টিকার্য পরিচালনা করবে কে? নিশ্চিতভাবেই তাঁর কর্ম তিনি ব্যতীত অপর কেউ সম্পন্ন করতে সক্ষম নয়।। ৭।।

চিন্তয়ন্নিতি লোকেশো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
পুনর্দ্দদর্শ ভূমিষ্ঠান্ দক্ষাদীন্ বিয়তি স্থিতঃ।। ৮।।
রতিদ্বিতীয়ং মদনং মোদযুক্তং নিরীক্ষ্য চ।
পুনস্তত্র গতঃ প্রাহ সান্ত্বয়ন্ পুষ্পসায়কম্।। ৯।।

লোকপিতামহ লোকেশ ব্রহ্মা এই বিষয়টি চিন্তা করতে করতে আকাশে অবস্থানকালে পুনরায় ভূতলে অবস্থিত দক্ষ প্রমুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।। ৮।। রতিসহ কামদেবকে আনন্দিত অবস্থায় দেখে তিনি পুনরায় মদনের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন -।। ৯।।

ব্রহ্মোবাচ

অনয়া সহচারিণ্যা রাজসে ত্বং মনোভব।
এষা চ ভবতা পত্যা যুক্তা সংশোভতে ভৃশম্।। ১০।।
যথা শ্রিয়া হৃষীকেশো যথা তেন হরিপ্রিয়া।
ক্ষণদা বিধুনা যুক্তা তয়া যুক্তো যথা বিধুঃ।। ১১।।
তথৈব যুবয়োঃ শোভা দাম্পত্যঞ্চ পুরস্কৃতম্।
অতস্ত্বং জগতঃ কেতুর্বিশ্বকেতুর্ভবিষ্যসি।। ১২।।

ব্রহ্মা বললেন - হে মনোভব! তুমি এই সহচারিণীর সান্নিধ্যে লাভ ক'রে শোভাযুক্ত হয়েছ। আবার তোমার ন্যায় উপযুক্ত পতি লাভ ক'রে সেই রমণীও শোভাময় হয়েছে।। ১০।। যেমন লক্ষ্মীর সান্নিধ্যে নারায়ণ শোভাযুক্ত হন তেমনই নারায়ণের সংস্পর্শে লক্ষ্মীদেবীরও রমণীয়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আবার যেমন রাত্রির কারণে চন্দ্রমার রমণীয়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তেমনই চন্দ্রমার সংযোগে রাত্রিও শোভাযুক্ত হয়ে ওঠে। ঠিক সেইভাবে তোমরা দম্পতি হিসাবে উভয়ে উভয়ের দ্বারা শোভিত হবে এবং তুমি সংসারের কেতু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হওয়ায় জগতে তোমার নাম হবে বিশ্বকেতু।। ১১-১২।।

জগদ্ধিতায় বৎস ত্বং মোহয়স্ব পিনাকিনম্।
যথা সুখমনাঃ শম্ভুঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্।। ১৩।।
বিজনে স্নিগ্ধদেশে চ পর্বতেষু সরিৎসু চ।। ১৪।।
যত্র তত্র প্রয়াতীশস্তত্র তত্রানয়া সহ।
মোহয়স্ব যতাত্মানং বনিতাবিমুখং হরম্।। ১৫।।
ত্বদৃতে বিদ্যতে নান্যঃ কশ্চিদস্য বিমোহকঃ।। ১৬।।

হে বৎস! তুমি সংসারের কল্যাণের নিমিত্ত মহাদেবকে মোহিত কর যাতে তিনি সুখীমনে দারপরিগ্রহ করেন।। ১৩।। নির্জন স্নিগ্ধ প্রদেশই হোক আর পর্বত বা নদীই হোক মহাদেব যেখানে যেখানেই গমন করবেন সেখানে সেখানেই তুমি তোমার পত্নী রতি দেবীসহ গিয়ে সংযত চিত্ত বনিতাবিমুখ হরকে মোহিত করবে।। ১৪-১৫।। তুমি ব্যতীত তাঁকে মোহিত করতে পারে এমন কেউ নাই।। ১৬।।

ভূতে হরে সানুরাগে ভবতোঽপি মনোভব।
শাপোপশান্তির্ভবিতা তস্মাদাত্মহিতং কুরু।। ১৭।।
সানুরাগো বরারোহাং যদীচ্ছতি মনোভব।
তদা তবোপভোগায় স ত্বাং সম্ভাবয়িষ্যতি।। ১৮।।
তস্মাজ্জগদ্ধিতায় ত্বং যতস্ব হরমোহনে।
শিবস্য ভব কেতুস্ত্বং মোহয়িত্বা মহেশ্বরম্।। ১৯।।

হে মনোভব! (তুমি তো জানো) মহাদেব রমণীর প্রতি অনুরক্ত হলে তুমিও শাপমুক্ত হবে। সুতরাং তোমার নিজের পক্ষে হিতকর এই কার্য করা থেকে তুমি বিরত থেকো না।। ১৭।। হে মনোভব! যদি মহাদেব কোন

বরাঙ্গনার প্রতি অনুরক্ত হন তাহলে তিনি তোমার (কামের) উপভোগের জন্য তোমাকে বাঁচিয়ে তুলবেন।। ১৮।। সেইজন্য তুমি জগতের কল্যাণের নিমিত্ত মহেশ্বরকে মোহিত করার চেষ্টা কর এবং মহাদেবকে মোহিত ক'রে তুমি সংসারে শিবকেতু নামে আখ্যাত হবে।। ১৯।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
উবাচ মন্মথস্তথ্যং ব্রহ্মাণং জগতো হিতম্।। ২০।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ থেকে এই কথা শ্রবণ ক'রে জগতের হিতের নিমিত্ত কামদেব তাঁকে এই তথ্য বললেন -।। ২০।।

মন্মথ উবাচ

করিষ্যেঽহংতব বিভো বচনাচ্ছম্ভুমোহনম্।
কিন্তু যোষিন্মহাস্ত্রং মে তত্র কান্তাং প্রভো সৃজ।। ২১।।

মন্মথ বললেন — হে প্রভু! আপনার নির্দেশ অনুসারে আমি শম্ভুকে মোহিত করব। কিন্তু আমার প্রধান অস্ত্র হল রমণী। সেইজন্য আপনি তাঁর জন্য রমণী সৃষ্টি করুন।। ২১।।

ময়া সম্মোহিতে শম্ভৌ যয়া তস্যানুমোহনম্।
কার্যং মনোরমাং রামাং তাং নির্দেশয় লোকভৃৎ।। ২২।।
তামহং নহি পশ্যামি যয়া তস্যানুমোহনম্।
কর্তব্যমধুনা ধাতস্তত্রোপায়ং তথা কুরু।। ২৩।।

হে লোকভৃৎ! আমি শম্ভুকে সম্মোহিত করার পরেও যে রমণী তাঁকে অনুমোহিত (আকর্ষিত) করে রাখতে পারবে এইরকম মনোরমা রমণীর সন্ধান আমাকে দিন।। ২২।। যে রমণী তাঁকে মোহবদ্ধ ক'রে রাখতে সক্ষম হবেন এ রকম কোন রমণীকে আমি তো এখন দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং আপনি এবিষয়ে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন।। ২৩।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবংবাদিনি কন্দর্পে ধাতা লোকপিতামহঃ।
কুর্যাং সম্মোহনীং যোষামিতি চিন্তাং জগাম হ।। ২৪।।
চিন্তাবিষ্টস্য তস্যাথ নিঃশ্বাসো যো বিনিঃসৃতঃ।
তস্মাদ্বসন্তঃ সঞ্জাতঃ পুষ্পব্রাতবিভূষিতঃ।। ২৫।।

কন্দর্পের মুখ থেকে এই কথা শ্রবণ ক'রে লোকপিতামহ সেই রকম কোন রমণীর সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করলেন যিনি ভগবান্ শঙ্করকে সম্মোহিত ক'রে রাখতে পারবেন।। ২৪।। অতঃপর এবিষয়ে গভীর চিন্তামগ্ন থাকার পর এক সময় প্রজাপতি ব্রহ্মার নাসিকা হতে নির্গত হল দীর্ঘ নিশ্বাস আর তার থেকেই উৎপন্ন হলেন বিবিধ কুসুমে সুশোভিত বসন্ত।। ২৫।।

চূতাঙ্কুরান্ মুকুলিতান্ বিভ্রদ্ভ্রমরসংহতিম্।
কিংশুকান্ সারসান্ রেজে প্রফুল্ল ইব পাদপঃ।। ২৬।।

মুকুলিত আম্রমঞ্জরী, মধুপ্রিয় চঞ্চল ভ্রমরকুল, পলাশ পুষ্পের রক্তিম

আভা ও কমলশ্রেণীতে সজ্জিত হয়ে ফুল্লকুসুমিত তরুরাজের ন্যায় অতীব শোভাময় বসন্ত বিরাজমান হলেন।। ২৬।।

শোণরাজীবসঙ্কাশঃ ফুল্লতামরসেক্ষণঃ।
সন্ধ্যোদিতাখণ্ডশশিপ্রতিমাস্যঃ সুনাসিকঃ।। ২৭।।
শঙ্খবচ্ছ্রবণাবর্তঃ শ্যামকুঞ্চিতমূর্ধজঃ।
সন্ধ্যাংশুমালিসদৃশকুণ্ডলদ্বয়মণ্ডিতঃ।। ২৮।।

তাঁর রক্তকমলের ন্যায় অপূর্ব রমণীয় অঙ্গশোভা, বিকশিত তামরস (পদ্ম) সদৃশ নয়নদ্বয়,সন্ধ্যাকালের উদীয়মান অখণ্ড শশধরের ন্যায় বদনমণ্ডল, তদুপরি সুন্দর নাসিকা, শঙ্খসদৃশ কর্ণদ্বয়, মস্তকোপরি নীল কুঞ্চিত ঘন কেশরাশি, সায়ংকালে অস্তগামী অংশুমালীতুল্য কুণ্ডলদ্বয়।। ২৭-২৮।।

প্রমত্তমাতঙ্গগতির্বিস্তীর্ণহৃদয়স্থলঃ।
পীনস্থূলায়তভূজঃ কঠোরকরযুগ্মকঃ।। ২৯।।
সুবৃত্তোরুকটীজঙ্ঘঃ কম্বুগ্রীবোন্নতাংসকঃ।
গূঢ়জত্রুঃ পীনবক্ষাঃ সম্পূর্ণঃ সর্বলক্ষণৈঃ।। ৩০।।

মদমত্ত হস্তীর ন্যায় তাঁর গতি, ভূজযুগল স্থূল, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ; হৃদয় প্রশস্ত; করতলদ্বয় অতীব কঠোর; তাঁর উড়ুদ্বয় , কটি ও জঙ্ঘা সম্পূর্ণ গোলাকার; তাঁর গ্রীবা ছিল কম্বুর ন্যায় তিনটি রেখা বিশিষ্ট; উন্নত নাসিকা ও স্কন্ধ; জত্রু (কণ্ঠাস্থি) (পেশী ও চর্মদ্বারা) ঢাকা; বক্ষস্থল উন্নত এবং তিনি ছিলেন সর্বসুলক্ষণযুক্ত।। ২৯-৩০।।

তাদৃশেঽথ সমুৎপন্নে সম্পূর্ণে কুসুমাকরে।
ববৌ বায়ুঃ সসুরভিঃ পাদপা অপি পুষ্পিতাঃ।। ৩১।।
পিকাশ্চ নেদুঃ শতশঃ পঞ্চমং মধুরস্বরাঃ।
প্রফুল্লপদ্মা অভবন্ সরস্যঃ পুষ্টপুষ্করাঃ।। ৩২।।

সেই সর্বসুলক্ষণযুক্ত বসন্ত পরিপূর্ণরূপে সমুৎপন্ন হলে উত্তম সুগন্ধপূর্ণ সমীরণ প্রবাহিত হতে শুরু করল এবং পাদপসমূহ পুষ্পিত উঠল।। ৩১।। শতশত মধুরকণ্ঠী কোকিলকুলের পঞ্চমস্বরে মধুর সুললিত সঙ্গীতে অবনী পরিপ্লাবিত হয়ে উঠল, প্রস্ফুটিত নীলকমলের সমারোহে সরোবরসলিল সুশোভিত হয়ে উঠল।। ৩২।।

তমুৎপন্নমবেক্ষ্যাথ তথা ভৃশমুশত্তমম্।
হিরণ্যগর্ভো মদনং জগাদ মধুরং বচঃ।। ৩৩।।

ব্রহ্মোবাচ

এষ মন্মথ তে মিত্রং সদা সহচরো ভবেৎ।
আনুকূল্যং তব কৃতৌ সর্বদৈব করিষ্যতি।। ৩৪।।

এইভাবে সর্বসুলক্ষণযুক্ত বসন্তকে উৎপন্ন হতে দেখে হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ব্রহ্মা কামদেবকে মধুর বচনে বললেন — ৩৩।। এই সুদর্শন পুরুষ সর্বদা তোমার সহচর হবে এবং সর্বদা তোমার অনুকূল কাজ করবে।। ৩৪।।

যথাগ্নেঃ শ্বসনো মিত্রং সর্বত্রোপকরোতি চ।
তথায়ং ভবতো মিত্রং সদা ত্বামনুযাস্যতি।। ৩৫।।

বসতেরন্তহেতুত্বাদ্ বসন্তাখ্যো ভবত্বয়ম্।
তবানুগমনং কর্ম তথা লোকানুরঞ্জনম্।। ৩৬।।

যেমন অগ্নির মিত্র বায়ু সর্বত্র তার উপকার করে তেমনই তোমার এই মিত্র সর্বদা তোমার অনুগমন করবে।। ৩৫।। যারা প্রবাসে বসতি করে তারা এর আগমনে প্রবাসে তাদের বাসের অন্ত অর্থাৎ সমাপ্তি ঘটিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে বলে এর নাম হল ‘বসন্ত’। সর্বদা তোমার অনুগমন করা এবং লোকরঞ্জন করাই হবে তোমার এই মিত্রের কর্ম।। ৩৬।।

অসৌ বসন্তে শৃঙ্গারো বসন্তে মলয়ানিলঃ।
ভবন্তু সুহৃদো ভাবাঃ সদা ত্বদ্বশবর্তিনঃ।। ৩৭।।
বিব্বোকাদ্যাস্তথা হাবাশ্চতুঃষষ্টিকলাস্তথা।
কুর্বন্তু রত্যাঃ সৌহৃদ্যং সুহৃদস্তে যথা তব।। ৩৮।।

বসন্তেই শৃঙ্গারের সাধন আবার বসন্তেই সুগন্ধিত মলয়পবনের প্রবহন। এই উভয় ভাব তোমার বশবর্তী ও সুহৃদ হোক।। ৩৭।। এই সমস্ত সুহৃদগণের সঙ্গে তোমার যেরূপ সৌহার্দ তদ্রূপ সৌহার্দ তুমি বিব্বোকাদি হাব ও চৌষট্টি কলা রতির সঙ্গে গড়ে তোল।। ৩৮।।

এভিঃ সহচরৈঃ কাম বসন্তপ্রমুখৈর্ভবান্।
অনয়া সহচারিণ্যা ত্বং যুক্তঃ পরিবারয়া।। ৩৯।।
মোহয়স্ব মহাদেবং কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্।
যথেষ্টদেশং গচ্ছ ত্বং সর্বৈঃ সহচরৈর্বৃতঃ।
অহং তাং ভাবয়িষ্যামি যো হরং মোহয়িষ্যতি।। ৪০।।

হে কাম! বসন্ত, শৃঙ্গার, মলয়পবন প্রমুখ সহচর এবং পরিজন পরিবৃতা সহচরী এই রতি দেবীর সহিত মিলিত হয়ে তুমি এই সৃষ্টিকে চিরস্থায়ী করার নিমিত্ত মহাদেবকে মোহিত কর। তুমি সমস্ত পরিজন পরিবৃত হয়ে তোমার ইচ্ছানুরূপ দেশে যাও। আর যে রমণী মহাদেবকে মোহিত ক'রে রাখতে পারবে তাকে সৃষ্টি করার ব্যবস্থা আমি করছি।। ৩৯-৪০।।

এবমুক্তোঽথ মদনঃ সুরজ্যেষ্ঠেন হর্ষিতঃ।
জগাম সগণস্তত্র সপত্ন্যনুচরস্তদা।। ৪১।।
দক্ষং প্রণম্য তান্ সর্বান্ মানসানভিবাদ্য চ।
যত্রাস্তি শম্ভুঃ গতবাংস্তৎস্থানং মন্মথস্তদা।। ৪২।।

যখন দেবতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্রহ্মদেব মদনকে এই কথা বললেন তখন মদন দক্ষকে এবং ব্রহ্মার সেই সকল মানসপুত্রগণকে প্রণাম ক'রে স্বীয় পত্নী রতি ও অন্যান্য সকল সহচরগণ সহিত পরমানন্দে শিবের আলয়ে গমন করলেন।। ৪১-৪২।।

তস্মিন্ গতে সানুচরেঽথ মন্মথে
শৃঙ্গারভাবাদিযুতে দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রোবাচ দক্ষং মধুরং পিতামহঃ
সার্ধং মরীচ্যত্রিমুখৈঃ মুনীশ্বরৈঃ।। ৪৩।।

হে দ্বিজবরগণ! অপরাপর সকল অনুচর ও বসন্ত, শৃঙ্গার, মলয়পবন প্রমুখ সহচরগণ সহকারে মন্মথ শিবালয়ের উদ্দেশ্যে গমন করার পর পিতামহ ব্রহ্মা দক্ষ, মরীচি প্রমুখ মুনিবরগণকে মধুর বচনে বলেছিলেন।। ৪৩।।

।। কালিকাপুরাণে বসন্তোৎপত্তি নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।।

পঞ্চম অধ্যায়
কালীস্তুতি

ব্রহ্মাকর্তৃক মহামায়ার স্তব

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অথ ব্রহ্মা তদোবাচ দক্ষায় সুমহাত্মনে।
মরীচিপ্রমুখেভ্যশ্চ বচনঞ্চেদমঞ্জসা।। ১।।

ব্রহ্ম উবাচ

ভবিত্রী শম্ভুপত্নী কা কা তং সম্মোহয়িষ্যতি।
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ কান্তাং ন স্থিরীকর্তুমুৎসহে।। ২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - অতঃপর ব্রহ্মা মহাত্মা দক্ষকে এবং মরীচি প্রমুখ মুনিগণকে এই কথা বললেন -।। ১।। ব্রহ্মা বললেন - শম্ভুর পত্নী হবেন কোন রমণী, কোন রমণী তাঁকে সম্মোহিত ক'রে রাখতে পারবেন এই সমস্ত বিষয়ে আমি চিন্তা করছি কিন্তু কোন রমণী শিবপত্নী হতে পারেন তা আমি স্থির ক'রে উঠতে পারছি না।। ২।।

বিষ্ণুমায়ামৃতে দক্ষ মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
নান্যা তন্মোহকর্ত্রী স্যাৎ সন্ধ্যাসাবিত্র্যুমামৃতে।। ৩।।

তস্মাদহং বিষ্ণুমায়াং যোগনিদ্রাং জগৎপ্রসূম্।
স্তৌমি সা চারুরূপেন শঙ্করং মোহয়িষ্যতি।। ৪।।
ভবাংস্তু দক্ষ তামেব যজতাং বিশ্বরূপিণীম্।
যথা তব সুতা ভূত্বা হরজায়া ভবিষ্যতি।। ৫।।

হে দক্ষ! সন্ধ্যা, সাবিত্রী ও উমা পূজিতা বিষ্ণুমায়া, মহামায়া, জগন্ময়ী ব্যতীত অপর কোন রমণী শম্ভুকে সম্মোহিত করতে পারবে না।। ৩।। সেই জন্য আমি এখন জগন্মাতা যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়ার স্তব করি। তিনি তাঁর মনোহর রূপে শঙ্করকে সম্মোহিত করবেন।। ৪।। হে দক্ষ! তুমিও সেই বিশ্বরূপিণীর আরাধনা কর যাতে তিনি তোমার কণ্যারূপে অবতীর্ণ হয়ে মহাদেবের পত্নী হন।। ৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবং বচনামাকর্ণ্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
উবাচ দক্ষঃ স্রষ্টারং মরীচ্যাদিভিরীরিতঃ।। ৬।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — পরমাত্মা ব্রহ্মার কথা শ্রবণ ক'রে মরীচি প্রমুখের বচন অনুসারে দক্ষ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে বললেন -।।৬।।

দক্ষ উবাচ

যথাত্থ ভগবংস্তথ্যং ত্বং লোকেশ জগদ্ধিতম্।
তৎ করিষ্যামহে সম্যগ্ যথা স্যাত্তন্মনোহরা।। ৭।।
তথা তথা যতিষ্যামি যথা মম সুতা স্বয়ম্।
বিষ্ণুমায়া ভবেৎ পত্নী ভূত্বা শম্ভোর্মহাত্মনঃ।। ৮।।

দক্ষ বললেন — হে প্রভু! আপনি জগতের কল্যাণের নিমিত্ত যথার্থ

বাক্যই বলেছেন। হে লোকেশ! আমরা আপনার নির্দেশ অনুসারেই কাজ করব।। ৭।। আপনি যথার্থই বলেছেন যে বিষ্ণুমায়া ব্যতীত অপর কেউই শিবের মনোহরণ করতে পারবে না। সেইজন্য আমি সেইভাবেই সচেষ্ট হব যাতে স্বয়ং বিষ্ণুমায়া আমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাত্মা শিবকে পতিরূপে বরণ করেন।। ৮।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবমেবেতি তৈরুক্তং মরীচিপ্রমুখৈস্তদা।
যষ্টুং দক্ষঃ সমারেভে মহামায়াং জগন্ময়ীম্।। ৯।।
ক্ষীরোদোত্তরতীরস্থস্তাং কৃত্বা হৃদয়স্থিতাম্।
তপস্তপ্তুং সমারেভে দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতোঽম্বিকাম্।। ১০।।

মার্কণ্ডেয় বললেন— তখন মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ দক্ষের সঙ্গে সহমত পোষণ করলে দক্ষ জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়ার অর্চনা শুরু করলেন।। ৯।। ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর তীরে অবস্থান ক'রে দক্ষ অম্বিকাকে হৃদয়ে স্থাপন ক'রে তাঁকে প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে তপস্যা আরম্ভ করলেন।। ১০।।

দিব্যবর্ষেণ দক্ষোঽপি সহস্রাণাং ত্রয়ং সমাঃ।
তপশ্চার নিয়তঃ সংযতাত্মা দৃঢ়ব্রতঃ।। ১১।।
মারুতাশী নিরাহারো জলাহারী চ পর্ণভুক্।
এবং নিনায় তৎকালং চিন্তয়ংস্তাং জগন্ময়ীম্।। ১২।।
গতে দক্ষে তপঃ কর্তুং ব্রহ্মা সর্বজগৎপতিঃ।
জগাম মন্দরাভ্যাসং পুণ্যাৎ পুণ্যতরং বরম্।। ১৩।।

দৃঢ়ব্রত দক্ষ নিয়ত ও সংযত চিত্তে তিনহাজার দিব্য বর্ষ[1] তপস্যা করেছিলেন।। ১১।। এই সুদীর্ঘ সময় তিনি কখনও বায়ু ভক্ষণ ক'রে, কখনও অনশনে,

কখনও বা কেবলমাত্র জলপান ক'রে অথবা গাছের পাতা ভক্ষণ ক'রে একাগ্রচিত্তে জগন্ময়ী অম্বিকার চিন্তনে অতিবাহিত করেছিলেন।। ১২।। প্রজাপতি দক্ষ তপস্যার নিমিত্ত প্রস্থান করার পর সর্বজগৎপতি ব্রহ্মাও পবিত্রতম এবং শ্রেষ্ঠ স্থান মন্দরাচলে গমন করলেন।। ১৩।।

তত্র গত্বা জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্।
তুষ্টাব বাগ্ভিরর্থ্যাভিরেকতানং শতং সমাঃ।। ১৪।।

মন্দরগিরি সমীপে গমন ক'রে ব্রহ্মা নিবিষ্টচিত্তে ধ্যানমগ্ন হয়ে অর্থপূর্ণ বাণীদ্বারা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়ার স্তব করতে আরম্ভ লাগলেন।। ১৪।।

ব্রহ্মা উবাচ

বিদ্যাবিদ্যাত্মিকাং শুদ্ধাং নিরালম্বাং নিরাকুলাম্।
স্তৌমি দেবীং জগদ্ধাত্রীং স্থূলাণীয়ঃস্বরূপিণীম্।। ১৫।।
যস্যা উদেতি চ জগৎপ্রধানাখ্যং জগৎপরম্।
যস্যাস্তদংশভূতং তাং স্তৌমি নিদ্রাং সনাতনীম্।। ১৬।।

ব্রহ্মা বললেন — যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা, স্থূল ও সূক্ষ্ম স্বরূপা, যিনি বিশুদ্ধা, নিরাধারা, অবিচল সেই দেবী জগদ্ধাত্রীকে স্তুতি করি।। ১৫।। যাঁর থেকে জগতের উপাদান কারণ প্রধান নামে আখ্যাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণ বিশিষ্ট জগতের অতীত প্রকৃতি উদ্ভূত, সেই পরমেশ্বরের অংশভূতা সনাতনী যোগনিদ্রাকে আমি স্তুতি করি।।১৬।।

---

11. ১০৮০০০০ মানব বৎসর।

ত্বং চিতিঃ পরমানন্দ-পরমাত্মস্বরূপিণী।
শক্তিস্তং সর্বভূতানাং ত্বং সর্বেষাং চ পাবিনী[12] ।। ১৭।।
ত্বং সাবিত্রী জগদ্ধাত্রী ত্বং সন্ধ্যা ত্বং রতির্ধৃতিঃ।
ত্বং হি জ্যোতিঃস্বরূপেণ সংসারস্য প্রকাশিনী।। ১৮।।

তুমিই চিৎশক্তি, তুমিই পরমানন্দস্বরূপা পরমাত্মা, তুমিই সর্বজীবের শক্তি, তুমিই সকলের পবিত্রতাদাত্রী।। ১৭।। তুমি সাবিত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি সন্ধ্যা, তুমি রতি, তুমি ধৃতি, তুমিই জ্যোতিঃস্বরূপে সংসারের প্রকাশিকা।। ১৮।।

তথা তমঃস্বরূপেণ চ্ছাদয়ন্তী সদা জগৎ।
ত্বমেব সৃষ্টিরূপেণ সংসারপরিপূরণী।। ১৯।।
স্থিতিরূপেণ চ হরের্জগতাং চ হিতৈষিণী।
তথৈবান্তস্বরূপেণ জগতামন্তকারিণী।। ২০।।
ত্বং মেধা ত্বং মহামায়া ত্বং স্বধা পিতৃমোদিনী।
ত্বং স্বাহা ত্বং নমস্কার-বসট্‌কারৌ তথা স্মৃতিঃ।। ২১।।

তমঃ রূপে তুমি জগতকে আচ্ছাদিত কর আর সৃষ্টিরূপে তুমি এই সংসারকে পূর্ণ কর।। ১৯।। স্থিতিরূপে তুমি বিষ্ণু এবং জগতের কল্যাণকারিণী, আবার অন্তরূপে তুমি জগতের প্রলয়কারিণী।। ২০।। তুমি মেধা, তুমি মহামায়া, তুমি পিতৃগণকে আনন্দপ্রদানকারিণী স্বধা, তুমি স্বাহা, তুমি নমস্কার, তুমি বষট্‌কার[13] এবং তুমিই স্মৃতি।। ২১।।

---

12. পাঠান্তর — পাবনী।

13. বষট্-দেবতাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদানের মন্ত্র।

ত্বং পুষ্টিস্ত্বং ধৃতির্মৈত্রী করুণা মুদিতা তথা।
ত্বমেব লজ্জা ত্বং শান্তিস্ত্বং কান্তির্জগদীশ্বরী।। ২২।।
মহামায়া ত্বং চ স্বাহা স্বধা চ পিতৃদেবতা।
যা সৃষ্টিশক্তিরস্মাকং স্থিতিশক্তিশ্চ যা হরেঃ।। ২৩।।
অনন্তশক্তিস্তথৈশানী সা ত্বং শক্তিঃ সনাতনি।। ২৪।।

তুমি পুষ্টি, তুমি ধৃতি, তুমি মৈত্রী, তুমি করুণা, তুমি মুদিতা, তুমি লজ্জা, তুমি শান্তি, তুমি কান্তি, তুমিই জগদীশ্বরী।। ২২।। তুমি মহামায়া, স্বাহা, পিতৃদেবতা স্বধা। তুমিই আমাদের সৃষ্টিশক্তি এবং বিষ্ণুর স্থিতি শক্তি।। ২৩।। তুমিই রুদ্রের অনন্ত সনাতনী শক্তি ঈশানী।। ২৪।।

একা ত্বং দ্বিবিধা ভূত্বা মোক্ষসংস্কারকারিণী।
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপেণ স্বপ্রকাশাপ্রকাশতঃ ।। ২৫।।

তুমি অদ্বিতীয়া, তুমি একই সঙ্গে দ্বিবিধরূপে বিরাজ কর যার একটি হল বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান যা মোক্ষপ্রদায়িনী এবং অপরটি হল অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান যা জীবসমূহকে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখে।। ২৫।।

ত্বং লক্ষ্মীঃ সর্বভূতানাং ত্বং ছায়া ত্বং সরস্বতী।
ত্রয়ীময়ী ত্রিমাত্রা ত্বং সর্বভূতস্বরূপিণী।। ২৬।।
উদ্গীতিঃ সামবেদস্য যা পিতৃগণরঞ্জনী।।
ত্বং বেদিঃ সর্বযজ্ঞানাং সামধেনী তথা হবিঃ।। ২৭।।
যদব্যক্তমনির্দেশ্যং নিষ্কলং পরমাত্মনঃ।
রূপং তথৈব তন্মাত্রং সকলং চ জগন্ময়ম্।। ২৮।।

তুমি সর্বজীবের লক্ষ্মী, তুমি ছায়া, তুমি সরস্বতী, তুমিই ঋক্, সাম, যজুঃ ত্রিবেদস্বরূপা, তুমি ত্রিমাত্রা (প্লুতস্বর), তুমি সর্বজীবস্বরূপা।। ২৬।। তুমি পিতৃগণকে প্রসন্নকারিণী সামবেদের উদ্গীতি, তুমি সকল যজ্ঞের বেদী, তুমি সামধেনী[14], তুমি হবি (হোমে অর্পিত দ্রব্য)।। ২৭।। তুমিই ব্রহ্মের অক্ষয়, অপ্রকাশিত ও অনির্দেশ্য রূপ এবং সামগ্রিকভাবে এই জগতে পরিব্যাপ্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম সকল বস্তু অর্থাৎ তন্মাত্রই[15] তোমার রূপ।। ২৮।।

যা মূর্তির্বিততা সর্বধরিত্রী বিভ্রতী ক্ষিতিম্।
সা ত্বং বিশ্বম্ভরে লোকে শক্তিভূতিপ্রদা সদা।। ২৯।।
ত্বং লক্ষ্মীশ্চেতনা কান্তিস্ত্বং পুষ্টিস্ত্বং সনাতনী।
ত্বং কালরাত্রিস্ত্বং মুক্তিঃ শান্তিঃ প্রজ্ঞা তথা স্মৃতিঃ।। ৩০।।
সংসারসাগরোত্তারতরণিঃ সুখমোক্ষদে।
প্রসীদ সর্বজগতাং ত্বং গতিস্ত্বং মতিঃ সদা।। ৩১।।

হে সর্বব্যাপী জগন্মাতা! সর্বজগতে পরিব্যাপ্ত যে বিশাল মঙ্গলদায়িনী শক্তিরূপা মূর্তি ধরিত্রীকে ধারণ ক'রে আছেন তুমিই সেই মূর্তি।। ২৯।। তুমি লক্ষ্মী, তুমি চেতনা, তুমি কান্তি, পুষ্টি, তুমি সনাতনী, তুমি কালরাত্রি, তুমি মুক্তি, শান্তি, প্রজ্ঞা এবং স্মৃতি।। ৩০।। সংসারসাগর অতিক্রম করার নিমিত্ত তরণীস্বরূপা হে সুখ ও মোক্ষ প্রদায়িণী জগন্মাতা! তুমি প্রসন্ন হও। এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের তুমিই গতি, তুমি মতি।। ৩১।।

---

14. সামধেনী হল যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার সময় উচ্চারিত বৈদিক স্তোত্রের নাম।

15. পাঁচটি ইন্দ্রিয়-অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত পাঁচটি বিষয় যথা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শকে পঞ্চ তন্মাত্র বলা হয়।

ত্বং নিত্যা ত্বম্ অনিত্যা চ ত্বং চরাচরমোহিনী।
ত্বং সন্ধিনী সর্বযোগসাঙ্গোপাঙ্গবিভাবিনী।। ৩২।।
চিন্তা কীর্তির্যতীনাং ত্বং ত্বং তদষ্টাঙ্গসংযুতা।
ত্বং খড়্গিনী শূলিনী চ চক্রিণী ঘোররূপিণী।। ৩৩।।
ত্বমীশ্বরী জনানাং ত্বং সর্বানুগ্রহকারিণী।
বিশ্বাদিস্ত্বমনাদিস্ত্বং বিশ্বযোনিরযোনিজা।
অনন্তা সর্বজগতস্ত্বমেবৈকান্তকারিণী।। ৩৪।।

তুমি নিত্যা, তুমি অনিত্যা, তুমি সমগ্র চরাচর জগতের সম্মোহনকারিণী, তুমি সঙ্গতিবিধায়িনী এবং সাঙ্গোপাঙ্গ সকল যোগমার্গ প্রবর্তিনী।। ৩২।। তুমি যোগিগণের ধ্যান ও কীর্তি, তুমিই যোগের অষ্টাঙ্গধারিণী[16], তুমি খড়্গ, শূল এবং চক্রধারণকারিণী, তুমি ঘোররূপা।। ৩৩।। তুমি ঈশ্বরী, তুমি সকলের প্রতি অনুগ্রহকারিণী, তুমি জগতের আদি কিন্তু তুমি নিজে অনাদি (অর্থাৎ তোমার পূর্বে কেউ ছিল না), তোমার থেকেই এই চরাচর সংসারের উৎপত্তি কিন্তু তোমার কোন উৎপত্তি নাই, তোমার নিজের কোন লয় নাই কিন্তু প্রলয়কালে সর্বজগৎ তোমার দ্বারাই লয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে।। ৩৪।।

নিতান্তনির্মলা ত্বং হি তামসীতি চ গীয়সে।
ত্বং হিংসা ত্বমহিংসা চ ত্বং কালী চতুরাননা।। ৩৫।।
ত্বং পরা সর্বজননী দমনী দামিনী তথা।
ত্বয়্যেব লীয়তে বিশ্বং ভাতি তত্ত্বদ্বিভর্তি চ।। ৩৬।।

16. পতঞ্জলির যোগসূত্রে বলা হয়েছে যে যোগের অঙ্গ আটটি — "যমনিয়মাসনম্ প্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাঙ্গানি" (২/২৯) অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি।

তুমি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা আবার তুমি তামসীরূপেও খ্যাতা, তুমি হিংসা, তুমিই আবার অহিংসা, তুমিই চতুরাননা কালী।। ৩৫।। তুমি পরাৎপরা (শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠতর), তুমি সর্বজীবের জননী, তুমি আনন্দময়ী এবং বিশ্বসংসারের আনন্দদায়িনী। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই বিলীন হয় এবং তুমিই তাকে রক্ষা কর এবং তুমিই তাকে ধারণ কর।। ৩৬।।

ত্বং সৃষ্টিহীনা ত্বং সৃষ্টিস্ত্বমকর্ণাপি সশ্রুতিঃ।
তরস্বিনী পাণিপাদহীনা ত্বং নিতরাং গ্রহা।। ৩৭।।
ত্বং দ্যৌস্ত্বমাপস্ত্বং জ্যোতির্বায়ুস্ত্বং চ নভো মনঃ।
অহঙ্কারোঽপি জগতামষ্টধা প্রকৃতিঃ কৃতিঃ।। ৩৮।।

তোমার সৃষ্টি নাই অথচ তোমার সৃষ্টি অতি উত্তম (কারণ তুমি এই মনোরম সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করেছ), তোমার কর্ণ নাই কিন্তু তুমি সমস্ত কিছুই শুনতে পাও, তোমার হাত-পা নাই কিন্তু তুমি দ্রুতগতিসম্পন্না ও সত্বর ভক্তের ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণে সক্ষম।। ৩৭।। তুমিই প্রকৃতির অষ্টরূপ — ক্ষিতি, অপ তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, তুমি যত্নস্বরূপা।। ৩৮।।

জগন্নাভির্মেরুরূপধারিণী নালিকাপরা।
পরাপরাত্মিকা শুদ্ধা মায়া মোহাতিকারিণী।। ৩৯।।
কারণং কার্যভূতং চ সত্যং শান্তং শিবাশিবে।
রূপাণি তব বিশ্বার্থে রাগবৃক্ষফলানি চ।। ৪০।।

তুমি মেরুরূপে জগতের নাভি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নালিকা। তুমি শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠ, পরম শুদ্ধ। তুমি মোহপ্রদায়িনী মহামায়া।। ৩৯।। তুমি জগতের কল্যাণের নিমিত্ত কারণ, কার্য, সত্য, শান্ত, মঙ্গলময় ও অমঙ্গলময় প্রভৃতি বিবিধ প্রকার রূপ ধারণ করেছ। সেই সকল রূপ তোমার ভক্তগণের

ভক্তিবৃক্ষের ফলস্বরূপ অর্থাৎ ভক্তগণের ভক্তির কারণেই তুমি জগতের জন্য বিভিন্ন সময়ে এইসব বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছ।। ৪০।।

নিতান্তহ্রস্বা দীর্ঘা চ নিতান্তাণুবৃহত্তনুঃ।
সূক্ষ্মাপ্যখিললোকস্য ব্যাপিনী ত্বং জগন্ময়ী।। ৪১।।
মানহীনা বিমানাতি-বিমানোন্মানসম্ভবা।
যদষ্টিব্যষ্টিসম্ভোগ-রাগাদিগলিতাশয়া।
তত্তে মহিম্নি তদ্রূপং তব ভ্রান্ত্যাদিকং চ যৎ।। ৪২।।

তুমি নিতান্ত ছোট আবার তুমি অতিদীর্ঘ, তুমি অতি সূক্ষ্ম আবার তুমি অতি বিশাল, তুমি অতি সূক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্ব চরাচরব্যাপী বিরাজমানা জগন্ময়ী।। ৪১।। তুমি মানহীনা আবার তুমি অত্যধিক বিশিষ্ট মানযুক্তা , তুমি পরিমাপের অতীত এবং সর্বোচ্চ সত্ত্বা থেকে তোমার উৎপত্তি। তোমার এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রূপসমূহ ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে ভক্তি ও ভজনা করলে অন্তরের রাগদ্বেষাদি ভ্রান্তিসমূহ দূরীভূত হয়ে যায়।। ৪২।।

ইষ্টানিষ্টবিপাকজ্ঞা যথেষ্টানিষ্টকারণম্।
সর্গাদিমধ্যান্তময়ং নিম্নং রূপং তথৈব চ।। ৪৩।।
বিচারাষ্টাঙ্গযোগেন সম্পাদ্যৈবং মুহুর্মুহুঃ।
যৎ স্থিরীক্রিয়তে তত্ত্বং তত্তে রূপং সনাতনীম্।। ৪৪।।

তুমি ইষ্ট ও অনিষ্টের পরিণামজ্ঞানসম্পন্না। তুমিই জগতের ইষ্ট ও অনিষ্টের কারণ। সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তোমার রূপের দ্বারাই সাধিত হয়ে থাকে।। ৪৩।। অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে যোগিগণ পুনঃ পুনঃ বিচার ক'রে যে তত্ত্ব নির্ধারণ ক'রে থাকেন সেইটিই তোমার সনাতন রূপ।। ৪৪।।

বাহ্যাবাহ্যে সুখং দুঃখং জ্ঞানাজ্ঞানে লয়ালয়ৌ।
উপতাপস্তথা শান্তির্ভূতিস্ত্বং জগতঃ পতেঃ।। ৪৫।।
যস্যা প্রভাবং নো বক্তুং শক্নোতি ভুবনত্রয়ে।
তস্যৈবং সম্মোহকরী সা ত্বং কিং স্তূয়সে ময়া।। ৪৬।।

জগৎপতি পরমাত্মার বাহ্য-অন্তর, সুখ দুঃখ, জ্ঞান-অজ্ঞান, জীবন-মরণ, শান্তি-অশান্তি আদি সমস্ত বিভূতিই তুমি।। ৪৫।। যাঁর প্রভাব বর্ণনা করার সাধ্য ত্রিভুবনে নাই তুমি সেই জগদীশ্বর মহেশ্বরকে সম্মোহিত করতে সক্ষম। আমি কিভাবে সেই তোমার স্তব করতে পারি।। ৪৬।।

যোগনিদ্রা মহানিদ্রা মোহনিদ্রা জগন্ময়ী।
বিষ্ণুমায়া চ প্রকৃতিঃ কস্তাং স্তুত্যা বিভাবয়েৎ।। ৪৭।।
মম বিষ্ণোঃ শঙ্করস্য যা বপুর্বহনাত্মিকা।
তস্যাঃ প্রভাবং কো বক্তুং গুণানবেত্তুং চ কঃ ক্ষমঃ।। ৪৮।।

তুমি যোগনিদ্রা, মহানিদ্রা ও মোহনিদ্রা। তুমি জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়া, তুমিই প্রকৃতি। স্তুতির সাহায্যে তোমাকে কে জানতে পারে ?।। ৪৭।। আমার, ভগবান্ বিষ্ণুর, মহেশ্বর সকলের শরীর যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রভাব ও গুণাবলী বর্ণনা করার শক্তি কার আছে ?।। ৪৮।।

প্রকাশকরণজ্যোতিঃস্বরূপান্তরগোচরা।
ত্বমেব জঙ্গমস্থেয়রূপৈকা বাহ্যগোচরা।। ৪৯।।
প্রসীদ সর্বজগতাং জননী স্ত্রীস্বরূপিণী।
বিশ্বরূপিণি বিশ্বেশে প্রসীদ ত্বং সনাতনী।। ৫০।।

তুমি সকল জীবের হৃদয়ে জ্যোতিরূপে বিরাজিত হয়ে তাদেরকে প্রকাশিত কর। সেইজন্য তুমি অভ্যন্তরচারিণী আবার তুমিই স্থাবর জঙ্গম সকলের মধ্যেই অবস্থান কর। সেইজন্য তুমি বাহ্যগোচরা।। ৪৯।। হে

নিখিল জগতের জননী! হে লক্ষ্মীস্বরূপিনী, হে বিশ্বরূপিণী! হে বিশ্বময়ী! হে সনাতনী! প্রসন্ন হও মা, তুমি প্রসন্ন হও।। ৫০।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবং সংস্তূয়মানা সা যোগনিদ্রা বিরিঞ্চিনা।
আবির্বভূব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
স্নিগ্ধাঞ্জনদ্যুতিশ্চারুরূপোত্তুঙ্গা চতুর্ভুজা।
সিংহস্থা খড়্গনীলাব্জহস্তা মুক্তকচোৎকরা।। ৫১।।
সমক্ষমথ তাং বীক্ষ্য স্রষ্টা সর্বজগদ্গুরুঃ।
ভক্ত্যা বিনম্রতুঙ্গাংসস্তুষ্টাব চ ননাম চ।। ৫২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - এইরূপে স্তুত হয়ে স্নিগ্ধ অঞ্জনের ন্যায় দ্যুতিময়ী, মনোহর রূপবতী বজ্রখড়্গধারিণী সিংহবাহিনী মুক্তকেশী চতুর্ভুজা যোগনিদ্রা দেবী পরমাত্মা ব্রহ্মার সম্মুখে প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূত হলেন।। ৫১।। সর্বজগদ্গুরু বিধাতা ব্রহ্মা সেই জগন্ময়ীকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ ক'রে অবনত মস্তকে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং ভক্তিপূর্ণ চিত্তে তাঁর স্তব করতে আরম্ভ করলেন।। ৫২।।

ব্রহ্ম উবাচ

নমো নমস্তে জগতঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপে স্থিতিসর্গরূপে।
চরাচরাণাং ভবতী চ শক্তিঃ সনাতনী সর্ববিমোহনীতি।। ৫৩।।
যা শ্রীঃ সদা কেশবমূর্তিমায়া বিশ্বম্ভরা যা সকলং বিভর্তি।
হ্রীযোগিনী যা মহিতা মনোজ্ঞা সা ত্বং নমস্তে পরমাত্মসারে।। ৫৪।।

হে জগতের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপিণী! হে সৃষ্টিস্থিতিস্বরূপিণী! তোমাকে বারম্বার নমস্কার। তুমি এই নিখিলব্রহ্মাণ্ডের সর্ববিমোহিনী সনাতনী

শক্তি।। ৫৩।। তুমি শ্রীরূপে সদা কেশবের মূর্তিময়ী মায়া, তুমি বিশ্বম্ভরা (যিনি জগতকে পালন ও পোষণ করেন), তুমি যোগিগণের আরাধ্যা, তুমি হ্রী (লজ্জা) রূপা, যোগিনী, মোহিনী এবং মনোহরা। হে পরমাত্মসারে! তোমাকে প্রণাম।। ৫৪।।

যমাদিপূতে হৃদি যোগিনো যাং বিভাবয়ন্তি প্রমিতিপ্রতীতাম্।
প্রকাশশুদ্ধাদিযুতাং বিরাগাং সা ত্বং হি বিদ্যা বিবিধাবলম্বা।। ৫৫।।
কূটস্থমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং ত্বং বিভ্রতী কালময়ং জগন্তি।
বিকারবীজং প্রকরোষি নিত্যং প্রত্নানি নূত্নান্যথ মধ্যমানি।। ৫৬।।

যাবতীয় জাগতিক বস্তুর প্রতি বীতস্পৃহ পবিত্র আত্মজ্ঞানসমৃদ্ধ যোগিগণ তাঁদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রমীতি দ্বারা যে স্বপ্রকাশ সত্ত্বময় বিশুদ্ধ বিদ্যা ধ্যান করেন তুমিই সেই বিবিধ বিষয়াবলম্বী মহাবিদ্যা।। ৫৫।। তুমি কূটস্থ[17], অব্যক্ত, অচিন্ত্যরূপ, তুমি এই কালময়ী জগতের ধারণকর্ত্রী, তুমি জগতকে নিত্য পুরাতন, নূতন এবং মধ্যাবস্থাপন্ন করছ।। ৫৬।।

সত্ত্বং রজোঽথো তম ইত্যমীষাং বিকারহীনা সমবস্থিতির্যা।
সা ত্বং গুণানাং জগদেকহেতুর্বাহ্যান্তরালং ভবতীব যাতি।। ৫৭।।
অশেষজগতাং বীজে জ্ঞেয়জ্ঞানস্বরূপিণি।
জগদ্ধিতায় জগতাং বিষ্ণুমায়ে নমোঽস্তু তে।। ৫৮।।

তুমি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বিকারবিহীন এবং তুমি এই তিনগুণের সাম্যাবস্থা জগতের একমাত্র হেতু প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই পুরুষের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ বস্তুতে আসক্তি নিবারণ ক'রে স্বয়ং অপসৃত হয়ে যান।। ৫৭।। হে সম্পূর্ণ সংসারের জননী, হে জ্ঞেয়জ্ঞানস্বরূপিণি! জগতের কল্যাণের জন্য তুমি করুণা কর। হে বিষ্ণুমায়া! তোমাকে নমস্কার।। ৫৮।।

---

17. যার কখনও কোন ক্ষয় নাই, লয় নাই পরিবর্তন নাই তাকে কূটস্থ বলা হয়।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য কালী লোকবিমোহিনী।
ব্রহ্মাণমূচে জগতাং স্রষ্টারং ঘনশব্দবৎ।। ৫৯।।

দেব্যুবাচ

ব্রহ্মন্ কিমর্থং ভবতা স্তুতাহমবধারয়।
উচ্যতাং যদধৃষ্যোঽস্তি তচ্ছীঘ্রং পুরতো মম।। ৬০।।
প্রত্যক্ষং ময়ি জাতায়াং সিদ্ধিঃ কার্যস্য নিশ্চিতা।
তস্মাত্তে বাঞ্ছিতং ব্রূহি যৎ করিষ্যামি ভাবিতা।। ৬১।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - এই কথা শ্রবণ ক'রে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোক বিমোহিনী মহাকালী গুরুগম্ভীর স্বরে জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মাকে বললেন— হে ব্রহ্মদেব! কি কারণে তুমি আমার স্তব করছ? কাকে তুমি তোমার অধীনে আনতে ব্যর্থ হয়েছ তা আমাকে সত্ত্বর জানাও।। ৫৯-৬০।। আমার প্রত্যক্ষগোচর হলে অবশ্যই কার্যসিদ্ধি হয়। সুতরাং তোমার অভীষ্ট কি তা আমাকে সত্ত্বর জানাও। আমি সাগ্রহে তোমার বাঞ্ছা পূরণ করব।। ৬১।।

ব্রহ্মোবাচ

একশ্চরতি ভূতেশো ন দ্বিতীয়াং সমীহতে।
তং মোহয় যথা দারান্ স্বয়ং স চ জিঘৃক্ষতি।। ৬২।।
ত্বদৃতে তস্য নো কাচিদ্ ভবিষ্যতি মনোহরা।
তস্মাত্ত্বমেকরূপেণ ভবস্য ভব মোহিনী।। ৬৩।।

ব্রহ্মা বললেন — ভূতপতি মহাদেব একাকী বিচরণ করছেন। তিনি

কাউকে জীবনসঙ্গিনী করতে ইচ্ছা করেন না। তুমি তাঁকে মোহিত কর যাতে তিনি স্বয়ং দারপরিগ্রহে সম্মত হন।। ৬২।। তুমি ব্যতীত অপর কোন রমণীর পক্ষেই তাঁকে মোহিত করা সম্ভব হবে না। সেইজন্য তুমিই একরূপে ভগবান্ মহাদেবের মনোমোহিনী হও।। ৬৩।।

যথা ধৃতশরীরা ত্বং লক্ষ্মীরূপেণ কেশবম্।
আমোদয়সি বিশ্বস্য হিতায়ৈতং তথা কুরু।। ৬৪।।
কান্তাভিলাষমাত্রং মে নিনিন্দ বৃষভধ্বজঃ।
কথং পুনঃ স বনিতাং স্বেচ্ছয়া সংগ্রহীষ্যতি।। ৬৫।।

জগতের কল্যাণার্থে তুমি লক্ষ্মীরূপ ধারণ ক'রে বিষ্ণুকে আমোদিত করছ। একইভাবে তুমি শিবকেও আনন্দিত কর।। ৬৪।। একদা কোন এক রমণীর প্রতি আমার মনে অভিলাষের উদয় হয়েছিল। আমার সেই অভিলাষের কারণে বৃষভধ্বজ শঙ্কর আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন। সুতরাং তিনি কদাপি স্বেচ্ছায় দারপরিগ্রহে সম্মত হবেন না।। ৬৫।।

হরেঽগৃহীতকান্তে তু কথং সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে।
আদ্যন্তমধ্যহেতৌ চ তস্মিঞ্ছম্ভৌ বিরাগিণি।। ৬৬।।
ইতি চিন্তাপরো নাহং ত্বদন্যং শরণন্ত্বিহ।
লব্ধবাংস্তেন বিশ্বস্য হিতায়ৈতৎ কুরুষ্ব মে।। ৬৭।।

যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা সেই মহাদেব বৈরাগ্য অবলম্বন করার কারণে দারপরিগ্রহ না করলে এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে চলমান থাকবে ?।। ৬৬।। এইরূপ চিন্তা ক'রে আমি তোমারই শরণাপন্ন হলাম, তুমি ব্যতীত অপর কেউ নাই যে এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। জগতের কল্যাণের নিমিত্ত তুমি আমার এই বাসনা পূর্ণ কর।। ৬৭।।

ন বিষ্ণুরস্য মোহায় ন লক্ষ্মীর্ন মনোভবঃ।
ন চাপ্যহং জগন্মাতস্তস্মাৎ ত্বং মোহয়েশ্বরম্।। ৬৮।।
কীর্তিস্তু সর্বভূতানাং যথা ত্বং হ্রীর্যতাত্মনাম্।
যথা বিষ্ণোঃ প্রিয়ৈকা ত্বং তথা সম্মোহয়েশ্বরম্।। ৬৯।।

হে জগন্মাতা! বিষ্ণু, লক্ষ্মী কামদেব বা আমি সকলেই সেই ঈশ্বরকে মোহিত করতে অপারগ। সেইজন্য তুমি তাঁকে মোহিত করার কাজটি সম্পন্ন কর।। ৬৮।। তুমি যেমন একাই সর্বভূতের কীর্তিরূপে, সংযতচিত্ত ব্যক্তিদের লজ্জারূপে এবং বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীরূপে তাদের সকলকে মোহিত ক'রে বিরাজ করছ তেমনই তুমি ঈশ্বরকেও সম্মোহিত কর।। ৬৯।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অথ ব্রহ্মাণমাভাষ্য কালী যোগময়ী পুনঃ।
যদুবাচ মহাভাগাস্তচ্ছৃণ্বন্তু দ্বিজোত্তমাঃ।। ৭০।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — হে মহাভাগ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অতঃপর যোগময়ী কালী ব্রহ্মাকে সম্বোধন ক'রে যা বলেছিলেন সেই সমুদায় এখন শ্রবণ করুন।। ৭০।।

।। কালিকাপুরাণে কালীস্তুতি নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যোগনিদ্রামাহাত্ম্য

যোগনিদ্রা স্তুতি

দেব্যুবাচ

যদুক্তং ভবতা ব্রহ্মন্ সমস্তং সত্যমেব তৎ।
মদৃতে মোহয়িত্রীহ শঙ্করস্য ন বিদ্যতে।। ১।।
হরেঽগৃহীতদারে তু সৃষ্টির্নৈষা সনাতনী।
ভবিষ্যতীতি তৎ সত্যং ভবতা প্রতিপাদিতম্।। ২।।
মমাপি চ মহান্ যত্নো বিদ্যতেঽস্য জগৎপতেঃ।
ত্বদ্বাক্যাদ্ দ্বিগুণো মেঽদ্য প্রযত্নোঽভূৎ সুনির্ভরঃ।। ৩।।
অহং তথা যতিষ্যামি যথা দারপরিগ্রহম্।
হরঃ করিষ্যত্যবশঃ স্বয়মেব বিমোহিতঃ।। ৪।।
চার্বীং মূর্তিমহং ধৃত্বা তস্যৈব বশবর্তিনী।
ভবিষ্যামি মহাভাগ যথা বিষ্ণোর্হরিপ্রিয়া।। ৫।।

দেবী বললেন — হে ব্রহ্মন্! তুমি যা বললে তার সমস্তই সত্য। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে আমি ব্যতীত অপর আর কেউই নাই যে শঙ্করকে মোহিত করতে পারে।। ১।। তুমি এ সমস্তও উত্তমরূপে প্রতিপাদিত করেছ যে মহেশ্বর দারপরিগ্রহ না করলে এই সৃষ্টির প্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারবে

না।। ২।। জগৎপতি মহেশ্বরকে মোহিত করার আমারও স্বাভাবিক প্রচেষ্টা আছে। আজ তোমার এই অনুরোধে আমার সেই প্রচেষ্টা দ্বিগুণিত হল।। ৩।। হর যাতে আমার দ্বারা বিমোহিত হয়ে স্বেচ্ছায় দার পরিগ্রহ করেন সেবিষয়ে আমি প্রচেষ্টা করব।।৪।। হে মহাভাগ! লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর বশবর্তিনী, আমিও সেইরূপ মনোহর রূপ ধারণ ক'রে তাঁরই বশবর্তিনী হব।। ৫।।

যথা সোঽপি মমৈবেহ বশবর্তী সদা ভবেৎ।
তথা চাহং করিষ্যামি যথেতরজনং হরম্।। ৬।।
প্রতিসর্গাদি মধ্যং তমহং শম্ভুং নিরাকুলম্।
স্ত্রীরূপেণানুযাস্যামি বিশেষেণান্যতো বিধে।। ৭।।
উৎপন্না দক্ষজায়ায়াং চারুরূপেণ শঙ্করম্।
অহং সভাজয়িষ্যামি প্রতিসর্গং পিতামহ।। ৮।।

আর সেই মহাদেবও যাতে আমার বশবর্তী হন এবং সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় সংসারী হয়ে ওঠেন সেই প্রচেষ্টা আমি করব।। ৬।। হে বিধাতা! আমি কল্পান্তরেও প্রতি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ে সেই শান্তচিত্ত মহাদেবের স্ত্রীরূপে গমন করব।। ৭।। হে পিতামহ! আমি প্রতি সৃষ্টিতেই দক্ষপত্নীর গর্ভে মনোহররূপে জন্মগ্রহণ ক'রে শঙ্করের সহিত মিলিত হব।। ৮।।

ততস্তু যোগনিদ্রাং মাং বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্।
শঙ্করীতি বদিষ্যন্তি রুদ্রাণীতি দিবৌকসঃ।। ৯।।
উৎপন্নমাত্রং সততং মোহয়ে প্রাণিনং যথা।
তথা সম্মোহয়িষ্যামি শঙ্করং প্রমথাধিপম। ১০।।
যথান্যজন্তুরবনৌ বর্ততে বনিতাবশে।

ততোঽপ্যতি হরো বামাবশবর্তী ভবিষ্যতি।। ১১।।
বিভিদ্য ভুবনাধীনাং লীনাং স্বহৃদয়ান্তরে।
মাং বিদ্যাঞ্চ মহাদেবো মোহাৎ প্রতিগ্রহীষ্যতি।। ১২।।

তখন দেবতাগণ আমাকে যোগনিদ্রা, বিষ্ণুমায়া, জগন্ময়ী, শঙ্করী, রুদ্রাণী এইসব নামে সম্বোধিত করবে।। ৯।। আমি যেরূপ সমস্ত প্রাণিকুলকে জন্মমুহূর্ত থেকেই মোহিত ক'রে রাখি প্রমথপতি মহাদেবকেও আমি তদ্রূপ সম্মোহিত করব।। ১০।। পৃথিবীতে যেমন সাধারণ প্রাণী স্ত্রীজাতির বশীভূত থাকে, শঙ্কর তার চাইতেও বেশী স্ত্রীর বশবর্তী হবেন।। ১১।। মহাদেব বিহ্বলতা বশতঃ স্বীয় হৃদয়মন্দিরে লীন সমাধিলীলা ভঙ্গ ক'রে আমাকে বিদ্যারূপে গ্রহণ করবেন।। ১২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি তস্মৈ সমাভাষ্য ব্রহ্মণে দ্বিজসত্তমাঃ।
বীক্ষমাণা জগৎস্রষ্টা তত্রৈবান্তর্দধে ততঃ।। ১৩।।
তস্যামন্তর্হিতায়াম্ভ ধাতা লোকপিতামহঃ।
জগাম তত্র ভগবান্ স্থিতো যত্র মনোভবঃ।। ১৪।।
মুদিতোঽত্যর্থমভবন্মহামায়াবচঃ স্মরন্।
কৃতকৃত্যং তদাত্মানং মেনে চ মুনিপুঙ্গবাঃ।। ১৫।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — যে দ্বিজোত্তমগণ! জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে এই কথা বিবৃত ক'রে ব্রহ্মার দৃষ্টির সম্মুখেই মহামায়া অন্তর্হিতা হলেন।। ১৩।। তিনি অন্তর্হিতা হওয়ার পর যেস্থানে কামদেব তাঁর অনুচরগণ পরিবৃত হয়ে অবস্থান করছিলেন সেইস্থানে লোকপিতামহ ব্রহ্মা গমন করলেন।। ১৪।।

হে মুনিপুঙ্গবগণ! তিনি মহামায়ার বাক্য স্মরণ ক'রে অন্তরে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন এবং তিনি নিজেকে বড়ই কৃতার্থ বোধ করলেন।। ১৫।।

অথ দৃষ্ট্বা মহাত্মানং বিরিঞ্চং মদনস্তথা।
গচ্ছন্তং হংসযানেন চাভ্যুত্তস্থৌ ত্বরান্বিতঃ।। ১৬।।
আসন্নং তমথাসাদ্য হর্ষোৎফুল্লবিলোচনঃ।
ববন্দে সর্বলোকেশং মোদযুক্তং মনোভবঃ।। ১৭।।
অথাহ ভগবান্ ধাতা প্রীত্যা মধুরগদ্গদম্।
মদনং মোদয়ন্ সূক্তং যদ্ দেব্যা বিষ্ণুমায়য়া।। ১৮।।

তারপর, মদন হংসযানে আরূঢ় বিরিঞ্চি অর্থাৎ ব্রহ্মাকে তাঁর অভিমুখে আসতে দেখে তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দণ্ডায়মান হলেন।।১৬।। মনোভব বিধাতাকে আসতে দেখে হৃষ্টচিত্তে প্রত্যুদ্গামন ক'রে তাঁকে এনে আসনে বসিয়ে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে সর্বলোকের স্বামী ব্রহ্মার চরণ বন্দনা করলেন।। ১৭।। অতঃপর, ভগবান্ ব্রহ্মা মদনের হৃদয়ে আনন্দ উৎপন্ন ক'রে বিষ্ণুমায়া কথিত সমস্ত কিছুই তাঁর নিকট আনন্দবিগলিত মধুর স্বরে বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন।। ১৮।।

ব্রহ্মোবাচ

যদাহ বৎস শর্বস্য মোহনে ত্বং পুরা বচঃ।
অনুমোহনকর্ত্রী যা তাং সৃজেতি মনোভব।। ১৯।।
তদর্থং সংস্তুতা দেবী যোগনিদ্রা জগন্ময়ী।
একতানেন মনসা ময়া মন্দরকন্দরে।। ২০।।

বৎস মনোভব! পূর্বে আমি যখন তোমাকে মহাদেবকে মোহিত করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলাম তখন তুমি আমাকে অনুরোধ করেছিলে যে আমি যেন এমন একজন রমণী সৃষ্টি করি যিনি তাঁকে বরাবরের জন্য মোহিত ক'রে রাখতে সক্ষম হবেন।। ১৯।। তোমার সেই অনুরোধ অনুসারে আমি মন্দরপর্বতের গুহামধ্যে নিবিষ্টমনে একাগ্রচিত্তে যোগযুক্ত হয়ে জগন্ময়ী যোগনিদ্রা দেবীর স্তুতি করেছিলাম।। ২০।।

স্বয়মেব তয়া বৎস প্রত্যক্ষীভূতয়া মম।
তুষ্টয়াঙ্গীকৃতং শম্ভুর্মোহনীয়ো ময়েতি বৈ।। ২১।।
তয়া চ দক্ষভবনে স সমুৎপন্নয়া হরঃ।
মোহনীয়স্তু ন চিরাদিতি সত্যং মনোভব।। ২২।।

বৎস ! একদা আমার ধ্যানে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি স্বয়ং আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে তাঁর দ্বারা শঙ্করকে মোহিত করার দায়িত্ব স্বীকার করেন।। ২১।। হে মনোভব ! তিনি অবিলম্বেই দক্ষগৃহে জন্মগ্রহণ ক'রে সত্যই মহাদেবকে মোহিত করবেন।। ২২।।

মদন উবাচ

ব্রহ্মন্ কা যোগনিদ্রেতি বিখ্যাতা যা জগন্ময়ী।
কথং তয়া হরো বশ্যঃ কার্যস্তপসি সংস্থিতঃ।। ২৩।।
কিম্প্রভাবাথ সা দেবী কা বা সা কুত্র সংস্থিতা।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো লোকপিতামহ।। ২৪।।

মদন বললেন — হে ব্রহ্মদেব ! যোগনিদ্রা বা জগন্ময়ী নামে প্রসিদ্ধ দেবী কে ? ধ্যানমগ্ন মহাদেবকে তিনি কিভাবেই বা বশীভূত করবেন ?।। ২৩।।

সেই দেবী কিরূপ প্রভাবসম্পন্না ? তিনি কে ? তিনি কোথায় অবস্থান করেন ? হে লোকপিতামহ ! সেই সমস্তই আমি আপনার নিকট থেকে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি।। ২৪।।

যস্য ত্যক্তসমাধেস্তু ন ক্ষণং দৃষ্টিগোচরে।
শক্তুমোঽপি বয়ং স্থাতুং তং কস্মাৎ সা বিমোহয়েৎ।। ২৫।।
জলদগ্নিপ্রকাশাক্ষং জটারাজিকরালিতম্।
শূলিনং বীক্ষ্য কঃ স্থাতুং ব্রহ্মন্ শক্নোতি তৎপুরঃ।। ২৬।।
তস্য তাদৃক্স্বরূপস্য সম্যঙ্‌মোহনবাঞ্ছয়া।
ময়াভ্যুপেতং তাং শ্রোতুমহমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।। ২৭।।

ধ্যানভঙ্গ ক'রে একবার চক্ষুরুন্মীলিত করলে যাঁর দৃষ্টিপথের মধ্যে আমরা ক্ষণকালের জন্যও স্থির থাকতে পারি না, সেই মহাদেবকে তিনি কিভাবে বিমোহিত করতে সক্ষম হবেন ?।। ২৫।। হে ব্রহ্মদেব ! জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় ত্রিনয়ন এবং জটাজুটধারী ভয়ানক দর্শন শূলপাণিকে দর্শন ক'রে কার সাধ্য তাঁর সম্মুখে স্থির থাকতে পারে ?।। ২৬।। যিনি এহেন শূলপাণিকে সম্মোহিত করার বাঞ্ছা স্বীকার করেছেন, সেই দেবীর তত্ত্ব শ্রবণ করতে বাসনা করি।। ২৭।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

মনোভবস্য বচনং শ্রুত্বাথ চতুরাননঃ।
বিবক্ষুরপি তদ্বাক্যং শ্রুত্বানুৎসাহকারকম্। ২৮।।
শর্বস্য মোহনে ব্রহ্মা চিন্তাবিষ্টোঽভবন্নহি।
সমর্থো মোহিতুমিতি নিঃশ্বাস মুহুর্মুহুঃ।। ২৯।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — শিবকে মোহিত করার ব্যাপারে কামদেবের সেই অনুৎসাহব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ ক'রে চতুরানন ব্রহ্মার কিছু বলার ইচ্ছা থাকলেও তিনি নিজেকে সংযত ক'রে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে মদন মহাদেবকে মোহিত করতে ব্যর্থ হবে এইরূপ ভাবতে ভাবতে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।। ২৮-২৯।।

নিঃশ্বাসমারুতাত্তস্য নানারূপা মহাবলাঃ।
জাতা গণা লোলজিহ্বা লোলাশ্চাতিভয়ঙ্করাঃ।। ৩০।।
তুরঙ্গবদনাঃ কেচিৎ কেচিদ্গজমুখাস্তথা।
সিংহব্যাঘ্রমুখাশ্চান্যে শ্ববরাহখরাননাঃ।। ৩১।।
ঋক্ষমার্জারবদনাঃ শরভাস্যাঃ শুকাননাঃ।
প্লবগোমায়ুবক্ত্রাশ্চ সরীসৃপমুখাঃ পরে।। ৩২।।
গোরূপা গোমুখাঃ কেচিত্তথা পক্ষিমুখাঃ পরে।
মহাদীর্ঘা মহাহ্রস্বা মহাস্থূলা মহাকৃশাঃ।। ৩৩।।

তাঁর সেই নিঃশ্বাসবায়ু থেকে উৎপন্ন হল বিভিন্নরূপধারী, প্রবল শক্তিসম্পন্ন, লোলজিহ্বা, চঞ্চলস্বভাব, ভীষণাকৃতি ‘গণ’ (অনুচরবৃন্দ)।। ৩০।। তাদের কারও মুখ অশ্বের ন্যায়, কারও মুখ হস্তীর ন্যায়, কারও কারও মুখ সিংহ এবং ব্যাঘ্রের ন্যায়, কেউ কেউ আবার কুকুর, বরাহ এবং গর্দভের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট।। ৩১।। কারও কারও মুখ ভল্লুক, বিড়াল, শরভ[18] , তোতার ন্যায়, কারও কারও মুখ বানর, শৃগাল, সর্পাদি সরীসৃপের ন্যায়।। ৩২।। কারও কারও আকৃতি গোরুর ন্যায়,

18. শরভ — একটি অষ্টপদ পৌরাণিক জন্তু।

কারও কারও মুখ গোরুর ন্যায়, কারও কারও মুখ পক্ষীর ন্যায়, কেউ কেউ কেউ খুবই লম্বা, কেউ কেউ খুবই বেঁটে, কেউ কেউ খুবই স্থূলকায় আবার কেউ কেউ খুবই কৃশকায়।। ৩৩।।

পিঙ্গাক্ষা বিড়ালাক্ষাশ্চ ত্র্যক্ষৈকাক্ষা মহোদরাঃ।
এককর্ণাস্ত্রিকর্ণাশ্চ চতুষ্কর্ণাস্তথা পরে।। ৩৪।।
স্থূলকর্ণা মহাকর্ণা বহুকর্ণা বিকর্ণকাঃ।
দীর্ঘাক্ষাঃ স্থূলনেত্রাশ্চ সূক্ষ্মনেত্রা বিদৃষ্টয়ঃ।। ৩৫।।

কোনও গণের চোখ হলুদ বর্ণের, কারও চোখের বর্ণ বিড়ালের চোখের ন্যায়, কারও তিনটে চোখ, কেউ বা আবার একচক্ষু, কারও উদর বিশাল, কারও কান একটি, কারও কান তিনটি, কারও চারটি কান, কারও কান খুবই মোটা, কারও কান বিরাট, কারও কান খুব চওড়া, কারও আবার কানই নাই, কারও চোখ দীর্ঘ, কারও কারও চোখ মোটা, কারও চোখ আবার খুব ছোট, কেউ আবার অন্ধ।। ৩৪-৩৫।।

চতুষ্পাদাঃ পঞ্চপাদাস্ত্রিপাদৈকপদাস্তথা।
হ্রস্বপাদা দীর্ঘপাদাঃ স্থূলপাদা মহপদাঃ।। ৩৬।।
একহস্তাশ্চতুর্হস্তা দ্বিহস্তাস্ত্রিশয়াস্তথা।
বিহস্তাশ্চ বিরূপাক্ষা গোধিকাকৃতয়ঃ পরে।। ৩৭।।

তাদের মধ্যে কারও কারও পা চারটি, পাঁচটি, তিনটি, একটি; কারও পা ছোট, কারও পা, দীর্ঘ, কারও পা মোটা, কারও পা বিশাল; কারও কারও হাত একটি, চারটি, দুইটি, তিনটি, কারও আবার হাতই নাই, কারও চোখ বিরূপাক্ষের ন্যায় তিনটি, কারও আকৃতি গোধিকার ন্যায়।। ৩৬-৩৭।।

মনুষ্যাকৃতয়ঃ কেচিচ্ছিশুমারমুখাস্তথা।
ক্রৌঞ্চাকারা বকাকারা হংসসারসরূপিণঃ।
তথৈব মদ্গুকুররকঙ্ককাকমুখাস্তথা।। ৩৮।।
অর্ধনীলা অর্ধরক্তাঃ কপিলাঃ পিঙ্গলাস্তথা।
নীলাঃ শুক্লাস্তথা পীতা হরিতাশ্চিত্ররূপিণঃ।। ৩৯।।

কারও কারও মুখের আকৃতি যথাক্রমে মনুষ্য, শুশুক, ক্রৌঞ্চ, বক, হংস, সারস, পানকৌড়ি, ঈগল, বৃহৎ সারস, কাক প্রভৃতির ন্যায়।। ৩৮।। তাদের বিভিন্ন জনের বর্ণ ছিল বিভিন্ন রকম যথা অর্ধনীল, অর্ধলাল, বাদামী, লালচে বাদামী, নীল, সাদা, হলুদ, সবুজ, কেউ আবার বিচিত্র রঙ-বেরঙের।। ৩৯।।

অবাদয়ন্ত তে শঙ্খান্ পটহান্ পরিবাদিনঃ।
মৃদঙ্গান্ ডিণ্ডিমাংশ্চৈব গোমুখান্ পণবাংস্তথা।। ৪০।।
সর্বে জটাভিঃ পিঙ্গাভিস্তুঙ্গাভিশ্চ করালিতাঃ।
নিরন্তরাভির্বিপ্রেন্দ্রা গণাঃ স্যন্দনগামিনঃ।। ৪১।।
শূলহস্তাঃ পাশহস্তাঃ খড়্গহস্তা ধনুর্ধরাঃ।
শক্ত্যঙ্কুশগদাবাণ-পট্টিশপ্রাসপাণয়ঃ।। ৪২।।
নানায়ুধা মহানাদং কুর্বন্তস্তে মহাবলাঃ।
মারয় চ্ছেদয়েত্যুচুর্বন্মণঃ পুরতো গতাঃ।। ৪৩।।

তারা বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র যথা শঙ্খ, নাকাড়া, বীণা, মৃদঙ্গ, ঢাক, শিঙ্গা, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যরত ছিল।। ৪০।। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! সেই করালদর্শন গণসমূহের মস্তকে ছিল উঁচু বাদামী রঙের জটা। তারা সকলে রথারোহী ছিল।। ৪১।। তাদের হাতে ছিল শূল, পাশ, খড়্গ, শক্তি, অঙ্কুশ,

গদা, বাণ, বর্শা, বল্লম আদি বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র।। ৪২।। নানা অস্ত্রে সজ্জিত মহাবলসম্পন্ন সেই গণসকল নানা ভীষণ গর্জন করতে করতে ব্রহ্মার সম্মুখেই 'মার', 'কাট' এই সব এই সব বলতে আরম্ভ করল।। ৪৩।।

তেষান্তু বদতাং তত্র মারয় ছেদয়েত্যুত।
যোগনিদ্রাপ্রভাবান্ স বিধির্বক্তুং প্রচক্রমে।। ৪৪।।
অথ ব্রহ্মাণমাভাষ্য তান্ দৃষ্ট্বা মদনো গণান্।
উবাচ বারয়ন্ বক্তুং গণানামগ্রতঃ স্মর।। ৪৫।।

তাদের 'মার', 'কাট' এইসব গর্জনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না ক'রে ব্রহ্মা যোগনিদ্রার প্রভাব বর্ণনা করতে উদ্যোগী হলেন।। ৪৪।। অতঃপর মদন সেই গণদেরকে দেখে ব্রহ্মার কথায় বাধা দিয়ে গণসকলের সম্মুখেই তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন -।। ৪৫।।

মদন উবাচ

কিং কর্মৈতে করিষ্যন্তি কুত্র স্থাস্যন্তি বা বিধে।
কিন্নামধেয়া এতে বা তত্রৈতান্ বিনিযোজয়।।
নিয়োজ্যৈতান্নিজে কৃত্যে স্থানং দত্ত্বা চ নাম চ।
কৃত্বা পশ্চাৎ মহামায়াপ্রভাবং কথয়স্ব মে।। ৪৬।।

মদন বললেন — হে বিধাতা ! এরা আপনার কোন কাজ করবে ? তারা কোথায় থাকবে ? তারা কি নামে পরিচিত হবে ? সেখানে তাদেরকে নিযুক্ত করুন। তাদেরকে তাদের নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত ক'রে তারপর আমার নিকট মহামায়ার প্রভাব বর্ণনা করুন।। ৪৬।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য সর্বলোকপিতামহঃ।
গণান্ সমদনানাহ তেষাং কর্মাদিকং দিশন্।। ৪৭।।

তারপর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মদেব কামদেবের সেই বাক্য শ্রবণ ক'রে মদন এবং গণদের উদ্দেশ্য ক'রে বললেন -।। ৪৭।।

ব্রহ্মোবাচ

এত উৎপন্নমাত্রা হি মারয়েত্যবদংস্তরাম্।
মুহুর্মুহুরতোঽমীষাং নাম মারেতি জায়তাম্।। ৪৮।।
মারাত্মকত্বাদপ্যেতে মারাঃ সন্তু চ নামতঃ।
সদা বিঘ্নং করিষ্যন্তি জন্তূনাঞ্চ বিনার্চনম্। ৪৯।।
তবানুগমনং কর্ম মুখ্যমেষাং মনোভব।
যত্র যত্র ভবান্ যাতা স্বকর্মার্থং যদা যদা।
গন্তারস্তত্র তত্রৈতে সাহায্যায় তদা তদা।। ৫০।।

ব্রহ্মা বললেন — এরা জন্মমুহূর্ত থেকেই পুনঃ পুনঃ 'মার মার' শব্দ উচ্চারণ করেছিল। সেইজন্য এরা 'মার' নামে পরিচিত হবে।। ৪৮।। এরা মারাত্মক চরিত্রের হওয়ার কারণেও এদের নাম হবে 'মার'। এরা সর্বদা নির্বিচারে সকল জন্তুদেরই বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।। ৪৯।। হে মনোভব ! এদের প্রধান কার্য হবে সর্বদা তোমার অনুগমন করা। তুমি তোমার কাজের জন্য যেখানে যেখানেই যাবে তখনই তারা তোমাকে সাহায্য করার জন্য সেখানেই যাবে।। ৫০।।

চিত্তোদ্‌ভ্রান্তিং করিষ্যন্তি ত্বদস্ত্রবশবর্তিনাম্।
জ্ঞানিনাং জ্ঞানমার্গঞ্চ বিঘ্নয়িষ্যন্তি সর্বদা।। ৫১।।
যথা সাংসারিকং কর্ম সর্বে কুর্বন্তি জন্তবঃ।
তথা চৈতে করিষ্যন্তি সবিঘ্নমপি সর্বতঃ।। ৫২।

তুমি যাদের প্রতিই তোমার অস্ত্র নিক্ষেপ করবে, এরা সর্বদা তাদের মন বিভ্রমিত করবে, জ্ঞানীদের জ্ঞানমার্গে বিঘ্ন উৎপাদন করবে।। ৫১।। যেরূপ সকল প্রাণী সাংসারিক কর্ম করে, এরাও সর্বতোভাবে বিঘ্ন সহিত সেই সমস্ত কর্মই করবে।। ৫২।।

ইমে স্থাস্যন্তি সর্বত্র বেগিনঃ কামরূপিণঃ।
ত্বমেবৈষাং গণাধ্যক্ষঃ পঞ্চযজ্ঞাংশভোগিনঃ।
নিত্যক্রিয়াবতাং তোয়-ভোগিনো বৈ ভবন্তিবতি।। ৫৩।।

এরা বেগবান ও নিজ ইচ্ছাক্রমে রূপধারণ করতে সক্ষম হয়ে সর্বত্র বিরাজ করতে পারবে। তুমি হবে এদের অধিনায়ক। এরা পঞ্চযজ্ঞের অংশভোগী হবে এবং নিত্যক্রিয়াসম্পন্ন পুরুষদের অর্পিত জল, অর্ঘ্য প্রভৃতি পুণ্যফলের গ্রহণকর্তা হবে।। ৫৩।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি শ্রুত্বা তু তে সর্বে মদনং সবিধিং ততঃ।
পরিবার্য্য যথাকামাং তস্থুঃ শ্রুত্বা নিজাং গতিম্।। ৫৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — এই কথা শ্রবণ ক'রে গণসকল বিধাতা এবং কামদেবকে প্রদক্ষিণ ক'রে এবং নিজকার্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদের ইচ্ছিত স্থানে গমন করল।। ৫৪।।

তেষাং বর্ণয়িতুং শক্যো ভুবি কিং মুনিসত্তমাঃ।
মাহাত্ম্যঞ্চ প্রভাবঞ্চ তে তপঃশালিনো যতঃ।। ৫৫।।
নৈষাং জায়া ন তনয়া নিঃসমীহাঃ সদৈব হি।
ন্যাসিনোঽপি মহাত্মানঃ সর্বে তে ঊর্ধ্বরেতসঃ।। ৫৬।।
অতো[19] ব্রহ্মা প্রসন্নঃ স মাহাত্ম্যং মদনায় চ।
গদিতুং যোগনিদ্রায়াঃ সম্যক্ সমুপচক্রমে।। ৫৭।।

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! পৃথিবীতে কেউই তাদের মাহাত্ম্য এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারে না কারণ তারা তপস্বী।। ৫৫।। তাদের না আছে স্ত্রী, না আছে পুত্রী, না আছে কোন কামনা-বাসনা। তারা সকলেই সন্ন্যাসী এবং ঊর্ধ্বরেতা মহাত্মা।। ৫৬।। অনন্তর ব্রহ্মা মদনের নিকট পুনরায় যোগনিদ্রার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন।। ৫৭।।

ব্রহ্মোবাচ

অব্যক্তব্যক্তরূপেণ রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।
বিভজ্য যার্থং কুরুতে বিষ্ণুমায়েতি সোচ্যতে।। ৫৮।।
যা নিম্নান্তস্থলান্তস্থা জগদণ্ডকপালতঃ।
বিভজ্য পুরুষং যাতি যোগনিদ্রেতি সোচ্যতে।। ৫৯।।
মন্ত্রান্তর্ভাবনপরা পরমানন্দরূপিণী।
যোগিনাং সত্ত্ববিদ্যান্তঃ সা নিগদ্যা জগন্ময়ী।। ৬০।।

যিনি অব্যক্তকে রজোগুণ, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ এই তিনভাবে

19. পাঠান্তর — ততো।

ব্যক্তরূপে বিভক্ত ক'রে প্রয়োজন সিদ্ধি করেন তিনি হলেন বিষ্ণুমায়া।। ৫৮।। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নিম্ন, মধ্য ও অভ্যন্তরে অবস্থান ক'রে তার থেকে পুরুষকে পৃথক ক'রে স্বয়ং নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন তিনিই হলেন যোগনিদ্রা ।। ৫৯।। যিনি মন্ত্রসমূহের অন্তর্নিহিত মর্ম উদ্ঘাটনে তৎপর, যিনি পরমানন্দস্বরূপিণী, যোগিগণের অন্তঃস্থিত সত্ত্ববিদ্যা, তিনিই জগন্ময়ী নামে খ্যাতা।। ৬০।।

গর্ভান্তর্জানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্।। ৬১।।
পূর্বাতিপূর্বং সন্ধাতুং সংস্কারেণ নিয়োজ্য চ।
আহারাদৌ ততো মোহং মমত্বং জ্ঞানসংশয়ম্।। ৬২।।
ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্তা ক্ষিপ্তা পুনঃ পুনঃ।
পশ্চাৎ কামে নিয়োজ্যাসু চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্।। ৬৩।।
আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।
মহামায়েতি সা প্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী।। ৬৪।।

গর্ভের মধ্যে অবস্থিত তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন জীবকে যিনি প্রসব বায়ু দ্বারা প্রেরিত ক'রে ভূমিষ্ঠ করিয়ে তাকে নিরন্তর তত্ত্বজ্ঞানহীন ক'রে চলেন (৬১) এবং পূর্ব থেকেও পূর্ব জন্মের সংস্কার বলে আহারাদিকার্যে নিয়ত প্রবৃত্ত ক'রে তার মধ্যে মমতা সংশয় প্রভৃতি উৎপাদন ক'রে থাকেন (৬২) এবং জীবকে পুনঃ পুনঃ ক্রোধ, উপরোধ ও লোভের মধ্যে নিক্ষিপ্ত ক'রে তারপর তাকে কামনার সঙ্গে গ্রথিত ক'রে শীঘ্রই চিন্তাযুক্ত ক'রে তুলে (৬৩) তাকে আমোদ তথা ব্যসনাসক্ত করেন সেই জগদীশ্বরীকেই মহামায়া বলা হয়।। ৬৪।।

অহঙ্কারাদিসংসক্তসৃষ্টিপ্রভবভাবিনী।
উৎপত্তিরিতি লোকৈঃ সা কথ্যতেঽনন্তরূপিণী।। ৬৫।।
উৎপন্নমঙ্কুরং বীজাদ্ যথাপো মেঘসম্ভবাঃ।
প্ররোহয়তি সা জন্তূংস্তথোৎপন্নান্ প্ররোহয়েৎ।
সা শক্তিঃ সৃষ্টিরূপা চ সর্বেষাং খ্যাতিরীশ্বরী।। ৬৬।।
ক্ষমা ক্ষমাবতাং নিত্যং করুণা সা দয়াবতাম্।
নিত্যা সা নিত্যরূপেণ জগদ্গর্ভে প্রকাশতে।। ৬৭।।

জগতে তাঁকে অনন্তরূপিণী উৎপত্তি শক্তি বলা হয় কারণ তিনিই হলেন জগৎ সৃষ্টির হেতু মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি বস্তুর উৎপত্তিকর্ত্রী।। ৬৫।। যেরূপ মেঘ হতে পতিত জলের দ্বারাই বীজ থেকে উৎপন্ন অঙ্কুরের ক্রমবিকাশ ঘটে তদ্রূপ তিনিই জগতে উৎপন্ন জীবকুলের ক্রমপুষ্টি সাধন করেন। তিনিই সর্বসৃষ্টিকারিণী সৃষ্টিশক্তি, তিনিই খ্যাতি, তিনিই ঈশ্বরী।। ৬৬।। তিনি ক্ষমাশীলগণের মধ্যে ক্ষমারূপে এবং দয়াবানদের মধ্যে করুণারূপে নিত্য বিরাজ করেন। তিনি শাশ্বত এবং শাশ্বতরূপে জগতের অভ্যন্তরে প্রকাশিত হন।। ৬৭।।

জ্যোতিঃস্বরূপেণ পরা ব্যক্তাব্যক্তপ্রকাশিনী।
সা যোগিনাং মুক্তিহেতুর্বিদ্যারূপেণ বৈষ্ণবী।। ৬৮।।
সংসারকারিণাং সংসার-বন্ধহেতুর্বিপর্যয়া।
লক্ষ্মীরূপেণ কৃষ্ণস্য দ্বিতীয়া সুমনোহরা।
ত্রয়ীরূপেণ কণ্ঠস্থা সদা মম মনোভব।। ৬৯।।

তিনি পরা জ্যোতিঃস্বরূপে জগতের ব্যক্ত ও অব্যক্ত সকলকেই প্রকাশিত করেন, তিনি বৈষ্ণবী এবং তিনি বিদ্যারূপে যোগিগণকে মুক্তি

প্রদান করেন।। ৬৮।। তিনিই আবার অবিদ্যারূপে সংসারী জীবসমূহকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করেন। তিনি লক্ষ্মীরূপে কৃষ্ণের মনোহর সহচারিণী। হে মনোভব ! তিনিই আবার আমার কণ্ঠে এই ত্রয়ীরূপে সদা বিরাজমান।। ৬৯।।

সর্বত্রস্থা সর্বগা দিব্যমূর্তি-
র্নিত্যা দেবী সর্বরূপা পরাখ্যা।
কৃষ্ণাদীনাং সর্বদা মোহয়িত্রী
সা স্ত্রীরূপৈঃ সর্বজন্তোঃ সমন্তাৎ।। ৭০।।

সেই দিব্যমূর্তি দেবী পরাৎপরা সর্বত্র বিরাজমান, তিনি সর্বত্রগামিনী, সর্বরূপা। তিনি স্ত্রীরূপে ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীকেই মোহিত ক'রে রেখেছেন এমন কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁর দ্বারা সর্বদা বিমোহিত।। ৭০।।

।। কালিকাপুরাণে যোগনিদ্রামাহাত্ম্য নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।।

সপ্তম অধ্যায়

মদনকথন

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অথ ব্রহ্মা মহামায়া-স্বরূপং প্রতিপাদ্য চ।
মদনায় পুনঃ প্রাহ যুক্তাসৌ হরমোহনে।। ১।।
বিষ্ণুমায়া মহাদেবো যথা দারপরিগ্রহম্।
করিষ্যতি তথা কর্তুমঙ্গীকারং পুরাকরোৎ।। ২।।
সাবশ্যং দক্ষতনয়া ভূত্বা শম্ভোর্মহাত্মনঃ।
ভবিষ্যতি দ্বিতীয়েতি স্বয়মেবাবদৎ স্মর।। ৩।।
ত্বমেভিঃ স্বগণৈঃ সার্ধং রত্যা চ মধুনা সহ।
যথেচ্ছতি তথা দারান্ গ্রহীতুং কুরু শঙ্করঃ।। ৪।।
শম্ভৌ গৃহীতদারে তু কৃতকৃত্যা বয়ং স্মর।
অবিচ্ছিন্না সৃষ্টিরিয়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ৫।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - মহাদেবকে মোহিত করার মানসে সচেষ্ট ব্রহ্মা এইভাবে মহামায়ার স্বরূপ বর্ণনা করার পর মদনকে পুনরায় বললেন যে মহাদেব যাতে দারপরিগ্রহ করেন সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাপারে ইতিপূর্বে দেবী বিষ্ণুমায়া অঙ্গীকার করেছিলেন।। ১-২।। হে কামদেব! তিনি স্বয়ং বলেছেন যে তিনি অবশ্যই দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ ক'রে মহাত্মা শম্ভুর দ্বিতীয়া অর্থাৎ পত্নী হবেন।। ৩।। যাতে শঙ্কর দারপরিগ্রহ করেন সে ব্যাপারে তোমার সহচরগণ, রতি এবং মধু অর্থাৎ বসন্তের

সহায়তায় তুমিও প্রচেষ্টা করতে থাক।। ৪।। হে স্মর! শম্ভুর দারপরিগ্রহের বিষয়ে সফল হওয়া গেলে এই সৃষ্টি নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকবে।। ৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

তথাব্রবীদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠা লোকেশায় মনোভবঃ।
মধুরং যৎ কৃতং তেন মহাদেবস্য মোহনে।। ৬।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! মহাদেবকে মোহিত করার নিমিত্ত মনোভব যে প্রয়াস করেছিলেন তা তিনি ব্রহ্মার নিকট মধুর বচনে বিবৃত করতে আরম্ভ করলেন।। ৬।।

মদন উবাচ

শৃণু ব্রহ্মণ্ যথাস্মাভিঃ ক্রিয়তে হরমোহনে।
প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বা তস্য তদ্গদতো মম।। ৭।।

হে ব্রহ্মদেব ! মহাদেবকে মোহিত করার জন্য আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যা যা প্রয়াস করছি সেই সমস্তই আপনি শ্রবণ করুন।। ৭।।

যদা সমাধিমাশ্রিত্য স্থিতঃ শম্ভুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তদা সুগন্ধিবাতেন শীতলেন বিবেগিনা।
তং বীজয়ামি লোকেশ নিত্যং মোহনকারিণা।। ৮।।
স্বসায়কাংস্তথা পঞ্চ সমাদায় শরাসনম্।
ভ্রমামি তস্য সবিধে মোহয়ংস্তদ্গণানহম্।। ৯।।
সিদ্ধদ্বন্দ্বানহং তত্র রময়ামি দিবানিশম্।
ভাবা হাবাশ্চ তে সর্বে প্রবিশন্তি চ তেষু বৈ।। ১০।।

হে লোকেশ ! শম্ভু যখন সংযতচিত্তে সমাধিমগ্ন থাকেন তখন আমি মনমোহনকারী মৃদুমন্দ সুগন্ধি মলয়পবন তাঁর অঙ্গে নিরন্তর সিঞ্চন করি।। ৮।। আমি আমার নিজের পঞ্চ পুষ্পবাণ এবং ধনুক গ্রহণ ক'রে তাঁর গণসহ তাঁকে মোহিত করার উদ্দেশ্যে বিধিপূর্বক তাঁর সন্নিকটে বিচরণ করি।। ৯।। সেখানে আমি দিবারাত্র সিদ্ধমিথুনগণকে রমণকার্যে ব্যাপৃত করি এবং ধীরে ধীরে সেইসব হাবভাবসমূহ সেই সিদ্ধমিথুনগণের মধ্যে প্রবেশ করে।। ১০।।

ময়ি প্রবিষ্টে সবিধে শম্ভোঃ প্রাণী পিতামহ।
কো বা ন কুরুতে দ্বন্দ্ব-ভাবং মুহুর্মুহুঃ।। ১১।।
মম প্রবেশমাত্রেণ তথা স্যুঃ সর্বজন্তবঃ।
ন শম্ভুর্ন বৃষস্তস্য মানসীং বিক্রিয়াং গতৌ।। ১২।।

হে পিতামহ ! আমি শম্ভুর নিকট বিধিপূর্বক প্রবেশ করলে সেখানকার কোনো প্রাণী মিথুনভাব প্রাপ্ত না হয়ে থাকতে পারে না।। ১১।। আমি প্রবেশ করা মাত্রই সেখানকার সমস্ত প্রাণীসমূহই মোহিত হয়ে পড়ে, কেবলমাত্র মহাদেব এবং তাঁর বৃষের কোনও মানসিক বিকৃতি ঘটে না।। ১২।।

যদা হি ভবতঃ প্রস্থং স যাতি প্রমথাধিপঃ।
তত্র গন্তা তদৈবাহং সরতিঃ সমধুর্বিধে।। ১৩।।
যদা মেরুং প্রযাত্যেষ যদা বা নাটকেশ্বরম্।
কৈলাসং বা যদা যাতি তত্র গচ্ছাম্যহং তদা।। ১৪।।
যদা ত্যক্তসমাধিস্তু হরস্তিষ্ঠতি বৈ ক্ষণম্।
ততস্তস্য পুরশ্চক্রমিথুনং যোজয়াম্যহম্।। ১৫।।

হে বিধাতা ! যখনই মহাদেব হিমালয়ের শিখরে গমন করেন তখন আমিও রতি ও বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হই।। ১৩।। যখন তিনি মেরু পর্বতে বা নাটকেশ্বর বা কৈলাস পর্বতে গমন করেন তখন আমিও সেই স্থানে গমন করি।। ১৪।। যখন মহাদেব মুহূর্তের জন্যও সমাধি ত্যাগ ক'রে অবস্থান করেন তখন আমি তাঁর সম্মুখে চক্রবাক যুগলকে উপস্থাপিত করি।। ১৫।।

তচ্চক্রযুগলং ব্রহ্মন্ হাবভাবযুতং মুহুঃ।
নানাভাবেন কুরুতে দাম্পত্যং ক্রমমুত্তমম্।। ১৬।।
নীলকণ্ঠানপি মুহুঃ সজায়ানপি তৎপুরঃ।
সম্মোহয়ামি সবিধে মৃগানন্যাংশ্চ পক্ষিণঃ।। ১৭।।

হে ব্রহ্মন্! সেই চক্রবাকযুগল হাবভাবযুক্ত হয়ে নিরন্তর নানা প্রকারে উন্নততর দাম্পত্যকর্ম অনুষ্ঠান করতে থাকে।। ১৬।। হে বিধাতা ! আমি তাঁর সম্মুখে ময়ূর-ময়ূরী এবং বনের অন্যান্য পশু-পক্ষীযুগলদেরকেও মোহিত ক'রে থাকি।। ১৭।।

বিচিত্রভাবমাসাদ্য যদা প্রকুরুতে রতিম্।
ময়ূরমিথুনং বীক্ষ্য তত্তদা কো ন চোৎসুকঃ।। ১৮।।
মৃগাশ্চ তৎপুরস্থাশ্চ স্বজায়াভিস্তু সোৎসুকাঃ।
অকুর্বন্ রুচিরং ভাবং তস্য পার্শ্বে পুরস্তদা।। ১৯।।

বিচিত্রভাবের আশ্রয় ক'রে যখন ময়ূরযুগল রতিক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হয় তখন তাদের দেখে কে না ঔৎসুক্য অনুভব করবে।। ১৮।। তখন তাঁর সন্নিকটে অবস্থিত মৃগগণও আপন আপন রমণীসহ তাঁর সম্মুখে সুন্দর ভাবসমূহ প্রদর্শন করতে থাকে।। ১৯।।

অপশ্যন্ বিবরং নাস্য কদাচিদপি মচ্ছরঃ।
নিপাত্যঃ স যদা দেহে তন্ময়া সর্বলোককৃৎ।। ২০।।
বহুধা নিশ্চিতং জ্ঞাতং রামাসঙ্গাদৃতে হরম্।
অলং চ সম্মোহয়িতুং সসহায়োঽপি নিষ্কলম্।। ২১।।

হে জগৎস্রষ্টা ! কিন্তু আমি কখনও তাঁর শরীরে এমন কোন ছিদ্র (দোষ) দেখতে পাইনি যে পথে আমার শর তাঁর দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে।। ২০।। আমি বহুভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে রমণীসঙ্গ ব্যতীত আমার সহায়কবৃন্দের সাহায্যে চেষ্টা করেও আমি নিশ্চিতভাবে তাঁকে মোহিত করতে সক্ষম হব না।। ২১।।

মধুশ্চ কুরুতে কর্ম যদ্যত্তস্য বিমোহনে।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাভাগ নিত্যং তস্যোচিতং পুনঃ।। ২২।।
চম্পকান্ কেশরানাম্রান্ বরুণান্ পাটলাংস্তথা।
নাগকেশরপুন্নাগান্ কিংশুকান্ কেতকান্ ধবান্।। ২৩।।
মাধবীর্মল্লিকাঃ পর্ণধারান্ কুরুবকাংস্তথা।
উৎফুল্লয়তি তত্তস্য যত্র তিষ্ঠতি বৈ হরঃ।। ২৪।।
সরাংস্যুৎফুল্লপদ্মানি বীজয়ন্ মলয়ানিলৈঃ।
সুগন্ধীকৃতবান্ যত্নাদতীব শঙ্করাশ্রমম্।। ২৫।।

হে মহাভাগ ! তাঁকে মোহিত করার জন্য বসন্ত তার পক্ষে উপযুক্ত যে যে কর্ম নিত্য সম্পাদন করছে সেগুলি শ্রবণ করুন।। ২২।। মহাদেব যে যে স্থানে অবস্থান করেন বসন্ত সেই সেই স্থানসমূহকে চম্পক, কেশর, আম্র, বরুণ, পাটল, নাগকেশর, পুন্নাগ, কিংশুক, কেতকী, ধব, মাধবী, মল্লিকা, পর্ণধারা, কুরুবক আদি বিবিধ কুসুমে উৎফুল্ল ক'রে

তোলে।। ২৩-২৪।। প্রস্ফুটিত কমলশোভিত সরোবরে মলয়পবন প্রবাহিত ক'রে শঙ্করনিকেতনকে সযত্নে অতিশয় সুগন্ধে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে।। ২৫।।

লতাঃ সর্বাঃ সুমনসঃ ফুল্লপাদপসঞ্চয়ান্।
বৃক্ষান্ রুচিরভাবেন বেষ্টয়ন্তি স্ম তত্র চ।। ২৬।।
তান্ বৃক্ষাংশ্চারুপুষ্পৌঘাংস্তৈঃ সুগন্ধিসমীরণৈঃ।
দৃষ্ট্বা কামবশং যাতো ন তত্র মুনিরপ্যুত।। ২৭।।

সেখানে ফুল্লকুসুমে সুসজ্জিতা বল্লরীসমূহ নবদলাঙ্কুর পরিবৃত্ত বৃক্ষসমূহকে পরম প্রেমানুরাগে মনোহরভাবে বেষ্টন করে।। ২৬।। সেই সুগন্ধ সমীরণে আন্দোলিত মনোহর পুষ্পাবৃত পাদপসমূহ দর্শনে কামবশ হয়নি এমন মুনিও তথায় নাই।। ২৭।।

তদ্গণা অপি লোকেশ নানাভাবৈঃ সুশোভনৈঃ।
বসন্তি স্ম সুরাঃ সিদ্ধা যে যে চাতিতপোধনাঃ।। ২৮।।
ন তস্য পুনরস্মাভির্দৃষ্টং মোহস্য কারণম্।
ভাবমাত্রং ন কুরুতে কামোত্থমপি শঙ্করঃ।। ২৯।।

হে লোকেশ ! মহাদেবের যে সব সহচরগণ, দেবতা, সিদ্ধগণ এবং অত্যন্ত তপোনিষ্ঠ সাধকগণ তথায় নিবাস করছিলেন তাঁরাও নানাভাবে সুশোভন ক্রীড়ায় রত হলেন।। ২৮।। কিন্তু শঙ্করের মধ্যে মোহিত হওয়ার কোন কারণ আমরা লক্ষ্য করিনি। তাঁর বিন্দুমাত্র কামোত্তেজনা জাগরিত হয়নি।। ২৯।।

ইতি সর্বমহং দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা চ হরভাবনম্।
বিমুখোঽহং শম্ভুমোহান্নিয়তং বা যয়া বিনা।। ৩০।।
ইদানীং ত্বদবচঃ শ্রুত্বা যোগনিদ্রোদিতং পুনঃ।
তস্যাঃ প্রভাবং শ্রুত্বাথ গণান্ দৃষ্ট্বা সহায়কান্।। ৩১।।
ময়া শম্ভোর্বিমোহয়ায় ক্রিয়তে মুহুরুদ্যমঃ।
ভবানপি ত্রিলোকেশ যোগনিদ্রা দ্রুতং পুনঃ।
ভবেদ্‌যথা শম্ভুজায়া তথৈব বিদধাত্বিয়ম্।। ৩২।।

এইসব দেখে এবং শম্ভুর চিত্তবৃত্তি উপলব্ধি ক'রে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে মায়া ব্যতীত তাঁকে মোহিত করা আদৌ সম্ভব নয়। সেইজন্য আমি তাঁকে মোহিত করার প্রয়াস থেকে বিরত হয়েছি।। ৩০।। এখন আমি আপনার মুখ থেকে যোগনিদ্রা দ্বারা কথিত উক্তি ও তাঁর প্রভাব শ্রবণ ক'রে এবং আমার সহযোগী এইসব মারগণকে দেখে আমার মনে পুনরায় ভরসা উৎপন্ন হয়েছে। আমি পুনরায় মহাদেবকে মোহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করছি। হে ত্রিলোকেশ্বর ! যে ভাবে যোগনিদ্রা শম্ভুর পত্নী হতে পারেন আপনি তার যথাশীঘ্র ব্যবস্থা করুন।। ৩১-৩২।।

যমানাং নিয়মানাঞ্চ প্রাণায়ামস্য নিত্যশঃ।
আসনস্য মহেশস্য প্রত্যাহারস্য গোচরে।। ৩৩।।
ধ্যানস্য ধারণায়াশ্চ সমাধের্বিঘ্নসম্ভবম্।
মন্যে কর্তুং ন শক্যং স্যাদপি মারশতৈরপি।। ৩৪।।

আমি নিশ্চিত যে শত শত মারগণও মহেশ্বরের নিত্যসঙ্গী যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, আসন, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি — এই অষ্টাঙ্গিক যোগের উপর কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।। ৩৩-৩৪।।

তথাপ্যয়ং মারগণঃ করোতু
হরস্য যোগাঙ্গবিকারবিঘ্নম্।
যদেব শক্যং কিমু বা সমর্থঃ
সমক্ষমন্যস্য ন কর্তুমোজঃ।। ৩৫।।

তবুও শিবের যোগাঙ্গে বিঘ্ন সৃষ্টি করার যেটুকুই ক্ষমতা এই মারগণের আছে তারা সেই ক্ষমতা দিয়েই যতটুকু পারে বিঘ্ন সৃষ্টি করুক। অপরের সম্মুখে তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে তারা সক্ষম হোক বা ব্যর্থ হোক তাতে কোন ক্ষতি নাই।। ৩৫।।

।। কালিকাপুরাণে মদনকথন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।।

অষ্টম অধ্যায়
সতী-উৎপত্তি

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততো ব্রহ্মাপি মদনমুবাচেদং বচঃ পুনঃ।
নিশ্চিত্য যোগনিদ্রায়াঃ স্মৃত্বা বাক্যং তপোধনাঃ।। ১।।

ব্রহ্মোবাচ

অবশ্যং শম্ভুপত্নী সা যোগনিদ্রা ভবিষ্যতি।
যথাশক্তি ভবাংস্তত্র করোত্বস্যাঃ সহায়তাম্।। ২।।
গচ্ছ ত্বং স্বগণৈঃ সার্ধং যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ।
দ্রুতং মনোভব ত্বঞ্চ তৎ স্থানং মধুনা সহ।। ৩।।
রাত্রিন্দিবস্য তুর্য্যাংশং জগন্মোহয় নিত্যশঃ।
ভাগত্রয়ং শম্ভুপার্শ্বে তিষ্ঠ সার্ধং গণৈঃ সদা।। ৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - হে তপোধনগণ ! ব্রহ্মা তখন যোগনিদ্রা দেবীর কথা স্মরণ ক'রে কামদেবকে নিশ্চিত করার জন্য এই কথাগুলি বললেন -।। ১।। ব্রহ্মা বললেন — সেই যোগনিদ্রা দেবী অবশ্যই শম্ভুর পত্নী হবেন। তুমি তাঁহার যথাশক্তি সহায়তা কর।। ২।। হে মনোভব ! শঙ্কর যেখানে অবস্থান করছেন তুমি তোমার সহচরগণ ও বসন্তকে

নিয়ে সত্ত্বর সেখানে গমন কর।। ৩।। এখন তুমি প্রতিদিন দিবারাত্রের এক চতুর্থাংশ জগতকে মোহিত করতে থাক এবং অবশিষ্ট তিনভাগ সর্বদা অনুচরগণ সহ শিবের নিকট থাক।। ৪।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যুক্ত্বা সর্বলোকেশস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
শম্ভোঃ সকাশং মদনো গতবান্ সগণস্তদা।। ৫।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — সর্বলোকের অধিপতি ব্রহ্মা এই কথা বলে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। তখন মদন নিজের সহচরগণের সহিত শম্ভুসকাশে গমন করলেন।। ৫।।

এতস্মিন্নন্তরে দক্ষশ্চিরং কালং তপোরতঃ।।
নিয়মৈর্ব্বহুভির্দেবীমারাধয়ত সুব্রতঃ।। ৬।।
ততো নিয়মযুক্তস্য দক্ষস্য মুনিসত্তমাঃ।
যোগনিদ্রাং পূজয়তঃ প্রত্যক্ষমভবচ্ছিবা।। ৭।।
ততঃ প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট্বা বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্।
কৃতকৃত্যমথাত্মানং মেনে দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।। ৮।।

এর মধ্যে সেই সময়ে ধর্মপরায়ণ দক্ষ বহুকাল তপস্যাতে মগ্ন থেকে অনেক নিয়মে বহু দেবীর আরাধনায় রত ছিলেন।। ৬।। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! এইভাবে দক্ষ বিধি-নিয়ম অনুসারে যোগনিদ্রা দেবীর পূজা করার ফল স্বরূপ শিবা (ভগবতী কালী) তাঁর সম্মুখে প্রকট হলেন।। ৭।। তখন প্রজাপতি দক্ষ জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়াকে তাঁর সম্মুখে প্রকট হতে দেখে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করলেন।। ৮।।

সিংহস্থাং কালিকাং কৃষ্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্।
চতুর্ভুজাং চারুবক্ত্রাং নীলোৎপলধরাং শুভাম্।। ৯।।
বরদাভয়দাং খড়্গহস্তাং সর্বগুণান্বিতাম্।
আরক্তনয়নাং চারুমুক্তকেশীং মনোহরাম্।। ১০।।
দৃষ্ট্বা দক্ষোঽথ তুষ্টাব মহামায়াং প্রজাপতিঃ।
প্রীত্য পরময়া যুক্তো বিনয়ানতকন্ধরঃ।। ১১।।

সেই সিংহবাহিনী , কৃষ্ণবর্ণা, উন্নত পীনপয়োধরা, চতুর্ভুজা, চারুবদনা, নীলোৎপলধারিণী, শুভদা, আশীর্বাদ ও অভয়দাত্রী, খড়্গহস্তা, সর্বগুণান্বিতা, আরক্তনয়না, আলুলায়িত রুচিরকুন্তলা, মনোহারিণী মহামায়া কালিকাকে দর্শন ক'রে দক্ষ প্রজাপতি ভক্তিবিনম্রচিত্তে পরম প্রীতিসহকারে নতমস্তকে তাঁর স্তবগান করতে আরম্ভ করলেন।। ৯-১১।।

দক্ষ উবাচ

আনন্দরূপিণীং দেবীং জগদানন্দকারিণীম্।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপাং তাং স্তৌমি লক্ষ্মীং হরেঃ শুভাম্।। ১২।।
সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশেন যজ্জ্যোতিস্তত্ত্বমুত্তমম্।
স্বপ্রকাশং জগদ্ধাম তত্ত্বাংশং মহেশ্বরি।। ১৩।।

তুমি আনন্দস্বরূপিণী, তুমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দবিধানকারিণী সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপা আনন্দময়ী দেবী। তুমি মঙ্গলময়ী, নারায়ণের লক্ষ্মী, তোমাকে বন্দনা করি।। ১২।। হে মহেশ্বরি ! জগতের ধাম অর্থাৎ আশ্রয়, স্বপ্রকাশ সত্ত্বময় জ্যোতিস্বরূপ যে পরম তত্ত্ব তা তোমারই অংশ।। ১৩।।

রজোগুণাতিরেকেণ যৎ কামস্য প্রকাশনম্।
রাগস্বরূপং মধ্যস্থং তত্ত্বাংশাংশং জগন্ময়ি।।
তমোগুণাতিরেকেণ যদ্‌যন্মোহপ্রকাশনম্।
আচ্ছাদনং চেতনানাং তত্তে চাংশাংশগোচরম্।। ১৪।।

হে জগন্ময়ি ! রজোগুণের আধিক্য থেকে যে কামপ্রকাশক রাগ উৎপন্ন হয় তা তোমারই অংশ। আর তমোগুণের আধিক্য থেকে চেতনগণের আবরণকারক যে মোহের উৎপত্তি হয় তারও উদ্ভব হয় তোমার অংশের অংশ থেকে।। ১৪।।

পরা পরাত্মিকা শুদ্ধা নির্মলা লোকমোহিনী।
ত্বং ত্রিরূপা ত্রয়ী কীর্তির্বার্তাস্য জগতো গতিঃ।। ১৫।।

তুমি পরা, পরাত্মিকা, শুদ্ধা, নির্মলা, সর্বলোকবিমোহিনী, তুমি সত্ত্ব, রজ, তম ত্রিরূপা, তুমি ঋক্, সাম, যজুর্বেদ স্বরূপা, তুমি কীর্তি অর্থাৎ যশ এবং বার্তা অর্থাৎ জীবিকাস্বরূপা, তুমিই এই জগৎ সংসারের গতি।। ১৫।।

বিভর্তি মাধবো ধাত্রীং যয়া মূর্ত্যা নিজোত্থয়া।
সা মূর্তিস্তব সর্বেষাং জগতামুপকারিণী।। ১৬।।
মহানুভাবা ত্বং বিশ্বশক্তিঃ সূক্ষ্মাপরাজিতা।
যদূর্ধাধোনিরোধেন ব্যজ্যতে পবনৈঃ পরম্।। ১৭।।

তুমি সেই মূর্তি যা অবলম্বন ক'রে মাধব পৃথিবীকে ধারণ ক'রে আছেন, তোমার সেই মূর্তি সর্বজগতের মঙ্গলকারিণী। তুমি সূক্ষ্মা অপরাজিতা মহাপ্রভাবশালিনী বিশ্বশক্তি, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ ও অধোভাগ আবৃত করে রাখার জন্য বায়ু প্রবাহিত হয়।। ১৭।।

তজ্জ্যোতিস্তব মাত্রার্থে সাত্ত্বিকং ভাবসম্মতম্।
যদ্‌যোগিনো নিরালম্বং নিষ্কলং নির্মলং পরম্।। ১৮।।
আলম্বয়ন্তি তত্তত্ত্বং ত্বদন্তর্গোচরন্তু তৎ।
যা প্রসিদ্ধা চ কূটস্থা সুপ্রসিদ্ধাতিনির্মলা।
সা জ্ঞপ্তিস্ত্বন্নিষ্প্রপঞ্চা প্রপঞ্চাপি প্রকাশিকা।। ১৯।।

হে পরমমাত্রারূপিণি ! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হেতু সত্ত্বময়, নিরালম্ব, নিষ্কল, নির্মলহৃদয় যোগিগণ, যে প্রসিদ্ধা, কূটস্থা, অতি প্রসিদ্ধা, নির্মলা পরম জ্যোতিকে অবলম্বন করেন সেই তত্ত্বও তোমার অন্তর্নিহিত রূপ। সেইটিই তোমার প্রপঞ্চময় (মায়াময়) আবার প্রপঞ্চরহিত (মায়ারহিত) স্বরূপের প্রকাশিকা বুদ্ধি।। ১৮-১৯।।

ত্বং বিদ্যা ত্বমাবিদ্যা চ ত্বমালম্বা নিরাশ্রয়া।
প্রপঞ্চরূপা জগতামাদিশক্তিস্তম্ ঈশ্বরী।। ২০।।
ব্রহ্মকণ্ঠালয়া শুদ্ধা বাগ্বাণী যা প্রগীয়তে।
বেদপ্রকাশনপরা সা ত্বং বিশ্বপ্রকাশিনী।। ২১।।
ত্বমগ্নিস্ত্বং তথা স্বাহা ত্বং স্বধা পিতৃভিঃ সহ।
ত্বং নভস্ত্বং কালরূপা ত্বং কাষ্ঠা ত্বং বহিষ্কৃতা।। ২২।।
ত্বমচিন্ত্যা ত্বমব্যক্তা তথানির্দেশ্যরূপিণী।
ত্বং কালরাত্রিস্ত্বং শান্তা ত্বমেব প্রকৃতিঃ পরা।। ২৩।।

তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমি আলম্বনযুক্ত, তুমিই নিরাশ্রয়া, তুমি জগতের প্রপঞ্চময়ী (মায়াময়ী) আদ্যাশক্তি, তুমি পরমেশ্বরী।। ২০।। যা ব্রহ্মার কণ্ঠস্থিত শুদ্ধ বাক্ বা বাণীরূপে গীত হয় সেই বেদজ্ঞান তথা ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশকারিণী তুমিই দেবী সরস্বতী।। ২১।। তুমি অগ্নি,

তুমি স্বাহা[20], তুমি পিতৃগণ, তুমি স্বধা (মাতৃকাদেবী), তুমি আকাশ, তুমি কাল, তুমি কাষ্ঠা (দিক), তুমি সকলের বাহ্যবিষয়।। ২২।। তুমি অচিন্ত্যা, তুমি অব্যক্তা, তুমি অনির্দেশ্যরূপা, তুমি কালরাত্রি, তুমি শান্তা, তুমিই পরমা প্রকৃতি।। ২৩।।

যস্যাঃ সংসারলোকানাং পরিত্রাণায় যদ্বহিঃ।
রূপং জানন্তি ধাত্রাদ্যাস্তত্ত্বাং জ্ঞাস্যন্তি কে পরাম্।। ২৪।।
প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ যোগরূপিণি।
প্রসীদ ঘোররূপে ত্বং জগন্ময়ি নমোঽস্তু তে।। ২৫।।

ব্রহ্মাদি সংসার ও বিবিধ লোকসমূহের রক্ষার জন্য যে বাহ্যরূপ তুমি ধারণ ক'রে আছ তা ব্রহ্মাদি সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু পরাৎপরারূপিণী তোমাকে কে জানতে পারে ?।। ২৪।। হে জননী ভগবতি ! হে যোগস্বরূপিণী ! তুমি প্রসন্ন হও। হে ঘোররূপিণি ! তুমি প্রসন্ন হও। হে জগন্ময়ি ! তোমাকে নমস্কার।। ২৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি স্তুতা মহামায়া দক্ষেণ প্রযতাত্মনা।
উবাচ দক্ষং জ্ঞাত্বাপি স্বয়ং তস্যেপ্সিতং দ্বিজাঃ।। ২৬।।

20. স্বাহা অগ্নিদেবের পত্নী। তিনি অগ্নিদেবের দাহিকাশক্তি বলে পরিচিতা। প্রকৃতিদেবীর থেকে তাঁর উদ্ভব। তিনি বিষ্ণুকে কামনা ক'রে কঠোর তপস্যা করেন। তখন বিষ্ণু তাঁর তপস্যায় প্রীত হয়ে তাঁকে দর্শন দেন এবং অগ্নিকে পতিত্বে বরণ করার জন্য তাঁকে উপদেশ দেন। ব্রহ্মাও তাঁকে অগ্নির পত্নী হওয়ার অনুরোধ করেন এবং তাঁকে এই বর প্রদান করেন যে মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ ক'রে হবি প্রদান করলে সকল দেবতাই তা প্রাপ্ত হবেন। তখন তিনি অগ্নিকে পতিত্বে বরণ করেন।

ভগবত্যুবাচ

তুষ্টাহং দক্ষ ভবতো মদ্ভক্ত্যা হি অনয়া ভৃশম্।
বরং বৃণীষ্ব চাভীষ্টং তত্তে দাস্যামি তৎ স্বয়ম্।। ২৭।।
নিয়মেন তপোভিশ্চ স্তুতিভিস্তে প্রজাপতে।
অতীব তুষ্টা দাস্যেঽহং বরং বরয় বাঞ্ছিতম্।। ২৮।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — হে দ্বিজগণ ! সংযত আত্মা দক্ষ এইরূপে স্তব করার পর মহামায়া ভগবতী দক্ষের মনের ইচ্ছা অবগত হলেও দক্ষকে বললেন -।। ২৬।। ভগবতী বললেন — দক্ষ ! তোমার এই পরম ভক্তির দ্বারা আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, আমি নিজে তোমাকে তোমার সেই ঈপ্সিত বর প্রদান করব।। ২৭।। প্রজাপতে ! তোমার নিয়ম, তপস্যা ও স্তুতির দ্বারা আমি অতীব তুষ্ট হয়েছি। তুমি তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তা প্রদান করব।। ২৮।।

দক্ষ উবাচ

জগন্ময়ি মহামায়ে যদি ত্বং বরদা মম।
তদা মম সুতা ভূত্বা হরজায়া ভবাধুনা ২৯।।
মমৈষ ন বরো দেবি কেবলং জগতামপি।
লোকেশস্য তথা বিষ্ণোঃ শিবস্যোপি প্রজেশ্বরি।। ৩০।।

দক্ষ বললেন — হে জগন্ময়ি মহামায়া ! তুমি যদি আমাকে বর দান করতে চাও তাহলে তুমি আমার কন্যা হয়ে শিবের পত্নী হও।। ২৯।।

হে দেবী প্রজেশ্বরি ! এই বর কেবলমাত্র একা আমার জন্যই নয়, এই বর সমগ্র সৃষ্টির জন্য তথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের জন্যও।। ৩০।।

দেব্যুবাচ

অহং তব সুতা ভূত্বা ত্বজ্জায়ায়াং সমুদ্ভবা।
হরজায়া ভবিষ্যামি ন চিরাত্তু প্রজাপতে।। ৩১।।
যদা ভবান্ময়ি পুনর্ভবেদ্ মন্দাদরস্তদা।
দেহং ত্যক্ষ্যামি সপদি সুখিন্যপ্যথ বেতরা।। ৩২।।

দেবী বললেন — হে প্রজাপতি ! আমি অচিরেই তোমার পত্নীর গর্ভে তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহন ক'রে হরের পত্নী হব।। ৩১।। যদি তুমি কখনও আমার প্রতি অনাদর কর তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ দেহ ত্যাগ করব। আর যদি আমার প্রতি আদরের অভাব না ঘটে তাহলে আমি চিরদিন সুখে থাকব।। ৩২।।

এষ দত্তস্তব বরঃ প্রতিসর্গং প্রজাপতে।
অহং তব সুতা ভূত্বা ভবিষ্যামি হরপ্রিয়া।। ৩৩।।
তথা সম্মোহয়িষ্যামি মহাদেবং প্রজাপতে।
প্রতিসঙ্গং যথা মোহং সম্প্রাপ্স্যতি নিরাকুলম্।। ৩৪।।

হে প্রজাপতি ! আমি তোমাকে এই বর প্রদান করছি যে প্রতি সৃষ্টিতেই আমি তোমার পুত্রী হয়ে শঙ্করের পত্নী হব।। ৩৩।। হে প্রজাপতি ! প্রতি সৃষ্টিতেই আমি মহাদেবকে এমনভাবে সম্মোহিত করব যাতে তিনি প্রশান্তচিত্ত হওয়া সত্ত্বেও মোহগ্রস্ত হবেন।। ৩৪।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবমুক্ত্বা মহামায়া দক্ষং মুখ্যং প্রজাপতিম্।
অন্তর্দধে ততো দেবী সম্যগ্ দক্ষস্য পশ্যতঃ।। ৩৫।।
অন্তর্হিতায়াং মায়ায়াং দক্ষোপি নিজমাশ্রমম্।
জগাম লেভে চ মুদং ভবিষ্যতি সুতেতি সা।। ৩৬।।
তত্র চক্রে প্রজোৎপাদং বিনা স্ত্রীসঙ্গমেন চ।
সঙ্কল্পাবির্ভবাভ্যান্তু মনসা চিন্তনেন চ।। ৩৭।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — মহামায়া প্রধান প্রজাপতি দক্ষকে এই কথা ব'লে তাঁর সমক্ষেই অন্তর্হিতা হলেন।। ৩৫।। মহামায়া অন্তর্হিতা হওয়ার পর দক্ষও নিজের আশ্রমে গমন করলেন এবং মহামায়া তাঁর কন্যা হবে ভেবে বড়ই আনন্দিত হলেন।। ৩৬।। তারপর দক্ষ স্ত্রীসঙ্গ ব্যতীতই স্বীয় সংকল্পশক্তি ও মানসিক চিন্তনের দ্বারাই প্রজা উৎপাদন করলেন।। ৩৭।।

তত্র যে তনয়া জাতা বহুশো দ্বিজসত্তমাঃ।
তে নারদোপদেশেন ভ্রমন্তি পৃথিবীমিমাম্।। ৩৮।।
পুনঃ পুনঃ সুতা যে যে তস্য জাতাঃ সহস্রশঃ।
তে সর্বে ভ্রাতৃপদবীং যযুর্নারদবাক্যতঃ।।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! তারপর এইভাবে দক্ষের যে সমস্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন তাঁরা সকলেই নারদের উপদেশে গৃহত্যাগ ক'রে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণে রত হলেন।। ৩৮।। এরপর বারে বারে দক্ষের যে যে সহস্র সহস্র পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন এবং তাঁরা সকলেই নারদের পরামর্শে গৃহত্যাগ ক'রে তাঁদের অগ্রজদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন।। ৩৯।।

পৃথিব্যাং সৃষ্টিকর্তারঃ সর্বে যূয়ং দ্বিজোত্তমাঃ।
পশ্যধ্বং পৃথিবীং কৃৎস্নামুপান্তপ্রান্তমায়তাম্।। ৪০।।
ইতি নারদবাক্যেন নোদিতা দক্ষপুত্রকাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে ভ্রমন্তঃ পৃথিবীমিমাম্।। ৪১।।

(নারদ তাঁদেরকে বলেছিলেন) হে দ্বিজোত্তমগণ ! তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন সৃষ্টিকর্তারূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ। সেইজন্য তোমরা এই সমগ্র সসাগরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উপযুক্তরূপে পর্যবেক্ষণ কর।। ৪০।। নারদের এই কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে দক্ষের পুত্রগণ সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হলেন এবং তাঁদের সেই পরিভ্রমণ আজ পর্যন্ত সমাপ্ত হয়নি।। ৪১।।

ততঃ সমুৎপাদয়িতুং প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ।
উপযেমে বীরণস্য তনয়াং দক্ষ ঈপ্সিতাম্।। ৪২।।
বীরিণী নাম তস্যাস্তু অসক্লীত্যপি সত্তমাঃ।
তস্মাৎ প্রথমসঙ্কল্পো যদা ভূতঃ প্রজাপতেঃ।। ৪৩।।
সদ্যো জাতা মহামায়া তদা তস্যাং দ্বিজোত্তমাঃ।
তস্যাং তু জাতমাত্রায়াং সুপ্রীতোভূৎ প্রজাপতিঃ।
সৈবৈষেতি তদা মেনে তাং দৃষ্ট্বা তেজসোজ্জ্বলাম্।। ৪৪।।

অতঃপর দক্ষ স্ত্রীসঙ্গধর্মে প্রজা সৃষ্টি করার জন্য ঈপ্সিত বীরণের কন্যাকে বিবাহ করলেন।। ৪২।। হে দ্বিজোত্তমগণ ! দক্ষ প্রজাপতির সেই পত্নীর নাম ছিল বীরিণী এবং অসক্লী। দক্ষের সেই পত্নীর গর্ভে তাঁর প্রথম সংকল্প অর্থাৎ সন্তান প্রাপ্তির ইচ্ছা হল।। ৪৩।। দক্ষের সেই সংকল্প থেকে অচিরেই তাঁর সেই পত্নীর গর্ভে মহামায়া জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষ প্রজাপতি অতীব প্রীত হলেন এবং সেই

কন্যার অতি উজ্জ্বল অঙ্গজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ ক'রে দক্ষের স্থির বিশ্বাস হল যে ইনিই সেই মহামায়া যিনি তাঁকে বর দান করেছিলেন যে তিনি তাঁর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করবেন।। ৪৪।।

বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মেঘাশ্চ ববৃষুর্জলম্।
দিশঃ শান্তাস্তদা তস্যাং জাতায়াঞ্চ সমুদ্গতাঃ।। ৪৫।।
অবাদয়ন্তস্ত্রিদশাঃ শুভবাদ্যং বিয়দ্গতাঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাস্তস্যাং সত্যাং নরোত্তমাঃ।। ৪৬।।
বীরণ্যালক্ষিতো দক্ষস্তাং দৃষ্ট্বা জগদীশ্বরীম্।
বিষ্ণুমায়াং মহামায়াং তোষয়ামাস ভক্তিতঃ।। ৪৭।।

তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে আরম্ভ করল, মেঘ থেকে বর্ষিত হয়ে আরম্ভ করল সুশীতল বারিধারা এবং দিঙ্মণ্ডল শান্ত ভাব ধারণ করল।। ৪৫।। হে নরোত্তমগণ ! মহামায়া ভূমিষ্ঠ হলে সমস্ত দেবতাগণ গগনোপরি অবস্থিত হয়ে মঙ্গলবাদ্য বাজাতে আরম্ভ করলেন; প্রজ্বলিত অগ্নি শান্ত হয়ে জ্বলতে আরম্ভ করল।। ৪৬।। দক্ষ সেই জগদীশ্বরী মহামায়াকে দর্শন ক'রে বীরিণীর অলক্ষ্যে ভক্তিপূর্বক সেই দেবীর স্তুতি ক'রে তাঁর সন্তুষ্টি উৎপাদনে সচেষ্ট হলেন।। ৪৭।।

দক্ষ উবাচ

শিবা শান্তা মহামায়া যোগনিদ্রা জগন্ময়ী।
যা প্রোচ্যতে বিষ্ণুমায়া তাং নমামি সনাতনীম্।। ৪৮।।
যয়া ধাতা জগৎসৃষ্টৌ নিযুক্তস্তাং পুরাকরোৎ।
স্থিতিঞ্চ বিষ্ণুরকরোদ্যন্নিয়োগাজ্জগৎপতিঃ।
শম্ভুরন্তং ততো দেবীং ত্বাং নমামি মহীয়সীম্।। ৪৯।।

দক্ষ বললেন - তুমি কল্যাণকারিণী, শান্তস্বভাবশালিনী, মহামায়া, যোগনিদ্রা, জগন্ময়ী। তোমাকে বিষ্ণুমায়াও বলা হয়। সেই সনাতনী দেবী তোমাকে প্রণাম করি।। ৪৮।। প্রাচীনকালে বিধাতা ব্রহ্মা যাঁর দ্বারা নিযুক্ত হয়ে জগৎসৃষ্টি করেছিলেন, যাঁর নির্দেশে জগৎপতি বিষ্ণু সৃষ্টির পালন এবং শম্ভু তার অন্ত অর্থাৎ সংহার করেন, সেই মহীয়সী দেবী তোমাকে আমি প্রণাম করি।। ৪৯।।

বিকাররহিতাং শুদ্ধামপ্রমেয়াং প্রভাবতীম্।
প্রমাণমানমেয়াখ্যাং প্রণমামি সুখাত্মিকাম্।। ৫০।।
যস্ত্বাং বিচিন্তয়েদ্দেবীং বিদ্যাবিদ্যাত্মিকাং পরাম্।
তস্য ভোগ্যঞ্চ মুক্তিশ্চ সদা করতলে স্থিতা।। ৫১।।

বিকার (দোষ) রহিতা, শুদ্ধস্বরূপা, অতুলনীয় প্রভাবশালীনি, প্রমাণ ও মানের দ্বারা যাঁকে বর্ণনা করা যায় না সেই সুখাত্মিকা দেবীকে প্রণাম করি।। ৫০।। বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিণী সর্বশ্রেষ্ঠ দেবী তোমাকে যিনি ভজনা করেন, সর্বদা ভোগ ও মুক্তি তাঁর করতলে অবস্থান করে।। ৫১।।

যস্ত্বাং প্রত্যক্ষতো দেবীং সকৃৎ পশ্যতি পাবনীম্।
তস্যাবশ্যং ভবেন্মুক্তিঃ বিদ্যাবিদ্যাপ্রকাশিকাম্।। ৫২।।
যোগনিদ্রে মহামায়ে বিষ্ণুমায়ে জগন্ময়ি।
যা প্রমাণার্থসম্পন্না চেতনা সা তবাত্মিকা।। ৫৩।।
যে স্তুবন্তি জগন্মাতর্ভবতীমম্বিকেতি চ।
জগন্ময়ীতি মায়েতি সর্বং তেষাং ভবিষ্যতি।। ৫৪।।

বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রকাশিকা পবিত্রতাকারিণী তোমাকে যিনি একবারের জন্যও প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করতে পারে তিনি নিশ্চিতরূপেই মুক্তি লাভ

করেন।। ৫২।। হে যোগনিদ্রে ! হে মহামায়ে ! হে জগন্ময়ী! হে বিষ্ণুমায়ে ! প্রমাণের অর্থের বোধ সৃষ্টি করার যে চিৎশক্তি তা তোমারই স্বরূপ।। ৫৩।। হে জগন্মাতা ! যাঁরা তোমাকে অম্বিকা, জগদম্বা, জগন্ময়ী, মায়া ব'লে তোমার স্তব করেন তাঁরা সমস্ত কিছুই লাভ করেন।। ৫৪।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি স্তুতা জগন্মাতা দক্ষেণ সুমহাত্মনা।
তথোবাচ তদা দক্ষং যথা মাতা শৃণোতি ন।। ৫৫।।
সম্মোহ্য সর্বং তত্রস্থং যথা দক্ষঃ শৃণোতি তৎ।
নান্যঃ শৃণতি চ তথা মায়য়াহ তদাম্বিকা।। ৫৬।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — মহাত্মা দক্ষ জগন্মাতাকে যখন এইরূপে স্তব করলেন তখন মাতা বীরিণী যাতে শুনতে না পান সেইভাবে জগদম্বা দক্ষকে বললেন -।। ৫৫।। অম্বিকা সেখানে উপস্থিত সকলকে নিজের মায়াদ্বারা সম্মোহিত ক'রে যেন অপর কেউ শুনতে না পায় এবং কেবলমাত্র দক্ষ শুনতে পান এইভাবে দক্ষকে বললেন -।। ৫৬।।

দেব্যুবাচ

অহমারাধিতা পূর্বং যদর্থং মুনিসত্তম।
ঈপ্সিতং তব সিদ্ধং তদবধারয় সাম্প্রতম্।। ৫৭।।

দেবী বললেন— হে মুনিবর ! পূর্বে তুমি যে কাজের জন্য আমার আরাধনা করেছিলে তোমার সেই অভীষ্ট পূরণ হয়েছে। এখন তুমি বিষয়টি তোমার চিন্তার মধ্যে রাখ।। ৫৭।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবমুক্ত্বা তদা দেবী দক্ষঞ্চ নিজমায়য়া।
আস্থায় শৈশবং ভাবং জনন্যঙ্কে রুরোদ সা।। ৫৮।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - তখন দেবী এই কথা ব'লে দক্ষকেও স্বীয় মায়ার দ্বারা সম্মোহিত করলেন এবং নিজে শিশুভাব অবলম্বন ক'রে জননীর কোলে ক্রন্দন করতে শুরু করলেন।। ৫৮।।

ততস্তাং বীরিণী যত্নাৎ সুসংস্কৃত্য যথোচিতম্।
শিশুপালেন বিধিনা তস্যৈ স্তন্যাদিকং দদৌ।। ৫৯।।
পালিতা সাথ বীরিণ্যা দক্ষেণ সুমহাত্মনা।
ববৃধে শুক্লপক্ষস্য নিশানাথো যথান্বহম্।। ৬০।।
তস্যাস্তু সদ্গুণাঃ সর্বে বিবিশুর্দ্বিজসত্তমাঃ।
শৈশবেঽপি যথা চন্দ্রে কলাঃ সর্বা মনোহরাঃ।। ৬১।।
রেমে সা নিজভাবেন সখীমধ্যগতা যদা।
তদা লিখতি ভর্গস্য প্রতিমামন্বহং মুহুঃ।। ৬২।।

তখন বীরিণী সযত্নে তাঁর হস্তপদাদি, মুখ, চোখ প্রভৃতি উপযুক্তরূপে ধৌত ক'রে শিশুপালনের নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে স্তন্যপানাদি করালেন।। ৫৯।। বীরিণী ও দক্ষের দ্বারা সযত্নে লালিত পালিত হয়ে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন তাঁর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল।। ৬০।। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সমস্ত মনোহরণকারী কলা যেমন চন্দ্রে সমাবেশিত হয় তদ্রূপ শৈশবকালেই তাঁর মধ্যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণাবলীর প্রকাশ ঘটল।। ৬১।।

যখন তিনি সখীদের সঙ্গে আপন মনে খেলা করতেন তখনই তিনি সর্বদা মহাদেবের ছবি আঁকতেন।। ৬২।।

যদা গায়তি গীতানি তদা বাল্যোচিতানি সা।
উগ্রং স্থাণুং হরং রুদ্রং সম্মার স্মরমানসা।। ৬৩।।
তস্যাশ্চক্রে নাম দক্ষঃ সতীতি দ্বিজসত্তমাঃ।
প্রশস্তায়াঃ সর্বগুণৈঃ সত্ত্বাদপি নয়াদপি।। ৬৪।।
ববৃধে দক্ষবীরিণ্যোঃ প্রত্যহং করুণাতুলা।
তস্যাং বাল্যেঽপি ভক্তায়াং তয়োর্নিত্যং মুহুর্মুহুঃ। ৬৫।।

যখন তিনি বাল্যোচিত গান গাহিতেন তখন তিনি উগ্র, স্থাণু, হর, রুদ্রাদি নামই স্মরণ করতেন।। ৬৩।। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! সর্বগুণে গুণান্বিতা প্রশংসার পাত্রী সেই কন্যার মধ্যে সত্ত্বগুণ ও ন্যায়পরায়ণতা লক্ষ্য ক'রে দক্ষ তাঁর নাম রেখেছিলেন 'সতী'।। ৬৪।। বাল্যাবস্থাতেও তাঁর অন্তরে (শিবের প্রতি) ভক্তির কারণে দক্ষ ও বীরিণীর অন্তরে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তাঁর প্রতি অতুলনীয় বাৎসল্য বৃদ্ধি পেতে থাকল।। ৬৫।।

সর্বকান্তগুণাক্রান্তা সদা সা নয়শালিনী।
তোষয়ামাস পিতরৌ নিত্যং নিত্যং নরোত্তমাঃ।। ৬৬।।
অথৈকদা পিতুঃপার্শ্বে তিষ্ঠন্তীং তাং সতীং বিধিঃ।
নারদশ্চ দদর্শাথ রত্নভূতাং ক্ষিতৌ শুভাম্।। ৬৭।।
সাপি তৌ বীক্ষ্য মুদিতা বিনয়াবনতা তদা।
প্রণনাম সতী দেবং ব্রহ্মাণমথ নারদম্।। ৬৮।।

হে নরশ্রেষ্ঠগণ ! সকল গুণে গুণান্বিতা ও নীতিপরায়ণা সেই কন্যার

দ্বারা সর্বদা তাঁর মাতা-পিতার সন্তুষ্টি বিধান হতে থাকল।। ৬৬।। অনন্তর এক সময় ব্রহ্মা ও নারদ পিতার সন্নিকটে উপবিষ্ট ধরিত্রীর বুকে রত্নস্বরূপা সেই সতীকে দর্শন করলেন।। ৬৭।। সতীও তখন ব্রহ্মা ও নারদকে দর্শন ক'রে আনন্দ ও বিনয়সহকারে তাঁদেরকে প্রণাম করলেন।। ৬৮।।

প্রণামান্তে সতীং বীক্ষ্য বিনয়াবনতাং বিধিঃ।
নারদশ্চ তথৈবাশীর্বাদমেতমুবাচ হ।। ৬৯।।
ত্বামেব যঃ কাময়তে যং ত্বং কাময়সে পতিম্।
তমাপ্নুহি পতিং দেবং সর্বজ্ঞং জগদীশ্বরম্।। ৭০।।
যো নান্যাং জগৃহে নাপি গৃহ্ণাতি ন গ্রহীষ্যতি।
জায়াং স তে পতির্ভূয়াদনন্যসদৃশঃ শুভে।। ৭১।।
ইত্যুক্ত্বা সুচিরং তৌ তু স্থিত্বা দক্ষাশ্রমে পুনঃ।
বিসৃষ্টৌ তেন সংযাতৌ স্বস্থানং দ্বিজসত্তমাঃ।। ৭২।।

প্রণামের পরে বিনয়াবনতা সতীকে দেখে ব্রহ্মা এবং নারদ তাঁকে যথোচিত আশীর্বাদ দান ক'রে বললেন যে যিনি তোমাকে কামনা করছেন এবং তুমি যাঁকে কামনা করছ সেই সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর তোমার পতি হোন ।। ৬৯-৭০।। হে কল্যাণি ! যিনি তুমি ব্যতীত আর অপর কোন রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেননি, করেন না এবং করবেনও না সেই অনন্যসদৃশ (মহাদেব) তোমার পতি হোন।। ৭১।। হে দ্বিজবরগণ ! এই কথা ব'লে তাঁরা দক্ষাশ্রমে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করলেন এবং তারপর দক্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে স্বস্থানে গমন করলেন।। ৭২।।

।। কালিকাপুরাণে সতী উৎপত্তি নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।।

নবম অধ্যায়

হরানুনয়ন

মার্কণ্ডেয় উবাচ

বাল্যং ব্যতীত্য সা প্রাপ যৌবনং শোভনং ততঃ।
অতীব রূপেণাঙ্গেন সর্বাঙ্গসুমনোহরা।। ১।।
তাং বীক্ষ্য দক্ষো লোকেশঃ প্রোদ্ভিন্নান্তর্বয়ঃস্থিতাম্।
চিন্তয়ামাস ভর্গায় কথং দাস্য ইমাং সুতাম্।। ২।।
অথ সাপি স্বয়ং ভর্গং প্রাপ্তুমৈচ্ছত্তদান্বহম্।
আরাধয়ামাস চ তং গৃহে মাতুরনুজ্ঞয়া।। ৩।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — তারপর ক্রমে সতী শৈশব অতিক্রম ক'রে সুন্দর যৌবন প্রাপ্ত হয়ে অতীব রূপবতী ও সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুমনোহরা হয়ে উঠলেন।। ১।। সতীকে বয়ঃসন্ধি অবস্থায় তাঁর রূপরাশির অতুলনীয় উজ্জ্বলতা দর্শন ক'রে দক্ষ ভাবতে লাগলেন যে তিনি কিভাবে তাঁর কন্যাকে ভগবান্ মহাদেবের হাতে সমর্পণ করবেন।। ২।। অতঃপর, সতী স্বয়ং মহাদেবকে লাভ করার জন্য মায়ের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ ক'রে গৃহের অভ্যন্তরেই ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা আরম্ভ করলেন।। ৩।।

আশ্বিনে নন্দকাখ্যায়াং লবণৈঃ সগুড়োদনৈঃ।
পূজয়িত্বা হরং পশ্চাদ্বন্দে সা নিনায় তৎ।। ৪।।

কার্তিকস্য চতুর্দশ্যাং সাপূপৈঃ পায়সৈর্হরম্।
সমাকীর্ণৈঃ সমারাধ্য সস্মার পরমেশ্বরম্।। ৫।।
কৃষ্ণাষ্টম্যাং মার্গশীর্ষে সতিলৈঃ সযবোদনৈঃ।
পূজয়িত্বা হরং নীলৈর্নিনায় দিবসং পুনঃ।। ৬।।

আশ্বিনমাসে নন্দকানাম্নী অষ্টমী তিথিতে লবণ ও গুড়ের শরবত সহযোগে মহাদেবের পূজা ক'রে তাঁর বন্দনা করলেন।। ৪।। কার্তিক মাসের চতুর্দশীতে (শিবরাত্রি) নানাপ্রকার পায়স ও পিঠা সহযোগে মহাদেবের আরাধনা ক'রে সেই পরমেশ্বরকে স্মরণ করলেন।। ৫।। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে যবের ওদন (দালিয়া) ও তিল দ্বারা মহাদেবের পূজা ক'রে সেই দিবসটি অতিবাহিত করলেন।। ৬।।

পৌষে তু কৃষ্ণসপ্তম্যাং কৃত্বা জাগরণং নিশি।
অপূজয়চ্ছিবং প্রাতঃ কৃসরান্নেন সা সতী।। ৭।।
মাঘস্য পৌর্ণমাস্যান্তু কৃত্বা জাগরণং নিশি।
আর্দবস্ত্রা নদীতীরে হ্যকরোদ্ধরপূজনম্।। ৮।।
নানাবিধৈঃ ফলৈঃ পুষ্পৈঃ সম্যক্ তৎকালসম্ভবৈঃ।
চকার নিয়তাহারং তং মাসং হরমনসা।। ৯।।

সেই সতী পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে জাগরণাদি পালন ক'রে প্রাতঃকালে কৃসরান্ন (তিল ও মুগের ওদন বা খিচুরি) সহযোগে শিবের পূজা করলেন।। ৭।। মাঘমাসের পূর্ণিমার রাত্রে নিশিজাগরণ ক'রে নদীতীরে সিক্ত বসনে তিনি মহাদেবের পূজা করলেন।। ৮।। সম্পূর্ণ মাঘমাস তিনি সংযত আহারে থেকে নানাপ্রকার মরসুমী ফুল ও ফল দ্বারা শিবের পূজা ক'রে অতিবাহিত করলেন।। ৯।।

চতুর্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে তপস্যস্য বিশেষতঃ।
কৃত্বা জাগরণং দেবং বিল্বপত্রৈরপূজয়ৎ।। ১০।।
চৈত্রে শুক্লচতুর্দশ্যাং পালাশৈঃ কুসুমৈঃ শিবম্।
অপূজয়দ্দিবারাত্রৌ তং স্মরন্তী নিনায় তম্।। ১১।।
বৈশাখস্য তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং সযবোদনৈঃ।
পূজয়িত্বা হরং দেবং হব্যৈর্মাসং চরন্ত্যনু।
নিনায় সা নিরাহারা স্মরন্তী বৃষবাহনম্।। ১২।।

ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর মহাশিবরাত্রিতে রাত্রিজাগরণ ক'রে তিনি বিল্বপত্র দ্বারা বিশেষভাবে মহাদেবের পূজা করলেন।। ১০।। তিনি চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে পলাশ ফুলের দ্বারা দিবারাত্রি শিবের পূজা ও তাঁকে স্মরণ ক'রে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন।। ১১।। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতিথিতে যবের ওদন (দালিয়া) ও ঘৃত দ্বারা শিবের পূজা ক'রে মহাদেবের স্মরণ করতে করতে নিজে উপবাসে থেকে তিনি সেই দিবস অতিবাহিত করলেন।। ১২।।

জ্যৈষ্ঠস্য পূর্ণিমারাত্রৌ সম্পূজ্য বৃষবাহনম্।
বসনৈর্বৃহতীপুষ্পৈর্নিরাহারা নিনায় তাম্।। ১৩।।
আষাঢ়স্য চতুর্দশ্যাং শুক্লায়াং কৃত্তিবাসসঃ।
বৃহতীকুসুমৈঃ পূজা দেবস্যাকারি বৈ তয়া।। ১৪।।
শ্রাবণস্য সিতাষ্টম্যাং চতুর্দশ্যাঞ্চ সা শিবম্।
যজ্ঞপবীতৈর্বাসোভিঃ পবিত্রৈরপূজয়ৎ।। ১৫।।
ভাদ্রে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং পুষ্পৈঃ নানাবিধৈঃ ফলৈঃ।
সম্পূজ্যাথ চতুর্দশ্যাং চকার জলভোজনম্।। ১৬।।

জৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা রজনীতে বস্ত্র ও বৃহতীপুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা

সম্পন্ন ক'রে তিনি উপবাসে সেই রজনী অতিবাহিত করলেন।। ১৩।। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশীতিথিতে বৃহতীকুসুম দ্বারা তিনি কৃত্তিবাস মহাদেবের পূজা করলেন।। ১৪।। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশীতে যজ্ঞোপবীত এবং পবিত্র বস্ত্র দ্বারা তিনি ভগবান্ শিবের পূজা করলেন।। ১৫।। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে তিনি নানাবিধ পুষ্প ও ফল দ্বারা শিবের পূজা ক'রে পরের দিন চতুর্দশীতে জল পান ক'রে কাটালেন।। ১৬।।

ইতি ব্রতং যদারব্ধং পুরা সত্যা তদৈব তু।
সাবিত্রীসহিতো ব্রহ্মা জগামাথ হরান্তিকম্।। ১৭।।
বাসুদেবোঽপি ভগবান্ সহ লক্ষ্ম্যা তদন্তিকম্।
প্রস্থং হিমবতঃ শম্ভুঃ স্থিতো যত্র গণৈঃ সহ।। ১৮।।

প্রাচীনকালে যখন সতী এই ব্রত আরম্ভ করেন তখনই সাবিত্রীসহ ব্রহ্মা শিবসকাশে উপস্থিত হন।। ১৭।। সেই সময় ভগবান্ বাসুদেবও যেখানে মহাদেব গণসমূহ পরিবৃত হয়ে বিরাজ করছিলেন সেইখানে লক্ষ্মীসহ উপস্থিত হন।। ১৮।।

তৌ তু দৃষ্ট্বা ব্রহ্মকৃষ্ণৌ সস্ত্রীকৌ সঙ্গতৌ হরঃ।
যথোচিতং সমাভাষ্য পপ্রচ্ছাগমনং তয়োঃ।। ১৯।।
তথাবিধাংস্তু তান্ দৃষ্ট্বা দাম্পত্যভাবসংযুতান্।
কাঙ্ক্ষিদীহাঞ্চ মনসা চক্রে দারপরিগ্রহে।। ২০।।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সস্ত্রীক তথায় আসতে দেখে মহেশ্বর যথোচিত সম্ভাষণ ক'রে তাঁদেরকে সেখানে আগমনের হেতু কি তা জিজ্ঞাসা করলেন।। ১৯।। তাঁদেরকে দাম্পত্যভাবে আবদ্ধ দেখে মহাদেবেরও অন্তরে দারপরিগ্রহ করার কিঞ্চিৎ ইচ্ছা জাগরিত হতে লাগল।। ২০।।

অথাগমনহেতুং ন কথয়ধ্বঞ্চ তত্ত্বতঃ।
কিমর্থমাগতা যূয়ং কিং কার্যং বোঽত্র বিদ্যতে।। ২১।।
ইতি পৃষ্টস্ত্র্যম্বকেণ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ চ মহাদেবং বিষ্ণুনা পরিচোদিতঃ।। ২২।।

অতঃপর মহাদেব তাঁদেরকে বললেন — তোমরা যথার্থরূপে বল যে তোমাদের এখানে আসার কারণ কি, তোমারা কিজন্য এখানে এসেছ এবং এখানে তোমাদের প্রয়োজনই বা কি?।। ২১।। ত্র্যম্বক শিব তাঁদেরকে এই প্রশ্নগুলি করলে বিষ্ণুর নিকট থেকে প্রেরণা লাভ ক'রে লোকপিতামহ ব্রহ্মা মহাদেবকে বললেন -।। ২২।।

ব্রহ্মোবাচ

যদর্থমাগতাবাবাং তচ্ছৃণুষ্ব ত্রিলোচন।
বিশেষতশ্চ দেবার্থং বিশ্বার্থঞ্চ বৃষধ্বজ।। ২৩।।

হে ত্রিলোচন ! আমাদের তোমার সকাশে আগমনের উদ্দেশ্য শ্রবণ কর। হে বৃষধ্বজ ! আমরা তোমার নিকট এসেছি দেবতাদের জন্য এবং বিশেষতঃ সৃষ্টিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।। ২৩।।

অহং সৃষ্টিরতঃ শম্ভো স্থিতিহেতুস্তথা হরিঃ।
অন্তহেতুর্ভবানস্য জগতঃ প্রতিসর্গকম্।। ২৪।।
তৎকর্মণি সদৈবাহং ভবদ্ভ্যাং সহিতো হ্যলম্।
হরিঃ স্থিতাবপি তথা ময়ালং ভবতা সহ।
ত্বমন্তকরণে শক্তো বিনা নাবাং ভবিষ্যসি।। ২৫।।

তস্মাদন্যোন্যকৃত্যেষু সর্বেষাং বৃষধ্বজ।
সাহায্যং নঃ সদা যোগ্যমন্যথা ন জগদ্ভবেৎ।। ২৬।।

হে শম্ভু ! প্রতিটি সর্গে (সৃষ্টিতে) আমি জগৎ সৃষ্টি ক'রে থাকি, বিষ্ণু জগতকে পালন করেন আর প্রলয়কালে তুমি সেই জগতকে সংহার কর।। ২৪।। তোমাদের দুইজনের সাহায্যে আমি আমার সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন করতে পারি, তোমার ও আমার সাহায্যে বিষ্ণু পালনকার্য সম্পাদন করতে পারেন কিন্তু তুমি আমাদের উভয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে সংহারকার্য সম্পাদন করতে সমর্থ হবে না।। ২৫।। সুতরাং হে বৃষধ্বজ ! আমাদের পরস্পরের কর্মে পরস্পরকে সাহায্য করা উচিৎ অন্যথায় সৃষ্টি বহমান থাকবে না।। ২৬।।

কেচিদ্ভবিষ্যন্ত্যসুরা মম বধ্যা মহেশ্বর।
অপরে তু হরের্বধ্যা ভবতোঽপি তথাপরে।। ২৭।।
কেচিত্তদ্বীর্যজাতস্য কেচিদ্ মে অংশভবস্য বৈ।
মায়ায়াঃ কেচিদপরে বধ্যাঃ স্যুর্দেববৈরিণঃ ।। ২৮।।

হে মহেশ্বর ! কোন কোন অসুর আমার দ্বারা নিহত হবে, অন্যরা কেউ কেউ বিষ্ণুর হাতে নিহত হবে এবং কোন কোন অসুরের নিধন হবে তোমার হাতে।। ২৭।। কোন কোন দেবশত্রু তোমার পুত্রদের দ্বারা নিহত হবে, কেউ কেউ আমার অংশাবতারদের দ্বারা নিহত হবে আবার কারও কারও অন্ত হবে মায়ার দ্বারা।। ২৮।।

যোগযুক্তে ত্বয়ি সদা রাগদ্বেষাদিবর্জিতে।
দয়ামাত্রৈকনিরতে ন বধ্যা অসুরাস্তব।। ২৯।।
অবাধিতেষু তেষ্বীশ কথং সৃষ্টিস্তথা স্থিতিঃ।
অন্তশ্চ ভবিতা যুক্তং নিত্যং নিত্যং বৃষধ্বজ।। ৩০।।

তুমি যদি সর্বদা যোগযুক্ত, রাগদ্বেষাদি বর্জিত ও করুণা ও দয়াভাবে নিমজ্জিত হয়ে থাক তাহলে যে সব অসুরদের নিধন তোমার হাতে নির্ধারিত আছে তাদের আর নিধন হবে না।। ২৯।। হে ঈশ্বর ! হে বৃষধ্বজ ! যদি তাদের সময়মত সংহার না হয় তাহলে যথার্থরূপে পুনঃ পুনঃ ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কিভাবে ঘটবে ?।। ৩০।।

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকর্মাণি ন কার্যাণি যদা হর।
শরীরভেদমস্মাকং মায়ায়াশ্চ ন যুজ্যতে।। ৩১।।
একস্বরূপা হি বয়ং ভিন্নাঃ কার্যস্য ভেদতঃ।
কার্যভেদো ন সিদ্ধশ্চেদ্রূপভেদোঽপ্রয়োজনঃ।। ৩২।।

হে হর ! যদি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্যই সংঘটিত না হয় তাহলে আমাদের এবং মায়ার বিভিন্ন দেহধারণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না।। ৩১।। আমরা সকলেই অভিন্ন কেবল কার্যভেদের কারণে আমাদের বিভিন্ন রূপের প্রকাশ। সেই কার্যভেদই যদি সিদ্ধ না হয় তাহলে রূপভেদের কি প্রয়োজন ?।। ৩২।।

এক এব ত্রিধা ভূত্বা বয়ং ভিন্নস্বরূপিণঃ।
ভূতা মহেশ্বর ইতি তত্ত্বং বিদ্ধি সনাতনম্।। ৩৩।।
মায়াপি ভিন্নরূপেণ কমলাখ্যা সরস্বতী।
সাবিত্রী চাথ সন্ধ্যা চ ভূতা কার্যস্য ভেদতঃ।। ৩৪।।

মহেশ্বর ! আমরা একই তথাপি আমরা তিন দেহ ধারণ ক'রে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপযুক্ত হয়ে বিরাজ করছি। এই হল সনাতন তত্ত্ব।। ৩৩।। ভগবতী মায়াও কার্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ ক'রে কমলা, সরস্বতী, সাবিত্রী ও সন্ধ্যা নামে খ্যাতা হয়েছেন।। ৩৪।।

প্রবৃত্তেরনুরাগস্য নারী মূলং মহেশ্বর।
রামাপরিগ্রহাৎ পশ্চাৎ কামক্রোধাদিকোদ্ভবঃ।। ৩৫।।
অনুরাগে তু সঞ্জাতে কামক্রোধাদিকারণে।
বিরাগহেতুং যত্নেন সান্ত্বয়ন্তীহ জন্তবঃ।। ৩৬।।
সঙ্গঃ প্রথম স্যাদ্রাগবৃক্ষাৎ ফলং মহৎ।
তস্মাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধস্ততো ভবেৎ।। ৩৭।।

হে মহেশ্বর ! নারী হল প্রবৃত্তি ও অনুরাগের মূল কারণ। পত্নী গ্রহণ করার পর কাম, ক্রোধ ইত্যাদির উদ্ভব হয়।। ৩৫।। অনুরাগের কারণে যখন কাম-ক্রোধাদির উদ্ভব হয় তখন প্রাণিগণ যত্নসহকারে বৈরাগ্যকে দূরে সরিয়ে রাখে।। ৩৬।। সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তিই হল অনুরাগ বৃক্ষের প্রথম ও মহান ফল। অনুরাগ বৃক্ষের এই ফল থেকে উৎপন্ন হয় কাম[21]এবং কাম থেকেই জন্ম নেয় ক্রোধ।। ৩৭।।

বৈরাগ্যঞ্চ নিবৃতিশ্চ শোকাৎ স্বাভাবিকাদপি।
সংসারবিমুখে হেতুরসঙ্গশ্চ সদাতনঃ ।। ৩৮।।

বৈরাগ্য ও নিবৃত্তি অর্থাৎ সংসারবিমুখতা দুই প্রকারে হয়ে থাকে এক, শোকের কারণে এবং দুই স্বভাবগতভাবে। (শোকের কারণে যদি

---

21. প্রাকৃত অর্থে 'কাম' শব্দদ্বারা Sex বোঝানো হয় কিন্তু শাস্ত্রে 'কাম' শব্দকে এত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয় না। রামানুচার্য 'কাম' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে আসক্তির পরিপক্ক অবস্থাকে কাম বলা হয় অর্থাৎ এটি হল মনের এমন অবস্থা যখন মানুষ কোন বিশেষ বিষয় ভোগ না ক'রে থাকতে পারে না, মানুষের সেই অবস্থাকে কাম বলা হয়— "কামো নাম সঙ্গস্য বিপাকদশা। পুরুষো যাং দশাম্ আপন্নো বিষয়ান্ অভুক্ত্বা স্থাতুং ন সক্নোতি স কামঃ।" (গীতাভাষ্য ২।৬২)

বৈরাগ্য ও নিবৃত্তি অর্থাৎ সংসারবিমুখতা উৎপন্ন হয় তাহলে সেই শোক কেটে গেলেই মানুষের মনে পুনরায় সংসারের প্রতি আসক্তি ফিরে আসে) যদি মানুষ স্বভাবগতভাবে বৈরাগ্য ও নিবৃত্তি অর্থাৎ সংসারবিমূখতা প্রাপ্ত হয় তাহলে তার অন্তরে আর আসক্তি জন্ম নিতে পারে না।। ৩৮।।

দয়া তত্র ভবেন্নিত্যং শান্তিশ্চাপি মহেশ্বর।
অহিংসা চ তপঃ শান্তির্জ্ঞানমার্গানুসাধনম্।। ৩৯।।
ত্বয়ি তাবত্তপোনিষ্ঠে বিসঙ্গিনি দয়াযুতে।
অহিংসা চ তথা শান্তিঃ সদা তব ভবিষ্যতি।। ৪০।।

হে মহেশ্বর ! তখন (অর্থাৎ স্বভাবগতভাবে বৈরাগ্য উৎপন্ন হলে) অন্তরে নিত্য শান্তি বিরাজ করে। তার ফলে অন্তরে অহিংসা, শান্তি ও জ্ঞানমার্গসাধনের প্রবৃত্তি জাগে।। ৩৯।। তুমি তপোনিষ্ঠ, সঙ্গবিহীন এবং সর্বদা দয়াশীল হয়ে থাকলে তোমার সর্বদা অহিংসা ও শান্তি হবে।। ৪০।।

ততোঽসুরবধে যত্নস্তব কস্মাদ্ভবিষ্যতি।
অকৃতে দূষণং যদ্ তত্তৎ সর্বং কথিতং তব।। ৪১।।
তস্মাদ্বিশ্বহিতায় ত্বং দেবানাঞ্চ জগৎপতে।
পরিগৃহ্ণীষ্ব ভার্যার্থে বামামেকাং সুশোভনাম্।। ৪২।।

সেক্ষেত্রে তুমি কিভাবে অসুরবধে যত্নবান হবে? অকৃতদার হয়ে থাকলে যে সমস্ত দোষ হয় সেই সমস্ত বিষয়ই আমি তোমাকে বললাম।। ৪১।। সেইজন্য হে জগৎপতি ! তুমি দেবতাগণের তথা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত একজন সুশোভনা রমণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ কর।। ৪২।।

যথা পদ্মালয়া বিষ্ণোঃ সাবিত্রী চ যথা মম।
তথা সহচরী শম্ভোর্যা স্যাত্তাং গৃহ্ণ সম্প্রতি।। ৪৩।।

বিষ্ণুর যেমন লক্ষ্মী, আমার যেমন সাবিত্রী তেমনই তোমারও যিনি ভার্যা হবেন তিনিও তোমার সেইরকমই সহচরী হবেন, এখন তুমি তাঁর পাণিগ্রহণ কর।। ৪৩।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পুরতো হরেঃ।
তদা জগাদ লোকেশং স্মিতোদিতমুখো হরঃ।। ৪৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — ব্রহ্মার মুখ থেকে এই কথাগুলি শ্রবণ ক'রে মহাদেব মুখ তুলে ঈষৎ হাসিমুখে নারায়ণের সম্মুখে ব্রহ্মাকে বললেন -।। ৪৪।।

ঈশ্বর উবাচ

এবমেব যথাত্থ ত্বং ব্রহ্মন্ বিশ্বনিমিত্ততঃ।
ন স্বার্থতঃ প্রবৃত্তির্মে সম্যগ্ ব্রহ্মবিচিন্তনাৎ।। ৪৫।।
তথাপি যৎ করিষ্যামি তত্তে বক্ষ্যে জগদ্ধিতম্।
তচ্ছৃণুষ্ব মহাভাগ যুক্তমেব বচো মম।। ৪৬।।

ঈশ্বর বললেন — হে ব্রহ্মন্! জগতের কল্যাণের নিমিত্ত তুমি যা বললে তা যথার্থই। তবে জগতে আমার একটিমাত্রই স্বার্থ আছে- সেটি হল ব্রহ্মের চিন্তন করা। সেই স্বার্থের ব্যাঘাত হওয়ার আশঙ্কাতেই জগতের

জন্য কল্যাণকর কর্মেও আমার প্রবৃত্তি জাগছে না।। ৪৫।। হে মহাভাগ ! তথাপি জগতের কল্যাণের নিমিত্ত আমি যা করতে পারি তা আমি বলছি। আমার সেই উচিৎ বাক্য তোমরা শ্রবণ কর।। ৪৬।।

যা মে তেজঃ সমর্থা স্যাদ্গ্রহীতুমিহ ভাগশঃ।
তাং নিদেশয় ভার্য্যার্থে যোগিনীং কামরূপিণীম্।। ৪৭।।
যোগযুক্তে ময়ি তথা যোগিন্যেব ভবিষ্যতি।
কামাসক্তে ময়ি পুনর্মোহিন্যেব ভবিষ্যতি।
তাঃ মে নিদেশয় ব্রহ্মন্ ভার্য্যার্থে বরবর্ণিনীম্।। ৪৮।।

যিনি আমার অংশভূত তেজ ধারণ করতে সক্ষম, যিনি কামরূপিণী অর্থাৎ যিনি ইচ্ছা অনুসারে রূপ ধারণ করতে পারেন এইরূপ কোন বরাঙ্গনাকে আমার ভার্যা হিসাবে নির্বাচন কর।। ৪৭।। হে ব্রহ্মন! এমন কোন বরবর্ণিনীকে আমার ভার্যারূপে নির্দেশ কর যিনি আমি যোগযুক্ত হলে তিনিও যোগিনী হবেন, আমি বাসনাসক্ত হলে তিনিও পুনরায় মোহিনী হবেন।। ৪৮।।

যদক্ষরং বেদবিদো নিগদন্তি মনীষিণঃ।
জ্যোতিঃস্বরূপং পরমং চিন্তয়িষ্যে সনাতনম্।। ৪৯।।
তচ্চিন্তায়াং সদা শক্তো ব্রহ্মন্ গচ্ছামি ভাবনাম্।
তত্র যা বিঘ্নজননী ন ভবিত্রীহ সাস্তু মে।। ৫০।।

বেদজ্ঞ মনীষিগণ যাঁকে অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী বলেন আমি সেই জ্যোতিস্বরূপ, সনাতন, পরম তত্ত্বের চিন্তনে রত থাকব।। ৪৯।। হে

ব্রহ্মন্! আমি যখন সেই চিন্তায় বিভোর হয়ে ব্রহ্মভাবে লীন হয়ে থাকব তখন যিনি তাতে বিঘ্ন উৎপাদন করবেন না সেইরূপ রমণীই আমার ভার্যা হবেন।। ৫০।।

ত্বং বা বিষ্ণুরহং বাপি পরব্রহ্মস্বরূপিণঃ।
অঙ্গভূতা মহাভাগ যোগ্যং তদনুচিন্তনম্।। ৫১।।
তচ্চিন্তয়া বিনা নাহং স্থাস্যামি কমলাসন।
তস্মাজ্জায়াং প্রাদিশস্ব মৎকর্মানুগতাং সদা।। ৫২।।

হে মহাভাগ ![22] তুমি, বিষ্ণু বা আমি — আমরা সকলেই পরম ব্রহ্মেরই অংশ। সেইজন্য আমাদের সকলেরই উচিৎ তাঁর চিন্তন করা।। ৫১।। হে কমলাসন (ব্রহ্মা) ! তাঁর চিন্তন ব্যতীত আমি থাকতে পারব না। সেইজন্য সর্বদা যিনি আমার কর্মের অনুগামিনী হবেন এইরূপ রমণীকে আমার ভার্যারূপে নির্বাচন কর।। ৫২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা সর্বজগৎপতিঃ।
সস্মিতং মোদিতমনাঃ ইদং বচনমব্রবীৎ।। ৫৩।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — সর্বজগৎপতি ব্রহ্মা মহাদেবের এই অভিমত শ্রবণ ক'রে স্মিতমুখে আনন্দিতচিত্তে এই কথাগুলি বললেন -।। ৫৩।।

22. মহাভাগ শব্দের অর্থ — অতিশয় সৌভাগ্যশালী; দয়াদি অষ্টগুণযুক্ত।

ব্রহ্মোবাচ

অস্তীদৃশী মহাদেব মার্গিতা যাদৃশী ত্বয়া।। ৫৪।।
দক্ষস্য তনয়া যাভূৎ সতীনাম্নী সুশোভনা।
সৈবেদৃশী ভবদ্ভার্য্যা ভবিষ্যতি সুধীমতী।। ৫৫।।
তাং ত্বদর্থে তপস্যন্তীং ত্বৎপ্রাপ্তিং প্রতি কামিনীম্।
বিদ্ধি ত্বং দেবদেবেশ সর্বেষ্বাত্মসু বর্তসে।। ৫৬।।

ব্রহ্মা বললেন — মহাদেব ! তুমি যেরূপ চাও সেইরূপ রমণী আছেন।। ৫৪।। দক্ষ প্রজাপতির সতী নামে যে সুশোভনা কন্যা জন্মগ্রহণ করেছেন সেই বুদ্ধিমতীই তোমার ভার্যা হবেন।। ৫৫।। হে দেবদেবেশ ! তোমাকে পতিরূপে লাভ করার অভিলাষে তিনি তপস্যা করছেন। তুমি সর্বান্তর্যামী— তুমি সমস্তই অবগত আছ।। ৫৬।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অথ ব্রহ্মবচঃশেষে ভগবান্ মধুসূদনঃ।
যদুক্তং ব্রহ্মণা সর্বং তৎকুরুষ্বেত্যুবাচ সঃ।। ৫৭।।
করিষ্য ইতি তেনোক্তে স্বেষ্টং দেশং প্রজগ্মতুঃ।
হরির্বহ্মা চ মুদিতৌ সাবিত্রীকমলাযুতৌ।। ৫৮।।

অনন্তর ব্রহ্মার বাক্য সমাপ্ত হলে ভগবান্ মধুসূদন বললেন — তাহলে ব্রহ্মা যা বললেন তুমি তাই কর।। ৫৭।। এর প্রত্যুত্তরে শিব সম্মতি জ্ঞাপন ক'রে বললেন — তাই করব। তখন ব্রহ্মা ও সাবিত্রী এবং লক্ষ্মী ও নারায়ণ প্রসন্ন মনে নিজ নিজ স্থানে গমন করলেন।। ৫৮।।

কামোঽপি বাক্যানি হরস্য শ্রুত্বা
চামোদযুক্তো রতিনা সমিত্রঃ।
শম্ভুং সমাসাদ্য বিবিক্তরূপী
তস্থৌ বসন্তং বিনিয়োজ্য শশ্বৎ।। ৫৯।।

শিবের এই অভিমত শ্রবণ ক'রে বন্ধুগণ সহ কামদেব এবং রতি যৎপরোনাস্তি আনন্দযুক্ত হলেন এবং মদন শিবসকাশে গিয়ে বসন্তকে সবসময়ের জন্য নিযুক্ত ক'রে সেখানে গুপ্তভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।। ৫৯।।

।। কালিকাপুরাণে হরানুনয়ন (মহাদেবকে বিবাহের নিমিত্ত অনুনয়) নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।।

দশম অধ্যায়
সতীযাচনা

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অথ সত্যা পুনঃ শুক্লপক্ষেঽষ্টম্যামুপোষিতা।
আশ্বিনে মাসি দেবেশং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ।। ১।।
ইতি নন্দাব্রতে পূর্ণে নবম্যাং দিনমাগতঃ।
তস্যাস্তু ভক্তিনম্রায়াঃ প্রত্যক্ষমভবদ্ধরঃ।। ২।।
প্রত্যক্ষতো হরং বীক্ষ্য সামোদহৃদয়া সতী।
ববন্দে চরণৌ তস্য লজ্জয়াবনতা নতা।। ৩।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — অতঃপর, পুনরায় আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সতী উপবাস পালন ক'রে ভক্তিভাবে দেবদেব মহাদেবের পূজা করলেন।। ১।। এই নন্দাব্রত সুসম্পন্ন হলে ভগবান্ শিব সতীদেবীর সম্মুখে প্রত্যক্ষরূপে প্রকট হলেন।। ২।। মহাদেবকে নিজের সম্মুখে প্রত্যক্ষরূপে অবলোকন ক'রে প্রসন্নহৃদয়া সতী লজ্জায় অবনত হয়ে বিনম্রচিত্তে মহাদেবের চরণযুগল বন্দনা করলেন।। ৩।।

অথ প্রাহ মহাদেবঃ সতীং তদ্‌ব্রতধারিণীম্।
তামিচ্ছন্নপি ভার্যার্থে তস্যাশ্চর্যাফলপ্রদঃ।। ৪।।

ঈশ্বর উবাচ

অনেন ত্বদ্ব্রতেনাহং প্রীতোঽস্মি দক্ষনন্দিনি।
বরং বরয় দাস্যামি যস্তবাভিমতো ভবেৎ।। ৫।।

অতঃপর, সতীর তপস্যার ফলস্বরূপ আশ্চর্যজনক বরদানে উদ্যত মহাদেব সেই নন্দাব্রতধারিণীকে ভার্যারূপে পেতে ইচ্ছুক হলেও তাঁকে বললেন - হে দক্ষনন্দিনি ! আমি তোমার এই ব্রতপালনের ফলে আমি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছি। এখন তুমি তোমার অভিমত অনুসারে বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তোমার ঈপ্সিত বর প্রদান করব।। ৪-৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

জানন্নপীহ তদ্ভাবং মহাদেবো জগৎপতিঃ।
উচেঽথ বরয়স্বেতি তদ্বাক্যশ্রবণেচ্ছয়া।। ৭।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - জগৎপতি মহাদেব সতীর অভিপ্রায় সম্যক অবগত থাকলেও তাঁর শ্রীমুখ থেকে সেই কথাটি শ্রবণ করার জন্যই সতীকে বলেছিলেন — 'বর প্রার্থনা কর'।। ৭।।

সাপি ত্রপাসমাবিষ্টা নো বক্তুং হৃদয়ে স্থিতম্।
শশাক বালাভীষ্টং যল্লজ্জয়াচ্ছাদিতং যতঃ।। ৮।।
এতস্মিন্নন্তরে কামঃ সাভিপ্রায়ং হরং তদা।
বামাপরিগ্রহে নেত্রে বক্রব্যাপারলিঙ্গিতম্।
সম্প্রাপ্য বিবরঞ্চায়ং সন্দধে পুষ্পহেতিনা।। ৯।।

সেই সতীও লজ্জাসমাবিষ্টা হয়ে তাঁর মনের কথা প্রকাশ ক'রে বলতে অসমর্থ হলেন কারণ তাঁর বালিকা মন লজ্জার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল।। ৮।। এই সময়ে কামদেব মহাদেবের চোখ ও মুখের হাব-ভাব দেখে উপলব্ধি করতে পারলেন যে মহাদেব এখন দারপরিগ্রহে অভিলাষী হয়েছেন। তখন তিনি মহাদেবের এই ছিদ্রের (দুর্বলতা) সন্ধান পেয়ে সঙ্গোপনে তাঁর ধনুকে পুষ্পশর যুক্ত করলেন।। ৯।।

হর্ষণেনাথ বাণেন বিব্যাধ হৃদয়ে হরম্।
ততোঽসৌ হর্ষিতঃ শম্ভুর্বীক্ষাঞ্চক্রে সতীং মুহুঃ।
বিস্মৃত্য চ পরং ব্রহ্মচিন্তনং পরমেশ্বরঃ।। ১০।।
ততঃ পুনর্মোহনেন বাণেনৈনং মনোভবঃ।
বিব্যাধ হর্ষিতঃ শম্ভুর্মোহিতশ্চ তদা ভৃশম্।। ১১।।

অনন্তর কামদেব 'হর্ষণ' নামক শরের দ্বারা মহাদেবের হৃদয় বিদ্ধ করলেন। তখন হর্ষিত পরমেশ্বর শম্ভু পরম ব্রহ্মচিন্তা বিস্মৃত হয়ে পুনঃ পুনঃ সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে আরম্ভ করলেন।। ১০।। অনন্তর, মনোভব (কামদেব) তাঁর 'মোহন' নামক অপর বাণ দ্বারা শম্ভুকে বিদ্ধ করলেন। তখন পুলকিত মহাদেব সাতিশয় মোহিত হয়ে উঠলেন।। ১১।।

ততো যদাসৌ মোহস্য হর্ষস্য চ দ্বিজোত্তমাঃ।
ভাবং ব্যক্তীচকারৈষ মায়য়াপি বিমোহিতঃ।। ১২।।
অথ ত্রপাং স্বাং সংস্তভ্য যদা প্রাহ হরং সতী।
মমেষ্টং দেহি বরদ বরমিত্যর্থকারকম্।। ১৩।।

হে দ্বিজোতমগণ ! তখন তিনি কেবলমাত্র কামবাণের দ্বারাই নয়,

তিনি মায়ার প্রভাবেও মোহিত হয়ে এই প্রকার হর্ষ ও মোহের ভাব ব্যক্ত করতে লাগলেন।। ১২।। অতঃপর, স্বীয় লজ্জা সংযত ক'রে সতী মহাদেবকে বললেন— 'আমাকে আমার মনোরথ পূরণকারী ঈপ্সিত বর দান করুন'।। ১৩।।

তদা বাক্যস্যাবসানমনপেক্ষ্য বৃষধ্বজঃ।
ভবস্ব মম ভার্য্যেতি প্রাহ দাক্ষায়ণীং মুহুঃ।। ১৪।।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য সাভীষ্টফলভাবনম্।
তুষ্ণীং তস্থৌ প্রমুদিতা বরং প্রাপ্য মনোগতম্।। ১৫।।

তারপর, সতীর বাক্যের সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা না করেই বৃষধ্বজ সতী দাক্ষায়ণীকে পুনঃ পুনঃ বললেন 'তুমি আমার ভার্যা হও'।। ১৪।। নিজের অভীষ্ট ফলদায়ক শিবের এই বাক্য শ্রবণ ক'রে এবং নিজের ঈপ্সিত বর লাভ ক'রে সতী প্রসন্নচিত্তে মৌনভাব অবলম্বন ক'রে দণ্ডায়মান হয়ে থাকলেন।। ১৫।।

সকামস্য হরস্যাগ্রে তত্র সা চারুহাসিনী।
অকরোন্নিজভাবাংশ্চ হাবানপি দ্বিজোত্তমাঃ।। ১৬।।
স্বস্য ভাবান্ সমাদায় শৃঙ্গারাখ্যো রসস্তদা।
তয়োর্ব্বিবেশ বিপ্রেন্দ্রাঃ কলহো বা যথোচিতম্।। ১৭।।
হরস্য পুরতো রেজে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনপ্রভা।
চন্দ্রাভ্যাসেঽঙ্কলেখেব স্ফটিকোজ্জ্বলবর্ষ্মণঃ।। ১৮।।

হে দ্বিজোতমগণ ! চারুহাসিনী সতী, কামভাবাপন্ন শিবের সম্মুখে স্বীয় হাবভাব প্রকাশ করতে লাগলেন।। ১৬।। হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! তখন

শৃঙ্গার নামক রস স্বীয় ভাবসমূহ সহিত উভয়ের হৃদয়ে প্রবেশ করল। সেইসঙ্গে কলা এবং হাব সমূহও উপযুক্তরূপে প্রবেশ করল।। ১৭।। স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল মহাদেবের সামনে স্নিগ্ধ অঞ্জনসম প্রভাবিশিষ্ট পার্বতী চন্দ্রমধ্যে কলঙ্করেখার ন্যায় সুশোভিত হয়ে বিরাজ করছিলেন।। ১৮।।

অথ সা তমুবাচেদং হরং দাক্ষায়ণী মুহুঃ।
পিতুর্মে গোচরীকৃত্য মাং গৃহ্ণীষ্ব জগৎপতে।। ১৯।।
এবং স্মিতং বচো দেবী যদোবাচ সতী তদা।
মম ভার্যা ভবেত্যূচে পুনঃ কামেন মোহিতঃ।। ২০।।

অনন্তর, দাক্ষায়ণী পুনঃ পুনঃ মহাদেবকে বললেন যে তিনি যেন তাঁর পিতা দক্ষ প্রজাপতিকে অবহিত ক'রে তাঁকে (সতীকে) গ্রহণ করেন।। ১৯।। দেবী সতী যখন ঈষৎ হাস্যমুখে মহাদেবকে এই কথাগুলি বললেন তখন কামমোহিত হয়ে মহাদেবও সতীকে পুনঃ পুনঃ 'আমার ভার্যা হও' এই কথাগুলি বলতে আরম্ভ করলেন।। ২০।।

অথৈতদ্বীক্ষ্য মদনঃ সরতিঃ সসখো মুদা।
মুক্তো বভূব শশ্বচ্চ আত্মানঞ্চাভ্যনন্দয়ন্।। ২১।।
অথ দাক্ষায়ণী শম্ভুং সমাশ্বাস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
জগাম মাতুরভ্যাসং হর্ষমোহসমন্বিতা।। ২২।।

তখন, মদন স্বীয় পত্নী রতি ও সখা বসন্তের সঙ্গে এই বিষয়টি অবলোকন ক'রে বড়ই আনন্দিত হলেন এবং নিজেকেই নিজে ধন্যবাদ দিলেন ও শিবের উপরে নিজের প্রভাব অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সর্বদা যত্নশীল থাকলেন।। ২১।। হে দ্বিজোত্তমগণ ! তারপর দাক্ষায়ণী তাঁর পিতার নিকট তাঁদের বিবাহের ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়ার এবং স্বয়ং তাঁর

পত্নী হওয়ার ব্যাপারে শম্ভুকে আশ্বস্ত ক'রে হর্ষ ও মোহসমন্বিতা হয়ে স্বীয় মাতা বীরিণীর নিকট গমন করলেন।। ২২।।

হরোঽপি হিমবৎপ্রস্থং প্রবিশ্য চ নিজাশ্রয়ম্।
দাক্ষায়ণীবিপ্রলম্ভদুঃখাদ্ধ্যানপরোভবৎ।। ২৩।।
বিপ্রলব্ধোঽপি ভূতেশো ব্রহ্মবাক্যমথাস্মরৎ।
জায়াপরিগ্রহস্যার্থে যদুক্তং পদ্মযোনিনা।। ২৪।।

মহাদেবও হিমালয়শিখরে নিজের আশ্রমে গমন ক'রে দাক্ষায়ণীর বিরহজনিত দুঃখ ভোগ করতে লাগলেন।। ২৩।। ভূতপতি বিরহদুঃখে কাতর হয়েও দারপরিগ্রহ করার বিষয়ে পদ্মযোনি ব্রহ্মা তঁকে যা বলেছিলেন তা তিনি স্মরণ করলেন।। ২৪।।

স্মৃত্বৈব ব্রহ্মবাক্যস্য পুরা বিশ্বাসতঃ পরম্।
চিন্তয়ামাস মনসা ব্রহ্মাণং বৃষভধ্বজঃ।। ২৫।।
অথ সঞ্চিন্ত্যমানোঽসৌ পরমেষ্ঠী ত্রিশূলিনঃ।
পুরস্তাৎ প্রাবিশত্তূর্ণমিষ্টসিদ্ধিপ্রচোদিতঃ।। ২৬।।
যত্রায়ং হিমবৎপ্রস্থে বিপ্রলব্ধো হরঃ স্থিতঃ।
সাবিত্রীসহিতো ব্রহ্মা তত্রৈব সমুপস্থিতঃ।। ২৭।।

জগতের হিতার্থে ব্রহ্মা তাঁকে পূর্বে যা বলেছিলেন তা বিশ্বাস সহকারে স্মরণ ক'রে বৃষভধ্বজ মহাদেব এখন ব্রহ্মাকে চিন্তা করলেন।। ২৫।। মহাদেব স্মরণ করা মাত্রই পরমেষ্ঠী (ব্রহ্মা) তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধি হয়েছে এই আনন্দে আমোদিত হয়ে সেই ত্রিশূলীর (শিবের) সকাশে উপস্থিত হলেন।। ২৬।। হিমালয়ের শিখরে যেখানে বিরহী মহাদেব অবস্থান করছিলেন সেখানে ব্রহ্মা সাবিত্রীসহ পৌঁছে গেলেন।। ২৭।।

অথ তং বীক্ষ্য ধাতারং সাবিত্রীসহিতং হরঃ।
সোৎসুকো বিপ্রলব্ধশ্চ সত্যর্থে তমুবাচ হ।। ২৮।।

ঈশ্বর উবাচ

ব্রহ্মন্ বিশ্বার্থতো দারপরিগ্রহকৃতৌ চ যৎ।
ত্বমাত্থ তৎস্বার্থমিব প্রতিভাতি মমাধুনা।। ২৯।।

তখন সাবিত্রীসহিত ব্রহ্মাকে দর্শন ক'রে সতীবিরহে কাতর মহাদেব ঔৎসুক্য সহকারে ব্রহ্মাকে বললেন— হে ব্রহ্মদেব! জগতের কল্যাণার্থে তুমি আমাকে দারপরিগ্রহ করার যে কথা বলেছিলে তোমার সেই পরামর্শ এখন সঠিক মনে হচ্ছে।। ২৮-২৯।।

অহমারাধিতো ভক্ত্যা দাক্ষায়ণ্যাতিভক্তিতঃ।
তস্যা বরমহং দাতুং যদায়াতঃ প্রপূজিতঃ।
তৎসকাশে তদা কামো মাং বিব্যাধ মহেষুভিঃ।। ৩০।।
মায়য়া মোহিতশ্চাহং তৎপ্রতীকারমঞ্জসা।
ন শক্তঃ কর্তুমভিতঃ পুরাহং কমলাসন।। ৩১।।

দাক্ষায়ণী যখন প্রভূত ভক্তিসহকারে আমার পূজা করে, তখন আমি তার উপরে প্রীত হয়ে তাকে বর প্রদান করতে উদ্যত হলে কামদেব সতীর সমক্ষেই তার মহা প্রভাবশালী শরদ্বারা আমাকে বিদ্ধ করে।। ৩০।। হে কমলাসন ! তখন আমি ভগবতীর মায়ায় মোহিত থাকার কারণে কামদেবের সেই শরাঘাতের প্রতিকার করতে ব্যর্থ হই।। ৩১।।

তস্যাশ্চ বাঞ্ছিতং ব্রহ্মন্নেতদেব ময়েক্ষিতম্।
যদহং স্যাং বিভো ভর্তা ব্রতভক্তিমুদা যুতঃ।। ৩২।।
তস্মাত্ত্বং কুরু বিশ্বার্থে মদর্থে চ প্রজাপতে।
দক্ষো যথা মামামন্ত্র্য সুতাং দাতা তথা দ্রুতম্।। ৩৩।।
গচ্ছ ত্বং দক্ষভবনং কথয়স্ব বচো মন।
যথা সতীবিয়োগস্য ভঙ্গঃ স্যাৎ ত্বং তথা কুরু।। ৩৪।।

হে ব্রহ্মন! আমার উপলব্ধি হয়েছিল যে সতীরও ইচ্ছা হয়েছিল যে তার ব্রত ও ভক্তিতে প্রীত বিভুস্বরূপ আমাকে পতিরূপে লাভ করে।। ৩২।। হে প্রজাপতি ! সেইজন্য তুমি সংসারের মঙ্গলের জন্য এমন উপায় স্থির কর যাতে কন্যাদাতা দক্ষ শীঘ্র আমাকে আমন্ত্রিত ক'রে তাঁর কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ করেন।। ৩৩।। তুমি দক্ষের ভবনে যাও, আমার কথা তাঁকে বল এবং যেভাবে আমার সতীবিরহ দূর হবে তুমি সেই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ কর।। ৩৪।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যুদীর্য্য মহাদেবঃ সকাশেঽস্য প্রজাপতেঃ।
সাবিত্রীং বীক্ষ্য সত্যাস্ত্ত বিপ্রয়োগো ব্যবর্দ্ধত।। ৩৫।।
তং সমাভাষ্য লোকেশঃ কৃতকৃত্যো মুদান্বিতঃ।
ইদং জগাদ জগতাং হিতং পথ্যঞ্চ ধূর্জ্জটে।। ৩৬।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — প্রজাপতি ব্রহ্মাকে মহাদেব এই কথাগুলি বললেন। তখন ব্রহ্মার সঙ্গে সাবিত্রীকে দেখে তাঁর অন্তরে সতীবিরহানল অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল।। ৩৫।। ত্রিলোকের স্বামী ব্রহ্মা তখন সফল ও

প্রসন্নচিত্ত হয়ে ধূর্জটি[23] কে (শিবকে) তাঁর পথ্যস্বরূপ[24] এই কথাগুলি বললেন - ।। ৩৬।।

ব্রহ্মোবাচ

যদাত্থ ভগবঞ্ছম্ভো তদ্বিশ্বার্থং সুনিশ্চিতম্।
নাস্ত্যেব ভবতঃ স্বার্থো মমাপি বৃষভধ্বজ।। ৩৭।।
সুতাঞ্চ তুভ্যং দক্ষস্তু স্বয়মেব প্রদাস্যতি।
অহঞ্চাপি বদিষ্যামি ত্বদ্বাক্যং তৎসমক্ষতঃ।। ৩৮।।

ব্রহ্মা বললেন — হে ভগবান্ শম্ভু ! হে বৃষভধ্বজ ! তুমি যা বলেছ তা নিশ্চিতরূপে বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত । এর মধ্যে তোমার বা আমার কারোরই কোন স্বার্থ জড়িত নয়।। ৩৭।। দক্ষ স্বয়ং তার কন্যাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করবে। আমিও তোমার কথা দক্ষের নিকট বলব।। ৩৮।।

---

23. শিবের অপর নাম হল ধূর্জটি, প্রাকৃত বিচারে যার অর্থ করা হয় - জটাধারী। শাস্ত্রে কিন্তু জটাধারী অর্থে ধূর্জটি শব্দের ব্যবহার করা হয়নি। 'ধূর্য' শব্দের অর্থ হল — ভার, ত্রিলোকের চিন্তাভার এবং 'জট্' শব্দের অর্থ হল — বহন করা। সুতরাং ধূর্জটি শব্দের অর্থ হল — যিনি জগতের চিন্তাভার বহন করেন। সুতরাং মহাদেব হলেই তার মস্তকে জটার পাহাড় স্থাপন করতে হবে এটা কোন শাস্ত্রীয় বিধান নয়। তবে এটিকে বিচারকদের মস্তকে জ্ঞানবৃদ্ধের প্রতীক হিসাবে সাদা পরচুলার ন্যায় শিবের স্বরূপের প্রতীক হিসাবে মনে করা যেতে পারে।

24. মহাদেব এখন সতীর প্রতি প্রেমজ্বরে আক্রান্ত। অসুস্থ রুগীকে যেমন সুস্থ করার জন্য পথ্য দেওয়া হয়, তেমনই অধুনা প্রেমজ্বরে আক্রান্ত শিবকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য শিবের পক্ষে অনুকূল সতীবিষয়ক সংবাদকে এখানে শিবের পথ্যস্বরূপ বলা হয়েছে।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যুদীর্য মহাদেবং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
জগাম দক্ষনিলয়ং স্যন্দনেনাতিবেগিনা।। ৩৯।।
অথ দক্ষোঽপি বৃত্তান্তং সর্বং শ্রুত্বা সতীমুখাৎ।
চিন্তয়ামাস দেয়েয়ং মৎসুতা শম্ভবে কথম্।। ৪০।।
আগতোঽপি মহাদেবঃ প্রসন্নঃ সঞ্জগাম হ।
পুনরেব কথং সোঽপি সুতার্থেঽভ্যর্থমীপ্সিতঃ।। ৪১।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — এই কথাগুলি মহাদেবকে ব'লে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দ্রুতগামী রথে আরোহণ ক'রে দক্ষের ভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।। ৩৯।। ওদিকে দক্ষও সতীর মুখ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে ভাবছিলেন যে তিনি কি প্রকারে মহাদেবের হস্তে তাঁর কন্যা সতীকে দান করবেন।।৪০।। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে আমার ভবনে স্বয়ং এসেছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি তো চলেও গিয়েছেন। তিনি কি আবার নিজে থেকে আমার কন্যাকে বরণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন ?।। ৪১।।

প্রস্থাপ্যো বা ময়া তস্য দূতো নিকটমঞ্জসা।
নৈতদ্‌যোগ্যং ন গৃহ্লীয়াদ্ যদ্যেনাং বিভুরাত্মনে।। ৪২।।
অথবা পূজয়িষ্যামি তমেব বৃষভধ্বজম্।
মদীয়তনয়াভর্তা স্বয়মেব যথা ভবেৎ।। ৪৩।।
তথৈব পূজিতঃ সোঽপি বাঞ্ছ্যাতিপ্রযত্নতঃ।
শম্ভুর্ভবতু মদ্ভর্তেত্যেবং দত্তঞ্চ তেন তৎ।। ৪৪।।

নাকি আমারই উচিত হবে তাঁর নিকট শীঘ্র আমার দূত পাঠানো ? আবার, যদি সেই বিভু আত্মা আমার কন্যাকে গ্রহণ না করেন তাহলে

তাঁর নিকট আমার দূত প্রেরণ করাও সমীচীন হবে না।। ৪২।। অথবা আমি কি নিজেই বৃষভধ্বজ শিবের পূজা করব যাতে তিনি স্বয়ংই আমার কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।। ৪৩।। আমার কন্যাও পূর্বেই যত্নসহকারে 'শম্ভু আমার পতি হন' এই কামনায় ভক্তিভরে তাঁর পূজা করেছিল যার জন্য শিব তার উপর প্রসন্ন হয়ে তাকে তার ঈপ্সিত বর দান করেছিলেন।। ৪৪।।

ইতি চিন্তয়তস্তস্য দক্ষস্য পুরতো বিধিঃ।
উপস্থিতো হংসরথঃ সাবিত্রীসহিতস্তদা।। ৪৫।।
তং দৃষ্ট্বা বেধসং দক্ষঃ প্রণম্যাবনতঃ স্থিতঃ।
আসনঞ্চ দদৌ তস্মৈ সমাভাষ্য যথোচিতম্।। ৪৬।।

দক্ষ যখন এইভাবে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছেন এমন সময়ে হংসরথে আসীন হয়ে সাবিত্রীসহিত বিধাতা (ব্রহ্মা) তার সম্মুখে উপনীত হলেন।। ৪৫।। দক্ষ বিধাতাকে আসতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রণাম ক'রে যথাযথভাবে অভিবাদন করলেন এবং বিনম্রতাসহকারে স্বয়ং সেখানে দণ্ডায়মান হলেন।। ৪৬।।

ততস্তং সর্বলোকেশং তত্রাগমনকারণম্।
দক্ষঃ পপ্রচ্ছ বিপ্রেন্দ্রাশ্চিন্তাবিষ্টোঽপি হর্ষিতঃ।। ৪৭।।

দক্ষ উবাচ

তবাত্রাগমনে হেতুং কথয়স্ব জগদ্গুরো।
পুত্রস্নেহাৎ কার্যবশাদথবাশ্রমমাগতঃ।। ৪৮।।

তখন গম্ভীর চিন্তাক্লিষ্ট অবস্থায় থাকলেও দক্ষ প্রসন্নমুখে সর্বলোকেশ

ব্রহ্মাকে তাঁর সেখানে আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন।। ৪৭।। দক্ষ বললেন — হে জগদ্গুরু ! আমার এখানে আপনার পদধূলি দেবার কারণ কি? সেকি কেবল পুত্রস্নেহ বশতঃ নাকি অন্য কোন প্রয়োজনের কারণে এখানে আপনার আগমন ঘটেছে ?।। ৪৮।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি পৃষ্টঃ সুরশ্রেষ্ঠো দক্ষেণ সুমহাত্মনা।
প্রহসন্নব্রবীদ্বাক্যং মোদয়ংস্তয়ং প্রজাপতিম্।। ৪৯।।

ব্রহ্মোবাচ

শৃণু দক্ষ যদর্থং তে সমীপমহমাগতঃ।
তল্লোকস্য হিতং পথ্যং ভবতোঽপি তদীপ্সিতম্। ৫০।।
তব পুত্র্যা সমারাধ্য মহাদেবং জগৎপতিম্।
যো বরঃ প্রার্থিতঃ সোঽদ্য স্বয়মেবাগতো গৃহম্।। ৫১।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — মহাত্মা দক্ষ ব্রহ্মাকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্যমুখে দক্ষের অন্তরে আনন্দ সঞ্চার ক'রে বললেন — আমি যে উদ্দেশ্যে তোমার নিকট এসেছি তা তুমি শ্রবণ কর। আমি যে প্রয়োজনে তোমার নিকট এসেছি সেটি জগতের পক্ষে হিতকারী এবং তোমারও অভিলষিত।। ৪৯-৫০।। জগৎপতি মহাদেবকে আরাধনা ক'রে তোমার কন্যা যে বর প্রার্থনা করেছিলেন তা প্রদান করার জন্য স্বয়ং মহাদেবই তোমার গৃহে আগমন করেছিলেন।। ৫১।।

শম্ভুনা তব পুত্র্যর্থে ত্বৎসকাশমহং পুনঃ।
প্রস্থাপিতোঽস্মি যৎ কৃত্যং শ্রেয়স্তদবধারয়।। ৫২।।
বরং দাতুং যদায়াতস্তাবৎপ্রভৃতি শঙ্করঃ।
তৎসুতাবিপ্রয়োগেণ ন শর্ম লভতেঽঞ্জসা।। ৫৩।।

এখন শম্ভু পুনরায় তোমার কন্যার জন্য আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করেছেন। এখন তুমি যা শ্রেয় বিবেচনা কর সেইটিই কর।। ৫২।। যখন শঙ্কর তোমার কন্যাকে বর দান করার জন্য তোমার গৃহে আগমন করেছিলেন তখন থেকে তিনি তোমার কন্যাবিহনে স্বস্তি লাভ করছেন না।। ৫৩।।

লব্ধচ্ছিদ্রোঽপি মদনো নিচখান তদা ভৃশম্।
সর্বৈঃ পুষ্পকরৈর্বাণৈরেকদৈব জগৎপ্রভুম্।। ৫৪।।
স বাণবিদ্ধঃ কামেন পরিত্যজ্যাত্মচিন্তনম্।
সতীং বিচিন্তয়ন্নাস্তে ব্যাকুলঃ প্রাকৃতো যথা।। ৫৫।।
বিস্মৃত্য প্রস্তুতাং বাণীং গণাগ্রে বিপ্রয়োগতঃ।
ক্ব সতীত্যেব গিরিশো ভাষতেঽন্যকৃতাবপি।। ৫৬।।

সেই সময় মদনও ছিদ্র (সুযোগ) পেয়ে জগৎপ্রভু মহাদেবকে তার সকল প্রকার পুষ্পবাণের দ্বারা একসঙ্গে বিদ্ধ করেছেন।। ৫৪।। তিনি (শঙ্কর) কামদেবের বাণে বিদ্ধ হয়ে আত্মচিন্তা পরিত্যাগ ক'রে সাধারণ মানুষের ন্যায় ব্যাকুল হয়ে সদা সতীর চিন্তায় মগ্ন।। ৫৫।। সতীবিরহে গিরিশ এতই ব্যাকুল যে তিনি কথা বলতে বলতেই মাঝে মাঝে প্রসঙ্গ হারিয়ে ফেলছেন এবং অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ তাঁর সহচরদের (গণদের) সম্মুখেই বলে উঠছেন — 'সতী কোথায়'।। ৫৬।।

ময়া যদ্বাঞ্ছিতং পূর্বং ত্বয়া চ মদনেন চ।

মরীচ্যাদ্যৈর্মুনিবরৈস্তত্ৎ সিদ্ধমধুনা সুত।। ৫৭।।

ত্বৎপুত্র্যারাধিতঃ শম্ভুঃ সোঽপি তস্যা বিচিন্তনাৎ।

অনুমোদয়িতুং প্রেপ্সুর্বর্ততে হিমবদ্গিরৌ।। ৫৮।।

যথা নানাবিধৈর্ভাবৈঃ সত্যা নন্দাব্রতেন চ।

শম্ভুরারাধিতস্তেন তথৈবারাধ্যতে সতী।। ৫৯।।

হে পুত্র ! আমি, তুমি, কামদেব এবং মরীচি প্রমুখ মুনিবরগণ যা অভিলাষ করেছিলেন তা আজ পূর্ণ হয়েছে।। ৫৭।। তোমার কন্যা শম্ভুর আরাধনা করেছেন। এখন শম্ভুও তাঁকে ধ্যানবলে প্রসন্ন করতে অভিলাষী হয়ে বর্তমানে হিমালয় পর্বতে অবস্থান করছেন।। ৫৮।। যেরূপ সতী নানাপ্রকারে এবং নন্দাব্রতদ্বারা শম্ভুর আরাধনা করেছেন তেমনই শম্ভুও আবার সেই প্রকার সতীর আরাধনা করছেন।। ৫৯।।

তস্মাত্ত্বং দক্ষ তনয়াং শম্ভ্বর্থে পরিকল্পিতাম্।

তস্মৈ দেহ্যবিলম্বেন তেন তে কৃতকৃত্যতা।। ৬০।।

অহং তমানয়িষ্যামি নারদেন ত্বদালয়ম্।

তস্মৈ ত্বমেনাং সংযচ্ছ তদর্থে পরিকল্পিতাম্।। ৬১।।

সুতরাং হে দক্ষ ! শম্ভুর জন্য পরিকল্পিত তোমার কন্যাকে শীঘ্র মহাদেবের হস্তে সমর্পণ কর। তোমার কন্যাকে তাঁর হস্তে প্রদানের মাধ্যমেই তোমার সার্থকতা লাভ হবে।। ৬০।। আমি নারদের দ্বারা তাঁকে এখানে আনয়ন করছি। তুমি তাঁর জন্য পরিকল্পিত তোমার কন্যাকে তাঁর হস্তে প্রদান কর।। ৬১।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবমেবেতি দক্ষস্তমুবাচ পরমেষ্ঠিনম্।
বিধিশ্চ গতবাংস্তত্র গিরিশো যত্র সংস্থিতঃ।। ৬২।।
গতে ব্রহ্মণি দক্ষোঽপি সদারতনয়ো মুদা।
অভবৎ পূর্ণদেহস্তু পীযূষৈরিব পূরিতঃ।। ৬৩।।
অথ ব্রহ্মাপি মোদেন প্রসন্নঃ কমলাসনঃ।
আসদাদ মহাদেবং হিমবদ্গিরিসংস্থিতম্।। ৬৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — দক্ষ যখন ব্রহ্মাকে 'বেশ তাই হোক' এই ব'লে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন তখন ব্রহ্মা শিবসকাশে গমন করলেন।। ৬২।। ব্রহ্মা চলে যাবার পর দক্ষ, দক্ষপত্নী এবং দক্ষতনয়া অতীব আনন্দপূর্ণ হলেন যেন সকলের অন্তর অমৃতধারায় পরিপ্লাবিত হয়ে উঠেছে।। ৬৩।। অতঃপর কমলাসন ব্রহ্মা আনন্দ ও প্রসন্নতাপূর্ণচিত্তে হিমালয় পর্বতে বিরাজমান মহাদেবের সমীপে গমন করলেন।। ৬৪।।

তং বীক্ষ্য লোকস্রষ্টারমায়ান্তং বৃষভধ্বজঃ।
মনসা সংশয়ং চক্রে সতীপ্রাপ্তৌ মুহুর্মুহুঃ।। ৬৫।।
অথ দূরান্মহাদেবো লোকেশং সামসংযুতম্।
উবাচ মদনোন্মাথঃ বিধিং সস্মরমানসঃ।। ৬৬।।

জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে আসতে দেখে বৃষধ্বজ মহাদেবের অন্তরে সতীকে লাভ করার বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সংশয় আন্দোলিত হতে থাকল।। ৬৫।। কামনাতাড়িত স্মরশাসন মহাদেব দূর থেকেই শান্তভাবে ব্রহ্মাকে বলতে আরম্ভ করলেন —।। ৬৬।।

ঈশ্বর উবাচ

কিমবোচৎ সুরশ্রেষ্ঠ সত্যর্থে ত্বৎসুতঃ স্বয়ম্।
কথয়স্ব যথাস্বান্তং মন্মথেন ন দীর্যতে।। ৬৭।।
ধাবমানো বিপ্রয়োগো মামেব চ সতীমৃতে।
অভিহন্তি সুরশ্রেষ্ঠ ত্যক্ত্বান্যান্ প্রাণধারিণঃ।। ৬৮।।
সতীতি সততং বেদ্মি ব্রহ্মন্ কার্যান্তরেঽপ্যহম্।
সা যথা হি ময়া প্রাপ্যা তদ্বিধৎস্ব তথা দ্রুতম্।। ৬৯।।

ঈশ্বর বললেন — হে সুরশ্রেষ্ঠ ! তোমার পুত্র সতীকে আমার হাতে সম্প্রদান করার বিষয়ে কি বলেছেন তা আমাকে বল শীঘ্র বল যাতে আমার হৃদয় মন্মথের শরে বিদীর্ণ হয়ে না যায়।। ৬৭।। হে সুরশ্রেষ্ঠ ! মনে হয় যেন বিরহ, সমস্ত প্রাণিকুলকে পরিত্যাগ ক'রে সতীহীন একমাত্র আমাকেই আক্রমণ ও ব্যথিত করেছে।। ৬৮।। হে ব্রহ্মন্! আমি যে কোন কাজই করি না কেন তার মধ্যেই আমি সর্বদা সতীর চিন্তা করি। সেইজন্য আমি যাতে সতীকে লাভ করতে পারি তুমি সত্ত্বর তার ব্যবস্থা কর।। ৬৯।।

ব্রহ্মোবাচ

সত্যর্থে যন্মম সুতো বদতি স্ম বৃষধ্বজ।
তচ্ছৃণুস্ব নিজং সাধ্যং সিদ্ধমিত্যবধারয়।। ৭০।।
দেয়া তস্মৈ ময়া পুত্রী তদর্থে পরিকল্পিতা।
মমাপীষ্টমিদং কর্ম ত্বদ্বাক্যাদধিকং পুনঃ।। ৭১।।

ব্রহ্মা বললেন — হে বৃষধ্বজ ! সতীর বিষয়ে আমার পুত্র দক্ষ যা বলেছে তা শোন। মনে কর যে তোমার অভীষ্ট পূরণ হয়েছে।। ৭০।।

আমার পুত্র বলেছে — আমি আমার কন্যাকে শিবহস্তেই অর্পণ করব কারণ তাঁর জন্যই আমার কন্যার সৃষ্টি হয়েছে। এইটিই আমার মনোবাঞ্ছা। তদুপরি আপনি বলাতে তার গুরুত্ব অনেক বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।। ৭১।।

মৎপুত্র্যারাধিতঃ শম্ভুরেতদর্থে স্বয়ং পুনঃ।
সোঽপ্যন্বিচ্ছতি তাং যস্মাত্তস্মাদ্দেয়া ময়া হরে।। ৭২।।
শুভে লগ্নে মুহূর্তে চ সমাগচ্ছতু মেঽন্তিকম্।
তদা দাস্যামি তনয়াং ভিক্ষার্থং শম্ভবে বিধে।। ৭৩।।
ইত্যবোচন্মুদা দক্ষস্তস্মাত্ত্বং বৃষভধ্বজ।
শুভে মুহূর্তে তদ্বেশ্ম গচ্ছ তামনুযাচিতুম্।। ৭৪।।

আমার কন্যা এই কারণেই স্বয়ং মহাদেবের আরাধনা করেছে এবং মহাদেবও তাকে লাভ করতে অভিলাষী হয়েছেন। সেইজন্য আমি আমার কন্যাকে শিবহস্তেই সমর্পণ করব।। ৭২।। বিধাতা ! শুভলগ্নে শুভমুহূর্তে শম্ভু আমার ভবনে আগমন করুন। তখন আমি আমার কন্যাকে ভিক্ষাস্বরূপ তাঁর হাতে সম্প্রদান করব।। ৭৩।। দক্ষ আনন্দ সহকারেই এই কথা বলেছে। সুতরাং তুমি সতীকে পাবার জন্য শুভমুহূর্তে দক্ষের ভবনে গমন কর।। ৭৪।।

ঈশ্বর উবাচ

গমিষ্যে ভবতা সার্ধং নারদেন মহাত্মনা।
দ্রুতমেব জগৎপূজ্য তস্মাত্ত্বন্নারদং স্মর।। ৭৫।।
মরীচ্যাদীন্ দশ তথা মানসানপি সংস্মর।
তৈঃ সার্ধং দক্ষনিলয়ং গমিষ্যেঽহং গণৈঃ সহ।। ৭৬।।

ততঃ স্মৃতাস্তে কমলাসনেন
সনারদা ব্রহ্মসুতা মনোজবাঃ।
সমাগতা যত্র হরো বিধিশ্চ
তত্রাগতাঃ কামমবেত্য চিন্তাম্। ৭৭।।

ঈশ্বর বললেন — আমি তোমাকে ও নারদকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যাব। সেইজন্য হে জগৎপূজ্য ! তুমি সত্ত্বর নারদকে স্মরণ কর।। ৭৫।। এছাড়াও তুমি মরীচি প্রমুখ দশ মানসপুত্রগণকেও স্মরণ কর। তাঁদেরকে এবং আমার গণসমূহকে সঙ্গে নিয়ে আমি দক্ষভবনে গমন করব।। ৭৬।। তখন কমলাসন ব্রহ্মা তাঁদেরকে স্মরণ করামাত্রই নারদ ও ব্রহ্মার অন্যান্য মানসপুত্রগণ যেখানে ব্রহ্মা ও মহাদেব অবস্থান করছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন।। ৭৭।।

।। কালিকাপুরাণে সতীযাচনা নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।।

একাদশ অধ্যায়

ত্রিদেবের একত্বপ্রতিপাদন

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততঃ সমাগতাঃ সর্বে মানসাশ্চ সনারদাঃ।
বিধেঃ স্মরণমাত্রেণ বাতেনেব বিনোদিতাঃ।। ১।।
তৈঃ সার্ধং ব্রহ্মণা শম্ভুঃ সগণো দক্ষমন্দিরম্।
জগাম মোদযুক্তোঽথ কালে তৎকর্মযোগিনি।। ২।।
গণাঃ শঙ্খাংশ্চ পটহান্ ডিণ্ডিমাংস্তূর্যবংশকান্।
বাদয়ন্তো মুদাযুক্তা অনুগচ্ছন্তি শঙ্করম্।। ৩।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - তখন ব্রহ্মা স্মরণ করামাত্রই তাঁর মানসপুত্রগণ ও নারদ যেন বায়ুবাহিত হয়ে নিমেষের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হলেন।। ১।। অতঃপর ভগবান্ মহাদেব উপযুক্ত কালে সেই সব ঋষিগণ, ব্রহ্মা ও গণসমুদায় সহ কর্মযোগিনি সতীর জন্য দক্ষভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।। ২।। শঙ্করের অনুচর সেই গণেরা আনন্দসহকারে শঙ্খ, পটহ, ডিণ্ডিম, তূর্য, বংশ (বাঁশি) প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বাজাতে বাজাতে মহাদেবের অনুগমন করতে লাগল।। ৩।।

কেচিত্তালং করতলৈঃ কুর্বন্তোঽঙ্ঘ্রিতলস্বনম্।
বিমানৈরতিবেগৈঃ স্বৈরনুযান্তি বৃষধ্বজম্।। ৪।।

কোলাহলং প্রকুর্বন্তস্তথা নানাবিধান্ রবান্।
গণা অনেকাকৃতয়ঃ শব্দযোগেন নির্যযুঃ।। ৫।।
ততো দেবা মুদা যুক্তা গন্ধর্বাপ্সরসো গণাঃ।
বাদ্যৈর্মোদৈস্তথা নৃত্যৈরন্বীয়ুর্বৃষভধ্বজম্।। ৬।।

কোন কোন গণ (শিবের অনুচর) হাতের তালির সাহায্যে আবার কেউ কেউ নাচতে নাচতে ভূমিতে পদাঘাতের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনি সৃষ্টি করতে করতে দ্রুতগামী বিমানে বৃষধ্বজের অনুগমন করতে লাগল।। ৪।। বিভিন্ন আকারের গণেরা বাজনার আওয়াজ শুনে নানাপ্রকার অদ্ভুত শব্দে কোলাহল করতে করতে শিবের আশ্রম থেকে নির্গত হল।। ৫।। তখন দেবগণ প্রসন্নচিত্তে আনন্দসহকারে নৃত্য, গীত, বাদ্য সহযোগে আমোদ, প্রমোদ করতে করতে বৃষভধ্বজকে অনুসরণ করলেন।। ৬।।

তেষাং শব্দেন বিপ্রেন্দ্রা গন্ধর্বাণাং গরীয়সাম্।
গণানাঞ্চ দিশঃ সর্বাঃ পূরিতা চ বসুন্ধরা।। ৭।।
কামোঽপি সগণং শম্ভুং সশৃঙ্গাররসাদিভিঃ।
মোদয়ন্ মোহয়ন্ কামমন্বিয়াৎ স সমক্ষতঃ।। ৮।।
হরে গচ্ছতি ভার্যার্থে তদানীং সকলাঃ সুরাঃ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ স্বয়মেবাশু বাদ্যং চক্রুর্মনোহরম্।। ৯।।

সেই গরিমাযুক্ত গন্ধর্ব ও অনুচরগণের শব্দে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ও সমগ্র পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।। ৭।। কামদেবও শৃঙ্গাররসাদি তথা অনুচরগণ সহ মহাদেবকে আনন্দিত, মোহিত ও কামবিহ্বল করতে করতে অগ্রসর হতে থাকল।। ৮।। শিব চলেছেন বিবাহের জন্য আর ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শীঘ্রই তাদের নিজের নিজের বাদ্য বাজাতে আরম্ভ করলেন।। ৯।।

দিশঃ সর্বাঃ সুপ্রসন্না বভূবুর্দ্বিজসত্তমাঃ।
জজ্জ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ পুষ্পবৃষ্টিরজায়ত।। ১০।।
ববুর্বাতাঃ সুরভয়ো বৃক্ষাশ্চাপি সুপুষ্পিতাঃ।
বভূবুঃ প্রাণিনঃ স্বস্থা অস্বস্থা যেঽপি কেচন।। ১১।।

হে দ্বিজোত্তমগণ! সেই সময় সমস্ত দিক আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠল, অগ্নিত্রয়[25] শান্তভাবে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল এবং গগন থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল।। ১০।। সুগন্ধ পবন প্রবাহিত হল, বৃক্ষসকল পুষ্পভারে সুসজ্জিত হয়ে উঠল এবং অসুস্থ প্রাণিগণও সুস্থভাব ধারণ করল।। ১১।।

হংসসারসকাদম্বা নীলকণ্ঠাশ্চ চাতকাঃ।
চক্রুশুর্মধুরান্ শব্দান্ প্রেরয়ন্ত ইবেশ্বরম্।। ১২।।
ভুজঙ্গো ব্যাঘ্রকৃত্তিশ্চ জটা চন্দ্রকলা তথা।
জগাম ভূষণত্বঞ্চ তেনাপি পরিদীপিতঃ।। ১৩।।
ততঃ ক্ষণেন বলিনা বলীবর্দেন বেগিনা।
সব্রহ্মনারদাদ্যৈশ্চ প্রাপ দক্ষালয়ং হরঃ।। ১৪।।

---

25. শাস্ত্রে বলা হয়েছে অগ্নি তিন প্রকার। অমরকোষে এই তিন প্রকার অগ্নির নাম বলা হয়েছে যথাক্রমে দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি এবং আহবনীয় অগ্নি — "দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।" এই তিনপ্রকার অগ্নিকে 'ত্রেতৃ' বলা হয়— "অগ্নিত্রয়মিদং ত্রেতা।" দক্ষিণদিকের অগ্নিকে দক্ষিণাগ্নি (দক্ষিণস্যাঃ দিশো অগ্নির্দক্ষিণাগ্নিঃ), গৃহপতি অর্থাৎ গৃহস্বামীর সহিত নিত্য সম্বন্ধে যে অগ্নি তাকে গার্হপত্য অগ্নি (গৃহপতিসংযুক্তো গার্হপত্যোঽগ্নিঃ) এবং গার্হপত্য থেকে উদ্ধৃত ক'রে হোমের জন্য যার সংস্কার করা হয় তাকে আহবনীয় অগ্নি (তদ্যোনিরাহবনীয়ঃ হোতব্যোঽগ্নিঃ) বলা হয়। আচার্য, পিতা ও মাতা এই অগ্নিত্রয়স্বরূপ।

হংস, সারস, কলহংস, ময়ূর এবং চাতক সমুদায় যেন মহাদেবকে প্রেরণ করার জন্যই সুমধুর ধ্বনিতে পরিবেশ পরিপ্লাবিত ক'রে তুলল।। ১২।। সেই সময় শিবের অঙ্গের ভূষণ ছিল সর্প, ব্যাঘ্রচর্ম, মস্তকে জটা এবং শশীকলা। সেই ভূষণেই তিনি অতীব উজ্জ্বল শোভা ধারণ ক'রেছিলেন।। ১৩।। তখন ভগবান্ মহাদেব বেগবান ও বলবান নন্দীপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে ক্ষণিকের মধ্যেই ব্রহ্মা ও নারদসহ দক্ষভবনে উপনীত হলেন।। ১৪।।

ততো দক্ষো মহাতেজা অভ্যুত্থায় স্বয়ং হরম্।
ব্রহ্মাদীংশ্চাদদৌ তেষামাসনানি যথোচিতম্।। ১৫।।
কৃত্বা যথোচিতাং তেষাং পূজাং পাদ্যাদিভিস্তথা।
চকার সংবিদং দক্ষো মুনিভির্মানসৈঃ পুনঃ।। ১৬।।

মহদেব এবং ব্রহ্মাদিকে আসতে দেখে মহাতেজা দক্ষ স্বয়ং আসন ত্যাগ ক'রে উঠে তাঁদেরকে যথোচিত আসন প্রদান করলেন।। ১৫।। তাঁদেরকে যথোচিত পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান ক'রে তাঁদেরকে পূজা করার পর দক্ষ ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের সঙ্গে উপবিষ্ট হয়ে তাদের সঙ্গে বিচার-বিমর্শে প্রবৃত্ত হলেন।। ১৬।।

ততঃ শুভে মুহূর্তে তু লগ্নে চ দ্বিজসত্তমাঃ।
সতীং নিজসুতাং দক্ষো দদৌ হর্ষেণ শম্ভবে।। ১৭।।
উদ্বাহবিধিনা সোঽপি পাণিং জগ্রাহ হর্ষিতঃ।
দাক্ষায়ণ্যা বরতনোস্তদানীং বৃষভধ্বজঃ।। ১৮।।

হে দ্বিজবরগণ ! তারপর শুভ মুহূর্তে শুভলগ্নে দক্ষ আপন কন্যা সতীকে হৃষ্টচিত্তে শম্ভুর হস্তে সম্প্রদান করলেন।। ১৭।। তখন বৃষভধ্বজ

মহাদেবও হৃষ্টচিত্তে বিবাহের বিধি অনুসারে সেই অতীব সুন্দর তনুধারিণী দাক্ষায়ণীর পাণিগ্রহণ করলেন।। ১৮।।

ব্রহ্মাথ নারদাদ্যাশ্চ মুনয়ঃ সামগীতিভিঃ।
ঋচা যজুর্ভিঃ সুশ্রাব্যৈস্তোষয়ামাসুরীশ্বরম্।।১৯।।
বাদ্যং চক্রুর্গণাঃ সর্বে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ সসৃজুর্মেঘা গগনসঙ্গতাঃ।। ২০।।
অথ শম্ভুমুপাগত্য গরুড়েনাতিবেগিনা।
সার্ধং কমলয়া চেদমুবাচ গরুড়ধ্বজঃ।। ২১।।

ব্রহ্মা এবং নারদাদি মুনিগণ সুখশ্রাব্য সাম, ঋক্ ও যজুর্বেদের সঙ্গীত দ্বারা মহেশ্বরকে পরম প্রীত করলেন।। ১৯।। শিবের অনুচরগণ নানাপ্রকার বাদ্য বাজাতে লাগলেন, অপ্সরাগণ নৃত্যরতা হলেন এবং গগনমণ্ডল থেকে মেঘেরা পুষ্পবৃষ্টি করতে আরম্ভ করল।। ২০।। অতঃপর, তীব্র বেগবান গরুড়ে আরোহণ ক'রে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু লক্ষ্মীসহ শম্ভুসকাশে আগমন ক'রে এই কথা বললেন -।। ২১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

স্নিগ্ধনীলাঞ্জনশ্যামশোভয়া শোভসে হর।
দাক্ষায়ণ্যা যথা চাহং প্রাতিলোম্যেন পদ্ময়া।। ২২।।
কুরু ত্বমনয়া সার্ধং রক্ষাং দেবস্য বা নৃণাম্।। ২৩।।

শ্রীভগবান্ বললেন — হে হর ! আমি যেরূপ লক্ষ্মীর সঙ্গে শোভালাভ করছি তুমিও তেমনই স্নিগ্ধ নীল অঞ্জনের ন্যায় শ্যামশোভাশালিনী

দাক্ষায়ণীর সঙ্গে শোভাযুক্ত হয়ে বিরাজমান হয়েছ[26]।। ২২।। তুমি এই দেবীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেবতা ও মনুষ্যগণকে রক্ষা কর।। ২৩।।

অনয়া সহ সংসারসারিণাং মঙ্গলং সদা।
কুরু দস্যূন্ যথাযোগ্যং হনিষ্যসি চ শঙ্কর।। ২৪।।
য এবৈনাং সাভিলাষো দৃষ্ট্বা শ্রুত্বাথবা ভবেৎ।
তং হনিষ্যসি ভূতেশ নাত্র কার্যা বিচারণা।। ২৫।।

তুমি তাঁর সহযোগে সংসারীদের সর্বদা মঙ্গলসাধন কর। হে শঙ্কর ! তুমি তাঁর সহযোগিতায় দস্যুগণকে যথাযথভাবে সংহার করবে।। ২৪।। যে পুরুষ তাঁকে দেখে বা তাঁর কথা শুনে তাঁর প্রতি কামাসক্ত হবে তুমি তাকে কোনরকম বিচার বিবেচনা ব্যতিরেকেই হত্যা করবে।। ২৫।।

---

26. বিষ্ণু এখানে উভয় দম্পতির বর্ণবৈপরীত্যের কথা বলেছেন। বিষ্ণুর গাত্র ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের। কিন্তু লক্ষ্মী চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ গৌরবর্ণা। আবার মহাদবের গাত্রবর্ণ তুষারশুভ্র কিন্তু সতী স্নিগ্ধ নীল অঞ্জনের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। বিষ্ণুর বক্তব্য হল যে তাঁদের দুই দম্পতির মধ্যে বর্ণবৈপরীত্য ঘটেছে। তাই তিনি মহাদেবকে বলছেন যে তিনি এবং লক্ষ্মী যেমন জগতে পরম শোভাসম্পন্ন হয়ে বিরাজ করছেন তেমনই সতী ও শঙ্করও এই বর্ণ বৈপরীত্যসহই সংসারে অতুলনীয় শোভাসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন। আসলে মহাদেব যেমন অতি গম্ভীর প্রকৃতির, বিষ্ণু কিন্তু তার কিঞ্চিৎ বিপরীত। তিনি একটু মধুর চটুল স্বভাবের। তিনি শিবের বিবাহের আসরে শিবের সঙ্গে নানাভাবে কিঞ্চৎ লঘু মধুর চটুলতাসহকারে ব্যবহার করেছেন (রামচরিত মানস গ্রন্থে এই বিষয়ের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে)। এখানেও তিনি হাল্কা হাস্যরস সহকারে ভোলা মহেশ্বরকে যেন একটু মৃদু খোঁচা দিয়ে তাঁর হাস্যরসপ্রবণ বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবমস্ত্বিতি সর্বজ্ঞঃ প্রোবাচ পরমেশ্বরম্।
প্রহৃষ্টমানসং প্রীত্যা প্রসন্নবদনো দ্বিজাঃ।। ২৬।।
অথ ব্রহ্মা তদা দৃষ্ট্বা দক্ষজাং চারুহাসিনীম্।
স্মরাবিষ্টমনা বক্ত্রং বীক্ষাঞ্চক্রে তদীয়কম্।। ২৭।।

মার্কণ্ডেয় বললেন— হে ব্রাহ্মণগণ ! সর্বজ্ঞ মহাদেব প্রসন্নমনে প্রীতিভরে পরমেশ্বর ভগবান্ নারায়ণকে বললেন— "তাই হবে"।। ২৬।। অনন্তর চারুহাসিনী দক্ষকন্যাকে দর্শন ক'রে ব্রহ্মা কামাসক্ত হয়ে তাঁর মুখ অবলোকন করতে লাগলেন।। ২৭।।

মুহুর্মুহুস্তদা ব্রহ্মা পশ্যতি স্ম সতীমুখম্।
তদেন্দ্রিয়বিকারঞ্চ প্রাপ্তবানবশঃ পুনঃ।। ২৮।।
অথ তস্য পপাতাশু তেজো ভূমৌ দ্বিজোত্তমাঃ।
তজ্জলদ্দহনাভাসং মুনীনাং পুরস্তদা।। ২৯।।

এইভাবে ব্রহ্মা যখন সতীর মুখের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করছিলেন তখন তার শরীর অবশ হয়ে উঠল এবং তিনি ইন্দ্রিয়বিকারগ্রস্ত হলেন।। ২৮।। হে দ্বিজোত্তমগণ ! তখন ব্রহ্মার শরীর হতে জ্বলন্ত অগ্নির ক্ষমতাসম্পন্ন তেজোরাশি নির্গত হয়ে মুনিগণের সমক্ষেই ভূতলে পতিত হল।। ২৯।।

ততস্তস্মাৎ সমভবংস্তোয়দাঃ শব্দসংযুতাঃ।
সম্বর্তশ্চ তথাবর্তঃ পুষ্করো দ্রোণ এব চ।
গর্জন্তশ্চাথ মুঞ্চন্তস্তোয়ানি দ্বিজসত্তমাঃ।। ৩০।।
তৈস্তু সঞ্ছাদিতে ব্যোম্নি তেষু গর্জৎসু শঙ্করঃ।
পশ্যন্ দাক্ষায়ণীং দেবীং ভৃশং কামেন মোহিতঃ।। ৩১।।

হে দ্বিজবরগণ ! তারপর সেই ভূপাতিত তেজোরাশি থেকে সম্বর্ত, আবর্ত, পুষ্কর ও দ্রোণনামে বারিবর্ষণরত ঘোর গর্জনকারী চারিটি মেঘের সৃষ্টি হল।। ৩০।। সেই মেঘ চতুষ্টয় আকাশে সঞ্চারিত হয়ে ঘোর গর্জন আরম্ভ করলে শঙ্কর দাক্ষায়ণীদেবীকে দেখে অতীব কামমোহিত হয়ে পড়লেন।। ৩১।।

মোহিতোঽপ্যথ কামেন তদা বিষ্ণুবচঃ স্মরন্।
ইয়েষ হন্তুং ব্রহ্মাণং শূলমুদ্যম্য শঙ্করঃ।। ৩২।।

তখন শঙ্কর কামমোহিত হলেও বিষ্ণুর "যে পুরুষ তাঁকে (সতীকে) দেখে বা তাঁর কথা শুনে তাঁর প্রতি কামাসক্ত হবে তুমি তাকে কোনরকম বিচার বিবেচনা ব্যতিরেকেই হত্যা করবে" এই বাক্য স্মরণ ক'রে শূল উত্তোলিত ক'রে ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হলেন।। ৩২।।

শম্ভুনোদ্যমিতে শূলে বিধিং হন্তুং দ্বিজোত্তমাঃ।
মরীচিনারদাদ্যাস্তে চক্রুর্হাহাকৃতিং তদা।। ৩৩।।
দক্ষো মৈবং মৈবমিতি পাণিমুদ্যম্য শঙ্কিতঃ।
বারয়ামাস ভূতেশং ক্ষিপ্রমেব পুরোগতঃ।। ৩৪।।
অথাগ্রে মিলিতং বীক্ষ্য তদা দক্ষং মহেশ্বরঃ।
প্রত্যুবাচাপ্রিয়মিদং স্মারয়ন্ বৈষ্ণবীং গিরম্।। ৩৫।।

শম্ভু শূল উত্তোলিত ক'রে ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত হলে মরীচি, নারদ প্রমুখ দ্বিজবরগণ হাহাকার করতে আরম্ভ করলেন।। ৩৩।। দক্ষও শঙ্কিত হৃদয়ে দ্রুত সম্মুখে উপস্থিত হয়ে হস্ত উত্তোলিত ক'রে ' না, না এ কার্য করবেন না; করবেন না' এই ব'লে ভূতনাথকে নিবৃত্ত করার জন্য সচেষ্ট হলেন।। ৩৪।। অনন্তর দক্ষকে সম্মুখে দেখে মহেশ্বর তাঁকে বিষ্ণুর বাক্য স্মরণ করাতে করাতে এই অপ্রিয় বাক্য বললেন -।। ৩৫।।

ঈশ্বর উবাচ

নারায়ণেন বিপ্রেন্দ্র যদিদানীমুদীরিতম্।
ময়াপ্যঙ্গীকৃতং কর্তুং তদিহৈব প্রজাপতে।। ৩৬।।
এনাং যঃ সাভিলাষঃ সন্ বীক্ষ্যতে তং হনিষ্যসি।
ইতি বাচন্তু সফলামেনং হত্বা করোম্যহম্।। ৩৭।।
সাভিলাষঃ কথং ব্রহ্মা সতীং সমবলোকয়ৎ।
অভবত্ত্যক্ততেজাস্তু ততো হন্মি কৃতাগসম্।। ৩৮।।

ঈশ্বর বললেন — হে বিপ্রবর দক্ষ প্রজাপতি ! নারায়ণ আমাকে এখানে এখনই যে কথা বললেন আমি তাই করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি।। ৩৬।। "যে পুরুষ তাঁকে (সতীকে) দেখে বা তাঁর কথা শুনে অভিলাষ করবে তুমি তাকে কোনরকম বিচার বিবেচনা ব্যতিরেকেই হত্যা করবে" বিষ্ণুর এই বাক্য সফল করার জন্য আমি ব্রহ্মাকে বধ করব।। ৩৭।। সতীকে দেখে ব্রহ্মা কেন অভিলাষাযুক্ত হয়ে স্বীয় তেজ নির্গত করল ? এইজন্য এই পাপকর্মকারীকে আমি অবশ্যই বধ করব।। ৩৮।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

তমেবংবাদিনং বিষ্ণুঃ ক্ষিপ্রং ভূত্বা পুরঃসরঃ।
ইদমূচে বারয়ংস্তং হন্তুং সর্বজগৎপ্রভুঃ।। ৩৯।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — মহাদেব যখন এই কথা বলছেন তখন সর্বজগৎপ্রভু বিষ্ণু তাঁর সমক্ষে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ব্রহ্মহত্যা করতে নিষেধ করলেন।। ৩৯।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ন হনিষ্যসি ভূতেশ স্রষ্টারং জগতাং বরম্।
অনেনৈব সতী ভার্যা ভবদর্থে প্রকল্পিতা।। ৪০।।
প্রজাঃ স্রষ্টুময়ং শম্ভো প্রাদুর্ভূতশ্চতুর্মুখঃ।
অস্মিন্ হতে জগৎস্রষ্টা নাস্তন্যঃ প্রাকৃতোঽধুনা।। ৪১।।

শ্রীভগবান্ বললেন — হে ভূতনাথ ! ইনি জগৎশ্রেষ্ঠ ও জগতের স্রষ্টা। তাঁকে বধ কোরো না। ইনিই সতীকে তোমার ভার্যারূপে প্রস্তুত করেছেন।। ৪০।। হে শম্ভু ! এই চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই উৎপন্ন হয়েছেন। ইনি নিহত হলে জগৎসৃষ্টি করতে পারেন এমন প্রাকৃতপুরুষ এখন আর নাই।। ৪১।।

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকর্মাণি করিষ্যামঃ কথং পুনঃ।
অনেনাপি ময়া চৈব ভবতা চ সমঞ্জসম্।। ৪২।।
একস্মিন্নিহতেঽমীষু কস্তৎ কর্ম করিষ্যতি।
তস্মান্ন বধ্যো ভবতা বিধাতা বৃষভধ্বজ।। ৪৩।।

ব্রহ্ম, আমি এবং তুমি — এই তিনজনে বারম্বার সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশ করি। তার মধ্যে সামঞ্জস্য মত কোন কাজ ব্রহ্মা করেন, কোন কাজ আমি করি এবং কোন কাজ তুমি কর।। ৪২ আর এই তিনজনের মধ্যে যদি একজনের বিনাশ হয়ে যায় তাহলে তার জন্য নির্ধারিত কর্মটি কে করবে ? সেইজন্য হে বৃষভধ্বজ ! বিধাতা ব্রহ্মাকে তোমার বধ করা সঙ্গত নয়।। ৪৩।।

ঈশ্বর উবাচ

প্রতিজ্ঞাং পুরয়িষ্যামি হত্বৈব চতুরাননম্।
অহমেব প্রজাঃ স্রক্ষ্যে স্থাবরাণি চরাণি চ।। ৪৪।।
অন্যং স্রক্ষ্যে বিধাতারমথবাহং স্বতেজসা।
স এব সৃষ্টিকর্তা স্যাৎ সর্বদা মদনুজ্ঞয়া।। ৪৫।।
হত্বৈনং বিধিমেবাহং প্রতিজ্ঞাং পালয়ন্ বিভো।
স্রষ্টারমেকং স্রক্ষ্যামি ন বারয় চতুর্ভুজ।। ৪৬ ।।

ঈশ্বর বললেন —এই চতুরাননকে হত্যা ক'রে আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করব। আর যদি সৃষ্টিকর্তার অভাব ঘটে তাহলে আমিই চরাচরে প্রজা সৃষ্টি করব।। ৪৪।। অথবা আমিই আমার নিজস্ব তেজ থেকে অন্য বিধাতা সৃষ্টি করব। সেই বিধাতাই সর্বদা আমার আদেশানুসারে সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করবেন।। ৪৫।। বিভু ! আমি এই বিধাতাকে বিনাশ ক'রে আমার প্রতিজ্ঞা পালন করব। হে চতুর্ভুজ ! এই কার্য থেকে আমাকে বিরত করবে না।। ৪৬।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা গিরিশস্য চতুর্ভুজঃ।
স্মিতপ্রসন্নবদনঃ পুনর্মৈবেমিতীরয়ন্।। ৪৭।।
প্রতিজ্ঞাপূরণং কর্তুং যোগ্যমাত্মনি নো ভবেৎ।
ইত্যুবাচাভিবদনমীশ্বরস্য দ্বিজোত্তমাঃ।। ৪৮।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — হে চতুর্ভুজ ! গিরিশের এই বাক্য শ্রবণ ক'রে বিষ্ণু পুনরায় সহাস্য বদনে মহাদেবকে বললেন — এ কাজ করবে না।।

৪৭।। হে দ্বিজোত্তমগণ ! তিনি ঈশ্বরকে বললেন — তোমার নিজের উপরেই তোমার ঐ প্রতিজ্ঞা পূরণ করা সমীচীন নয়।। ৪৮।।

ততঃ পুনঃ শম্ভুরূচে কথমাত্মা বিধির্মম।
লক্ষ্যতে ভিন্ন এবায়ং প্রত্যেক্ষেণাগ্রতঃ স্থিতঃ।। ৪৯।।
অথ প্রহস্য ভগবান্ মুনীনাং পুরতস্তদা।
ইদমূচে মহাদেবং তোষয়ন্ গরুড়ধ্বজঃ।। ৫০।।

তখন শম্ভু পুনরায় বললেন — ব্রহ্মা কিভাবে আমার আত্মা হল ? এই বিধাতা আমার সম্মুখে প্রত্যক্ষত ভিন্নরূপেই বিরাজ করছেন।। ৪৯।। তখন গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বিষ্ণু সহাস্যমুখে মহাদেবের সন্তুষ্টিবিধান ক'রে মহাদেবকে এই কথা বললেন।। ৫০।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ন ব্রহ্মা ভবতো ভিন্নো ন শম্ভুর্বহ্মণস্তথা।
ন চাহং যুবয়োর্ভিন্নোঽভিন্নত্বং সদাতনম্।। ৫১।।
প্রধানস্যাপ্রধানস্য ভাগাভাগস্বরূপিণঃ।
জ্যোতির্ময়স্য ভাগো মে যুবামেকোঽহমংশকঃ।। ৫২।।

শ্রীভগবান্ বললেন — ব্রহ্মা তোমার থেকে ভিন্ন নন, তুমিও ব্রহ্মার থেকে ভিন্ন নও। আমিও তোমাদের উভয়ের থেকে ভিন্ন নই। আমাদের তিনজনেরই আত্মা চিরকালই অভিন্ন।। ৫১।। তোমরা দুইজন আমারই প্রধান অপ্রধান, খণ্ড অখণ্ড, সাকার নিরাকার দুই ভাগস্বরূপে বিরাজমান আর আমি অপর একভাগরূপে অবস্থিত।। ৫২।।

কস্ত্বং কোঽহঞ্চ কো ব্রহ্মা মমৈব পরমাত্মনঃ।
অংশত্রয়মিদং ভিন্নং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।। ৫৩।।
চিন্তয়স্বাত্মনাত্মানং সংস্তবং কুরু চাত্মনি।
একত্বং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠশম্ভুনাং হৃদ্গতং কুরু।। ৫৪।।

কে তুমি ? কে আমি ? কে ব্রহ্মা ? সকলেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের কারণস্বরূপ আমারই পরমাত্মস্বরূপের তিন অংশ।। ৫৩।। তুমি আপনমনে আত্মচিন্তন কর, নিজের আত্মারই স্তুতি কর এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ যে অভিন্ন সেই সত্যটিকে হৃদয়ে গভীরভাবে স্থাপন কর।। ৫৪।।

শিরোগ্রীবাদিভেদেন যথৈকস্যৈব ধর্মিণঃ।
অঙ্গানি মে তথৈকস্য ভাগত্রয়মিদং হর।। ৫৫।।
যজ্জ্যোতিরগ্র্যং স্বপরপ্রকাশং
কূটস্থমব্যক্তমনন্তরূপম্।
নিত্যঞ্চ দীর্ঘাদিবিশেষণাদৈ-
র্হীনং পরং তচ্চ বয়ং ন ভিন্নাঃ।। ৫৬।।

যেমন মাথা, গলা প্রভৃতি যেরূপ একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সেইরকমই নামভেদে আমাদের এই তিনজন সকলেই আমারই দেহের তিন অংশ।। ৫৫।। যিনি জ্যোতির মধ্যে অগ্রগণ্য, যিনি স্বয়ংপ্রকাশ, যিনি কূটস্থ, অব্যক্ত, অনন্তরূপ, যিনি দীর্ঘ-হ্রস্বের ভেদজ্ঞানরহিত আমরা সেই পরাৎপর পরমজ্যোতি শাশ্বত সত্ত্বারই প্রতিভূ - আমরা কেউ ভিন্ন নই।। ৫৬।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মহাদেবো বিমোহিতঃ।
জানন্ স চাপ্যভিন্নত্বং সদ্বিস্মৃত্যান্যচিন্তনাৎ।। ৫৭।।

পুনঃ পপ্রচ্ছ গোবিন্দমনন্যত্বং ত্রিভেদিনাম্।
ব্রহ্মবিষ্ণুত্র্যম্বকানামেকস্য চ বিশেষকম্।। ৫৮।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — এই কথা শ্রবণ ক'রে মহাদেব বিমোহিত হলেন। যদিও তিনি এই তত্ত্ব সম্যকভাবে অবগত ছিলেন তথাপি তিনি অনন্যচিন্তায় (সতীর চিন্তায়) এমনই বিভোর ছিলেন যে তিনি এই বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছিলেন।। ৫৭।। সেইজন্য তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নতার তত্ত্ব এবং তাঁদের প্রত্যেকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে জানার জন্য গোবিন্দকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন।। ৫৮।।

ততো নারায়ণঃ পৃষ্টঃ কথয়ামাস শম্ভবে।
অনন্যত্বং ত্রিদেবানামেকত্বঞ্চ ব্যদর্শয়ৎ।। ৫৯।।
শ্রুত্বা ততো বিষ্ণুমুখাব্জকোশা-
দনন্যতা বিষ্ণুবিধীশতত্ত্বে।
দৃষ্ট্বা স্বরূপঞ্চ জঘান নৈনং
বিধিং মৃড়ঃ পুষ্পমধুপ্রকাশম্।। ৬০।।

শম্ভু যখন নারায়ণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন তখন ভগবান্ বিষ্ণু বিশেষরূপে ব্রহ্মা-বিষ্ণু- মহেশ্বর এই দেবতা ত্রয়ের অভিন্নতা ও একত্ব বিষয়ের বর্ণনা করলেন।। ৫৯।। তখন ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রীমুখকমলকোষ থেকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের তাত্ত্বিক অভিন্নতা এবং এবং ব্রহ্মার স্বরূপ বিষয় অবগত হয়ে মহাদেব প্রীত হলেন এবং পুষ্পমধুর ন্যায় উজ্জ্বল আরক্তবর্ণ ব্রহ্মাকে বধ করার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত হলেন।। ৬০।।

।। কালিকাপুরাণে ত্রিদেবের একত্বপ্রতিপাদন নামক
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রিদেবের অনন্যতাপ্রতিপাদন

ঋষয়ঃ উচুঃ

অনন্যত্বং ত্রিদেবানাং যজ্জগাদ জনার্দনঃ।
শম্ভবে তদ্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামো দ্বিজসত্তম।। ১।।
একত্বং দর্শয়ামাস কথং বা গরুড়ধ্বজঃ।
তৎ সমাচক্ষ্ব বিপ্রেন্দ্র পরং কৌতুহলং হি নঃ।। ২।।

ঋষিগণ বললেন — হে দ্বিজবর ! শম্ভুর নিকট ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নতা বিষয়ে জনার্দন যে বর্ণনা করেছিলেন আমরা তা সবিশেষ শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি।। ১।। আর কিভাবেই বা গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু তিন দেবতার একত্ব বর্ণনা করলেন সেই সমুদয় বিষয় জানার জন্য আমরা উৎসুক। আপনি আমাদের নিকট সেই বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করুন।। ২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

শৃণুধ্বং মুনয়ো গুহ্যং পরমং প্রযতং পরম্।
ত্রিদেবানামনন্যত্বং তথৈবৈকত্বদর্শনম্।। ৩।।
হরেণ পৃষ্টো গোবিন্দস্তং সমাভাষ্য সাদরম্।
ইদমাহ মুনিশ্রেষ্ঠা অভিন্নপ্রতিপাদকম্।। ৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন— হে মুনিগণ ! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই তিন দেবতার অনন্যতা ও একত্ব বিষয়ক পরমপবিত্র ও পরম গোপনীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।। ৩।। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শিব এই প্রশ্ন করলে গোবিন্দ তাঁকে সাদরে সম্ভাষণ ক'রে ত্রিদেবের অভিন্নতা বিষয়ক বর্ণনা আরম্ভ করলেন।। ৪।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইদং তমোময়ং সর্বমাসীদ্ভুবনবর্জিতম্।
অপ্রজ্ঞাতমলক্ষ্যঞ্চ প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ।। ৫।।
ন দিবারাত্রিভাগোঽত্র নাকাশং ন চ কাশ্যপী।
ন জ্যোতির্ন জলং বায়ুর্নান্যৎ কিঞ্চন সংস্থিতম্।। ৬।।

সৃষ্টির প্রারম্ভে জগৎ প্রপঞ্চের সমস্ত কিছুই অন্ধকারময় ছিল, ভুবনসমূহের কোনই অস্তিত্ব ছিল না। সমস্ত কিছুই তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, অলক্ষ্য ও নিদ্রাগতের ন্যায় অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল।। ৫।। তখন না ছিল দিন বা রাত্রি, না ছিল আকাশ বা পৃথিবী, না ছিল জ্যোতিঃ, জল বা বায়ু। এক কথায় অন্য কোন কিছুই ছিল না।। ৬।।

একমাসীৎ পরং ব্রহ্ম সূক্ষ্মং নিত্যমতীন্দ্রিয়ম্।
অব্যক্তং জ্ঞানরূপেণ দ্বৈতহীনবিশেষণম্।। ৭।।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব নিত্যৌ দ্বৌ সর্বসংহিতৌ।
স্থিতঃ কালোঽপি ভূতেশ জগৎকারণমেককম্।। ৮।।

তখন একমাত্র সূক্ষ্ম, শাশ্বত, অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত, জ্ঞানময়, অদ্বয়, শোকহর্ষাদি দ্বন্দ্বরহিত পরমাত্মা পরব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন।। ৭।।

এতদ্ব্যতীতও সেই সময় সনাতন দুই তত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষ একাকার হয়ে বিরাজিত ছিল তথা তখন জগৎকারণ কালও বিদ্যমান ছিল।। ৮।।

যদেকং পরমব্রহ্ম তৎস্বরূপাপরং হর।
রূপত্রয়মিদং নিত্যং তস্যৈব জগতঃ পতেঃ।। ৯।।
কালো নামাপরং রূপমনাদ্যং তত্তু কারণম্।
সর্বেষামেব ভূতানামবচ্ছেদেন সঙ্গতঃ।। ১০।।

হে মহেশ্বর ! আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে যে রূপত্রয় তা প্রকৃতপক্ষে সেই এক জগদীশ্বর পরব্রহ্মের রূপেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ সামগ্রিকভাবে তাঁরই সনাতন রূপ।। ৯।। সেই পরব্রহ্মের 'কাল' নামে অনাদি অনন্ত শাশ্বত অপর একটি রূপ আছে যা সর্বজীবের বিনাশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।। ১০।।

ততস্তৎ স্বপ্রকাশেন ভাস্বদ্রূপং প্রকাশতে।
পুরা সৃষ্ট্যর্থমতুলং ক্ষোভয়ন্ প্রকৃতিং স্বয়ম্।। ১১।।
সংক্ষুব্ধায়াস্তু প্রকৃতৌ মহত্তত্ত্বমজায়ত।
মহত্তত্ত্বাত্ততঃ পশ্চাদহঙ্কারস্ত্রিধাভবৎ।। ১২।।

---

25. শাস্ত্রে বলা হয়েছে অগ্নি তিন প্রকার। অমরকোষে এই তিন প্রকার অগ্নির নাম বলা হয়েছে যথাক্রমে দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি এবং আহবনীয় অগ্নি — "দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।" এই তিনপ্রকার অগ্নিকে 'ত্রেতৃ' বলা হয় — "অগ্নিত্রয়মিদং ত্রেতা।" দক্ষিণদিকের অগ্নিকে দক্ষিণাগ্নি (দক্ষিণস্যাঃ দিশো অগ্নির্দক্ষিণাগ্নিঃ), গৃহপতি অর্থাৎ গৃহস্বামীর সহিত নিত্য সম্বন্ধে যে অগ্নি তাকে গার্হপত্য অগ্নি (গৃহপতিসংযুক্তো গার্হপত্যোঽগ্নিঃ) এবং গার্হপত্য থেকে উদ্ধৃত ক'রে হোমের জন্য যার সংস্কার করা হয় তাকে আহবনীয় অগ্নি (তদ্যোনিরাহবনীয়ঃ হোতব্যোঽগ্নিঃ) বলা হয়। আচার্য, পিতা ও মাতা এই অগ্নিত্রয়স্বরূপ।

প্রাচীনকালে জগৎসৃষ্টির মানসে প্রকৃতিকে বিক্ষোভিত ক'রে সেই পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশক শক্তিবলে অনুপম ভাস্বররূপে প্রকাশিত হন।। ১১।। প্রকৃতি সংক্ষুব্ধ হলে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হল এবং এই মহত্তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার অহঙ্কার।। ১২।।

অহঙ্কারে তু সঞ্জাতে শব্দতন্মাত্রতস্ততঃ।
আকাশমসৃজদ্বিষ্ণুরনন্তং মূর্তিবর্জিতম্।। ১৩।।
ততস্তু রসতন্মাত্রাদপঃ সৃষ্ট্বা মহেশ্বরঃ।
নিরাধারঃ স্বয়ং দধ্রে তাস্তদা নিজমায়য়া।। ১৪।।

অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন হল পঞ্চতন্মাত্র[27]। তারপর শব্দতন্মাত্র থেকে ভগবান্ বিষ্ণু নিরাকার অনন্ত আকাশ সৃষ্টি করলেন।। ১৩।। হে মহেশ্বর! তারপর তিনি রসতন্মাত্র থেকে নিরাধার জল সৃষ্টি করলেন এবং সেই জলরাশিকে স্বীয় মায়াবলে তিনি নিজেই ধারণ করলেন।। ১৪।।

ততস্ত্রিগুণসাম্যেন সংস্থিতাং প্রকৃতিং প্রভুঃ।
পুনঃ সঙ্ক্ষোভয়ামাস সৃষ্ট্যর্থং পরমেশ্বরঃ।। ১৫।।
ততঃ সা প্রকৃতিস্তাসু বীজং ত্রিগুণভাগবৎ।
অপ্সু সংসর্জয়ামাস জগদ্বীজং নিরাকুলম্।। ১৬।।

তারপর পরমেশ্বর পরব্রহ্ম সত্ত্ব, রজ ও তম গুণত্রের সাম্যের দ্বারা সৃষ্টির জন্য স্থির প্রকৃতিকে বিক্ষোভিত করলেন।। ১৫।। তারপর সেই

27. চক্ষু, কর্ণ, জিহবা, নাসিকা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় যথা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের প্রত্যেকটিকে তন্মাত্র বলা হয়।

সংক্ষোভিত প্রকৃতি সংসারের আদিবীজস্বরূপ ত্রিগুণময় জগদ্বীজকে শান্তভাবে সেই কারণবারিতে স্থাপন করলেন।। ১৬।।

তদ্ধি বৃদ্ধং ক্রমেণৈব হৈমমণ্ডমভূন্মহৎ।
জগ্রাহাপঃ সমস্তাস্তা গর্ভ এব তদণ্ডকম্।। ১৭।।
অপ্সু স্থিতাসু হৈমাণ্ডগর্ভে বিষ্ণুস্তদণ্ডকম্।
তয়ৈব মায়য়া দধ্রে ব্রহ্মাণ্ডমতুলং পুনঃ।। ১৮।
বারিণা বহ্নিভিশ্চৈব বায়ুভির্নভসা তথা।
বহিস্তদণ্ডকং ছন্নং সর্বপার্শ্বে সমন্ততঃ।। ১৯।।

ক্রমে ক্রমে সেই বীজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এক সুবিশাল সুবর্ণের অণ্ডে পরিণত হল এবং সেই অণ্ড সমগ্র জলরাশিকে তার নিজের গর্ভমধ্যে মধ্যে ধারণ করল।। ১৭।। তারপর সেই সমগ্র জলরাশি যখন সেই সুবর্ণ-অণ্ডমধ্যে (যাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়) প্রবেশ করল তখন পরমেশ্বর বিষ্ণু নিজের মায়াবলে সেই অতুলনীয় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধারণ করলেন।। ১৮।। সেই অণ্ড বাহির ও সর্বদিক থেকে জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ দ্বারা বেষ্টিত ছিল।। ১৯।।

সপ্তসাগরমানেন তথা নদ্যাদিমানতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তোয়ং তদন্যত্তু বহির্গতম্।। ২০।।
তদন্তঃ স্বয়মেবাসৌ বিষ্ণুর্বহ্মস্বরূপধৃক্।
দৈবং বর্ষমুষিত্বৈব প্রবিভেদ তদণ্ডকম্।। ২১।।
তস্মাৎ সমভবন্মেরুরুৎপন্নোঽস্মিন্ মহেশ্বর।
জরায়ুঃ পর্বতা জাতা সমুদ্রাঃ সপ্ত তজ্জলাৎ।। ২২।।

সাত সমুদ্র, নদী ইত্যাদির জন্য আবশ্যক জল ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে

ধারণ করার পর অবশিষ্ট অতিরিক্ত জল বাইরে নির্গত হয়ে গেল।। ২০।। তারপর পরব্রহ্ম বিষ্ণুরূপে এক দিব্যবর্ষ (৩৬০ মানববর্ষের সমান) ব্যাপী সেইস্থানে বাস ক'রে সেই অণ্ড ভেদ করলেন।। ২১।। হে মহেশ্বর ! সেখান থেকে জরায়ুরূপ সুমেরু ও অন্যান্য পর্বতসমূহ উৎপন্ন হল এবং তাদের অভ্যন্তরে অবস্থিত জল থেকে সপ্তসমুদ্র উৎপন্ন হল।। ২২।।

তন্মধ্যে গন্ধতন্মাত্রাৎ পৃথিবী সমজায়ত।
ঈশ্বরেণ প্রকৃত্যা চ যোজিতা ত্রিগুণাত্মিক।। ২৩।।
প্রাগেব পর্বতাদিভ্যঃ সমুৎপন্না বসুন্ধরা।
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসংযোগাদ্দৃঢ়া ভূতা তু সা ভৃশম্। ২৪।।

তারপর সেই সপ্তসমুদ্রমধ্যে অবস্থিত ঈশ্বরের দ্বারা প্রকৃতির নিয়োজিত গন্ধতন্মাত্র থেকে সৃষ্টি হল ত্রিগুণাত্মিকা পৃথিবী।। ২৩।। বসুন্ধরার সৃষ্টি হয়েছিল পর্বতাদি সৃষ্টির পূর্বে। ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের সংযোগে সেই বসুন্ধরা দৃঢ়াকৃতি হয়ে গেল।। ২৪।।

তস্যামেব স্থিতো ব্রহ্মা সর্বলোকগুরুঃ স্বয়ম্।। ২৫।।
যদা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থো ব্রহ্মা ব্যক্তো ন চাভবৎ।
তদৈব রূপতন্মাত্রাত্তেজঃ সম্যগজায়ত।। ২৬।।
বায়ুস্তু স্পর্শতন্মাত্রাৎ প্রকৃত্যা বিনিয়োজিতাৎ।
বভূব সর্বভূতানাং প্রাণভূতঃ সমন্ততঃ।। ২৭।।

সেই ত্রিগুণাত্মিকা পৃথিবীতে অবস্থান গ্রহণ করেন সর্বলোকগুরু ব্রহ্মা।। ২৫।। সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মা যখন ব্যক্ত হননি তখন রূপতন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয় তেজ।। ২৬।। প্রকৃতির দ্বারা

নিয়োজিত স্পর্শতন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয়েছিল সর্বভূতের জীবনস্বরূপ বায়ু।। ২৭।।

অদ্ভিস্তেজোভিরতুলৈর্বায়ুভির্নভসা তথা।
অন্তর্বহিস্তদণ্ডস্য ব্যাপ্তমন্যত্তু গর্ভগম্।। ২৮।।
ততো ব্রহ্মশরীরন্তু ত্রিধা চক্রে মহেশ্বরঃ।
প্রধানেচ্ছাবশাচ্ছম্ভো ত্রিগুণত্রিগুণীকৃতম্।। ২৯।।

জল, অতুলনীয় অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ সেই গর্ভস্থ অণ্ডের অভ্যন্তর ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং অন্য সমস্ত কিছুই অণ্ডের গর্ভে সমাহিত ছিল।। ২৮।। হে মহেশ্বর ! অতঃপর ব্রহ্মা প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে ত্রিগুণাত্মক স্বীয় শরীরকে তিন ভাগে বিভক্ত করলেন। হে শম্ভু ! সেই তিনভাগে বিভক্ত শরীর সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণময় হল।। ২৯।।

তদূর্ধ্বভাগঃ সঞ্জাতশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
পদ্মকেশরগৌরাঙ্গকায়ো ব্রাহ্মো মহেশ্বর।। ৩০।।
তন্মধ্যভাগো নীলাঙ্গ একবক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণিঃ কায়ঃ সবৈষ্ণবঃ।। ৩১।।
অভবত্তদধোভাগঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
স্ফটিকাভ্রসমঃ শুক্লঃ সকায়শ্চন্দ্রশেখরঃ।। ৩২।।

হে মহেশ্বর ! পরব্রহ্মের সেই শরীরের উপরিভাগ চতুর্ভুজ, চতুর্মুখ, পদ্মের কেশরের ন্যায় গৌরবর্ণ শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপে প্রকট হল।। ৩০।। তার মধ্যভাগ নীলাঙ্গ, একটি মুখ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুশরীর স্বরূপ হল।। ৩১।। তার নিম্নভাগ পাঁচটি মুখ ও চারটি হাতবিশিষ্ট স্ফটিকের ন্যায় শুক্লবর্ণ চন্দ্রশেখর শিবস্বরূপে প্রতিভাত হল।। ৩২।।

ইতস্ততো ব্রহ্মকায়ে সৃষ্টিশক্তিং ন্যযোজয়ৎ।
স্বয়মেবাভবৎ স্রষ্টা ব্রহ্মরূপেণ লোকভৃৎ।। ৩৩।।
স্থিতিশক্তিং নিজাং মায়াং প্রকৃত্যাখ্যাং ন্যযোজয়ৎ।
মহেশো বৈষ্ণবে কায়ে জ্ঞানশক্তিং নিজাং তথা।। ৩৪।।

অতঃপর পরমেশ্বর ব্রহ্মার শরীরে সৃষ্টিশক্তি নিয়োজিত ক'রে জগৎপালক ব্রহ্মের রূপ ধারণপূর্বক নিজেই সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা পালন করলেন।। ৩৩।। হে মহেশ্বর ! পরমেশ্বর তখন বিষ্ণুর শরীরে স্থিতিশক্তিরূপী নিজ মায়া প্রকৃতি ও নিজের জ্ঞানশক্তি নিয়োজিত করলেন।। ৩৪।।

স্থিতিকর্তাভবদ্বিষ্ণুরহমেব মহেশ্বরঃ।
সর্বশক্তিনিয়োগেন সদা তদ্রূপতা মম।
অন্তশক্তিং তথা কায়ে শাম্ভবে স ন্যযোজয়ৎ।। ৩৫।।
অন্তকর্তাভবচ্ছম্ভুঃ স এব পরমেশ্বরঃ।
ততস্ত্রিষু শরীরেষু স্বয়মেব প্রকাশতে।। ৩৬।।

হে মহেশ্বর ! এইভাবে পরমেশ্বর আমার রূপে স্থিতিকর্তা হলেন এবং সমস্ত ক্ষমতা আমার মধ্যে আরোপিত করার কারণে আমি তাঁরই স্বরূপে জগতে বিদ্যমান। আর সংহার করার শক্তি তিনি শম্ভুর শরীরে নিয়োজিত করলেন।। ৩৫।। ফলে সেই একই পরমেশ্বর শম্ভুরূপে জগতের সংহারকর্তা হলেন। তখন থেকেই একই পরমেশ্বর একই সঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটি শরীরেই স্বয়ং প্রকাশিত হলেন।। ৩৬।।

জ্ঞানরূপং পরং জ্যোতিরনাদির্ভগবান্ প্রভুঃ।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদেক এব মহেশ্বরঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেতি সংজ্ঞামাপ পৃথক্ পৃথক্। ৩৭।।
অতস্ত্বঞ্চ বিধাতা চ তথাহমপি ন পৃথক্।
এবং শরীরং রূপঞ্চ জ্ঞানমস্মাকমন্তরম্।। ৩৮।।

সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ পরম জ্যোতির্ময় অনাদি প্রভু ভগবানই এই তিন শরীরে বিদ্যমান। তিনি একাই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিনটি কার্য সম্পাদন করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়েছেন।। ৩৭।। সেই কারণে আমাদের তিনজনের শরীর, রূপ এবং জ্ঞানের মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও তুমি, ব্রহ্মা ও আমি ভিন্ন নই।। ৩৮।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
হর্ষোৎফুল্লমুখঃ প্রোচে পুনরেব জনার্দনম্।। ৩৯।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — অমিততেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণুর এই কথা শ্রবণ ক'রে মহাদেব হর্ষোৎফুল্ল বদনে পুনরায় জনার্দনকে বললেন -।। ৩৯।।

ঈশ্বর উবাচ

এক এব মহেশশ্চ জ্যোতীরূপো নিরঞ্জনঃ।
কা বা মায়াথ কঃ কালঃ কা বা প্রকৃতিরুচ্যতে।। ৪০।।

কে পুমাংসস্ততো ভিন্না ভিন্নাশ্চেৎ কথমেকতা।
তন্মে বদস্ব গোবিন্দ তৎপ্রভাবং যথাগতম্।। ৪১।।

ঈশ্বর বললেন — যদি জ্যোতির্ময় নিরঞ্জন পরমেশ্বর এবং মহেশ একই হন তাহলে মায়া কে, কাল কে আর প্রকৃতিই বা কাকে বলে ?।। ৪০।। হে গোবিন্দ ! আর পুরুষ (জীবাত্মা) কে ? তিনি কি পরমেশ্বর থেকে ভিন্ন ? যদি ভিন্নই হন তাহলে তাঁদের মধ্যে একত্ব বিদ্যমান থাকে কিভাবে ? সুতরাং আমাকে সেই সমস্ত বিষয় বিশদে বল এবং পরমেশ্বরের যথাযথ প্রভাব সম্পর্কে আমাকে অবহিত কর।। ৪১।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ত্বমেব পশ্যসি সদা ধ্যানস্থঃ পরমেশ্বরম্।
আত্মন্যাত্মস্বরূপং তজ্জ্যোতীরূপং সদক্ষরম্।। ৪২।।
মায়াঞ্চ প্রকৃতিং কালং পুরুষঞ্চ স্বয়ং বিভো।
জ্ঞাতা ত্বং ধ্যানযোগেন তস্মাদ্ধ্যানপরো ভব।। ৪৩।।

শ্রীভগবান্ বললেন — তুমিই ধ্যানস্থ হয়ে নিজের অন্তরের মধ্যেই সেই আত্মস্বরূপ, জ্যোতিরূপ, অবিনাশী পরমেশ্বরকে দর্শন ক'রে থাক।। ৪২।। হে বিভু ! তুমি নিজেই ধ্যানযোগ অবলম্বন ক'রে মায়া, প্রকৃতি, কাল, পুরুষ এই সমস্ত বিষয়েই সম্যকরূপে জানতে পার। সেইজন্য তুমি ধ্যানযোগ অবলম্বন কর।। ৪৩।।

মায়য়া মোহিতো যস্মাদধুনা ত্বস্মদীয়য়া।
ততো বিস্মৃত্য পরমং জ্যোতির্হি বনিতারতঃ।। ৪৪।।

অধুনা কোপযুক্তস্ত্বং বিস্মৃত্যাত্মানমাত্মনি।
মাং পৃচ্ছসি প্রকৃত্যাদিরূপাণি প্রমথাধিপ।। ৪৫।।

এখন তুমি আমার মায়ার দ্বারা মোহিত হওয়ার কারণে পরম জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মাকে বিস্মৃত হয়ে বনিতারত (স্ত্রীতে আসক্ত) হয়েছ।। ৪৪।। এখন তুমি কোপযুক্ত হয়ে নিজেই নিজেকে বিস্মৃত হয়ে আমার নিকট থেকে প্রকৃতির স্বরূপ বিষয়ে জানতে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ।। ৪৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততস্তত্র মহাদেবঃ শ্রুত্বা বাক্যং সুনিশ্চিতম্।
মুনীনাং পশ্যতাং যোগযুক্তো ধ্যানপরোঽভবৎ।। ৪৬।।
আসাদ্য বন্ধং পর্যঙ্কং নির্নিমীলিতলোচনঃ।
আত্মানশ্চিন্তয়ামাস তদাত্মনি মহেশ্বরঃ।। ৪৭।।

তখন বিষ্ণুর এই সুনিশ্চিত বাক্য শ্রবণ ক'রে মহাদেব মুনিগণের সমক্ষে যোগযুক্ত হয়ে ধ্যানস্থ হলেন।। ৪৬।। মহেশ্বর বদ্ধপর্য্যঙ্ক আসনে (বীরাসনে) উপবিষ্ট হয়ে অপলক নয়নে নিজ আত্মাতে আত্মস্বরূপের চিন্তনে মগ্ন হলেন।। ৪৭।।

পরং চিন্তয়তস্তস্য শরীরং বিভবৌ শুভম্।
তেজোভিরুজ্জ্বলং দ্রষ্টুং ন শেকুর্মুনয়স্তদা।। ৪৮।।

এইরূপে তিনি যখন পরব্রহ্মের চিন্তায় ধ্যানস্থ হয়েছিলেন তখন তাঁর শুভ্রতনু এক অদ্ভুত তেজোরাশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুনিগণও তাঁর

সেই অদ্ভুত তেজসমন্বিত শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত:৬ করতে পারছিলেন না।। ৪৮।।

তৎক্ষণাৎ ধ্যানযুক্তশ্চ শম্ভুঃ স বিষ্ণুমায়য়া।
পরিত্যক্তোঽতি বিবভৌ তপস্তেজোভিরুজ্জ্বলম্।। ৪৯।।
যে যে গণাস্তদা তস্থুঃ সেবয়া শঙ্করান্তিকে।
ন তেঽপি বীক্ষিতুং শেকুঃ শঙ্করং বা দিবাকরম্।। ৫০।।

যে মুহূর্তেই শম্ভু ধ্যানযুক্ত হলেন তখনই বিষ্ণুমায়া তাঁকে পরিত্যাগ করলেন এবং তখন মহাদেব তপস্যার জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে অতীব জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠলেন।। ৪৯।। শঙ্করের যে সমস্ত অনুচরগণ তাঁর সেবা করার নিমিত্ত তাঁর সন্নিকটে উপস্থিত ছিলেন তারাও বিচার ক'রে ঠিক ক'রে উঠতে ব্যর্থ হল যে তিনি শঙ্কর না সূর্য।। ৫০।।

স্বয়মেব তদা বিষ্ণুঃ সমাধিমনসো ভৃশম্।
প্রবিবেশ শরীরান্তর্জ্যোতীরূপেণ ধূর্জটেঃ।। ৫১।।
প্রবিশ্য তস্য জঠরে যথা সৃষ্টিক্রমঃ পুরা।
তথৈব দর্শয়ামাস স্বয়ং নারায়ণোঽব্যয়ঃ।। ৫২।।

তখন স্বয়ং বিষ্ণুই গভীর সমাধিতে লীন ধূর্জটির দেহের অভ্যন্তরে জ্যোতীরূপে প্রবেশ করলেন।। ৫১।। অতঃপর অবিনাশী নারায়ণ স্বয়ং মহাদেবের জঠরে প্রবেশ ক'রে প্রাচীনকালে যেভাবে সৃষ্টিক্রম চলেছিল তা তিনি মহাদেবকে দেখালেন।। ৫২।।

ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মঞ্চ ন বিশেষণগোচরম্।
নিত্যানন্দং নিরানন্দমেকং শুদ্ধমতীন্দ্রিয়ম্।। ৫৩।।

অদৃশ্যং সর্বদ্রষ্টারং নির্গুণং পরমং পদম্।
পরমাত্মানমানন্দং জগৎকারণকারণম্।। ৫৪।।
প্রথমং দদৃশে শম্ভুরাত্মানং তৎস্বরূপিণম্।
তত্র প্রবিষ্টমনসা বহির্জ্ঞানবিবর্জিতঃ।। ৫৫।।

তিনি শঙ্করকে তাঁর যে স্বরূপ দর্শন করালেন তা স্থূলও নয় আবার সূক্ষ্মও নয়, কোনপ্রকার বিশেষণের অতীত, সদা আনন্দময়, আবার আনন্দরহিতও, শুদ্ধ, অতীন্দ্রিয় (৫৩), অদৃশ্য হলেও সর্বদ্রষ্টা, সত্ত্ব-রজ-তমোগুণবর্জিত, সকলের পরমাশ্রয়, সদানন্দময় পরমাত্মা, জগৎ সৃষ্টির কারণ (৫৪)। ধ্যানে লীন বাহ্যজ্ঞানশূন্য শম্ভু তদ্গতচিত্তে প্রথম তাঁরই স্বরূপ দর্শন করলেন।। ৫৫।।

তস্যৈব রূপং প্রকৃতিং সৃষ্ট্যর্থে ভিন্নতাং গতাম্।
দদর্শ তস্যৈবাভ্যাসে পৃথগ্ভূতামিবৈকিকাম্।। ৫৬।।
পুরুষাংশ্চ দদর্শাসৌ যথৈব বসতস্ততঃ।
অগ্নেরিব কণাৎ স্থূলাদজস্রং দ্বিজসত্তমাঃ।। ৫৭।।

তিনি দেখলেন যে প্রকৃতি তাঁরই স্বরূপ, কেবল সৃষ্টির জন্যই তা ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিদৃশ্যমান হয়েছে। তিনি দেখলেন যে প্রকৃতি যদিও এক তথাপি তিনি পরব্রহ্মের সমীপে পৃথকরূপে প্রতীয়মান।। ৫৬।। হে দ্বিজবরগণ ! তিনি দেখলেন যে স্থূল অগ্নির মধ্যে যেভাবে অগণিত সূক্ষ্ম স্ফুলিঙ্গ বিচরণ করে, পরমেশ্বরের মধ্যে পুরুষসমূহও ঠিক সেইভাবেই নিবাস করে।। ৫৭।।

তদেব কালরূপেণাভাসতে চ মুহুর্মুহুঃ।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তযোগানামবচ্ছেদেন কারণম্।। ৫৮।।

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব কালোঽপি চ মুহুর্মুহুঃ।
অভিন্নান্ ভাষমাণাংশ্চ সর্গার্থে ভিন্নতাং গতান্।। ৫৯।।

তিনি অনন্ত কালরূপে সদা প্রকাশমান। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ।। ৫৮।। প্রকৃতি, পুরুষ, কাল সকলই পরমেশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন তবে সৃষ্টির জন্য ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন।। ৫৯।।

পৃথগ্‌ভূতান্‌ভিন্নাংশ্চ দদৃশে চেন্দুশেখরঃ।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।। ৬০।।
সপ্রধানস্বরূপেণ কালরূপেণ ভাসতে।
তথা পুরুষরূপেণ সংসারার্থং প্রবর্ততে।। ৬১।।

ইন্দুশেখর আরও দেখলেন যে ভিন্ন ভিন্নরূপে দৃশ্যমান সেই সমস্ত বস্তুই আবার অভিন্নরূপে বিদ্যমান এবং এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত ইহজগতে অপর কোন কিছুই নাই।। ৬০।। সেই ব্রহ্মই কালরূপে প্রকাশিত হন এবং পুরুষরূপে সংসারে প্রবৃত্ত হন।। ৬১।।

ভোগার্থং প্রাণিনাং শশ্বচ্ছরীরে চ প্রবর্ততে।
সৈব মায়া যা প্রকৃতিঃ সা মোহয়তি শঙ্করম্।। ৬২।।
হরিং তথা বিরিঞ্চিঞ্চ তথৈবান্যজনুর্ভবান্।
মায়াখ্যা প্রকৃতির্জাতা জন্তুং সম্মোহয়ত্যপি।। ৬৩।।

তিনি শাশ্বত হয়েও ভোগের নিমিত্ত প্রাণিগণের শরীরে অধিষ্ঠান করেন। তিনিই মায়া বা প্রকৃতি, তিনিই ভগবান্ শঙ্করকে মোহিত করেন।। ৬২।। তিনিই মায়ারূপে হরি তথা ব্রহ্মা এবং অন্যান্য প্রাণিগণকেও সম্মোহিত করেন।। ৬৩।।

সা স্ত্রীরূপেণ চ সদা লক্ষ্মীভূতা হরেঃ প্রিয়া।
সা সাবিত্রী রতিঃ সন্ধ্যা সা সতী সৈব বীরিণী।। ৬৪।।
বুদ্ধিরূপা স্বয়ং দেবী চণ্ডিকেতি চ গীয়তে।
ইতি স্বয়ং দদর্শাশু ধ্যানমার্গগতো হরঃ।। ৬৫।।

তিনিই স্ত্রীরূপে হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী, তিনি সাবিত্রী, তিনি রতি, সন্ধ্যা, তিনিই সতী, তিনিই সতীজননী বীরিণী।। ৬৪।। তিনিই স্বয়ং বুদ্ধিরূপা, মানুষ দেবী চণ্ডিকা নামে তাঁর কীর্তন করে। স্বয়ং মহাদেব ধ্যানাবস্থিত হয়ে এই সমস্ত দর্শন করলেন।। ৬৫।।

মহদাদিপ্রভেদেন তথা সৃষ্টিক্রমং স্বয়ম্।
দর্শয়িত্বা হরিঃ কালং প্রকৃতিং পুরুষাংস্তথা।
তথান্যদ্দর্শয়ামাস তচ্ছরীরং দ্বিজোত্তমাঃ।। ৬৬।।

হে দ্বিজোত্তমগণ ! ভগবান্ বিষ্ণু মহাদেবকে মহত্তত্ত্ব [28] আদি ভেদে সৃষ্টিক্রমকে দর্শন করানোর পরে তিনি কাল, প্রকৃতি এবং পুরুষসমূহকে দর্শন করালেন। তারপর তিনি তাঁর অন্যপ্রকার শরীর সমূহও দর্শন করালেন।। ৬৬।।

।। কালিকাপুরাণে ত্রিদেবের অনন্যতাপ্রতিপাদন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

---

28. মহত্তত্ত্ব হল এই সৃষ্টির কারণ। মহত্তত্ত্ব না থাকলে এই জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি হত না। শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণে (৩। ৫।২৭) মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে — "ততোঽভবন্ মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিত" অর্থাৎ কালের প্রেরণায় মায়া নামক প্রকৃতিশক্তি থেকে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। মহত্তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন হয় সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনপ্রকার গুণ। সাংখ্যদর্শন অনুসারে মহত্তত্ত্ব শব্দের অর্থ হল বুদ্ধি। প্রত্যেক আত্মা বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। বুদ্ধি আট প্রকার যথা ধর্ম, অধর্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, আসক্তি, ঐশ্বর্য এবং অনৈশ্বর্য। জীবাত্মা তার বুদ্ধির স্বরূপ অনুযায়ী সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনপ্রকার বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
হরকোপ-উপশমন

হরকোপ-উপশমন

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততো ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং দর্শয়ামাস শম্ভবে।
ববৃধে তোয়োরাশিস্থং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ যথা পুরা।। ১।।
তন্মধ্যে পদ্মগর্ভাভং ব্রহ্মাণঞ্চ জগৎপতিম্।
জ্যোতীরূপং প্রকাশার্থং সৃষ্ট্যর্থঞ্চ পৃথগ্‌গতম্।। ২।।

অতঃপর, ভগবান্ বিষ্ণু শম্ভুকে ব্রহ্মাণ্ডসংস্থান দর্শন করালেন। সেই ব্রহ্মাণ্ড প্রাচীনকালে জলরাশিমধ্যে অবস্থিত হয়ে ধীরে ধীরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।। ১।। সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশিত কিন্তু সৃষ্টিরচনার জন্য পৃথকরূপ কমলগর্ভতুল্য আভাযুক্ত জগৎপতি ব্রহ্মাকে মহাদেব দর্শন করলেন।। ২।।

শরীরিণঞ্চ দদৃশে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতং মুহুঃ।
চতুর্ভুজং প্রকাশান্তং জ্যোতির্ভিঃ কমলাসনম্।। ৩।।
তত্রৈব চ ত্রিধাভূতং বপুর্ব্রাহ্ম্যং দদর্শ সঃ।
ঊর্ধমধ্যান্তভাগৈশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।। ৪।।

সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি শরীরধারী চতুর্ভুজ জ্যোতির্ময় কমলাসন ব্রহ্মাকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করলেন।। ৩।। তিনি দেখলেন যে সেই ব্রহ্মমূর্তি তিনভাগে বিভক্ত। সেই ত্রিধাবিভক্ত ব্রহ্মমূর্তির ঊর্ধভাগ ব্রহ্মার, মধ্যভাগ বিষ্ণুর এবং অন্তভাগ মহেশের স্বরূপযুক্ত।। ৪৪।।

যথোর্ধভাগো বপুষো ব্রহ্মত্বমগমত্তদা।
মধ্যং যথা বিষ্ণুভূতং দদর্শান্তস্য শম্ভুতাম্।। ৫।।
একমেব শরীরন্তু ত্রিধাভূতং মুহুর্মুহুঃ।। ৬।।
হরো দদর্শ স্বে গর্ভে তথা সর্বমিদং জগৎ।
কদাচিদ্বৈষ্ণবং কায়ং ব্রাহ্মে কায়ে লয়ং ব্রজেৎ।। ৭।।

তারপর মহাদেব অবলোকন করলেন কিভাবে সেই ব্রহ্মশরীর তিনভাগে বিভক্ত হয়ে ঊর্ধভাগ ব্রহ্মার, মধ্যভাগ বিষ্ণুর ও নিম্নভাগ মহেশ্বরের আকার ধারণ করল।। ৫।। এইভাবে সেই একটিই শরীর পুনঃ পুনঃ তিনভাগে বিভক্ত হতে থাকল।। ৬।। মহাদেব তাঁর নিজের অভ্যন্তরেই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চকে দর্শন করলেন। তিনি দেখলেন যে কখনও বিষ্ণুর শরীর ব্রহ্মের শরীরে লীন হয়ে গেল।। ৭।।

ব্রাহ্মং তথা বৈষ্ণবে চ শাম্ভবে বৈষ্ণবং তথা।
শাম্ভবং বৈষ্ণবে কায়ে ব্রাহ্মং বাপ্যথ শাম্ভবে।। ৮।।
গচ্ছন্তং লীনতাং শম্ভুরেকতাঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
দদর্শ বামদেবোঽপি ভিন্নঞ্চাপ্যপৃথগ্গতম্।। ৯।।
পরমাত্মনি গচ্ছন্তং লীনতাং তদ্বপুঃ স্বয়ম্।। ১০।।

কখনও ব্রহ্মার শরীর বিষ্ণুর শরীরে, কখনও শম্ভুর শরীর বিষ্ণুর শরীরে, কখনও বিষ্ণুর শরীর শম্ভুর শরীরে আবার কখনও শম্ভুর শরীর

ব্রহ্মদেবের শরীরে মিশে গেল।। ৮।। এইরূপে পরস্পরের শরীর পরস্পরের শরীরে পুনঃ পুনঃ লয়প্রাপ্ত হতে থাকল। বামদেব আবার দেখলেন যে সেই অভিন্ন শরীর পুনরায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।। ৯।। পুনরায় সেই দেহ পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে গেল।। ১০।।

তন্মধ্যে পৃথিবীং শম্ভুর্দদর্শ বিততাং জলে।
মহাপর্বতসঙ্ঘাতৈর্বিরলং স্থগিতান্নতঃ।
পুনর্দদর্শ ব্রহ্মাণং কুর্বন্তং স্বর্গমাদিতঃ।
আত্মাননঞ্চ পৃথগ্‌ভূতং বিষ্ণুঞ্চ গরুড়াসনম্‌।। ১১।।

শম্ভু সেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বিরল পর্বতমালাশোভিত অনন্ত জলরাশি পরিবেষ্টিত পৃথিবীকে দেখলেন। পুনরায় তিনি দেখলেন যে সেখানে ব্রহ্মা যেন সেই প্রারম্ভকাল থেকেই সমস্ত সৃষ্টিকার্যে রত, আর প্রত্যক্ষ করলেন গরুড় আসনে বিরাজমান বিষ্ণুকে ও স্বয়ং নিজেকে এবং তাঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন শরীরে বিরাজমান।। ১১।।

দক্ষং প্রজাপতিং তত্র তথৈব চ নিজান্‌ গণান্‌।
মরীচ্যাদীন্‌ দশ তথা বীরিণীঞ্চ তথা সতীম্‌।। ১২।।
সন্ধ্যাং রতিঞ্চ কন্দর্পং শৃঙ্গারং সবসন্তকম্‌।
হাবান্‌ ভাবাংস্তথা মারান্‌ ঋষীন্‌ দেবান্‌ মরুদ্গণান্‌।। ১৩।।
মেঘাংশ্চ চন্দ্রং সূর্যঞ্চ বৃক্ষান্‌ বল্লীস্তৃণানি চ।
সিদ্ধান্‌ বিদ্যাধরান্‌ যক্ষান্‌ রাক্ষসান্‌ কিন্নরাংস্তথা।। ১৪।।

তিনি দেখলেন যে সেখানে বিদ্যমান দক্ষ প্রজাপতি, নিজ অনুচরগণ, মরীচি প্রমুখ ব্রহ্মার দশ মানসপুত্রগণ, সতীর জননী বীরিণী এবং সতী।। ১২।।

তিনি সেখানে সন্ধ্যা, রতি, কাম, শৃঙ্গার, বসন্ত, হাব ও ভাবসমূহ, মারগণ, ঋষিগণ, দেবগণ ও মরুৎগণকে দেখলেন।। ১৩।। তিনি দেখলেন মেঘসমূহ, চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর প্রভৃতিকে।। ১৪।।

মানুষাংশ্চ ভুজঙ্গাংশ্চ গ্রাহান্মৎস্যাংশ্চ কচ্ছপান্।
উল্কানির্ঘাতকেতূংশ্চ কৃমিকীটপতঙ্গকান১৫।।
কাঞ্চিদ্দদর্শ বনিতাং দ্বন্দ্বভাবং প্রকুর্বতীম্।
উৎপন্নমুৎপদ্যন্তঞ্চ বিপদ্যন্তঞ্চ কঞ্চন।। ১৬।।

মহাদেব দেখলেন মনুষ্য, সর্প, গ্রহ, মৎস্য, কচ্ছপ, উল্কা, নির্ঘাত (প্রবল বায়ুর পরস্পরের সংঘাতজনিত শব্দ), ধূমকেতু, কৃমি, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি।। ১৫।। তিনি দেখলেন যে কোনও কোনও বনিতা মিথুনভাবসংযুক্তা, কেউ কেউ উৎপন্ন হয়েছে কেউ কেউ উৎপন্নপ্রায়, কারও কারও বা মৃত্যু আসন্ন।। ১৬।।

হসতো রমতঃ কাংশ্চিৎ কাশ্চিদ্বিলপতস্তথা।
ধাবতশ্চাপরাঞ্ছম্ভোর্দদর্শ পরমেশ্বরঃ।। ১৭।।
দিব্যালঙ্কারসংছন্না মালা চন্দনচর্চিতাঃ।
বীক্ষাঞ্চ চক্রিরে কেচিচ্ছম্ভুনা ক্রীড়িতা মুহুঃ।। ১৮।।

পরমেশ্বর মহাদেব দেখলেন যে কেউ হাসছে, কেউ আবার ক্রীড়া করছে, কেউ বিলাপ করছে, কেউ বা ছুটছে।। ১৭।। শঙ্কর দেখলেন যে কেউ কেউ দিব্যলঙ্কারবিভূষিত মালাচন্দনচর্চিত হয়ে নিরন্তর ক্রীড়ারত।। ১৮।।

স্তুবন্তঃ প্রস্তুবন্তশ্চ শম্ভুং বিষ্ণুং তথা বিধিম্।
কেচিদ্দদৃশিরে তেন মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।। ১৯।।
তপাংসি চরতঃ কেচিন্নদীতীরে তপোবনে।
স্বাধ্যায়বেদনিরতাঃ পাঠয়ন্তশ্চ কেচন।। ২০।।

কিছু তপোধন মুনি , ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের নামাদি কীর্তন ও তাঁদের স্তব করছেন।। ১৯।। শিব দেখলেন যে কেউ কেউ নদীতটে তপোবনে তপস্যায় রত, কেউ আবার স্বাধ্যায়, বেদ অধ্যয় বা বেদাধ্যাপনে রত।। ২০।।

তথৈব সাগরাঃ সপ্ত নদ্যো দেবসরাংসি চ।
তথৈব পর্বতস্থোঽসৌ দদৃশে শম্ভুনা স্বয়ম্।। ২১।।
মায়ালক্ষ্মীস্বরূপেণ হরিং সম্মোহয়ৎ পরম্।
সতীরূপা তথাত্মানাং মোহয়ন্তীতি শঙ্করঃ।। ২২।।
সত্যা সার্ধং স্বয়ং রেমে কৈলাসে মেরুপর্বতে।
মন্দরে দেববিপিনে শৃঙ্গাররসসেবিতে।। ২৩।।

তখন সপ্ত সাগর, নদী, দেবসরোবর সকল শম্ভুর দৃষ্টিগোচর হল। আর তিনি দেখলেন যে তিনি নিজে পর্বতের উপরে আসীন হয়ে আছেন।। ২১।। তিনি দেখলেন যে মায়াদেবী লক্ষ্মীরূপে হরিকে এবং সতীরূপে শঙ্কররূপী স্বয়ং তাঁকে মোহিত করছেন।। ২২।। তিনি দেখলেন যে তিনি যেন সতীর সঙ্গে কৈলাস, সুমেরু ও মন্দর পর্বতে শৃঙ্গাররসপূর্ণ দেবোদ্যানে বিহার করছেন।। ২৩।।

সতীদেহং তথা ত্যক্ত্বা জাতা হিমবতঃ সুতা।
যথা প্রাপ পুনস্তাস্তু যথা চৈবান্ধকো হতঃ।। ২৪।।
কার্তিকেয়ঃ সমুৎপন্নো যথাহংস্তারকাহ্বয়ম্।
তৎসর্বং বিস্তরাৎ সম্যগ্ দদর্শ বৃষভধ্বজঃ।। ২৫।।

যেরূপ সতী দেহত্যাগ ক'রে হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলেন, তারপর আবার তাঁকে লাভ করলেন, যেভাবে অন্ধকাসুর নিহত হল, যেরূপে কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করলেন, তিনি যেরূপে তারকাসুরকে বধ করলেন সেই সমস্তই ভবিষ্যতের ঘটনা হলেও সেই সমস্তই বৃষভধ্বজ মহাদেব সবিস্তারে দেখতে পেলেন।। ২৪-২৫।।

হিরণ্যকশিপুর্জঘ্নে নরসিংহস্বরূপিণা।
যথা হতঃ কালনেমির্হিরণ্যাক্ষো যথা হতঃ।। ২৬।।
বিষ্ণুনা যাদৃশং যুদ্ধং দানবৌঘৈঃ পুরা কৃতম্।
যথা যে যে চ নিহতাস্তৎ সর্বং দৃষ্টবান্ হরঃ।। ২৭।।

বিষ্ণু যেভাবে নরসিংহ রূপ ধারণ ক'রে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেন, যেরূপে তিনি কালনেমি ও হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন, তিনি পুরাকালে দানবদের সঙ্গে যেভাবে যুদ্ধ করেছিলেন এবং যেরূপে যে যে দৈত্যগণকে সংহার করেছিলেন সেগুলি ভবিষ্যতের ঘটনা হলেও তিনি সেই সমুদায়ই দেখতে পেলেন।। ২৬-২৭।।

জগৎপ্রপঞ্চান্ ব্রহ্মাদীন্নক্ষত্রগ্রহমানুষান্।
সিদ্ধবিদ্যাধরাদীংশ্চ দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা পৃথক্ পৃথক্।। ২৮।।

আত্মানং তান্ সংহরন্তং দদৃশে শম্ভুরীশ্বরঃ।
সংহারান্তে দদর্শাসৌ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্।। ২৯।।
শূন্যং সমভবৎ সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্।। ৩০।।

ব্রহ্মা থেকে সিদ্ধ, বিদ্যাধর, মনুষ্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি পর্যন্ত জগৎপ্রপঞ্চের সমস্ত কিছুকেই মহাদেব ভিন্ন ভিন্নরূপে দেখলেন।। ২৮।। তারপর তিনি লক্ষ্য করলেন যে তিনি নিজে সমস্ত কিছুই সংহারে রত হয়েছেন এবং তাঁর সেই সংহারকার্যের শেষে কেবলমাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনজন অবশিষ্ট আছেন এবং বাকী চরাচর জগৎ সম্পূর্ণ শূন্য।। ২৯-৩০।।

শূন্যে জগতি সর্বস্মিন্ ব্রহ্মা বিষ্ণুশরীরগঃ।
লীনঃ শম্ভুশ্চ তস্যৈব শরীরং প্রবিবেশ হ।। ৩১।।
একমেব দদর্শাসৌ বিষ্ণুমব্যক্তরূপিণম্।
নান্যৎ কিঞ্চিদ্দদর্শাসৌ তদা বিষ্ণুমৃতে হরঃ।। ৩২।।

তারপর সম্পূর্ণ জগৎ যখন শূন্যে পরিণত হল তখন বিষ্ণুর শরীরে ব্রহ্মা লীন হয়ে গেলেন এবং শম্ভুও সেই বিষ্ণুদেহেই প্রবেশ করলেন।।৩১।। তখন তিনি কেবলমাত্র অব্যক্তরূপে বিষ্ণুকেই দেখতে পেলেন এবং এছাড়া আর কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টিগোচর হল না।। ৩২।।

অথ বিষ্ণুশ্চ দদৃশে লয়ত্বং পরমাত্মনি।
ভাসমানং পরং তত্ত্বে জ্যোতীরূপে সনাতনে।। ৩৩।।
ততো জ্ঞানময়ং নিত্যমানন্দং ব্রহ্মণঃ পরম্।
কেবলং জ্ঞানগম্যঞ্চ দদর্শান্যন্ন কিঞ্চন।। ৩৪।।

অনন্তর তিনি দেখলেন যে বিষ্ণুও পরম জ্যোতির্ময়, সনাতন, পরমতত্ত্ব পরমাত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন।। ৩৩।। তারপর তিনি কেবলমাত্র নিত্য জ্ঞানময়, পরমানন্দময়, জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞেয় পরব্রহ্মকে অবলোকন করলেন। এছাড়া আর অপর কোনকিছুই তাঁর দৃষ্টিগোচর হল না।। ৩৪।।

একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ জগতঃ পরমাত্মনি।
দদর্শ স্বশরীরান্তঃ সর্গস্থিত্যন্তসংযমান্।। ৩৫।।
প্রকাশং পরমাত্মানং শান্তং নিত্যমতীন্দ্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম দদর্শান্যন্ন কিঞ্চন।। ৩৬।।

শম্ভু তাঁর নিজ শরীরের মধ্যে পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের একত্ব ও পৃথকত্ব এবং জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ লক্ষ্য করলেন।। ৩৫।। তখন শম্ভু স্বয়ংপ্রকাশ, শান্ত, সনাতন, অতীন্দ্রিয়, এক এবং অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরব্রহ্মকেই দেখতে পেলেন, আর অপর কোনকিছুই তাঁর দৃষ্টিগোচর হল না।। ৩৬।।

কো বা বিষ্ণুর্হরঃ কো বা ব্রহ্মা কিমিদং জগৎ।
ইতি ভেদো ন জগৃহে শম্ভুনা পরমাত্মনা।। ৩৭।।
এবং সম্পশ্যতস্তস্য শরীরাভ্যন্তরাদ্বহিঃ।
নিঃসসারাথ মায়াপি প্রবিবেশ বৃষধ্বজম্।। ৩৮।।
অনন্যত্বং পৃথক্ত্বঞ্চ দর্শয়িত্বা জনার্দনঃ।
শম্ভবে তচ্ছরীরাত্তু বহির্ভূতস্ততো দ্রুতম্।। ৩৯।।

বিষ্ণুই বা কে, ব্রহ্মাই বা কে, এই জগৎ কি — শম্ভু পরমাত্মার মধ্যে

এদের কোন ভিন্নতা নির্ণয় করতে পারলেন না।। ৩৭।। শিব যখন এইসব প্রত্যক্ষ করছিলেন সেই সময় বিষ্ণু তাঁর শরীর থেকে নির্গত হলেন এবং তখন মায়া বৃষধ্বজের শরীরে প্রবেশ করলেন।। ৩৮।। জনার্দন এইভাবে শিবকে ত্রিদেবের একত্ব ও ভিন্নতা প্রদর্শন করার পর তাঁর শরীর থেকে দ্রুত নির্গত হলেন।। ৩৯।।

অথ ত্যক্তসমাধেস্তু হরস্য চলিতাত্মনঃ।
সতীং মনো জগামাশু মোহিতস্য চ মায়য়া।। ৪০।।
ততো মুহুর্হরো বক্ত্রং দাক্ষায়ণ্যা মনোহরম্।
প্রবুদ্ধকমলাকারং বীক্ষাঞ্চক্রে দ্বিজোত্তমাঃ।। ৪১।।

যখন মহাদেব সমাধি ভঙ্গ করলেন তখন তিনি মায়ার প্রভাবে মোহিত হয়ে বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং তাঁর মন সত্ত্বর সতীর প্রতি ধাবিত হল।। ৪০।। হে দ্বিজত্তমগণ ! তখন দাক্ষায়ণীর প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট মনোহর বদনমণ্ডলের প্রতি শিব পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন।। ৪১।।

ততো দক্ষমরীচ্যাদীন্ স্বগণান্ কমলাসনম্।
বিষ্ণুঞ্চ তত্র সংবীক্ষ্য শঙ্করো বিস্মিতোঽভবৎ।। ৪২।।
অথ তং বিস্ময়াবিষ্টং মহাদেবং বৃষধ্বজম্।
স্মিতপ্রফুল্লবদনং হরমাহ জনার্দনঃ।। ৪৩।।

তারপর দক্ষ, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, নিজ অনুচরগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু সকলকে সেখানে দেখে শঙ্কর সাতিশয় বিস্মিত হলেন।। ৪২।। তখন বৃষধ্বজ মহাদেবকে বিস্ময়াবিষ্ট হতে দেখে ঈষৎ হাস্যযুক্ত প্রফুল্লবদনে জনার্দন তাঁকে বললেন -।। ৪৩।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

যদ্ যৎ পৃষ্টং ত্বয়ৈকত্বে ভিন্নতায়াঞ্চ শঙ্কর।
ত্রয়াণামথ দেবানাং তজ্জ্ঞাতমধুনা ত্বয়া।। ৪৪।।
প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব কালো মায়া নিজান্তরে।
ত্বয়া জ্ঞাতা মহাদেব কীদৃশাস্তে চ কে পুনঃ।। ৪৫।।
একং ব্রহ্ম সদা শান্তং নিত্যঞ্চ পরমং মহৎ।
তৎ কথং ভিন্নতাং জাতং দৃষ্টং তৎ কীদৃশং ত্বয়া।। ৪৬।।

শ্রীভগবান্ বললেন — শঙ্কর ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের একত্ব ও ভিন্নতার বিষয়ে তুমি জানতে চেয়েছিলে। এখন তুমি নিশ্চয়ই সেই সমুদায় অবগত হয়েছ।। ৪৪।। হে মহাদেব ! প্রকৃতি, পুরুষ, কাল এবং মায়া — এদের স্বরূপ কি এবং এক ও অদ্বিতীয়, সর্বদা শান্ত, সনাতন, মহৎ ব্রহ্ম কিরূপ এবং তিনি কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হলেন সেই সমস্তই তুমি তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরেই উপলব্ধি করেছ।। ৪৫-৪৬।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি পৃষ্টো ভগবতা ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
জগাদ হরয়ে তথ্যমেতদ্বাক্যং দ্বিজোত্তমাঃ।। ৪৭।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — হে দ্বিজোত্তমগণ ! ভগবান্ বিষ্ণু যখন ভগবান্ বৃষধ্বজকে এই সব প্রশ্ন করলেন তখন মহাদেব তার উত্তরস্বরূপ এই তথ্যপূর্ণ বাক্য বললেন -।।৪৭।।

ঈশ্বর উবাচ

একং শিবং শান্তমনন্তমচ্যুতং
ব্রহ্মাস্তি তস্মান্নহি কিঞ্চিদীদৃশম্।।
তস্মাদভিন্নং সকলং জগদ্ধরেঃ।
কালাদিরূপাণি চ সৃষ্টিহেতুঃ।। ৪৮।।

মহেশ্বর বললেন — হে হরি ! পরম কল্যাণকারী, শান্ত, অনন্ত, একমাত্র অচ্যুত ব্রহ্মাই বিদ্যমান আছেন। তিনি ব্যতীত আর অন্য কিছুই নাই। সমগ্র জগৎ এবং তিনি অভিন্ন। তিনি সৃষ্টিকার্যের জন্যই কালাদি রূপ পরিগ্রহ করেন।। ৪৮।।

সমস্তভূতপ্রভবং নিরঞ্জনং
বয়ঞ্চ তস্যৈব সদাংশরূপিণঃ।
সৃষ্টিস্থিতিং সংযমনং তদীরিতং
রূপত্রয়ং তস্য বিভাতি ভেদতঃ।। ৪৯।।

সেই নির্মল পরব্রহ্ম থেকেই সর্বজীবের উৎপত্তি, আমরা তিনজন তাঁরই অংশস্বরূপ। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য সম্পাদন করার জন্যই তিন প্রকার রূপে প্রকট হন।। ৪৯।।

নাহং ন চ ত্বং হিরণ্যগর্ভো[29]
ন কালরূপং প্রকৃতিং ন চ অন্যম্।

তৎ প্রেরণাং কর্তুমলঞ্চ কিঞ্চি-
দ্বিনাপি রূপং সদপীহ তস্য।। ৫০।।

যদিও আমি, তুমি, ব্রহ্মা, কাল, প্রকৃতি বা অন্য সকলেই তাঁরই অংশ তথাপি তাঁর অনুপ্রেরণা ব্যতীত আমরা কোন কিছুই করতে পারি না।। ৫০।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইতি তত্ত্বং ত্বয়া প্রোক্তং জ্ঞানঞ্চ বৃষভধ্বজ।
তদংশভূতাস্তু বয়ং ব্রহ্মবিষ্ণুপিনাকিনঃ।। ৫১।।
তস্মাৎ ত্বয়া ন বধ্যোঽয়ং বিরিঞ্চিস্তব চেদ্ভবেৎ।
একতা বিদিতা শম্ভো ব্রহ্মবিষ্ণুপিনাকিনাম্।। ৫২।।

শ্রীভগবান্ বললেন — হে বৃষধ্বজ ! তুমি এই যে তত্ত্ব জ্ঞাত হয়েছ এবং যা তুমি বর্ণনা করলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমরা তিনজনই সেই পরম তত্ত্বেরই অংশভূত।। ৫১।। সেইজন্য হে শম্ভু! যদি তোমার অন্তরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের একত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি হয়ে থাকে তাহলে তো ব্রহ্মা আর তোমার পক্ষে বধযোগ্য থাকেন না।। ৫২।।

---

29. ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। হিরণ্য শব্দের অর্থ হল সুবর্ণ বা সোনা। কথিত আছে যে এক সুবর্ণের অণ্ড থেকে তাঁর জন্ম হয়েছিল। সেইজন্য তাঁর নাম হয় হিরণ্যগর্ভ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
ন জঘান মহাদেবো বিধিং দৃষ্ট্বাথ চৈকতাম্।। ৫৩।।
ইতি বঃ কথিতং বিষ্ণুর্যথানন্যত্বমাদিশৎ।
শম্ভবে প্রস্তুতং তদ্বঃ কথয়ামি পুনর্দ্বিজাঃ।। ৫৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — অমিততেজা বিষ্ণুর এই সমস্ত কথা শ্রবণ ক'রে এবং স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের একত্ব দর্শন করার ফলস্বরূপ মহাদেব ব্রহ্মাকে বধ করার সংকল্প ত্যাগ করলেন।। ৫৩।। হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের একত্ব সম্পর্কে বিষ্ণু যেভাবে শম্ভুকে অবগত করেছিলেন আমি তার সমস্তই তোমাদের নিকট বিবৃত করলাম। এখন আমি তোমাদের নিকট শম্ভুর বিষয়ে পরবর্তী উপযুক্ত প্রসঙ্গ বর্ণনা করব।। ৫৪।।

।। কালিকাপুরাণে হরকোপ-উপশমন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

চতুর্দশ অধ্যায়
শিবসতীবিহার

মার্কণ্ডেয় উবাচ

জলদেষ্বথ গর্জৎসু মহাদেবঃ সতীপতিঃ।
বিসৃজ্য বিষ্ণুপ্রভৃতিং জগাম হিমবদ্গিরিম্।। ১।।
আরোপ্য বৃষভে তুঙ্গে সতীমামোদশালিনীম্।
জগাম হিমবৎ প্রস্থং রম্যং কুঞ্জসমন্বিতম্।। ২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — অতঃপর যখন জলধরগণ গর্জন করতে আরম্ভ করল তখন বিষ্ণু প্রমুখকে বিদায় জানিয়ে মহাদেব হিমালয় পর্বতের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।। ১।। রমণীয় কুঞ্জবন শোভিত সুন্দর হিমালয় শিখরে গমনকালে মহাদেব আমোদশালিনী দক্ষকন্যা সতীকে উন্নত বৃষভপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়ে তাঁকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন।। ২।।

অথ সা শঙ্করাভ্যাসে সুদতী চারুহাসিনী।
বিরেজে বৃষভস্থাতি চন্দ্রান্তে কালিকোপমা।। ৩।।
ব্রহ্মাদয়শ্চ তে সর্বে মরীচ্যাদ্যাশ্চ মানসাঃ।
দক্ষোঽপি সর্বে মুদিতা অভবন্ সসুরাসুরাঃ।। ৪।।

তখন সেই সুদশনা চারুহাসিনী দাক্ষায়ণী শিবের নিকটে বৃষভোপরি আসীন হয়ে যেন চন্দ্রের পার্শ্বে নীলবর্ণের মেঘমালার ন্যায় অতীব

শোভাযুক্ত হয়ে বিরাজ করছিলেন।। ৩।। তখন ব্রহ্মাদি সকল দেবতাগণ, মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ, দক্ষ প্রজাপতি, দেবতা ও দানবগণ সকলেই আনন্দিত হলেন।। ৪।।

কেচিচ্ছংঙ্খান্ বাদয়ন্তঃ কেচিত্তালম্বনং গণাঃ।
কেচিদ্ধাস্যং প্রকুর্বন্তো অনুজগ্মুর্বৃষধ্বজম্।। ৫।।
বিসৃষ্টা অপি ব্রহ্মাদ্যাঃ শম্ভুনা পুনরেব তে।
অনুজগ্মুঃ কিয়দ্দূরং মুদা পরময়া যুতাঃ।। ৬।।

অনুচরদের কেউ কেউ শঙ্খধ্বনি সহকারে, কেউ কেউ করতালি সহযোগে এবং কেউ কেউ হাস্যযুক্ত হয়ে শিবের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করছিল।। ৫।। শিব ব্রহ্মাদিকে বিদায় জানালেও তাঁরা পরমানন্দ সহকারে কিছু দূর পর্যন্ত শঙ্করের অনুগমন করলেন।। ৬।।

ততঃ শম্ভুং সমাভাষ্য ব্রহ্মাদ্যা মানসাশ্চ তে।
স্বং স্বং স্থানং তদা জগ্মুঃ স্যন্দনৈরাশুগামিভিঃ।। ৭।।
দেবাশ্চ সর্বে সিদ্ধাশ্চ তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ।
যক্ষবিদ্যাধরাদ্যাশ্চ যে যে তত্র সমাগতাঃ।। ৮।।
তে হরেণ বিসৃষ্টাস্তু গতবন্তো নিজাস্পদম্।
বভূবুরামোদযুতাঃ কৃতদারে বৃষধ্বজে।। ৯।।

তারপর মহাদেবকে সম্ভাষণপূর্বক ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ নিজ নিজ স্থানে গমন করলেন।। ৭।। যে সকল দেবতাগণ, সিদ্ধগণ, অপ্সরাগণ, যক্ষগণ, বিদ্যাধরগণ প্রভৃতি যাঁরাই তাঁর অনুগমন করেছিলেন তাঁরা সকলেই শিব দার পরিগ্রহ করার পর আনন্দ লাভ

করেছিলেন। তাঁরাও শিবের নিকট বিদায় গ্রহণ করার পর আপন আপন স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন।। ৮-৯।।

ততো হরঃ সস্বগণঃ সংস্থানং প্রাপ্য মোদনম্।
কৈলাসং তত্র বৃষভাদবতারয়তি প্রিয়াম্।। ১০।।
ততো বিরুপাক্ষ ইমাং প্রাপ্য দাক্ষায়ণীং গণান্।
স্বীয়ান্ বিসর্জয়ামাস নন্দ্যাদীন্ গিরিকন্দরাৎ।। ১১।।

অতঃপর, মহাদেব তাঁর সমস্ত অনুচরগণ সহিত তাঁর অতি প্রিয় আনন্দদায়ক স্বস্থান কৈলাসে পৌঁছে সতীকে বৃষপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করালেন।। ১০।। তারপর, দাক্ষায়ণীকে পেয়ে মহাদেব গিরিগুহা থেকে নন্দী প্রভৃতি নিজ অনুচরগণকে বিদায় জানালেন।। ১১।।

উবাচ শম্ভুস্তান্ সর্বান্ নন্দ্যাদীনতিসুনৃতম্।। ১২।।
যদাহং বঃ স্মরাম্যত্র স্মরণাচ্চলমানসাঃ।
সমাগমিষ্যথ তদা মৎপার্শ্বং ভোস্তদা তদা।। ১৩।।
ইত্যুক্তে বামদেবেন তে নন্দিভৈরবাদয়ঃ।
মহাকৌষীপ্রপাতায় জগ্মুস্তু হিমবদ্গিরৌ।। ১৪।।
ঈশ্বরোঽপি তয়া সার্ধং তেষু যাতেষু মোহিতঃ।
দাক্ষায়ণ্যা চিরং রেমে রহস্যনুদিনং ভৃশম্। ১৫।।

তাঁর সেই অনুচরগণকে বিদায় দেবার সময় মহাদেব তাঁদেরকে মধুর বচনে বললেন — আমি যখন তোমাদেরকে স্মরণ করব তখন তোমাদের চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দেবে আর তখনই তোমরা আমার সকাশে উপস্থিত হবে।। ১২-১৩।। মহাদেব নন্দী, ভৈরবাদি আপন গণদেরকে

এই কথা বলার পর সেই অনুচরগণ হিমালয় পর্বতের মহাকৌষী প্রপাতের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করল।। ১৪।। তারা সকলে সেইস্থান থেকে প্রস্থান করলে মহাদেব দাক্ষায়ণীর সঙ্গে বহুদিন নিত্য ক্রীড়ারত ছিলেন।। ১৫।।

কদাচিদ্ বন্যপুষ্পানি সমাহৃত্য মনোহরাম্।
মালাং বিধায় সত্যাস্তু হারস্থানে ন্যযোজয়ৎ।। ১৬।।
কদাচিদ্দর্পণে বক্ত্রং বীক্ষন্তীমাত্মনঃ সতীম্।
অনুগম্য হরো বক্ত্রং স্বীয়মপ্যবলোকয়ৎ।। ১৭।।

কখনও কখনও মহাদেব বন থেকে পুষ্প চয়ন ক'রে এনে মালা গেঁথে সতীর জন্য মনোহর কণ্ঠহার নির্মাণ ক'রে দিতেন।। ১৬।। কখনও সতী যখন দর্পণে স্বীয় বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করতেন তখন মহাদেবও পিছনে পিছনে গিয়ে সেই দর্পণে তাঁর নিজের মুখমণ্ডলও অবলোকন করতেন।। ১৭।।

কদাচিৎ কুন্তলাংস্তস্যা উল্লাস্যোল্লাসমাগতঃ।
বধ্নাতি মোচয়ত্যেবং শশ্বৎসম্মার্জয়ত্যপি।। ১৮।।
সরাগৌ চরণাবস্যা যাবকেনোজ্জ্বলেন চ।
নিসর্গরক্তৌ কুরুতে পুরা রাগাদ্ বৃষধ্বজঃ।। ১৯।।

মহাদেব কখনও উল্লাস সহকারে সতীর ঘন কুন্তলরাজি বন্ধন ক'রে দিতেন, কখনও তা আবার উন্মুক্ত ক'রে দিতেন। এইভাবে তিনি নিরন্তর সতীর কেশ পরিচর্যা ক'রে দিতেন।। ১৮।। মহাদেব অনুরাগসহকারে সতীর স্বাভাবিকরূপে আরক্ত চরণযুগল রক্তবর্ণের উজ্জ্বল লাক্ষারসের দ্বারা অনুরঞ্জিত ক'রে দিতেন।। ১৯।।

উচ্চৈরপি যদাখ্যেয়মন্যেষাং পুরতো মুহুঃ।
তৎ কর্ণে কথয়ত্যস্যা হরো স্প্রষ্টুং তদাননম্।। ২০।।
ন দূরমপি গত্বাসৌ সমাগম্য প্রযত্নতঃ।
অনুবধ্নাতি তামক্ষি পৃষ্ঠদেশেঽন্যমানসাম্।। ২১।।

যে সকল কথা অন্যদের সম্মুখে উচ্চ স্বরে বলা যায় মহাদেব নিজ আননের দ্বারা সতীর আনন স্পর্শ করার অভিপ্রায়ে সেই কথা সতীর কানে কানে মৃদুস্বরে বলতেন।। ২০।। কখনও মহাদেব বেশী দূরে না গিয়ে হঠাৎ পশ্চাৎ থেকে চুপি চুপি এসে অন্যমনস্ক সতীর চোখ টিপে ধরতেন।। ২১।।

অন্তর্হিতস্তু তত্রৈব মায়য়া বৃষভধ্বজঃ।
তামালিলিঙ্গ ভীত্যা সা চকিতা ব্যাকুলাভবৎ।। ২২।।
সৌবর্ণপদ্মকলিকাতুল্যে তস্যাঃ কুচদ্বয়ে।
চকার ভ্রমাকারং মৃগনাভিবিশেষকম্।। ২৩।।

কখনও স্বীয় মায়াশক্তির সাহায্যে মহাদেব সেইস্থানেই অদৃশ্য হয়ে সতীকে আলিঙ্গন করতেন যার ফলে সতী চকিত ও ভয়বিহ্বল হয়ে পড়তেন।। ২২।। অপ্রস্ফুটিত সুবর্ণকমলকলিকার ন্যায় সতীর উন্নত কুচযুগলে মহাদেব মৃগনাভি দ্বারা ভ্রমরের আকারে তিলক অঙ্কন করতেন।। ২৩।।

হারমস্যাঃ কুচযুগাদ্বিয়োজ্য সহসা হরঃ।
নিয়োজয়তি তত্রৈব সকরস্পর্শনং মুহুঃ।। ২৪।।

অঙ্গদান্ বলয়ান্ বর্মীং বিশ্লেষ্য চ পুনঃ পুনঃ।
তৎস্থানাৎ পুনরেবাসৌ তৎস্থানে প্রযুযোজ চ।। ২৫।।

শিব সহসা সতীর বক্ষযুগল থেকে হার খুলে নিয়ে আবার নিজ করযুগলদ্বারা সতীর অঙ্গ স্পর্শ করার মানসে সেই হারকে সতীর কণ্ঠে পুনরায় প্রতিষ্ঠাপন করতেন।। ২৪।। বাজুবন্ধ, বলয়, কুণ্ডল আদি অলঙ্কারসমূহকে মহাদেব সতীর অঙ্গ থেকে পুনঃ পুনঃ খুলে আবার সতীর অঙ্গে স্থাপন করতেন।। ২৫।।

কালিকেয়ং সমায়াতি সবর্ণা তে সখীতি তাম্।
পশ্যেৎ যস্যাস্তথেচ্ছন্ত্যাঃ প্রোক্ত্বা জগ্রাহ তৎকুচৌ।। ২৬।।

কখনও মহাদেব সতীকে (তাঁর ঘনকৃষ্ণ গাত্রবর্ণের কারণে) গগনপথে আগত ঘনকৃষ্ণ বাদল মেঘের দিকে নির্দেশ ক'রে বলতেন — ঐ দেখ কালিকে তোমারই মত বর্ণবিশিষ্ট তোমার সখী গমন করছে এবং যেই সতী সেইদিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখনি মহাদেব সতীর বক্ষদ্বয়ে স্বীয় হস্ত স্থাপন করতেন।। ২৬।।

কদাচিন্মদনোন্মাদ-চেতনঃ প্রমথাধিপঃ।
চকার নর্মকর্মাণি তয়া হৃৎপ্রিয়য়া মুদা।। ২৭।।
আহৃত্য পদ্মপুষ্পাণি বন্যপুষ্পাণি শঙ্করঃ।
পুষ্পাভরণসর্বাঙ্গীং কুরুতে স্ম কদাচন।। ২৮।।

আবার কখনও প্রমথনাথ মদনোন্মত্ত মনে সেই হৃদয়হারিণী প্রেয়সী

সতীর সঙ্গে প্রসন্নচিত্তে নানাপ্রকার লীলা করতেন।। ২৭।। শঙ্কর কখনও কখনও বনকুসুম ও পদ্মপুষ্প চয়ন ক'রে আনয়ন করে এনে সতীর সর্বাঙ্গ পুষ্প আভরণে সজ্জিত ক'রে দিতেন।। ২৮।।

গিরিকুঞ্জেষু রম্যেষু তয়া সহ সতীপতিঃ।
বিজহার সমস্তেষু বনেষু মুদিতো হরঃ।। ২৯।।
ন যানে নোপবেশে চ ন স্থিতৌ নাপি চেষ্টিতে।
তয়া বিনা ক্ষণমপি শর্ম লেভে বৃষধ্বজঃ।। ৩০।।

সতীপতি মহাদেব প্রসন্ন ও মোহিতচিত্তে সকল রমণীয় কুঞ্জবিপিনে সতীর সঙ্গে বিহার করলেন।। ২৯।। সেই সময় বৃষধ্বজ গমনে, উপবেশনে, অবস্থানে যে কোন অবস্থাতেই সতীর উপস্থিতি ব্যতীত স্বস্তি লাভ করতেন না।। ৩০।।

বিহৃত্য সুচিরং কালং কৈলাসগিরিকন্দরে।
মহাকোষীপ্রপাতায় জগাম হিমবদ্গিরৌ।। ৩১।।
তস্মিন্ প্রবিষ্টে হিমবৎপর্বতে বৃষভধ্বজে।
কামোঽপি সহ মিত্রেণ রত্যা চ প্রজগাম হ।। ৩২।।

মহাদেব বহুকাল কৈলাসের গিরিকন্দরে বিহার করার পর সতীসহ হিমালয় পর্বতের মহাকৌষী প্রপাতের উদ্দেশ্যে গমন করলেন।। ৩১।। বৃষধ্বজ যখন হিমালয় প্রপাতে প্রবেশ করলেন তখন কামও রতি এবং বসন্ত সহ সেইস্থানে উপস্থিত হলেন।। ৩২।।

তস্মিন্ প্রবিষ্টে কামে তু বসন্তঃ শঙ্করান্তিকে।
বিততান নিজাঃ শ্রীশ্চ বৃক্ষে তোয়ে তথা ভুবি।। ৩৩।।
সর্বে সুপুষ্পিতা বৃক্ষা লতাশ্চান্যাঃ সুপুষ্পিতাঃ।
অম্ভাংসি ফুল্লপদ্মানি পদ্মেষু ভ্রমরাস্তথা।। ৩৪।।

কামদেব সেখানে গমন করলে বসন্ত শিবের সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে বৃক্ষ, জল এবং পৃথিবীতে নিজের শোভা বিস্তার করলেন।। ৩৩।। সর্বদিকে বৃক্ষ ও লতাসকল কুসুমভারে সজ্জিত হয়ে উঠল, সকল সরোবরে কমল প্রস্ফুটিত হল এবং মধুলোভী ভ্রমরগণ সেই সকল প্রস্ফুটিত কমলপুষ্পকানন মধুর গুঞ্জনে পরিপূর্ণ ক'রে তুলল।। ৩৪।।

প্রবিষ্টে তত্র সুরতৌ প্রববুর্মলয়ানিলাঃ।
সুগন্ধিপুষ্পগন্ধেন মোহিতাশ্চ পুরন্ধ্রয়ঃ।। ৩৫।।
মুনীনামপি চেতাংসি প্রমথ্য সুরভিস্তদা।
স্মরঃ সারং সমুদ্দধ্রে তক্রৌঘাদাজ্যবৎ কৃতী।। ৩৬

সেইস্থানে বসন্ত প্রবেশ করলে সুগন্ধি পুষ্পগন্ধে পরিপূর্ণ আনন্দপ্রদানকারী মলয়পবন প্রবাহিত হল এবং সেই সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ রমণীগণকে মোহিত ক'রে তুলল।। ৩৫।। যেরূপ নিপুণ ব্যক্তি ঘোল মন্থন ক'রে তার মধ্য থেকে ঘি উৎপাদন করে সেইরূপ সুগন্ধিত মলয়পবনের দ্বারা মুনিগণের হৃদয় মথিত ক'রে বসন্ত তাঁদের অন্তরে কামনাপ্রবৃত্তি জাগরিত করল।। ৩৬।।

সন্ধ্যার্ধচন্দ্রসঙ্কাশাঃ পলাশাশ্চ বিরেজিরে।
কামাস্ত্রবৎসুমনসঃ প্রমোদায়াভবৎ সদা।। ৩৭।।

বভুঃ পঙ্কজপুষ্পাণি সরঃসু সকলং জনান্।
সম্মোহয়িতুমুদ্‌যুক্তা সুমুখীবাম্বুদেবতা।। ৩৮।।

সন্ধ্যাকালীন অর্ধচন্দ্রের ন্যায় পলাশকুসুমের রাশি মদনের অস্ত্রের ন্যায় সদা আনন্দদায়করূপে বিরাজমান হল।। ৩৭।। সরোবরে বিকশিত কমলপুষ্পসকলকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সুমুখী জলদেবতা সকলকে মোহিত করার উদ্দেশ্যে সলিলের অভ্যন্তর থেকে স্বীয় মুখ উত্তোলিত করেছেন।। ৩৮।।

নাগকেশরবৃক্ষাশ্চ স্বর্ণবর্ণপ্রসূনকৈঃ।
বভুর্মদনকেত্বাভা মনোজ্ঞাঃ শঙ্করান্তিকে।। ৩৯।।
চম্পকাস্তরবো হৈমপুষ্পত্বং প্রকটং মুহুঃ।
কুর্বন্তঃ প্রচুরৈঃ পুষ্পৈঃ সম্যগ্রেজুস্তথাস্ফুটৈঃ।। ৪০।।
প্রফুল্লপাটলাপুষ্পৈর্দিশঃ স্যুঃ পাটলাংশবঃ।
যথা তথা পুষ্পিতাস্তে পাটলাখ্যা মহীরুহাঃ।। ৪১।।

সুবর্ণবর্ণের কুসুমরাশিদ্বারা সুশোভিত মনোহর নাগকেশরের তরুগণ কামদেবের রথের ধ্বজের ন্যায় শঙ্করের সন্নিকটে বিরাজ করছিল।। ৩৯।। চম্পকতরুসকলের প্রচুর পরিমাণে প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি সর্বদা নিজেদের 'হেমপুষ্প' নামের সার্থকতা ঘোষণা করছিল।। ৪০।। প্রফুল্ল পারুল বৃক্ষসকল সর্বদিকে প্রস্ফুটিত হয়ে সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে যেন পাটলবর্ণ (গোলাপী) ক'রে তুলল।। ৪১।।

লবঙ্গবল্লীসুরভির্গন্ধেনোদ্বাস্য মারুতম্।
সম্মোহয়তি চেতাংসি ভৃশং কামিজনে পুরা।। ৪২।।

বাসন্তীবাসিতাস্তত্র বনান্তাঃ কিল রেজিরে।
তদ্গন্ধলুব্ধভ্রমরা রতিমিশ্রা মনোহরাঃ।। ৪৩।।

কুসুমিত লবঙ্গবল্লরী আপন সুগন্ধে মলয়পবনকে আমোদিত ক'রে কামিজনের চিত্তকে অত্যন্ত মোহিত ক'রে তুলল।। ৪২।। বিকশিত মাধবী কুসুমের সৌরভে সুরভিত রতিক্রীড়াময় বনভূমিসমূহ মাধবী কুসুমের গন্ধলোলুপ রতিযুক্ত ভ্রমরকুলে পূরিত হয়ে অতীব মনোহর রূপ ধারণ করেছিল।। ৪৩।।

চারুপাবকবর্চস্বি শিখরাশ্চূতশাখিনঃ।
বভুর্মদনবাণৌঘ-পর্যঙ্কবদনাবৃতাঃ।। ৪৪।।
অম্ভাংসি মলহীনানি রেজুঃ ফুল্লকুশেশয়ৈঃ।
মুনীনামিব চেতাংসি প্রব্যক্তজ্যোতিরুদ্গমাৎ।। ৪৫।।

অগ্নিশিখার ন্যায় তীক্ষ্ণ নবোদ্গাত পল্লবযুক্ত আম্রবৃক্ষসমূহ কামদেবের বাণের ন্যায় শোভাযুক্ত হয়ে উঠেছিল।। ৪৪।। অন্তরে পরমজ্যোতির উন্মেষ ঘটলে যেরূপ মুনিগণের চিত্ত কলুষমুক্ত হয়ে নির্মলতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির দ্বারা পরিবৃত সরোবরসমূহের জল নির্মলতা প্রাপ্ত হয়ে শোভাযুক্ত হয়ে উঠেছিল।। ৪৫।।

তুষারাঃ সূর্যরশ্মীনাং সঙ্গমাদগমন্ ক্ষয়ম্।
মমত্বানীব বিজ্ঞানশালীনাং হৃদয়াত্তদা।। ৪৬।।
নিঃশঙ্কাঃ কোকিলাঃ শব্দং তন্বতে স্ম তদান্বহম্।
প্রাণিবাধনপুষ্পেষু পুষ্পজ্যাশব্দবৎ ভৃশম্। ৪৭।।

যেমন তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটলে জ্ঞানীর হৃদয় থেকে পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্তির ক্ষয় হয়ে যায় তেমনই সূর্যরশ্মির সংস্পর্শে ভূপৃষ্ঠ হতে তুষার রাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হল।। ৪৬।। কোকিলগণ অতীব নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাণীপীড়নকারী মদনের কুসুমজ্যার টঙ্কার ধ্বনির ন্যায় নিরন্তর নানাবিধ ধ্বনি ক'রে চলছিল।। ৪৭।।

চুকূজুর্ভ্রমরাস্তত্র বনান্তর্গতপুষ্পগাঃ।
কান্তালীলাবুভুক্ষোস্তু স্মরব্যাঘ্রস্য শব্দবৎ।। ৪৮।।
চন্দ্রস্তুষারবদ্ভানুর্ন চৈতাঃ সকলাঃ কলাঃ।
ক্রমাদ্বভার মোহায় জনানাং কুশলং ভুবি।। ৪৯।।

সেই কাননে প্রস্ফুটিত পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণরত কুসুমমধুলোভী অলিকুল কামক্রীড়াবুভুক্ষু কামদেবরূপী ব্যাঘ্রের ধ্বনির ন্যায় গুঞ্জন করছিল।। ৪৮।। তখন চন্দ্র কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল এবং ভানুও সকল কলাসম্পন্ন ছিল না অর্থাৎ তার কিরণের তেজ ছিল না। এখন ভূমণ্ডলের সকল প্রাণীকে মোহিত করার নিমিত্ত চন্দ্র ক্রমশ কুশলতাপূর্বক তার কলাসমূহকে ধারণ করতে আরম্ভ করল।। ৪৯।।

প্রসন্নাঃ সহ চন্দ্রেণ নিস্তুষারাস্তদাভবন্।
বিভাবর্যঃ প্রিয়েণেব কামিন্যঃ সুমনোহরাঃ।। ৫০।।
তস্মিন্ কালে মহাদেবঃ সহ সত্যা ধরোত্তমে।
রেমে স সুচিরং ছন্নো নিকুঞ্জেষু দরীষু চ।। ৫১।।

যেরূপ সুন্দরী রমণীগণ স্ব স্ব পতিগণের সঙ্গে বিরাজিত হলে রমণীয়তা প্রাপ্ত হয়, তেমনই রজনীদেবীও কুয়াসামুক্ত হয়ে চন্দ্রের সঙ্গে সহাবস্থান

হেতু অতীব প্রসন্নতা ও মনোহারিত্ব লাভ করলেন।। ৫০।। সেই সময়ে মহাদেব হিমালয় পর্বতে অবস্থিত বিভিন্ন নিকুঞ্জ ও গুপ্ত গুহামধ্যে অবস্থান ক'রে বহুদিন সতীসহ সুললিত বিহার করলেন।। ৫১।।

সাপি তেন সমং রেমে তথা দাক্ষায়ণী শুভা।
যথা হরঃ ক্ষণমপি শান্তিং নাপ তয়া বিনা।। ৫২।।
সম্ভোগবিষয়ে দেবী সতী তস্য মনঃপ্রিয়া।
বিশতীব হরস্যাঙ্গে পায়য়ন্তীব তদ্রসম্।। ৫৩।।

শুভদায়ী দাক্ষায়ণীও মহাদেবের সহিত সুচারুরূপে বিহার করতেন। সেইজন্য মহাদেব সতীর সাহচর্য ব্যতীত ক্ষণকালের জন্যও ধৈর্য রাখতে পারতেন না।। ৫২।। সম্ভোগবিষয়ে দেবী সতী মহাদেবের হৃদয়ের অতি প্রিয় হয়ে উঠলেন যেন শঙ্করকে মধুর শৃঙ্গাররস সেবন করানোর উদ্দেশ্যেই তিনি শিবের হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন।। ৫৩।।

তস্যাঃ কুসুমমালাভির্ভূষয়ন্ সকলাং তনুম্।
স্বহস্তরচিতাভিশ্চ বরং নর্ম চকার সঃ।। ৫৪।।
আলাপৈর্বীক্ষণৈর্হাসৈস্তথা সম্ভাষণৈর্হরঃ।
তস্যাং বিবেশ গিরিশঃ সংযমীবাত্মসংবিদম্।। ৫৫।।
তদ্বক্ত্রচন্দ্রপীযূষপানস্থিরতনুর্হরঃ।
নাবাপ শৈষিকীং তন্বীমবস্থাং স কদাচন।। ৫৬।।

মহাদেব তাঁর স্বহস্তরচিত ফুলমালা দ্বারা সতীর সর্ব অঙ্গ ভূষিত ক'রে কেলি করতেন।। ৫৪।। যেভাবে সংযমী পুরুষ আত্মজ্ঞানে প্রবেশ করেন

তেমনই গিরিশ আলাপ, দর্শন, হাস্য, সম্ভাষণ দ্বারা সতীর অন্তরে প্রবেশ করলেন।। ৫৫।। সতীর মুখচন্দ্রসুধা পান ক'রে মহেশ্বরের তনু দৃঢ় হল। সেইজন্য তিনি কখনও অন্তিমের ক্ষীণ অবস্থা প্রাপ্ত হবেন না।। ৫৬।।

তদ্বক্ত্রাম্বুজবাসেন তৎসৌন্দর্যৈশ্চ নর্মভিঃ।
গুণৈরিব মহাদন্তী বদ্ধো নান্যদ্বিচেষ্টতে।। ৫৭।।

মহাদেব সতীর মুখকমলের সৌরভ, তাঁর রূপসৌন্দর্য ও লীলানৈপুণ্যের কারণে তাঁর প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিলেন যে রজ্জুবদ্ধ মহা মাতঙ্গ যেমন রজ্জুবদ্ধ থাকার কারণে আর অন্যত্র যাবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকে তেমনই তিনিও সতীর সান্নিধ্য ব্যতীত আর অপর কোন কিছুর প্রতিই কোন আকর্ষণ অনুভব করতেন না।। ৫৭।।

ইতি হিমগিরিকুঞ্জে প্রস্থভাগে দরীষু
প্রতিদিনমভিরেমে দক্ষপুত্র্যা মহেশঃ।
ঋতুভুজপরিমাণৈঃ ক্রীড়তস্তস্য জাতা
নব দশ চ মুনীন্দ্রা বৎসরাঃ পঞ্চ চান্যে।। ৫৮।।

এইরূপে মহেশ্বর হিমালয়ের কুঞ্জবন, গুহা প্রভৃতি স্থানে সতীর সঙ্গে প্রতিদিন বিহার করলেন। হে মুনীন্দ্রগণ ! তাঁদের এইভাবে বিহার করতে করতে চব্বিশ দৈববর্ষ (৮৬০০ মনুষ্যবর্ষ) অতিক্রান্ত হয়ে গেল।। ৫৮।।

।। কালিকাপুরাণে শিবসতী-বিহার নামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

পঞ্চদশ অধ্যায়

হিমাদ্রিনিবাস-গমন

মার্কণ্ডেয় উবাচ

কদাচিদথ দক্ষস্য তনয়া জলদাগমে।
জগাদাদ্রেঃ শিখরিণঃ প্রস্থস্থং বৃষভধ্বজম্। ১।।

সতী উবাচ

ঘনাগমোঽয়ং সম্প্রাপ্তঃ কালঃ পরমদুঃসহঃ।
অনেকবর্ণমেঘৌঘ-স্থগিতাম্বরদিক্চয়ঃ।। ২।।
বিবান্তি বাতা হৃদয়ং দারয়ন্তোঽতিবেগিনঃ।
কদম্বরজসাধৌতপাথোলেশাদিবর্ষিণঃ।। ৩।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — কোন এক সময়ে বর্ষাকালে পর্বতশিখরে অবস্থিত বৃষধ্বজকে দক্ষকন্যা সতী বললেন — এখন আকাশে মেঘের সমাগমের সময় উপস্থিত। এই সময়টি বড়ই দুঃসহ। নানা বর্ণের মেঘরাশি সারা আকাশ ও সমস্ত দিকসমূহ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।। ১-২।। কদম্ব পুষ্পের পরাগরেণুযুক্ত বারি বর্ষণকারী জলকণাবাহী হৃদয় বিদীর্ণকারী অতি বেগবান ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয়ে চলেছে।। ৩।।

মেঘানাং গর্জিতৈরুচ্চৈর্ধারাসারং বিমুঞ্চতাম্।
বিদ্যুৎপতাকিনান্তীব্রৈঃ ক্ষুব্ধং কস্য ন মানসম্।। ৪।।
ন সূর্যো দৃশ্যতে নাপি মেঘাচ্ছন্নো নিশাপতিঃ।
দিবাপি রাত্রিবদ্ভাতি বিরহিব্যত্যয়াকরম্।। ৫।।

বিদ্যুৎরূপী পতাকাশোভিত মুষলধারে বৃষ্টিপাতকারী মেঘের উচ্চ ও তীব্র গর্জন কার না মনকে ক্ষুব্ধ করে?।।৪।। এখন সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না। নিশাপতি চন্দ্রও ঘন মেঘে আচ্ছাদিত, এখন দিবাকালও রাত্রির ন্যায় তিমিরাচ্ছন্ন। এই সময়টি বিরহীগণের পক্ষেও হৃদয়বিদারক।। ৫।।

মেঘা নৈকত্র তিষ্ঠন্তো ধ্বনন্তঃ পবনেরিতাঃ।
পতন্ত ইব লোকানাং দৃশ্যন্তে মূর্ধ্নি শঙ্কর।। ৬।।
বাতাহতা মহাবৃক্ষা নৃত্যন্ত ইব চাম্বরে।
দৃশ্যন্তে হর ভীরূণাং ত্রাসকাঃ কামুকেপ্সিতাঃ।। ৭।।

অতি বেগসমৃদ্ধ পবনের দ্বারা তাড়িত হয়ে প্রবল গর্জনকারী নবজলধরগণ একস্থানে স্থির হতে পারছে না। মনে হচ্ছে যেন তারা লোকেদের মাথার উপরে ভেঙ্গে পড়বে।। ৬।। হে হর ! প্রবল বেগবান প্রভঞ্জনের প্রতাপে ভীরুজনের নিকট ভয়াবহ এবং কামীজনের নিকট ঈপ্সিত মহীরুহগণ যেন আকাশের বুকে নৃত্যরত হয়েছে।। ৭।।

স্নিগ্ধনীলাঞ্জনশ্যামমুদিরৌঘস্য পৃষ্ঠতঃ।
বলাকারাজী ভাত্যুচ্চৈর্যমুনাঘৃষ্টফেনবৎ।। ৮।।

ক্ষণং ক্ষণং চঞ্চলেয়ং দৃশ্যতে কালিকা গতা।
অম্বুধাবিব সন্দীপ্তঃ পাবকো বড়বামুখঃ।। ৯।।

স্নিগ্ধনীলাঞ্জনশ্যামল জলদরাশির নিম্নে বলাকাশ্রেণী যমুনানদীর জলে উদ্ভূত শুভ্র ফেনরাশির ন্যায় অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে।। ৮।। ক্ষণে ক্ষণে গগনে সমুদ্রসলিলে উদ্ভূত বড়বানল সদৃশ চঞ্চলা বিদ্যুল্লতা পরিদৃশ্যমান হচ্ছে।। ৯।।

প্ররোহন্তি হি শস্পানি মন্দিরপ্রাঙ্গণেষ্বপি।
কিমন্যত্র বিরুপাক্ষ শস্পোদ্ভূতিং বদাম্যহম্।। ১০।।

হে বিরুপাক্ষ মহাদেব ! এখন কুটির প্রাঙ্গণেও শস্প (এক প্রকার তৃণ) অঙ্কুরিত হচ্ছে। অন্য যে সকল স্থানে সচরাচর শস্প অঙ্কুরিত হয়ে থাকে সেখানে যে এখন শস্প অঙ্কুরিত হচ্ছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।। ১০।।

শ্যামলৈ রাজতৈঃ কক্ষৈর্বিশদোহয়ং হিমাচলঃ।
মন্দরাশ্রয়বৃক্ষৌঘপত্রৈর্দুগ্ধাম্বুধির্যথা।। ১১।।

সমুদ্র মন্থনকালে ক্ষীরসমুদ্র যেমন মন্দর পর্বতে অবস্থিত হরিৎবর্ণ বিটপীসমূহের পত্রপুষ্পে শোভায়মান হয়ে উঠেছিল তেমনই শুভ্রবর্ণ হিমাচল পর্বত এখন তার অরণ্যভূমিস্থিত বৃক্ষসমূহের সবুজ পত্ররাজির দ্বারা অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে।। ১১।।

কুসুমশ্রীশ্চ কুটজং ভেজে সাস্যাথ কিংশুকান্।
উচ্চাবচাং কলৌ লক্ষ্মীর্যথা সন্ত্যজ্য সজ্জনান্।। ১২।।

কলিকালে লক্ষ্মী যেরূপ সজ্জন ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ ক'রে আপাতদৃষ্টিতে উচ্চ হলেও নিম্নমানের মানুষদের আশ্রয় গ্রহণ করেন ঠিক তেমনই এখন পুষ্পশোভা পলাশবৃক্ষকে পরিহার ক'রে গিরিমল্লিকাকে আশ্রয় করেছে অর্থাৎ এখন প্রস্ফুটিত গিরিমল্লিকার শোভা এতই মনোহর হয়ে উঠেছে যে প্রস্ফুটিত পলাশ বৃক্ষের যে অনুপম শোভা থাকে তা এখন গিরিমল্লিকার শোভার কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছে।। ১২।।

ময়ূরাঃ স্তনয়িত্নূনাং শব্দেন হৃষিতা মুহুঃ।
কেকায়ন্তে প্রতিবনে সততং বৃষ্টিসূচকাঃ।। ১৩।।
মেঘোন্মুখানাং মধুরশ্চাতকানাং স্বনো হর।
শ্রুয়তামতিমত্তানাং বৃষ্টিসন্নিধিসূচকঃ।। ১৪।।

ময়ূরগণ অবিরত মেঘের বজ্রনির্ঘোষে পুলকিত হয়ে বনে বনে নিরন্তর কেকাধ্বনি ক'রে আসন্ন বৃষ্টির বার্তা চতুর্দিকে প্রচারিত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।। ১৩।। হে হর ! বৃষ্টির জন্য সদা উন্মুখ উর্ধ্বমুখে মেঘদর্শনরত এবং আসন্ন বৃষ্টির সংবাদ লাভে পুলকিত চাতকপক্ষীগণের মধুর কলকাকলি শ্রবণ করুন।। ১৪।।

গগনে শক্রচাপেন কৃতং সাম্প্রতমাস্পদম্।
ধারাসারশরৈস্তাপং ভেত্তুং প্রতি যথোদ্গতঃ।। ১৫।।
মেঘানাং পশ্য ভর্গেহ দুর্নয়ং করকোৎকরৈঃ।
যত্তাড়য়ন্ত্যনুগতং ময়ূরং চাতকং তথা।। ১৬।।

ঐ দেখুন নভোমণ্ডলে ইন্দ্রধনু উদিত হয়েছে। মনে হয় যেন বৃষ্টিধারার অমোঘ শরদ্বারা সে তাপরূপ শত্রুকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে।। ১৫।। হে ভর্গ ! দেখুন মেঘগুলির কর্ম কেমন অনৈতিক ! ময়ূর ও চাতকগণ তাদের অনুগত হলেও মেঘেরা তাদেরকে শিলাবৃষ্টির দ্বারা উৎপীড়ন করছে।। ১৬।।

শিখিসারঙ্গয়োর্দৃষ্ট্বা মিত্রাদপি পরাভবম্।
হংসা গচ্ছন্তি গিরিশ বিদূরমপি মানসম্।। ১৭।।
এতস্মিন্ বিষমে কালে নীড়ং কাকাশ্চ কোরকাঃ।
কুর্বন্তি ত্বং বিনা গেহাৎ কথং শান্তিমবাপ্স্যসি।। ১৮।।

হে গিরিশ ! আর হংসগণের কর্ম দেখুন। তাদের মিত্র মেঘসমূহের দ্বারা ময়ূর ও চাতকগণের উপর উৎপীড়ন লক্ষ্য করেও তারা যেন কোনপ্রকার ভ্রুক্ষেপ না ক'রে আপন গতিতে মানস সরোবর অভিমুখে গমন করছে।। ১৭।। এই বিষম সময়ে কাক ও চকোরের ন্যায় ক্ষুদ্র পক্ষীগণও বাসের নিমিত্ত তাদের নীড় নির্মাণ করছে। এই দুঃসহ সময়ে আপনি গৃহহীন অবস্থায় কিভাবে সুখে ও শান্তিতে থাকবেন ?।। ১৮।।

মহতী বাধতে ভীতির্মাং মেঘোত্থা পিনাকধৃক্।
যতস্ব তস্মাদ্বাসায় মা চিরং বচনান্মম।। ১৯।।
কৈলাসে বা হিমাদ্রৌ বা মহাকোষ্যামথ ক্ষিতৌ।
তবোপযোগ্যং ত্বং বাসং কুরুষ্ব বৃষভধ্বজ।। ২০।।

হে পিনাকধারী ! এই ভয়াল মেঘ দর্শনে আমার মনে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হয়েছে। সেইজন্য আপনি অবিলম্বে আমাদের বাসের নিমিত্ত

উপযুক্ত গৃহ নির্মাণের প্রতি যত্নবান হন।। ১৯।। হে বৃষধ্বজ ! আপনি কৈলাসে বা হিমালয়ে মহাকৌষী প্রপাতে অথবা এই বিশ্বের যেখানেই হোক আপনার উপযুক্ত আবাস নির্মাণ করুন।। ২০।।

এবমুক্তস্তদা শম্ভুর্দাক্ষ্যায়ণ্যা তয়া সকৃৎ।
ঈষজ্জহাস শীর্ষস্থ-চন্দ্ররশ্মিসিতাননঃ।। ২১।।
অথোবাচ সতীং দেবীং স্মিতভিন্নোষ্ঠসম্পুটঃ।
মহাত্মা সর্বতত্ত্বজ্ঞস্তোষয়ন্ পরমেশ্বরীম্।। ২২।।

দাক্ষায়ণী যখন শম্ভুকে পুনঃ পুনঃ এই কথা বললেন তখন শম্ভুর মস্তকোপরি বিরাজমান চন্দ্রের বিচ্ছুরিত কিরণে আলোকিত তাঁর বদনমণ্ডলে ইষৎ হাস্য দৃশ্যমান হল।। ২১।। তখন সর্বতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা ভগবান্ শিব স্মিত হাস্যমুখে পরমেশ্বরীর সন্তোষ বিধান ক'রে সতীদেবীকে বললেন -।। ২২।।

ঈশ্বর উবাচ

যত্র প্রীত্যৈ ময়া কার্যো বাসস্তব মনোহরে।
মেঘাস্তত্র ন গন্তাবঃ কদাচিদপি মৎপ্রিয়ে।। ২৩।।
মেঘা নীতম্বপর্যন্তং সঞ্চরন্তি মহীভৃতঃ।
সদা প্রালেয়ধাম্নস্তু বর্ষাস্বপি মনোহরে।। ২৪।।

ঈশ্বর বললেন — হে মনোহরে ! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য এমন জায়গায় তোমার আবাস নির্মাণ করব যেখানে কখনই মেঘ প্রবেশ

করতে পারঙ্গম হবে না।। ২৩।। বর্ষাকালে তো মেঘ সর্বদা হিমালয় পর্বতের নিতম্বদেশ পর্যন্ত বিচরণ করে।। ২৪।।

কৈলাসস্য তথা দেবী যাবদামেখলং ঘনাঃ।
সঞ্চরন্তি ন গচ্ছন্তি তস্মাদূর্ধ্বং কদাচন।। ২৫।।
সুমেরোর্বারিধেরূর্ধ্বং ন গচ্ছন্তি বলাহকাঃ।
জানুমূলং সমাসাদ্য পুষ্কারাবর্তকাদয়ঃ।। ২৬।।
এতেষু চ গিরীন্দ্রেষু যস্যোপরি তবেহতে।
মনঃ প্রিয়ে নিবাসায় তমাচক্ষ্ব দ্রুতং ময়ি।। ২৭।।

দেবী ! কিন্তু মেঘ কৈলাসের মেখলা পর্যন্ত সঞ্চরণ করে, তার পক্ষে কখনও তার ঊর্ধ্বে আরোহণ করা সম্ভব হয় না।। ২৫।। পুষ্কর, আবর্তক প্রভৃতি মেঘসকলও সুমেরুপর্বতের জানু পর্যন্ত মাত্র উঠতে পারে, তার উপরে তারা কোথাও উঠতে পারে না।। ২৬।। প্রিয়ে ! তুমি আমাকে সত্ত্বর বল যে এই সমস্ত পর্বতের মধ্যে তুমি কোথায় নিবাস করতে চাও।। ২৭।।

স্বেচ্ছাবিহারৈস্তব কৌতুকানি
সুবর্ণপক্ষানিলবৃন্দবৃন্দৈঃ।
শকুন্তবর্গৈর্মধুরস্বনৈস্তে
সদোপদেয়ানি গিরৌ হিমোত্থে।। ২৮।।

সুমধুর কূজনরত যে সমস্ত বিহগকুল স্বেচ্ছায় উড্ডয়নকালে তাদের সুবর্ণপক্ষের দ্বারা চালিত অনিলাঘাতে সংলগ্ন বৃক্ষসমূহের পল্লবসমূহকে প্রকম্পিত করে তারা তোমার প্রিয়। হিমালয়পর্বতে এই সমস্ত বিহঙ্গের আধিক্য আছে।। ২৮।।

সিদ্ধাঙ্গনাস্তে সখিতাং সনাতনী-
মিচ্ছন্ত্য এবোপকৃতিং সকৌতুকাম্।
স্বেচ্ছাবিহারৈর্মণিকুট্টিমে গিরৌ
কুর্বন্ত্য এষ্যন্তি ফলাদিদানকৈঃ।। ২৯।।

স্বেচ্ছাবিহারিনী সিদ্ধাঙ্গনাগণ তোমার সঙ্গে চির সখীত্বলাভের মানসে তোমার জন্য উপঢৌকনস্বরূপ নানাবিধ ফলাদি সহ তোমার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত মণিখচিত পর্বত প্রাঙ্গণে আগমন করবে।। ২৯।।

যা দেবকন্যা গিরিকন্যকাশ্চ
যা নাগকন্যাশ্চ তুরঙ্গমুখ্যঃ।
সর্বাস্তু তাস্তে সততং সহায়তাং
সমাচরিষ্যন্ত্যনুমোদবিভ্রমৈঃ।। ৩০।।

দেবকন্যা, গিরিকন্যা, নাগকন্যা এবং কিন্নরকন্যাগণ সদা আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-বিভ্রমের দ্বারা তোমার সহায়তা করবে।। ৩০।।

রূপং তবেদমতুলং বদনং সুচারু
দৃষ্ট্বাঙ্গনা নিজবপুর্নিজকান্তিসঙ্ঘম্।
হেলাং নিজে বপুষি রূপগুণেষু নিত্যং
কর্তার ইত্যনিমিষেক্ষণচারুরূপাঃ।। ৩১।।

সুন্দরী দেবাঙ্গনাগণ তোমার অতুল রূপবৈভব এবং সুচারু বদনমণ্ডল প্রত্যক্ষ ক'রে স্ব স্ব দেহকান্তির প্রতি দৃকপাত ক'রে নিজ নিজ দেহলাবণ্য, রূপ ও গুণকে অকিঞ্চিৎকর মনে করবে।। ৩১।।

যা মেনকা পর্বতরাজজায়া
রূপৈর্গুণৈঃ খ্যাতবতী ত্রিলোকে।
সা চাপি তে তত্র মনোঽনুমোদং
নিত্যং করিষ্যত্যথ সূচনাদৈঃ।। ৩২।।

ত্রিলোক প্রসিদ্ধ অসামান্য রূপবতী পর্বতরাজজায়া মেনকাও তোমাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা সহকারে তোমার অন্তরে আনন্দ বর্ধন করবেন।। ৩২।।

পুরন্ধ্রিবর্গৈর্গিরিরাজবন্দ্যৈঃ
প্রীতিং বিতন্বদ্ভিরুদাররূপাম্।
শিক্ষা সদা তে স্বকুলোচিতাপি।
কার্যান্বহং প্রীতিযুতা গুণৌঘৈঃ।। ৩৩।।

গিরিরাজদ্বারা বন্দিতা সম্মানীয়া পুরস্ত্রীগণ তোমার প্রতি তাঁদের সরলতা ও উদারতাপূর্ণ প্রীতি বিস্তার করবেন যেখান থেকে তুমি নিজকুলের পক্ষে উপযুক্ত সম্মানজনক শিক্ষাও লাভ করতে পারবে।। ৩৩।।

বিচিত্রকোকিলালাপমোদকুঞ্জগণাবৃতম্।
সদা বসন্তপ্রভবং গন্তুমিচ্ছসি কিং প্রিয়ে।
নানাস্বচ্ছজলাপূর্ণ-সরঃশতসমাবৃতম্।
পদ্মিনীশতসংযুক্তমচলেন্দ্রং হিমালয়ম্।। ৩৪।।

গিরিরাজ হিমালয়ের কুঞ্জসকল কোকিলকুলের বিচিত্র কুহুধ্বনিতে আনন্দমুখরিত, সেখানে সদা বসন্তঋতু বিরাজ করে, সেখানে শত শত

সরোবর স্বচ্ছ জলে পূর্ণ। আর সেখানে আছে প্রস্ফুটিত কমলে পূর্ণ শত শত দৃষ্টিনন্দন জলাশয়। প্রিয়ে ! তোমার কি সেই স্থানে গমনের ইচ্ছা আছে ?।। ৩৫।।

সর্বকামপ্রদৈর্বৃক্ষৈঃ শাদ্বলৈঃ কল্পসংজ্ঞকৈঃ।
সঞ্ছন্নং যস্য কুসুমান্যুপযোক্ষ্যসি তত্র বৈ।। ৩৫।।
প্রশান্তশ্বাপদগণং মুনিভির্যতিভির্বৃতম্।
দেবালয়ং মহাভাগে নানামৃগগণৈর্বৃতম্।। ৩৬।।

সেই স্থান সর্ব প্রকার মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী কল্পবৃক্ষরাজিপূর্ণ এবং চিরহরিৎ তৃণসকলে আছাদিত, সেখানে তুমি সেই বৃক্ষসমূহের পুষ্পসকল উপভোগ করতে পারবে।। ৩৫।। হে মহাভাগে ! সেই স্থান হিমালয় দেবতাদের নিবাসভূমি। সেখানকার পশুগণ শান্ত, অহিংসক। সেই স্থানে বহু মুনি ও যোগিগণ বিরাজ করেন এবং সেইখানে বহুবিধ মৃগসমূহ বাস করে।। ৩৬।।

স্ফটিকস্বর্ণবপ্রাদ্যৈ রাজতৈশ্চ বিরাজিতম্।
মানসাদিসরোবর্গৈরভিতঃ পরিশোভিতম্।। ৩৭।।
হিরণ্ময়ৈ রত্ননালৈঃ পঙ্ককজৈর্মুকুলৈর্বৃতম্।। ৩৮।।

সেই স্থান স্ফটিক, সুবর্ণ, প্রবাল, রজত খচিত মানস প্রভৃতি বিভিন্ন সরোবরে সজ্জিত এবং সেই সরোবরসমূহ রত্নময় নালদণ্ড সমন্বিত প্রস্ফুটিত স্বর্ণকমল তথা কমলমুকুলে আচ্ছাদিত।। ৩৭-৩৮।।

শিশুমারৈস্তথা শঙ্খৈঃ কচ্ছপৈর্মকরৈর্ঝষৈঃ।
নিষেবিতৈর্মঞ্জুলৈশ্চ তথানীলোৎপলাদিভিঃ।। ৩৯।।
দেবীশতস্নানসক্তসর্বগন্ধৈশ্চ কুঙ্কুমৈঃ।
বিচিত্রস্রগ্গন্ধজলৈরাপূর্ণৈঃ স্বচ্ছকান্তিভিঃ।। ৪০।।

সেই সরোবরসমূহ শুশুক, শঙ্খ, কচ্ছপ, মকর ও মৎস্য তথা নীলকমল শোভিত স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ এবং শত শত সুররমণীগণের স্নানকালে তাদের অঙ্গবিধৌত বিভিন্ন প্রকারের চন্দন, কুঙ্কুম, কুসুমমাল্যাদির বিচিত্র সুগন্ধে পরিপূরিত।। ৩৯-৪০।।

শাদ্বলৈস্তরুভিস্তুঙ্গৈস্তীরস্থৈরুপশোভিতৈঃ।
নৃত্যদ্ভিরিব শাখৌঘৈর্ব্যঞ্জয়ন্তং স্বসম্ভবম্।। ৪১।।
কাদম্বৈঃ সারসৈর্মত্তচক্রাঙ্গগ্রামশোভিতৈঃ।
মধুরারাবিভির্মোদকারিভির্ভ্রমরাদিভিঃ।। ৪২।।

সেই সব সরোবরের তীর হরিদ্বর্ণ তৃণরাজি ও উত্তুঙ্গ তরুশ্রেণী দ্বারা উত্তমরূপে শোভিত। সেই তরুশ্রেণীর পল্লবসকল যেন পবনহিল্লোলে নৃত্যরত হয়ে নিজেদের সম্পদের কথা ঘোষণা করছে।। ৪১।। সেই সব সরোবর কলহংস, সারস, মত্ত চক্রবাক ও মধুমত্ত ভ্রমকুলের আনন্দজনক মধুর গুঞ্জনের দ্বারা শোভিত।। ৪২।।

বাসবস্য কুবেরস্য যমস্য বরুণস্য চ।
অগ্নেঃ কৌণপরাজস্য মারুতস্য হরস্য চ।। ৪৩।।

পুরীভিঃ শোভিশিখরং মেরুমুচ্চৈঃ সুরালয়ম্।
রম্ভাশচীমেনকাদিরম্ভোরুগণসেবিতম্।। ৪৪।।
কিন্ত্বমিচ্ছসি সর্বেষাং সারভূতং মহাগিরিম্।। ৪৫।।
তব দেবীশতযুতা সাপ্সরোগণসেবিতা।
নিত্যং চরিষ্যতি শচী তব যোগ্যাং সহায়তাম্।। ৪৬।।

অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগিরি উচ্চ চূড়াশোভিত সুমেরুপর্বত যা ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু এবং আমার বাসভূমি এবং যেখানে রম্ভা, শচী, মেনকা এবং তাঁদের মত আরও অনেকেই বিরাজ করেন সেইস্থানে তোমার বাস করতে ইচ্ছা হয় কি?।। ৪৩-৪৫।। সেখানে শত শত দেবীগণ পরিবেষ্টিতা হয়ে অপ্সরাসেবিতা ইন্দ্রাণী সর্বদা তোমার যথাযোগ্য সহায়তা করবেন।। ৪৬।।

অথবা মম কৈলাসমচলেন্দ্রং সদাশ্রয়ম্।
স্থানমিচ্ছসি বিত্তেশপুরীপরিবিরাজিতম্।। ৪৭।।
গঙ্গাজলৌঘপ্রযতং পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্।
দরীষু সানুষু সদা যক্ষকন্যাভিরীহিতম্।। ৪৮।।

অথবা বিত্তেশ কুবেরের অলকাপুরীর সন্নিকটে বিরাজিত আমার উত্তম সনাতন আবাসস্থল কৈলাসপর্বতকে তোমার নিবাসস্থানরূপে পেতে ইচ্ছা কর কি ?।। ৪৭।। পূর্ণচন্দ্রের কিরণসম শ্বেতশুভ্র সেই স্থান সর্বদা পবিত্র গঙ্গাবারি দ্বারা বিধৌত। সেই পর্বতের গুহা এবং সানুদেশে যক্ষকন্যাগণ সদা স্বেচ্ছায় বিচরণ করে।। ৪৮।।

নানামৃগগণৈর্জুষ্টং পদ্মাকরশতাবৃতম্।
সর্বৈর্গুণৈশ্চ সদৃশং সুমেরোরিব সুন্দরি।। ৪৯।।
স্থানেষ্বেতেষু যত্রাস্তি তবান্তঃকরণস্পৃহা।
তদ্দ্রুতং মে সমাচক্ষ্ব বাসং কর্তাস্মি তত্র তে।। ৫০।।

হে সুন্দরি ! সেই স্থান নানা মৃগদ্বারা পরিপূর্ণ এবং সেখানকার সরোবরগুলি বিবিধ কমলের দ্বারা সুশোভিত। সেই স্থান সর্বগুণের বিচারে সুমেরু পর্বতের সমান।। ৪৯।। এই সমস্ত স্থানসমূহের মধ্যে যেখানেই বাস করতে মনের বাসনা হয়, তুমি শীঘ্রই সেই স্থানের নাম বল, আমি তোমার সঙ্গে সেখানেই বাস করব।। ৫০।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতীরিতে শঙ্করেণ তদা দাক্ষায়ণী শনৈঃ।
ইদমাহ মহাদেবং শ্লক্ষ্ণং স্বেচ্ছাপ্রকাশনম্।। ৫১।।

মার্কণ্ডেয় বললেন— শঙ্কর যখন এই কথা বললেন তখন দাক্ষায়ণী ধীরে ধীরে নিজের মনের কথা প্রকাশ ক'রে মহাদেবকে বললেন—।। ৫১।।

সত্যুবাচ

হিমাদ্রাবেব বসতিমহমিচ্ছে ত্বয়া সহ।
নচিরাৎ কুরু বাসং ত্বং তস্মিন্নেব মহাগিরৌ।। ৫২।।

সতী বললেন - আমি আপনার সঙ্গে হিমালয় পর্বতেই বাস করতে ইচ্ছুক, সুতরাং আপনি অনতিবিলম্বেই এই মহাগিরিতেই আবাস নির্মাণ করুন।। ৫০।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ্য হরঃ পরমমোদিতঃ।
হিমাদ্রিশিখরং তুঙ্গং দাক্ষায়ণ্যা সমং যযৌ।। ৫৩।।
সিদ্ধাঙ্গনাগণাযুক্তমগম্যং মেঘপক্ষিভিঃ।
জগাম শিখরং তুঙ্গং মরীচবনরাজিতম্।। ৫৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন --- অতঃপর হর তাঁর কথা শ্রবণ ক'রে আনন্দিতচিত্তে দাক্ষায়ণী সমভিব্যাহারে সিদ্ধগণের রমণীগণ শোভিত মেঘ ও পক্ষীকুলের অগম্য সূর্যকিরণশোভিত বনরাজি সমন্বিত হিমালয় পর্বতের উচ্চ শিখরের উদ্দেশ্যে গমন করলেন।। ৫৪।।

।। কালিকাপুরাণে হিমাদ্রিনিবাস-গমন নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

ষোড়শ অধ্যায়
সতীর দেহত্যাগ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

বিচিত্রকনকৈ রূপ্যৈঃ শিখরং রত্নকর্বুরম্।
বালার্কসদৃশং তুঙ্গমাসসাদ সতীসখঃ।। ১।।
স্ফটিকাশ্মময়ে তস্মিন্ শাদ্বলদ্রুমরাজিতে।
বিচিত্রপুষ্পবল্লীভিঃ সরসীভিশ্চ সংযুতে।
প্রফুল্লতরুশাখাগ্রগুঞ্জদ্ভ্রমরভূষিতে।। ২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — বিচিত্র কনক ও রজতে শোভিত উদীয়মান সূর্যের রক্তিম আভাযুক্ত উচ্চ শিখরে মহাদেব সতীসহ উপনীত হলেন।। ১।। সেই স্থান স্ফটিকশিলা, হরিদ্বর্ণ তৃণ ও বৃক্ষরাজি শোভিত, বিচিত্র কুসুমিত বল্লরী সমন্বিত এবং দৃষ্টিনন্দন সরোবরযুক্ত। সেখানকার প্রফুল্ল তরুসকলের অগ্রভাগ ভ্রমরগণের মধুর গুঞ্জনে সদা মুখরিত। মহাদেব সতীসহ বহু বৎসর সেখানে বিহার করলেন।। ২।।

পঙ্কেরুহৈঃ প্রফুল্লৈশ্চ নীলোৎপলচয়ৈস্তথা।
শোভিতে চক্রবাকৌঘৈঃ কাদম্বৈর্হংসমদ্গুভিঃ।। ৩।।
প্রমত্তসারসৈঃ ক্রৌঞ্চৈর্নীলকণ্ঠৈশ্চ শব্দিতে।
পুংস্কোকিলকলস্বানৈর্মধুরৈর্মৃগসেবিতে।। ৪।।

সেইস্থানের সরোবরসমূহ প্রস্ফুটিত কমল ও নীলকমলে সদা শোভিত এবং চক্রবাক, কলহংস, পানকৌড়ি ও হংস, আনন্দে বিভোর সারস, ক্রৌঞ্চ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের কলতানে সদা মুখরিত, সেখানকার অরণ্যানী পুরুষ কোকিলের সুমধুর কুহুতানে সতত শব্দময় এবং বহুপ্রকার সুন্দর বন্যপ্রাণীতে পরিপূর্ণ।। ৩-৪।।

তুরঙ্গবদনৈঃ সিদ্ধৈরপ্সরোভিঃ সগুহ্যকৈঃ।
বিদ্যাধরীভির্দেবীভিঃ কিন্নরীভির্বিহারিতে।
পুরন্ধ্রীভিঃ পার্বতীভিঃ কন্যাভিশ্চ সমন্বিতে।। ৫।।

সেই স্থান অশ্বের ন্যায় বদনবিশিষ্ট সিদ্ধগণ, অপ্সরা, গুহ্যক (দক্ষের অনুচর একশ্রেণীর উপদেবতা), বিদ্যাধরীগণ, দেবতাদের পত্নীগণ, কিন্নরী, পাহাড়ী বিবাহিত বয়স্ক মহিলা (পুরন্ধ্রী) ও কন্যাগণ সমন্বিত ছিল।। ৫।।

বিপঞ্চীতন্ত্রিকামন্দ্রমৃদঙ্গপটহস্বনৈঃ।
নৃত্যদ্ভিরপ্সরোভিশ্চ কৌতুকোত্থৈঃ সুশোভিতে।। ৬।।
দৈবীলতাভির্দিব্যাভির্গন্ধিনীভিঃ সমাবৃতে।
ঊর্ধ্বপ্রফুল্লকুসুমৈর্নিকুঞ্জৈরূপশোভিতে।। ৭।।

সেই পর্বতশিখর সর্বদা বীণার তন্ত্রীর মৃদুমধুর তান এবং মৃদঙ্গ ও পটহের শ্রুতিমধুর ধ্বনির ছন্দে ছন্দে সকৌতুক নৃত্যরতা অপ্সরাগণের উপস্থিতিতে সুশোভিত ছিল।। ৬।। দিব্যগন্ধে পরিপূর্ণ দৈবলতাসমূহ ও ঊর্ধ্বমুখী বিকশিত প্রফুল্ল কুসুমরাজি পরিবেষ্টিত সেই নিকুঞ্জের অনুপম শোভা অবর্ণনীয়।। ৭।।

শৈলরাজপুরাভ্যাসে শিখরে বৃষভধ্বজঃ।
সহ সত্যা চিরং রেমে এবম্ভূতে সুশোভনে।। ৮।।
তস্মিন্ স্বর্গসমে স্থানে দিব্যমানেন শঙ্কর।
দশ বর্ষসহস্রাণি রেমে সত্যা সমং মুদা।। ৯।।

এইরূপ অতীব রমণীয় হিমালয়শিখরে বৃষভধ্বজ শিব সতীর সঙ্গে বহুকাল লীলা করলেন।। ৮।। সেই স্বর্গতুল্য অপূর্ব মনোরম স্থানে শঙ্কর মহানন্দে দশ সহস্র দিব্য বৎসর (৩৬ লক্ষ মানব বর্ষ) সতীসহ বিহার করলেন।। ৯।।

স কদাচিত্তু তৎস্থানাৎ কৈলাসং যাতি শঙ্করঃ।
কদাচিন্মেরুশিখরং দেবদেবীবৃতং পুরা।। ১০।।
দিক্‌পালানাং তথোদ্যানং বনানি বসুধাতলম
গত্বা গত্বা পুনস্তত্র রেমে তেভ্যঃ সতীসখঃ।। ১১।।

শঙ্কর সতীসহ কদাচিৎ কৈলাস পর্বতে গমন করতেন আবার কদাচিৎ দেবদেবী পরিবেষ্ঠিত সুমেরুশিখরে গমন করতেন।। ১০।। শঙ্কর কখনও কখনও দিকপালগণের উদ্যানে আবার কখনও কখনও বসুধাতলে গমন ক'রে বনে বনে সতীর সঙ্গে বিহার করতেন।। ১১।।

ন জজ্ঞে স দিবারাত্রং ন ব্রহ্ম ন তপঃ শমম্।
সত্যাহিতমনাঃ শম্ভুঃ প্রীতিমেব চকার হ।। ১২।।
একং মহাদেবমুখং সতী পশ্যতি সর্বশঃ।
মহাদেবোঽপি সর্বত্র সদাদ্রাক্ষীৎ সতীমুখম্।। ১৩।।

তখন মহাদেবের আর দিবা-রাত্রির বোধ ছিল ছিল না, ব্রহ্মতত্ত্ব, তপস্যা, শমদমাদি[30] কোন কিছুই তাঁর স্মরণে ছিল না। তখন তাঁর একমাত্র কর্তব্য ছিল একাগ্রচিত্তে সতীর প্রীতিসাধন করা।। ১২।। সেই সময় সতী কেবল সর্বত্র মহাদেবেরই মুখ দর্শন করতেন এবং মহাদেবও সর্বদা একমাত্র দাক্ষায়ণীর মুখই অবলোকন করতেন।। ১৩।।

এবমন্যোন্যসংসর্গাদনুরাগমহীরুহম্।
বর্ধয়ামাসতুঃ শম্ভুসত্যৌ ভাবাম্বুসেচনৈঃ।। ১৪।।
এতস্মিন্নন্তরে দক্ষো জগতাং হিতকারকঃ।
মহাযজ্ঞং সমারেভে যষ্টুং বৈ সর্বজীবনম্।। ১৫।।

এইভাবে শম্ভু ও দাক্ষায়ণীর পরস্পরের অনন্য সংসর্গহেতু উভয়ের অনুরাগবৃক্ষ পরস্পরের ভাবরূপ বারি সিঞ্চনের মাধ্যমে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মহীরুহে পরিণত হল।। ১৪।। এমত সময়ে জগতের হিতকারী দক্ষ সর্বজীবন মহাযজ্ঞ আয়োজন করতে শুরু করলেন।। ১৫।।

অষ্টাশীতিসহস্রাণি যত্র জুহ্বতি ঋত্বিজঃ।
উদ্গাতারশ্চতুঃষষ্টিসহস্রাণি সুরর্ষয়ঃ।।
অধ্বর্যবোঽথ হোতারস্তাবন্তো নারদাদয়ঃ।। ১৬।।
অধিষ্ঠাতা স্বয়ং বিষ্ণুঃ সহ সর্বমরুদ্গণৈঃ।
স্বয়ং তত্রাভবদ্ ব্রহ্মা ত্রয়ীবিধিনিদর্শকঃ।। ১৭।।

সেই যজ্ঞে নিযুক্ত ছিলেন অষ্ট আশি সহস্র ঋত্বিক, চৌষট্টি সহস্র

---

30. বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযমকে ‘শম’ এবং অন্তঃকরণের সংযমকে ‘দম’ বলা হয়।

উদ্গাতা এবং নারদ প্রভৃতি অনেক ঋষি ও অধ্বর্য্যু (যিনি যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন) এবং হোতা।। ১৬।। সমস্ত মরুদ্গণ সহ এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা হয়েছিলেন স্বয়ং বিষ্ণু এবং স্বয়ং ব্রহ্মা বেদত্রয়ী অনুসারে বিধি নির্দেশক কর্তা ঋত্বিক হয়েছিলেন।। ১৭।।

তথৈব সর্বদিক্‌পালা দ্বারপালাশ্চ রক্ষকাঃ।
উপতস্থে স্বয়ং যজ্ঞঃ স্বয়ং বেদী ধরাভবৎ।। ১৮।।
তনূনপাদপি নিজং চক্রে রূপং সহস্রশঃ।
হবিষাং গ্রহণায়াশু তস্মিন্ যজ্ঞমহোৎসবে।। ১৯।।

সেই যজ্ঞের সুরক্ষার জন্য সমস্ত দিকপালগণ দ্বারপালের ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সেই যজ্ঞস্থলে স্বয়ং যজ্ঞ উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সমগ্র ধরাতল যজ্ঞবেদীতে পরিণত হয়েছিল।। ১৮।। সেই যজ্ঞের হবি দ্রুত গ্রহণ করার ইচ্ছায় অগ্নিদেব সহস্র সহস্র নিজ রূপ ধারণ ক'রে সেই যজ্ঞমহোৎসবে উপনীত হন।। ১৯।।

আমন্ত্র্যাশু মরীচ্যাদ্যাঃ পবিত্রৈকৈকধারিণঃ।
সর্বত্র সামিধেন্যো তজ্জালয়ামাসুরর্চিষম্।। ২০।।
সপ্তর্ষয়ঃ সামগাথা কুর্বন্তি স্ম পৃথক্ পৃথক্।
গান্দিশো বিদিশঃ খঞ্চ পূজয়ন্তঃ শ্রুতিস্বরৈঃ।। ২১।।

সেই যজ্ঞে পবিত্রী[31] ধারী মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ সামধেনী মন্ত্র (যজ্ঞের

31. পবিত্রী হল কুশঘাসের আংটি যা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সময় ডান হাতের তর্জনীতে ধারণ করা হয়।

অগ্নি প্রজ্বালন মন্ত্র) আবৃত্তি করতে করতে সর্বত্র অগ্নি প্রজ্বালিত করলেন। সপ্তর্ষিগণ পৃথক পৃথক সামগান গাইতে গাইতে সর্বদিক, ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সুমধুর সামগানে পরিপূর্ণ করলেন।। ২০-২১।।

ন বৃতাস্তত্র যাগেষু দক্ষেণ সুমহাত্মনা।। ২২।।
ন কেচিদৃষয়ো দেবা ন মনুষ্যা ন পক্ষিণঃ।।
নোদ্ভিদো ন তৃণং বাপি পশবো ন মৃগাস্তথা।। ২৩।।
গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধসঙ্ঘা-
নাদিত্যসাধ্যর্ষিগণান্ সযক্ষান্।
সস্থাবরান্নাগবরান্ সমস্তান্।
বব্রে স দক্ষঃ সুমহাধ্বরেষু।। ২৪।।

সেই যজ্ঞে এমন কেউই ছিলেন যাঁকে সুমহাত্মা দক্ষ বরণ করেননি।। ২২।। তিনি সেই যজ্ঞে ঋষি, দেবতা, উদ্ভিৎ, তৃণ, পশু, মৃগ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, আদিত্য, সাধ্য, ঋষি, যক্ষ, স্থাবর, নাগ সকলকেই বরণ করলেন।। ২৪।।

কল্পমন্বন্তরযুগ বর্ষমাসদিবানিশাঃ।
কলাকাষ্ঠানিমেষাদ্যা বৃতাঃ সর্বে সমাগতাঃ।। ২৫।।
মহর্ষিরাজর্ষিসুরর্ষিসঙ্ঘা
নৃপাঃ সপুত্রাঃ সচিবৈঃ সসৈন্যৈঃ।
বসুপ্রমুখ্যা গণদেবতা যাঃ
সর্বা বৃতাস্তেন গতা মখং তম্।। ২৬।।

কল্প[32], মন্বন্তর[33], যুগ, বর্ষ, মাস, দিবা, রাত্রি, কাষ্ঠা[34], কলা[35] , নিমেষ সকলকেই তিনি বরণ করলেন এবং তাঁরা সকলেই সেখানে সমবেত হয়েছিলেন।। ২৫।। মহর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি, পুত্র ও সচিবসহ নৃপগণ, বসু প্রমুখ দেবতাগণ সকলেই দক্ষ প্রজাপতির আমন্ত্রণে সেই যজ্ঞে গমন করলেন।।২৬।।

কীটাঃ পতঙ্গা জলজাশ্চ সর্বে
সবানরাঃ শ্বাপদবিঘ্নঘোরাঃ।
মেঘাঃ সশৈলাঃ সনদীসমুদ্রাঃ
সরাংসি বাপ্যশ্চ গতা বৃতাস্তে।। ২৭।।

কীট, পতঙ্গ, জলজপ্রাণী, বানর, ঘোর বিঘ্নসৃষ্টিকারী শ্বাপদ, পর্বতসমূহসহ মেঘ, নদীসমূহসহ সমুদ্র, সরোবর, দীঘী সকলেই তাঁর নিমন্ত্রণ লাভ ক'রে সেই যজ্ঞে যোগদান করল।। ২৭।।

সর্বে স্বভাগং হবিষাং জিঘৃক্ষবঃ
ক্রতুং প্রজগ্মুর্দৃঢ়যজ্বিনস্তে।

32. কল্প গু ব্রহ্মার এক দিন অর্থাৎ ৪৩২০০০০০০০ মানব বর্ষ।

33. মন্বন্তর গু ভগবানমনুর যুগ যার প্রতিটি ৩০৬৭২০০০০ মানবর্ষের সমান, বিষ্ণুপুরাণ ১/৩/১৯।

34. পনের নিমেষকে এক কাষ্ঠা বলা হয় — 'কাষ্ঠা পঞ্চদশ খ্যাতা নিমেষা' (বিষ্ণুপুরাণ ১/৩/৮)।

35. ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা হয় — 'কাষ্ঠাস্ত্রিংশৎ কলাস্তাস্ত' (বিষ্ণুপুরাণ ১/৩/৮)।

পাতালবাসা অসুরাঃ সমাগতা
নাগস্ত্রিয়ো দেবসমাঃ সমস্তাঃ।। ২৮।।
জগদ্বর্ত্যস্তি যৎকিঞ্চিচ্চেতনাচেতনং পুনঃ।
সর্বং বৃত্বা সমারেভে যজ্ঞং সর্বস্বদক্ষিণম্।। ২৯।।

তাঁরা সকলে হবিষ্যের নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে যজ্ঞে যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাতালবাসী অসুরগণ, নাগস্ত্রীগণ এবং দেবগণের সকল সদস্যও যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করেন।। ২৮।। সংসারে চেতন-অচেতন যা কিছু ছিল সকলকেই বরণ ক'রে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন।। ২৯।।

তস্মিন্ যজ্ঞে বৃতঃ শম্ভুর্ন দক্ষেণ মহাত্মনা।
কপালীতি বিনিশ্চিত্য তস্য যজ্ঞার্হতা ন হি।। ৩০।।
কপালিভার্যেতি সতী দয়িতাপি সুতা নিজা।
নাহূতা যজ্ঞবিষয়ে দক্ষেণ দোষদর্শিনা।। ৩১।।

মহাদেব কপালী (নরমুণ্ড ধারণকারী) হওয়ার কারণে তিনি যজ্ঞের যোগ্য নন এই সিদ্ধান্ত ক'রে দক্ষ তাঁকে যজ্ঞে আমত্রণ করেননি।। ৩০।। আর সতী তাঁর নিজের কন্যা হলেও যেহেতু তিনি কপালী মহাদেবের ভার্যা সেহেতু দক্ষ সতীর মধ্যেও যজ্ঞবিষয়ে দোষ দেখতে পেলেন এবং সেইজন্য তিনি সতীকেও যজ্ঞে আহ্বান করলেন না।। ৩১।।

শ্রুত্বা সতী তথা যজ্ঞং তাতেনারব্ধমুত্তমম্।
কপালিভার্যেতি বৃতা নাহমিত্যপি তত্ত্বতঃ।। ৩২।।
উচৈচেশ্চুকোপ দক্ষায় রক্তনেত্রাননা তদা।
শাপেন দক্ষং দগ্ধুঞ্চ মনশ্চক্রে তদা সতী।। ৩৩।।

সতী যখন শ্রবণ করলেন যে তাঁর পিতা এইরূপ একটি মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন কিন্তু তিনি কপালীর ভার্যা হওয়ার কারণে তাঁকে তাঁর পিতা যজ্ঞে আমন্ত্রণ করেননি, তখন তিনি পিতা যক্ষের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন।। ৩২।। তখন সেই ভয়ানক ক্রোধে সতীর বদনমণ্ডল এবং নয়নযুগল রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং তিনি স্বীয় পিতা দক্ষকে অভিশাপে দগ্ধ করার মনস্থ করলেন।। ৩৩।।

কোপাবিষ্টাপি সা পূর্বসময়ং স্মৃতবত্যমুম্।
মনসেতি বিনিশ্চিত্য নঃ শশাপ তদা সতী।। ৩৪।।
অলং শাপেন মে পূর্বং সুদৃঢ়ঃ সময়ঃ কৃতঃ।
অস্তীতি ময্যবজ্ঞায়াং প্রাণান্ মোক্ষ্যে ধ্রুবং পুনঃ।। ৩৫।।

কিন্তু নিতান্ত ক্রোধে পরিপূর্ণ হলেও তখন তাঁর পূর্বের একটি প্রসঙ্গ স্মরণ হল এবং তিনি দক্ষকে অভিশাপ দেওয়া থেকে বিরত হলেন।। ৩৪।। তিনি মনে মনে ভাবলেন — আমি পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে যখনই তুমি (দক্ষ) আমার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করবে সেই মুহূর্তেই আমি প্রাণত্যাগ করব। এইজন্য এখনই অভিশাপ দেবার কোন প্রয়োজন নাই।। ৩৫।।

যদা স্তূতাহং দক্ষেণ সুচিরং তনয়ার্থিনা।
তদৈব সময়ো মেঽয়ং শাপে নালঙ্করোমি তম্।।৩৬।।
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা দেবী নিত্যরূপমথাত্মনঃ।
সস্মারাতুলমত্যুগ্রং নিষ্কলং চ জগন্ময়ম্।। ৩৭।।

যখন তুমি আমাকে কন্যারূপে প্রার্থনা ক'রে বহুকাল আমার স্তব

করেছিলে তখনই আমি এই নিয়ম নির্ধারিত ক'রে দিয়েছিলাম। সেই হেতু এখন শাপ দেবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি আমার সেই নিয়মই অনুসরণ করব।। ৩৬।। এইপ্রকার ভেবে দেবী সতী তাঁর পূর্বের সেই অতুলনীয়, অতি উগ্র, পরমেশ্বরী, জগন্ময় সনাতন রূপ স্মরণ করলেন।। ৩৭।।

পূর্বরূপং স্মরন্তী সা যোগনিদ্রাহ্বয়ং হরেঃ।
এবং সঞ্চিন্তয়ামাস মনসা দক্ষজা তদা।। ৩৮।।
ব্রহ্মণোদিতদক্ষেণ যদর্থমহমীড়িতা।
তৎকিঞ্চিদপি নো জাতং শঙ্করোঽপি ন পুত্রবান্।। ৩৯।।

অতঃপর, স্বীয় পূর্ব রূপ স্মরণ করার পর দেবী দাক্ষায়ণী শ্রীহরির যোগনিদ্রা (বিষ্ণুমায়া) স্বরূপ তাঁর নিজ রূপ মনে মনে চিন্তা করলেন --।। ৩৮।। ব্রহ্মার ইচ্ছামত যে কারণে দক্ষ প্রজাপতি আমার স্তব করেছিল তার কোন কিছুই হল না, শঙ্করের এখনও পুত্রপ্রাপ্তি হল না।। ৩৯।।

ইদানীমেকমেবাভূৎ কার্যং দেবগণস্য চ।
যচ্ছঙ্করঃ সানুরাগো মৎকৃতেঽভূচ্চ যোষিতি।। ৪০।।
মত্তো নান্যা পুনঃ শম্ভো রাগং বর্ধয়িতুং পুনঃ।
শক্তা ন কাপি ভবিতা স নান্যাং সংগ্রহীষ্যতি।। ৪১।।

এখন দেবগণের একটিই মাত্র কার্য সম্পন্ন হয়েছে, শঙ্কর আমার জন্যই রমণীর প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন।। ৪০।। আমি ব্যতীত অপর কোন রমণীই শম্ভুর অনুরাগ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে না। সেইজন্য মহাদেব অপর কোন রমণীকেই গ্রহণ করবেন না।। ৪১।।

তথাপ্যহং তনুং ত্যক্ষে সময়াৎ পূর্বযোজিতাৎ।
হিতায় জগতাং কুর্যাং প্রাদুর্ভাবং পুনর্গিরৌ।। ৪২।।
পুরা হিমবতঃ প্রস্থে রম্যে দেবগৃহোপমে।
শম্ভুং সার্ধং ময়া রন্তুং সুচিরং প্রাতিসংযুতঃ।। ৪৩।।

তথাপি আমি আমার পূর্বের প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমার বর্তমান দেহ ত্যাগ করব এবং জগতের কল্যাণে আমি পুনরায় এই হিমালয়েই আবির্ভূতা হব।। ৪২।। ইতিপূর্বেই শম্ভু আমার সঙ্গে সাতিশয় প্রীতিসহকারে দেবতাগণের রমণীয় আবাসতুল্য হিমালয়প্রস্থে বহুকাল বিহার করেছেন।। ৪৩।।

তত্র যা মেনকা দেবী চার্বঙ্গী চরিত্রব্রতা।
সুশীলা সা পুরস্ত্রীণামুত্তমা পার্বতীগণে।। ৪৪।।
সা মাং মাতৃবদাচষ্ট সর্বকর্মসু নর্মকম্।
তস্যাং স্নেহত্যনুরাগোঽভূৎ সা মে মাতা ভবিষ্যতি।। ৪৫।।

সেখানে আছেন সুন্দর অঙ্গকান্তি সমন্বিতা, চরিত্রবতী, ব্রতচারিণী মেনকা দেবী। তিনি পরম সুশীলা এবং পর্বতবংশীয় পুরস্ত্রীগণের মধ্যে উত্তমা।। ৪৪।। তিনি আমার সঙ্গে জননীর ন্যায় আচরণ ক'রে আমার সকল কর্মে আমাকে যথোচিতভাবে সহায়তা করেছিলেন। আমার মনে তাঁর প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হয়েছে। তিনিই আমার মাতা হবেন।। ৪৫।।

কন্যাভিঃ পার্বতীভিশ্চ বাল্যক্রীড়ামহং চিরম্।
কৃত্বা কৃত্বা মেনকায়াঃ করিষ্যে মোদমুত্তমম্।। ৪৬।।
পুনশ্চাহং ভবিষ্যামি শম্ভোর্জায়াতিবল্লভা।
করিষ্যে দেবকার্যাণি তদুপায়াদসংশয়ম্।। ৪৭।।

আমি পর্বতকন্যাগণের সঙ্গে বহুকাল বাল্যক্রীড়া ক'রে মেনকাদেবীর অন্তরে পরম আনন্দ সঞ্চার করব।। ৪৬।। তারপর আমি পুনরায় শম্ভুর অতি প্রিয় পত্নী হব এবং সেই উপায়ে আমি দেবতাদের কার্যসকল সম্পাদন করব। এতে কোন সংশয় নাই।। ৪৭।।

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তী সা পুনঃ কোপসমাবৃতা।
জজ্বাল দক্ষতনয়া দক্ষদারুণকর্মণা।। ৪৮।।
ক্রোধরক্তেক্ষণা তত্র তনুযষ্টেস্তদা সতী।
স্ফোটঞ্চকার দ্বারাণি সর্বাণ্যাবৃত্য যোগতঃ।। ৪৯।।

গভীরভাবে এইরূপ চিন্তা ক'রে এবং দক্ষের ঘোরতর অন্যায় কর্মের কথা স্মরণ ক'রে দক্ষনন্দিনী ভয়ানক ক্রোধাগ্নিতে জ্বলে উঠলেন।। ৪৮।। ক্রোধে সতীর চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল। তখন তিনি যোগবলে শরীরের নবদ্বার[36] রুদ্ধ ক'রে কুম্ভক করলেন।। ৪৯।।

তেন স্ফোটেন মহতা তস্যাস্তু প্রাণবায়বঃ।
নির্ভিদ্য দশমদ্বারমাত্মনস্তে বহির্যযুঃ।। ৫০।।

---

36. শরীরের নয়টি দ্বার হল দুইটি চোখ, দুইটি নাসারন্ধ্র, দুইটি কান, মুখ, পায়ু ও জননাঙ্গ।

ত্যক্তপ্রাণান্তু তাং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সর্বেঽন্তরিক্ষগাঃ।
হাহাকারং তদা চক্রুঃ শোকব্যাকুলিতেক্ষণাঃ।। ৫১।।

সেই মহাকুম্ভকে তাঁর প্রাণবায়ু দশমদ্বার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে নির্গত হল।। ৫০।। অন্তরিক্ষে অবস্থিত সকল দেবতাগণ সতীর প্রাণহীন শরীর দর্শন ক'রে শোকে ব্যাকুল হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে হাহাকার করতে আরম্ভ করল।। ৫১।।

ততস্তু সত্যা ভগিনীসুতা তাং দ্রষ্টুমাগতা।
চুক্রোশ শোকাদ্বিজয়া মৃতাং দৃষ্ট্বা সতীং মুহুঃ।। ৫২।।
হা সতী ক্ব গতাসীতি হা সতী তব কিন্বিদম্।
হা মাতৃষ্বসরিত্যুচ্চৈস্তদা শব্দো মহানভূৎ।। ৫৩।।

তখন সতীর ভগিনীর কন্যা বিজয়া সতীকে দেখতে এলেন। বিজয়া সতীর মৃতদেহ দর্শন ক'রে পুনঃ পুনঃ শোক ব্যক্ত করলেন।। ৫২।। বিজয়া শোকে আকুল হয়ে ক্রন্দন ক'রে বলতে লাগলেন—হায় সতী ! তুমি কোথায় গেলে ! হায় মাসী ! তোমার এ কি হল ! তাঁর সেই ক্রন্দনের শব্দ ঘোরতর আর্তনাদের রূপ ধারণ করল।। ৫৩।।

বিপ্রিয়শ্রবণাদেব প্রাণাস্ত্যক্তাস্ত্বয়া সতি।
অহং কথন্তু জীবামি দৃষ্ট্বৈ দৃষ্টিপ্রিয়ং দৃঢ়ম্।। ৫৪।।
পাণিনা বদনং সত্যা মার্জয়ন্তী মুহুর্মুহুঃ।
করুণং বিলপন্তী স্ম মুখং জিঘ্রতি সা তদা।। ৫৫।।

সতী ! তুমি অপ্রিয় বাচন শ্রবণ করেই প্রাণত্যাগ করলে আর সেখানে

আমি এই ঘোরতর অপ্রিয় দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও কিভাবে জীবন ধারণ করব?।। ৫৪।। এইভাবে অতি করুণ বিলাপ সহকারে বিজয়া সতীর বদনমণ্ডল বারম্বার স্বীয় হস্তদ্বারা মার্জনা করতে করতে সতীর মুখমণ্ডলের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে থাকলেন।। ৫৫।।

সিঞ্চন্তী নেত্রজৈস্তোয়ৈঃ সত্যাঃ সা হৃদয়ং মুখম্।
কেশানুল্লাস্য পাণিভ্যাং বিক্ষন্তী বদনং মুহুঃ।। ৫৬।।
ঊর্ধ্বাধঃকম্পিতশিরাঃ শোকব্যাকুলিতেন্দ্রিয়া।
হৃদয়ং পঞ্চশাখাভ্যাং বিনিহন্তী তথা শিরঃ।। ৫৭।।

বিজয়া স্বীয় অশ্রুনীরে সতীর বক্ষ ও মুখমণ্ডল সিঞ্চিত ক'রে হস্তদ্বারা তঁর কেশরাজি উত্তোলিত ক'রে দেবী সতীর বদন নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।। ৫৬।। বিজয়ার সকল ইন্দ্রিয় শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে হস্তদ্বয় উপরে তুলে এবং নিচে নামিয়ে করতল দ্বারা কখনও নিজের কপালে আবার কখনও বুকে আঘাত করতে থাকলেন।। ৫৭।।

ইদঞ্চ বচনং সাশ্রুকণ্ঠা সা বিজয়াব্রবীৎ।
শ্রুত্বা তে মরণং মাতা বীরিণী শোককর্ষিতা।
ধারয়ন্তী কথং প্রাণান্ সদ্যস্ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্।। ৫৮।।
স তথা নিরনুক্রোশঃ ক্রূরকর্মা পিতা তব।।
প্রমৃতাং ভবতীং শ্রুত্বা কথং ধাস্যতি জীবিতম্।। ৫৯।।

বিজয়া অশ্রুজলে সিক্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন — তোমার বিয়োগের সংবাদ শ্রবণ ক'রে ভয়ানক শোকাহতা তোমার জননী বীরিণী কিভাবে

তাঁর প্রাণকে ধ'রে রাখবেন? আমি বুঝতে পারছি যে তিনি শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করবেন।। ৫৮।। আবার, আপনার পিতা যদিও ভয়ানক নির্দয় ও ক্রূরকর্মা তথাপি আপনার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ ক'রে তিনি কিভাবে নিজের প্রাণকে ধ'রে রাখতে পারবেন ?।। ৫৯।।

বিচিন্ত্য নূনং কর্মাণি স্বীয়ানি ভবতীং প্রতি।
কৃতানি স নৃশংসানি দক্ষঃ শোকাকুলস্তদা।। ৬০।।
যজ্বা স চ জ্ঞানহীনঃ কথং যজ্ঞে প্রবর্ততে।
নিঃশ্রদ্ধস্ত্যক্তবুদ্ধিশ্চ কথং বা সা ভবেৎ ক্রতৌ।। ৬১।।

যখনই আপনার পিতার মনে পড়বে যে তিনি আপনার প্রতি নৃশংস আচরণ করেছেন তখনই তিনি শোকে বিহ্বল হবেন।। ৬০।। তিনি যদিও যাজ্ঞিক তথাপি যজ্ঞবিষয়ে তিনি যথার্থ জ্ঞানহীন। তিনি কি কারণে যজ্ঞ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন ? তাঁর না আছে শ্রদ্ধা, না আছে বুদ্ধি। তিনি কিভাবেই বা যজ্ঞকার্য সুসম্পন্ন করতে পারবেন ?।। ৬১।।

হা মাতর্দেহি বচনং রুদন্ত্যা বালবন্মম্।।
ভবত্যা নির্দয়া শোকাদ্ ধ্রিয়ে শল্যসমানসূন্।। ৬২।।
ত্বং কিং স্মরসি মে শম্ভোর্বিহিতস্য কদাচন।
তেনামর্ষবশং প্রাপ্তা মাতর্মাং কিন্ন ভাষসে।। ৬৩।।

হায় মা ! আপনার এই ক্রন্দনরতা সন্তানকে উত্তর দিন। আপনি নির্দয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন আর পরম শোকদগ্ধ আমি নিজের প্রাণকে কণ্টকসম বোধ করছি।। ৬২।। অথবা হে মাতা ! আপনার কি শিবকৃত

কোন অপ্রিয় কার্যের কথা মনে পড়ছে যার জন্য রোষের কারণে আপনি আমার সঙ্গে কোন কথা বলছেন না ?।। ৬৩।।

তদেব বচনং চক্ষুর্মুখং সা নাসিকা তব।
এতেষাং ক্ক গতাঃ সর্বে বিভ্রমা হসিতং ক্ক চ।। ৬৪।।
ননু তেন বিভ্রমৈর্হীনং নেত্রযুগ্মং সুনাসিকম্।
স্মিতহীনঞ্চ বদনং দৃষ্ট্বা সোঢ়া কথং হরঃ।। ৬৫।।
কা সুধাসম্মিতং বাক্যং হরাশ্রমসমাগতাম্।
সূনৃতং ত্বামৃতে মাতর্বদিষ্যতি মুহুর্মুহুঃ।। ৬৬।।

আপনার সেই চোখ, মুখ, নাসিকা সবই আছে কিন্তু তার বিভ্রম কোথায় গেল ?।। ৬৪।। আপনার নেত্রযুগল ও সুনাসিকাতে আর সেই চঞ্চলতা বিদ্যমান নাই। আপনার এই স্মিতহাসিহীন মুখমণ্ডল মহাদেব কিভাবে সহ্য করবেন ?।। ৬৫।। মাগো ! আমি এই শিবাশ্রমে আসলে কে আর আমাকে হাস্যমুখে বারম্বার অমৃততুল্য সুমধুর সত্য কথা বলবে ?।। ৬৬।।

শ্রদ্ধাবতী বান্ধবেষু পত্যুর্ভাববশানুগা।
সর্বলক্ষণসম্পূর্ণা ত্বৎসমা যা ভবিষ্যতি।। ৬৭।।
ত্বদৃতে দেবি দেবেশঃ শোকাপহতচেতনঃ।
দুঃখিতাত্মা নিরুৎসাহো নিশ্চেষ্টশ্চ ভবিষ্যতি।। ৬৮।।

আপনার ন্যায় বন্ধুবান্ধবের প্রতি এত স্নেহশীলা, পতির ভাবসমূহের অনুগামিনী সর্ব সুলক্ষণযুক্তা রমণী আর কি কেউ হবে ?।। ৬৭।। হে দেবি ! আপনার বিহনে দেবদেব মহাদেব শোকে মুহ্যমান ও দুঃখিত হয়ে সমস্ত উৎসাহ ও প্রচেষ্টা হারিয়ে ফেলবেন।। ৬৮।।

এবং লপন্তী ভৃশদুঃখিতা সতীং
মৃতাং সমীক্ষ্যাতিশয়ং শুচাহতা।
পপাত ভূমৌ বিজয়া বিরাবং
বিতন্বতী চোর্দ্ধ্বভুজা প্রবেপতী।। ৬৯।।

সতীকে প্রাণহীন অবস্থায় দর্শন ক'রে ভয়ানক দুঃখিত ও শোকসন্তপ্ত বিজয়া এইভাবে বিলাপ করতে করতে কম্পিত দেহে দুই হাত ঊর্দ্ধ্বে তুলে ক্রন্দনের চীৎকারের উচ্চ রব তুলে ভূতলে পতিত হলেন।। ৬৯।।

।। কালিকাপুরাণে সতীর দেহত্যাগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।।

সপ্তদশ অধ্যায়

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুঃ শোভনে মানসে হ্রদে।
সমাপ্য সন্ধ্যামায়াতঃ স্বমাশ্রমপদং প্রতি।। ১।।
আগচ্ছন্নেব সংরাবং বিজয়ায়া বৃষধ্বজঃ।
শুশ্রাব দারুণং তীব্রং চকিতশ্চ ততোঽভবৎ।। ২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন— ইতিমধ্যে শম্ভু মনোরম মানস সরোবরে সন্ধ্যাক্রিয়া সমাপন ক'রে স্বীয় আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন।। ১।। আগমনরত অবস্থাতেই বৃষধ্বজ মহাদেবের কর্ণগোচর হল বিজয়ার তীব্র বিলাপ। তিনি চকিত হয়ে উঠলেন।। ২।।

তত উক্ষ্ণা বলবতা মনোমারুতরংহসা।
স্বমাশ্রমপদং শর্ব আসদাদ ত্বরান্বিতঃ।। ৩।।
আসাদ্য দেবীং দয়িতাং তদা দাক্ষায়ণীং হরঃ।
মৃতাং দৃষ্ট্বাপি ন জহৌ মৃতেঽতিপ্রিয়ভাবতঃ।। ৪।।

তখন তিনি মন ও বায়ুর ন্যায় তীব্রগামী বৃষভে আরোহণ ক'রে দ্রুত নিজের আশ্রমে উপনীত হলেন।। ৩।। তখন মহাদেব প্রিয়তমা ভার্যা দাক্ষায়ণীর সমীপে গমন ক'রে তাঁর মৃত্যু হয়েছে জেনেও তাঁর প্রতি সাতিশয় প্রেমের কারণে তাঁকে মৃত ব'লে বোধ না হওয়ায় তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করলেন না।। ৪।।

ততো নিরীক্ষ্য বদনমামৃজ্য চ পুনঃপুনঃ।
পপ্রচ্ছ কস্মাৎ সুপ্তাসীত্যেবং দাক্ষায়ণীং মুহুঃ।। ৫।।
ততো ভর্গবচঃ শ্রুত্বা তদা তদ্ভগিনীসুতা।
বিজয়া প্রাহ নিধনং দাক্ষায়ণ্যা যথা তথা।। ৬।।

তারপর মহাদেব সতীর মুখমণ্ডল পুনঃ পুনঃ অবলোকন ক'রে তাঁর মুখ মার্জনা ক'রে দিতে দিতে পুনঃপুনঃ সতীদেবীকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন — দাক্ষায়ণি ! তুমি নিদ্রামগ্ন কেন ?।। ৫।। তখন মহাদেবের বাক্য শ্রবণ ক'রে দেবী সতীর ভগিনীকন্যা বিজয়া দাক্ষায়ণীর মৃত্যুর বৃত্তান্ত তাঁর নিকট বিবৃত করতে আরম্ভ করলেন।। ৬।।

বিজয়োবাচ

দক্ষঃ কর্তুং ক্রতুং শম্ভো দেবান্ সর্বান্ সবাসবান্।
আজুহাব তথা দৈত্যান্ রাক্ষসান্ সিদ্ধগুহ্যকান্। ৭।।
ব্রহ্মাণমথ গোবিন্দমিন্দ্রাদীনপি দিক্‌পতীন্।
দেবযোনিংস্তথা সর্বান্ সাধ্যবিদ্যাধরাদিকান্।। ৮।।

বিজয়া বললেন — হে শম্ভু ! দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য সবান্ধব সকল দেবতা, দৈত্য, রাক্ষস, সিদ্ধ, গুহ্যক (যক্ষ), গোবিন্দ, ইন্দ্রাদি দিকপালগণ প্রভৃতি দেবযোনি এবং সাধ্য, বিদ্যাধর সকলকেই সেই যজ্ঞে আহ্বান করেছেন।। ৭-৮।।

নাহূতানি ক্রতৌ তেন যানি সত্ত্বানি শঙ্কর।
তানি দক্ষেণ নো সন্তি সমস্তভুবনেষ্বপি।। ৯।।

এবং প্রবিততং যজ্ঞং শ্রুত্বৈষা বচনান্মম।
বিমৃষ্যবত্যনাহ্বানে হেতুং শম্ভোরথাত্মনঃ।। ১০।।

ত্রিভুবনে এমন কোন প্রাণী নাই যাকে দক্ষ আহ্বান করেননি।। ৯।। তাঁর পিতা যে এইরকম একটি মহা যজ্ঞের আয়োজন করেছেন সেই সংবাদটি সতী আমার মুখ থেকে শ্রবণ ক'রে তাঁর পিতা যে তাঁকে এবং আপনাকে সেই যজ্ঞে কেন আমন্ত্রণ জানাননি তার কারণটি চিন্তা করতে থাকেন।। ১০।।

চিন্তয়ানাং তথাহং তাং সতীং জ্ঞাত্বা যথাশ্রুতম্।
উক্তবত্যস্মি ভূতেশ যজ্ঞানাহ্বানকারণম্।। ১১।।
শম্ভুঃ কপালীতি জায়া তৎসংসর্গাদ্বিগর্হিতা।
অতঃ শম্ভুঃ সতী চাপি নাধ্বরে মে মিলিষ্যতঃ।। ১২।।

হে ভূতনাথ! সতীকে এইরূপ চিন্তামগ্ন দেখে আপনাদেরকে যজ্ঞে আহ্বান না করার কারণ সম্পর্কে আমি যা জেনেছিলাম তার সমস্তই আমি তাঁর নিকট বর্ণনা করেছিলাম।। ১১।। (সেটি হল এইরকম যে) শম্ভু নৃমুণ্ড ধারণ করেন (সেইজন্য তিনি নিন্দনীয়) এবং সতী যেহেতু তাঁর পত্নী সেহেতু পতির সঙ্গে সংসর্গহেতু তিনিও নিন্দনীয়া হয়েছেন। সেইজন্য শম্ভু এবং সতী উভয়েই যজ্ঞের জন্য ব্রাত্য।। ১২।।

ইত্যনাহ্বানহেতুর্মে শ্রুতপূর্বঃ পুরা মুখাৎ।
দক্ষস্য বীরিণীং শ্লক্ষ্ণাং গদতস্তস্য মন্দিরে।। ১৩।।
এতচ্ছ্রুত্বা মম বচঃ সা বিবর্ণমুখী ক্ষিতৌ।
উপবিষ্টা ন মাং কিঞ্চিদুক্ত্বা কোপপরায়ণা।। ১৪।।

আপনাদেরকে যজ্ঞে আহ্বান না করার এই কারণ আমি স্বয়ং দক্ষকে

তাঁর ভবনে বীরিণীর উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছিলাম (আমি এই বৃত্তান্তই সতীকে বলেছিলাম)।। ১৩।। আমার নিকট থেকে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে সতী আমাকে আর কিছু বলেননি এবং ক্রোধিত হয়ে বিবর্ণমুখে ভূমির উপর বসে পড়েন।। ১৪।।

বভূব বদনং তস্যাস্তৎক্ষণাৎ সরুষং হর।
ভ্রুকুটীকুটিলং শ্যামং যথা খং ধূমকেতুনা।। ১৫।।
সা মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা স্ফোটেন মহতা ততঃ।
প্রাণানুদসৃজচ্চৈষা ভিত্ত্বা মূর্দ্ধানমাত্মনঃ।। ১৬।।

হে হর ! তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্যামবর্ণ বদন রোষে ভ্রুকুটীকুটিল ও ধূমকেতুর প্রভাবে গগনতলের ন্যায় কঠোর হয়ে উঠল।। ১৫।। অতঃপর তিনি মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবলেন এবং তারপর এক মহাধ্বনির (স্ফোট) সঙ্গে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে প্রাণত্যাগ করলেন।। ১৬।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা বিজয়ায়া বৃষধ্বজঃ।
অতীব কোপাদুত্তস্থৌ দিধক্ষুরিব পাবকঃ।।
তস্য কোপপরীতস্য কর্ণনাসাক্ষিবক্ত্রতঃ।
ঘোরা জ্বলন্ত্যঃ কণিকাঃ সৃজন্ত্যোগ্নের্মহারবম্।
উল্কা বিনিঃসৃতা বহ্ব্যঃ কল্পান্তাদিত্যবর্চসঃ।। ১৭।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — বিজয়ার মুখ থেকে উপর্যুক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে বৃষধ্বজ মহেশ্বর অতিশয় ক্রোধে জ্বলন্ত উর্ধ্বমুখী অগ্নির ন্যায় উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কর্ণ, নাসিকা, চক্ষু ও মুখগহ্বর থেকে প্রলয়কালে সূর্য থেকে নির্গত অগণিত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের ন্যায় বহু জ্বলন্ত অগ্নিকণিকা নির্গত হতে আরম্ভ করল।। ১৭।।

অথ তত্র জগামাশু দক্ষো যত্র মহাতপাঃ।
যজ্ঞঞ্চক্রে হরো গত্বা যজ্ঞবাটাদ্বহিঃস্থিতঃ।। ১৮।।
তং যজ্ঞং দদৃশে ভর্গঃ কোপেন মহতাবৃতঃ।
মহাধনসমাপন্নং পাত্রীজুহ্বাদিভির্বৃতম্।। ১৯।।

অতঃপর, মহাতপা দক্ষ যেখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন শম্ভু সেইস্থানে উপনীত হয়ে সেই যজ্ঞস্থলের বাইরে দাঁড়ালেন।। ১৮।। ভয়ানক ক্রুদ্ধ ভর্গ (শিব) মহামূল্য পাত্র, যূপকাষ্ঠাদি যজ্ঞীয় বস্তুসকল পরিবৃত সেই যজ্ঞ দর্শন করলেন।। ১৯।।

হুতাজ্যাহুতিসংবৃদ্ধং দীপ্তবহ্নিবিরাজিতম্।
যথাস্থানস্থিতান্ সর্বান্ দিক্‌পালান্ সায়ুধধ্বজান্।। ২০।।
বিধাতারং তথা বিষ্ণুং যজ্ঞমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
দদর্শ কুপিতঃ শম্ভুস্তান্ দৃষ্ট্বাতীব কোপিতঃ।। ২১।।

যজ্ঞাগ্নিতে পুনঃ পুনঃ ঘি প্রভৃতি আহুতি দেওয়ার কারণে সেই যজ্ঞের অগ্নি ক্রমবর্ধমান হয়ে দীপ্ত বহ্নিশিখারূপে বিরাজ করছিল। শম্ভুর দৃষ্টিগোচর হল যে নিজ নিজ আয়ুধ ও ধ্বজসহ সকল দিকপালগণ সেই যজ্ঞস্থলে যথোপযুক্ত স্থানে সমাসীন।। ২০।। শম্ভু আরও অবলোকন করলেন যে সেখানে উপস্থিত আছেন বিধাতা ব্রহ্মা ও ভগবান্ বিষ্ণু। তাঁদেরকে দেখে শম্ভু অতীব কুপিত হলেন।। ২১।।

ভগং সূর্যং তথা সোমং ভার্যাভিঃ সহ সংবৃতম্।
সহস্রাক্ষং গৌতমঞ্চ পূর্বে ভাগে ব্যবস্থিতম্।। ২২।।
সনৎকুমারমাত্রেয়ং ভার্গবং বিনতাসুতম্।
মরুদ্গণাংস্তথা সাধ্যানাগ্নেয়ং জাতবেদসম্।। ২৩।।

মহাদেব প্রত্যক্ষ করলেন যে যজ্ঞের পূর্বভাগে ভগ, সূর্য, সোম স্ব স্ব ভার্যাসহ বিরাজ করছেন।। ২২।। তিনি দেখলেন যে সেখানে সনৎকুমার, আত্রেয়, ভার্গব, গরুড়, মরুদ্গণ তথা সাধ্যগণ অগ্নিকোণে (দক্ষিণ-পূর্ব) সমাসীন।। ২৩।।

কালং চ চিত্রগুপ্তঞ্চ কুম্ভযোনিং সগালবম্।
বিশ্বেদেবাংস্তথা সর্বান্ কব্যবাহাদিকান্ পিতৃন্।।২৪।।
অগ্নিষ্বাত্তাদিকান্ সর্বান্ ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্।
ভৌমং প্রেতগণান্ সিদ্ধান্ দক্ষিণাশাং ব্যবস্থিতান্।। ২৫।।

তিনি দেখলেন যে যম, চিত্রগুপ্ত, অগস্ত্য, গালব, কব্যবাহ এবং অগ্নিষ্বাত্তাদি সমস্ত পিতৃগণ, চতুর্বিধ ভূতগণ, মঙ্গল গ্রহ, প্রেতগণ এবং সিদ্ধগণ দক্ষিণদিকে অবস্থান করছেন।। ২৪-২৫।।

রক্ষাংসি চ পিশাচাংশ্চ ভূতানি মৃগপক্ষিণঃ।
ক্রব্যাদানক্ষুদ্রজন্তূংশ্চ তথা পুণ্যজনেশ্বরম্।
মহর্ষিং মৌদ্গলং রাহুং নৈর্ঋত্যাং কিন্নরাংস্তথা।। ২৬।।

সেখানে তিনি রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, মাংসভোজী পশু ও পক্ষীগণ, ক্ষুদ্রজন্তুগণ, পুণ্যজনেশ্বরগণ, মহর্ষি মৌদ্গাল, রাহু, কিন্নর প্রমুখকে নৈর্ঋত কোণে দেখতে পেলেন।। ২৬।।

মহোরগাংস্তথা নক্রান্ মৎস্যান্ গ্রাহাংশ্চ কচ্ছপান্।
সমুদ্রান্ সপ্তসিন্ধুংশ্চ নদাংস্তীর্থানি গুহ্যকান্।। ২৭।।
মানসাদি হ্রদান্ সর্বান্ গঙ্গাজম্বুনদাংস্তথা।
কামং মধুং বসন্তঞ্চ বরুণঞ্চ সহানুগম্।। ২৮।।
শনৈশ্চরং গিরীন্ সর্বান্ পশ্চিমাশাব্যবস্থিতান্।। ২৯।।

তিনি যাঁদেরকে পশ্চিমদিকে অবস্থিত দেখলেন তাঁরা হলেন - মহাসর্প, ঘড়িয়াল, মৎস্য, কুমীর, কচ্ছপ, সপ্ত সমুদ্র, নদী, তীর্থ, যক্ষ, মানসাদি হ্রদসমূহ, গঙ্গা ও জম্বুনদী, কামদেব, মধু, বসন্ত, অনুচরগণের সহিত বরুণ, শনিগ্রহ এবং সকল পর্বতসমূহ।। ২৭-২৯।।

প্রাণাদিপঞ্চবায়ূংশ্চ সগণঞ্চ সমীরণম্।
কল্পদ্রুমান্ হিমাদ্রিঞ্চ কশ্যপঞ্চ মহামুনিম্।। ৩০।।
বায়ব্যাং কমলাব্রাতং ফলানি চ কলানিধিম্।
নানারত্নানি হৈমানি মনুষ্যান্ পর্বতাংস্তথা।। ৩১।।
হিমাদ্রিমুখ্যা যক্ষাশ্চ স্থূণাকর্ণাদয়ো বুধাঃ।
নলকূবরেণ সহিতো যক্ষরান্নরবাহনঃ।। ৩২।।
ধ্রুবো ধরশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ কৌবেরীং সংস্থিতানিমান্।। ৩৩।।

তিনি প্রাণ আদি পঞ্চ বায়ু, অনুচরগণ সহকারে বায়ু, কল্পবৃক্ষ, হিমালয়, মহামুনি কশ্যপ, কমলসমূহ, ফলসমূহ, চন্দ্র প্রভৃতিদেরকে বায়ুকোণে বিরাজমান দেখলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দেখলেন যে হিমালয়ে উৎপন্ন নানাপ্রকারের রত্নসমূহ, মনুষ্যসকল, হিমালয়কে প্রধান পর্বতরূপে মান্যকারী পর্বতসমূহ, স্থূলকর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানী যক্ষগণ, নলকুবর (কুবেরের পুত্র) সহ যক্ষরাজ নরবাহন কুবের, ধ্রুব, ধর (কচ্ছপ), সোম, বিষ্ণু, অনিল (বায়ু), অনল (অগ্নি), প্রত্যুষ, প্রভাস প্রমুখ উত্তরদিকে বিরাজমান।। ৩০-৩৩।।

বৃষধ্বজং বিনা সর্বান্ রুদ্রান্ জীবং মনূংস্তথা।
বিবিধান্ বাহুজান্ বৈশ্যঞ্ছূদ্রানপি সমন্ততঃ।। ৩৪।।
ঐশান্যাং বিবিধান্নানি ব্রীহীনপি তিলানপি।
ঐশানীপূর্বয়োর্মধ্যে ব্রহ্মর্ষীন্ সংশিতব্রতান্।। ৩৫।।

তিনি দেখলেন যে সকল রুদ্র, জীবসমূহ, মনুগণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ, ধান্য, তিল প্রভৃতি বিবিধপ্রকার অন্ন ঈশানকোণে এবং কঠোর ব্রতধারী ব্রহ্মর্ষিগণ ঈশানকোণের পূর্বদিকের মধ্যস্থলে বিরাজমান— কেবল তাঁর কোন স্থান সেখানে হয়নি।। ৩৪-৩৫।।

মহর্ষীংশ্চতুরো বেদান্ বেদাঙ্গানি তথৈব ষট্।
নৈর্ঋত্যপশ্চিমান্তস্থমনন্তং শ্বেতপর্বতম্।। ৩৬।।

তিনি সেখানে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারপ্রকার বেদকে এবং ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, কল্প এবং শিক্ষা এই ছয় প্রকার বেদাঙ্গকে, নৈর্ঋতকোণকে এবং পশ্চিমদিকের মধ্যস্থলে সহস্রনাগ পরিবেষ্টিত অনন্তকে প্রত্যক্ষ করলেন।। ৩৬।।

কাদ্রবেয়সহস্রেণ সহিতা সপ্তভোগিনঃ।
কেতুং তত্রৈব কুষ্মাণ্ডং ডাকিনীগণসংযুতম্।। ৩৭।।
তথা জলধরানন্যান্নানাবর্ণান্ সবিদ্যুতান্।
দিগ্গজানপি তত্রস্থানৈরাবতমুখান্ হরঃ।
যথাস্থানস্থিতান্ সর্বান্ দিক্করিণ্যা চ সংযুতান্।। ৩৮।।

তাঁর দৃষ্টিগোচর হল যে সহস্র কাদ্রবেয় (নাগ) পরিবৃত অনন্ত, ডাকিনীগণ বেষ্টিত সপ্তভোগী কেতু, কুষ্মাণ্ড, সৌদামিনী সুশোভিত নানা

বর্ণের জলধরসমূহ, ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্গজগণ সেখানে সস্ত্রীক সুশোভিত হয়ে বিরাজ করছেন।। ৩৭-৩৮।।

তমেবং দূরতো দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং মহাধনম্।
বীরভদ্রাহ্বয়ং তূর্ণং প্রেষয়ামাস তং প্রতি।। ৩৯।।
বীরভদ্রোঽপি বহুভিঃ সংবৃতো বিবিধৈর্গণৈঃ।
ব্যধ্বংসয়ত্ততো যজ্ঞং দক্ষস্য সুমহাত্মনঃ।। ৪০।।

মহাদেব দূর থেকেই এই মহাবৈভবশালী যজ্ঞস্থান পর্যবেক্ষণ ক'রে তাঁর এক অনুচর বীরভদ্রকে আহ্বান করলেন এবং ত্বরায় তাকে সেই যজ্ঞস্থানে প্রেরণ করলেন।। ৩৯।। তখন বীরভদ্রও বহু গণ (অনুচর) পরিবৃত হয়ে মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংসের কাজে প্রবৃত্ত হলেন।। ৪০।।

বিকুর্বন্তং মহাযজ্ঞং বীরভদ্রং সমীক্ষ্য বৈ।
বারয়ামাস বৈকুণ্ঠঃ সর্বদেবগণাবৃতঃ।। ৪১।।
তং বার্য্যমাণং দৃষ্ট্বৈব ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
স্বয়ং বিবেশ তং যজ্ঞং ধ্বংসয়ামাস চেশ্বরঃ।। ৪২।।

বীরভদ্রকে যজ্ঞ ধ্বংস করতে দেখে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁকে সেই ধ্বংসকার্য থেকে নিবৃত্ত করলেন।। ৪২।। মহাদেব যখন লক্ষ্য করলেন যে বীরভদ্র যজ্ঞধ্বংসকার্য থেকে বিরত হয়েছেন তখন তাঁর নয়ন সাতিশয় ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করল এবং তিনি স্বয়ং যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করলেন এবং নিজে সেই যজ্ঞের ধ্বংস সাধন করতে উদ্যত হলেন।। ৪২।।

বিশন্তমেব তং যজ্ঞে প্রথমং পুরতো ভগঃ।
বাহূ বিতত্য ভূতেশমাসসাদ ত্বরান্বিতঃ।। ৪৩।।

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য ভর্গোঽপি ভৃশরোষিতঃ।
অঙ্গুল্যগ্রপ্রহারেণ তস্য নেত্রে জঘান হ।। ৪৪।।

মহাদেবকে যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করতে দেখে প্রথমেই ভগ[37] দেবতা (সূর্যবিশেষ) ত্বরিৎ গতিতে হস্তদ্বয় প্রসারিত ক'রে ভূতপতি শম্ভুর সমীপে উপনীত হলেন।। ৪৩।। ভগ (একজন সূর্য) দেবতাকে এইভাবে অগ্রসর হতে দেখে মহাদেব ভীষণ ক্রোধিত হয়ে স্বীয় অঙ্গুলের অগ্রভাগ অর্থাৎ নখের আঘাতে ভগ দেবতার নয়নদ্বয় নষ্ট ক'রে দিলেন।। ৪৪।।

হীননেত্রং ভগং দৃষ্ট্বা বিরূপাক্ষং দিবাকরঃ।
স্পর্দ্ধমানস্ততঃ শর্বমাসসাদ ত্বরান্বিতঃ।। ৪৫।।
ততঃ সূর্যং মহাদেবঃ পাণৌ ধৃত্বা করেণ চ।
দূরীকৃত্যাতিকুপিতো যজ্ঞমেবাভ্যধাবত।। ৪৬।।

অতঃপর, দিবাকর (একজন সূর্য) যখন দেখলেন যে ভগদেবতা নেত্রহীন হয়েছেন তখন তিনি স্পর্ধাসহকারে দ্রুত বিরূপাক্ষ রুদ্রদেবের সমীপে উপনীত হলেন।। ৪৫।। তারপর মহাদেব সূর্যের (দিবাকরের) হাত দুইটি ধ'রে তাঁকে সেখান থেকে বিতাড়িত করলেন এবং ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে যজ্ঞস্থান অভিমুখে ধাবিত হলেন।। ৪৬।।

---

37. সূর্য বারোজন। তাঁদের দ্বাদশ আদিত্য বলা হয়। কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হয়। তাঁরা হলেন ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। মতান্তরে বলা হয়েছে যে সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা সূর্যের প্রখর তাপ সহ্য করতে অপারগ হলে তাঁর পিতা বিশ্বকর্মা সূর্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। সেই দ্বাদশ খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন নামে দ্বাদশ মাসে উদিত হয়ে থাকে যথা মাঘ মাসে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য, চৈত্র মাসে বেদজ্ঞ, বৈশাখে তপন (মার্তণ্ড), জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্র মাসে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতাঃ, কার্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে মিত্র, পৌষে বিষ্ণু। ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা ছয় — মিত্র, অর্যমা, ভগ্ন, বরুণ, দক্ষ এবং অংশু। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আদিত্যের সংখ্যা আট বলা হয়েছে — মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র এবং বিবস্বান।

মার্তণ্ডশ্চ হসন্ বেগাদ্বিতত্য বিপুলৌ ভুজৌ।
এহি যোৎসে ত্বয়েত্যুক্ত্বা তমগ্রে প্রত্যবারয়ৎ।। ৪৭।।
হসতস্তস্য সূর্যস্য ক্রোধেন বৃষভধ্বজঃ।
দন্তান্ করপ্রহারেণ শাতয়ামাস বক্ত্রতঃ।। ৪৮।।
বিদন্তং মিহিরং দৃষ্ট্বা হীননেত্রং ভগং তথা।
সর্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যে চান্যে তত্র দুদ্রুবুঃ।। ৪৯।।

সেই মুহূর্তে মার্তণ্ড বিশাল বাহুযুগল বিস্তার ক'রে মুখে ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি সহকারে মহাদেবকে বললেন — এস, এখন আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব। এই কথা বলেই তিনি শিবের সম্মুখে উপনীত হয়ে তাঁকে থামিয়ে দিলেন।। ৪৭।। মার্তণ্ডকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে হাসতে দেখে বৃষভধ্বজ মহাদেব সাতিশয় আক্রোশে মুষ্টি প্রহারে তাঁর মুখ থেকে দন্তসমূহ উৎপাটিত ক'রে দিলেন।। ৪৮।। যে যে দেবতা ও ঋষি সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা যখন মিহিরকে দন্তহীন ও ভগসূর্যকে নেত্রহীন অবস্থায় দর্শন করলেন তখন তাঁরা সকলেই ভীত হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করলেন।। ৪৯।।

বিদ্রাব্য সর্বান্ দেবাদীন্ হরঃ পরমকোপনঃ।
মৃগরূপেণাপযান্তং যজ্ঞমেবান্বপদ্যত।। ৫০।।
যজ্ঞোঽপ্যাকাশমার্গেণ ব্রহ্মস্থানং বিবেশ হ।
বৃষধ্বজোঽপি কুপিতো ব্রহ্মস্থানং জগাম হ।। ৫১।।

মহাদেব ভয়ানক কোপাবিষ্ট হয়ে দেবতা আদি সকলকে সেখান থেকে বিতাড়িত করলেন এবং তারপর মৃগের রূপ ধারণকারী যজ্ঞকে ব্যাধের ন্যায় পশ্চাদ্ধাবন করতে আরম্ভ করলেন।। ৫০।। পলায়নপর যজ্ঞ আকাশপথে ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করলেন। তখন ক্রুদ্ধ বৃষধ্বজও সেই ব্রহ্মলোকেই প্রবেশ করলেন।। ৫১।।

ব্রহ্মণঃ সদনাদ্ যজ্ঞো ভীতো ভর্গাদবাতরৎ।
অবতীর্য সতীদেহং প্রবিবেশ স্বমায়য়া।। ৫২।।
ভর্গোঽপি দক্ষদুহিতুর্মৃতায়া নিকটং গতঃ।
অন্বগচ্ছত্তদা যজ্ঞং দদর্শ চ সতীশবম্।। ৫৩।।
মৃতাং দৃষ্ট্বা তদা দেবীং হরো দাক্ষায়ণীং সতীম্।
বিস্মৃত্য যজ্ঞং তৎপ্রান্তে স্থিতো বাঢ়ং শুশোচ তাম্।। ৫৪।।

ভর্গদেবের ভয়ে অতীব ভীত যজ্ঞ তখন ব্রহ্মলোক থেকে অবতরণ ক'রে স্বীয় মায়াবলে সতীর দেহে প্রবেশ করলেন।। ৫২।। তখন শিবও যজ্ঞের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে দক্ষপুত্রী সতীর মৃতদেহের সন্নিকটে পৌঁছালেন এবং সতীকে মৃত অবস্থায় দেখলেন।। ৫৩।। তখন মহাদেব দাক্ষায়ণীকে মৃত অবস্থায় দর্শন ক'রে যজ্ঞের কথা বিস্মৃত হয়ে গেলেন এবং সতীর পাশে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর জন্য গভীর শোকে মগ্ন হলেন।। ৫৪।।

বহুবিধগুণবৃন্দং চিন্তয়ঞ্ছুলপাণিঃ
র্ললিতদশনপংক্তিং বক্ত্রমব্জপ্রকাশম্।
অরুণদশনবস্ত্রং ভ্রূযুগং বীক্ষ্য তস্যাঃ
খরতরপৃথুশোকব্যাকুলোঽসৌ রুরোদ।। ৫৫।।

শূলপাণি মহাদেব সতী দেবীর বহুপ্রকার গুণের কথা স্মরণ ক'রে তাঁর সুন্দর দন্তপংক্তিশোভিত মুখকমল, সুন্দর রক্তবর্ণের দাঁতের মাড়ি এবং সুন্দর ভ্রূযুগল দর্শন ক'রে গভীর শোকে ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন ক'রে উঠলেন।। ৫৫।।

।। কালিকাপুরাণে দক্ষযজ্ঞধ্বংস নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিববিষাদবর্ণন

মার্কণ্ডেয় উবাচ

দাক্ষায়ণীগুণগণান্ গণয়ন্ গোরথস্তদা[38]।
বিললাপাতিদুঃখার্তো মনুজঃ প্রাকৃতো যথা।। ১।।
বিলপন্তং তদা ভর্গং বিজ্ঞায় মকরধ্বজঃ।
রতীবসন্তসহিত আসদাদ মহেশ্বরম্।। ২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — তখন বৃষধ্বজ মহাদেব, দাক্ষায়ণীর গুণাবলীকে একটি একটি ক'রে গভীরভাবে স্মরণ করতে করতে নিবিড় দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে প্রাকৃত (সাধারণ) মানুষের ন্যায় বিলাপরত হলেন।। ১।। যখন কামদেবের কর্ণগোচর হল যে মহাদেব সতীর বিহনে এইভাবে বিলাপরত হয়েছেন, তখন তিনি রতি ও বসন্ত সমভিব্যাহারে শিবসকাশে আগমন করলেন।। ২।।

তং শুচাতিপরিভ্রষ্টং যুগপৎ স রতিপতিঃ।
জঘান পঞ্চভির্বাণৈ রুদন্তং ভ্রষ্টচেতনম্।। ৩।।

---

38. পাঠান্তর-গোরঙ্গস্তদা

শোকাভিহতচিত্তোঽপি স্মরবাণসমাকুলঃ।
সঙ্কীর্ণভাবমাপন্নঃ শুশোচ চ মুমোহ চ।। ৪।।

তখন মহাদেবের ঐরূপ চেতনাভ্রষ্ট, রোরুদ্যমান, অতিশয় শোকাকুল অবস্থা অবলোকন করেও রতিপতি দুষ্ট কাম তাঁকে একই সঙ্গে তাঁর পঞ্চশরের দ্বারা প্রহার করলেন।। ৩।। যদিও তখন মহাদেবের চিত্ত নিদারুণ শোকে নিমজ্জিত ছিল তথাপি মদনের শরের প্রভাবে তিনি অতি সংকীর্ণ ভাব প্রাপ্ত হলেন অর্থাৎ তিনি জগৎপতি অপেক্ষা সতীপতির ভাব প্রাপ্ত হলেন এবং এর ফলে তিনি একাধারে শোকও ব্যক্ত করতে থাকলেন আবার তাঁর মধ্যে মোহের ভাবও প্রকটিত হতে থাকল অর্থাৎ তাঁর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার উন্মেষ ঘটল।। ৩-৪।।

ক্ষণং ভূমৌ নিপততি ক্ষণমুত্থায় ধাবতি।
ক্ষণং ভ্রমতি তত্রৈব নিমীলতি বিভুঃ পুনঃ।। ৫।।

সেই অবস্থায় বিভু (পরমেশ্বর) শিব কখনও বা ভূমির উপরে পতিত হলেন, কখনও বা তিনি ভূমি থেকে উঠে সহসা ধাবিত হলেন কখনও তিনি সেইখানেই ঘুরতে আরম্ভ করলেন আবার কখনও তিনি দেবী সতীকে স্মরণ ক'রে আঁখি নিমীলিত ক'রে রাখলেন।। ৫।।

ধ্যায়ন্ দাক্ষায়ণীং দেবীং হসমানঃ কদাচন।
পরিষ্বজতি ভূমিষ্ঠাং রসভাবৈরিব স্থিতাম্। ৬।।
সতী সতীতি সততং ব্যাহৃত্য শঙ্করঃ।
মানং ত্যজ বৃথেত্যেবমুক্ত্বা স্পৃশতি পাণিনা।। ৭।।

কখনও তিনি ভূলুণ্ঠিত সতীদেবীর কথা স্মরণ করতে করতে হাস্য করতে থাকলেন, কখন তিনি সতীদেবীকে রসভাবাবেশে অবস্থিত ভেবে তাঁকে আলিঙ্গনে রত হলেন।। ৬।। শঙ্কর পুনঃ পুনঃ সতীর নাম উচ্চারণ ক'রে বলতে থাকলেন — " সতী, সতী ! বৃথা মান ত্যাগ কর" এবং এই কথা বলতে বলতে তিনি নিজ হস্তদ্বারা স্নেহভরে সতীর অঙ্গ স্পর্শ করতে থাকলেন।। ৭।।

পাণিনা পরিমার্জ্যেনামলঙ্কারান্ যথাস্থিতান্।
তস্যা বিশ্লিষ্য চ পুনস্তত্রৈবানুযুযোজ চ।। ৮।।
এবং কুর্বতি ভূতেশে মৃতা নোবাচ কিঞ্চন।
যদা সতী তদা ভর্গঃ শোকাদ্গাঢ়ং রুরোদ হ।। ৯।।

শিব সতীর শ্রীঅঙ্গ নিজ হস্তদ্বারা পরিমার্জন ক'রে অঙ্গের যথাস্থানে পরিহিত অলঙ্কারগুলি খুলে পুনরায় সেইখানেই অলঙ্কারগুলি পরিয়ে দিলেন।। ৮।। ভূতনাথ যখন এই প্রকার কাজগুলি করছিলেন তখন মৃতা সতী কোন কথাই বললেন না। তখন মহাদেব অতীব শোকে ক্রন্দন করে উঠলেন।। ৯।।

রুদতস্তস্য পততো বাষ্পান্ বীক্ষ্য তদা সুরাঃ।
ব্রহ্মাদয়ঃ পরাং চিন্তাং জগ্মুশ্চিন্তাপরায়ণাঃ।। ১০।।
বাষ্পাঃ পতন্তো ভূমৌ চেদ্দহেয়ুঃ পৃথিবীমিমাম্।
উপায়স্তত্র কঃ কার্য ইতি হাহেতি চুক্রুশুঃ।। ১১।।
ততো বিমৃশ্য তে দেবা ব্রহ্মাদ্যাস্ত শনৈশ্চরম্।
তুষ্টুবুর্মূঢ়ভর্গস্য বাষ্পধারণকারণাৎ।। ১২।।

রোদনের কারণে মহাদেবের নয়ন থেকে অশ্রুবারি পতিত হতে দেখে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বিশেষভাবে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।। ১০।। (মহাদেবের অশ্রুপাতের ফলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের দুশ্চিন্তার কারণ হল এই যে) মহাদেবের নয়নাশ্রু ভূমিতে পতিত হ'লে এই পৃথিবী দগ্ধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তার কি উপায় করা যায় সেই চিন্তায় দেবতাগণের মধ্যে হাহাকার প'ড়ে গেল।। ১১।। তখন, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বিচার-বিবেচনা ক'রে মোহগ্রস্ত ভগবান্ মহাদেবের অশ্রুবারি ধারণ করার জন্য শনিদেবের স্তুতি আরম্ভ করলেন।। ১২।।

দেবা উচুঃ

শনৈশ্চর মহাভাগ লোকানুগ্রহকারক।
মূলশক্তিসমুদ্ভূত নমস্তে সূর্যসম্ভব।। ১৩।।
নমস্তে শূলহস্তায় পাশহস্তায় ধন্বিনে।
তথা বরদহস্তায় নমশ্ছায়াত্মজায় তে।। ১৪।।
নীলমেঘ-প্রতীকাশ ভিন্নাঞ্জনচয়োপম।
নমস্তে সর্বলোকানাং প্রানোধারণহেতবে।। ১৫।।

দেবতাগণ বললেন — হে মহাভাগ শনৈশ্চর ! হে ত্রিলোকের উপর অনুগ্রহকারী ! হে মূলশক্তিজাত সূর্যপুত্র ! আপনাকে নমস্কার।। ১৩।। হে হস্তে শূল, পাশ, ধনুক ও বরদমুদ্রাধারী ! হে ছায়া পুত্র ! আপনাকে নমস্কার।। ১৪।। হে নীল মেঘ সদৃশ মহাত্মন ! হে দলিত অঞ্জনপুঞ্জ সম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রূপধারী ! হে সর্বজীবের প্রাণ ধারণের হেতু ! আপনাকে নমস্কার।। ১৫।।

গৃধ্রধ্বজ[39] নমস্তেঽস্তু প্রসীদ ভগবন্ দৃঢ়ম্।
বাষ্পেভ্যঃ শোকজেভ্যশ্চ পাহি ভর্গস্য নঃ ক্ষিতিম্।। ১৬।।
যথা পুরা শতং বর্ষানবজগ্রাহ বর্ষণম্।
ভবানেব তু মেঘেভ্যস্তথা কুরু হরাম্বুনি।। ১৭।।

হে গৃধ্রধ্বজ ! আপনাকে নমস্কার ! হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হন। শোকের কারণে উৎপন্ন মহাদেবের নয়ন থেকে পতিত অশ্রুবাষ্পের প্রহার থেকে এই ধরিত্রীকে রক্ষে করুন।। ১৬।। আপনি যেভাবে পুরাকালে একশতবর্ষব্যাপী মেঘের বারিপাতকে অবরোধ ক'রে বৃষ্টিকে স্তব্ধ ক'রে রেখেছিলেন, সেইভাবেই আপনি মহাদেবের নেত্রবারিকে হরণ করুন।। ১৭।।

তব চাপাং গ্রহং দৃষ্ট্বা মেঘাস্তে পুষ্করাদয়ঃ।
মুমুচুঃ সততং বর্ষং মহেন্দ্রস্য কিলাজ্ঞয়া।। ১৮।।
আকাশ এব বর্ষান্তস্তৎসর্বং ভবতা পুরা।
বিনাশিতং যথা বাষ্পং তথা নাশয় শূলিনঃ।। ১৯।।

সেই সময় আপনাকে জল গ্রহণ করতে দেখে পুষ্করাদি মেঘসকল ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে নিরন্তর বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছিল।। ১৮।। পুরাকালে আপনি আকাশের বুকেই সেই সমস্ত বৃষ্টির জলের বিনাশ ঘটিয়েছিলেন। তদ্রূপ আপনি শূলপাণি মহাদেবের আঁখিলোর বিনাশ করুন।। ১৯।।

---

39. শনিদেবের ধ্বজা অর্থাৎ পতাকা গৃধ্র অর্থাৎ শকুনের চিহ্ন বহন করে। সেইজন্য তাঁকে গৃধ্রধ্বজ বলা হয়।

ন ত্বামৃতেঽন্যঃ শক্তোঽস্তি হরবাষ্পনিবারণে।। ২০।।
দহেৎ সদেবগন্ধর্বব্রহ্মলোকান্ সপর্বতান্।
পৃথিবীং পতিতো বাষ্পস্তস্মাদ্ধারয় মায়য়া।। ২১।।

মহাদেবের অশ্রুজল নিবারণ করার সামর্থ্য আপনি ব্যতীত আর অপর কারোরই নাই।। ২০।। মহাদেবের অশ্রু ভূমিতে পতিত হলে দেবলোক, গন্ধর্বলোক, ব্রহ্মলোক এবং পর্বত সহ সমগ্র পৃথিবী দগ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং আপনি আপনার মায়ার দ্বারা তাঁর অশ্রু ধারণ করুন[40] ।। ২১।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যেবম্ভাষমাণেষু দেবেষু মিহিরাত্মজঃ।
প্রত্যুবাচ স তান্ দেবান্নাতিহৃষ্টমনা ইব।। ২২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — দেবতাগণ যখন এইরূপে স্তুতি ক'রে শনিদেবকে এইসব কথা বললেন তখন সূর্যপুত্র শনিদেব অপ্রসন্নচিত্তেই তাঁদেরকে তার উত্তরস্বরূপ বলতে আরম্ভ করলেন -।। ২২।।

শনৈশ্চর উবাচ

করিষ্যে ভবতাং কর্ম যথাশক্তি সুরোত্তমাঃ।
তথা কিন্তু বিদগ্ধং হি ন মাং বেত্তি যথা হরঃ।। ২৩।।

---

40. এই স্তোত্র অতিবৃষ্টি ও বন্যা নিবারণের পক্ষে সহায়ক।

শনিদেব বললেন — তথাস্তু ! আমি তোমাদের প্রার্থনা অনুসারে আমার যথাশক্তি কাজ করব। কিন্তু তোমাদেরকেও দেখতে হবে যাতে মহাদেব আমার কাজের বিষয়টি না জানতে পারেন (শনিদেবের আশঙ্কা যে মহাদেব তাঁর বিষয়টি জানতে পারলে তিনি ক্রোধবশতঃ তাঁকেই দগ্ধ করে ফেলবেন)।। ২৩।।

দুঃখশোকাকুলস্যাস্য সমীপে বাষ্পধারিণঃ।
কোপান্নশ্যেচ্ছরীরং মে নিয়তং নাত্র সংশয়ঃ।। ২৪।।
তস্মাদ্ যথা মাং ভূতেশো ন জানাতি সতীপতিঃ।
তথা কুরুধ্বং নেত্রেভ্যো হরলোতকধারিণম্।। ২৫।।

আমি যদি দুঃখশোকাকুল অশ্রুপূরিত মহাদেবের সন্নিকটে উপনীত হই তাহলে নিঃসন্দেহে তাঁর ক্রোধের কারণে আমার শরীর বিনষ্ট হয়ে যাবে।। ২৪।। সেইজন্য আমি যে তাঁর নয়নাশ্রু ধারণ করছি এ বিষয়টি সতীপতি ভূতনাথ যেন অবগত হতে না পারেন, তোমরা সেই বিষয়ে যত্নবান হও।। ২৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তে সর্বে শঙ্করান্তিকম্।
গত্বা হরং সন্মুমুহুঃ সাংসার্যা যোগমায়য়া।। ২৬।।
শনৈশ্চরোঽপি ভূতেশমাসাদ্যান্তর্হিতস্তদা।
বাষ্পবৃষ্টিং দুরাধর্ষামবজগ্রাহ মায়য়া।। ২৭।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সকলে মহাদেবের

সম্মুখে গমন ক'রে সাংসারিক যোগমায়ার দ্বারা তাঁকে সম্মোহিত করলেন।। ২৬।। তখন শনিদেবও ভূতনাথের সন্নিকটে আগমন ক'রে অন্তর্হিতরূপে অবস্থিত হয়ে নিজ মায়ার সাহায্যে মহাদেবের দুরাধর্ষ অশ্রুবারি গ্রহণ করলেন।। ২৭।।

যদা স নাশকদ্বাষ্পান্ সন্ধারয়িতুমর্কজঃ।
তদা মহাগিরৌ ক্ষিপ্তা বাষ্পাস্তে জলধারকে।। ২৮।।
লোকালোকস্য নিকটে জলধারাহ্বয়ো গিরিঃ।
পুষ্করদ্বীপপৃষ্ঠস্থস্তোয়সাগরপশ্চিমে।। ২৯।।

যখন সূর্যপুত্র শনিদেব মহাদেবের অশ্রু ধারণ করতে অসমর্থ হলেন তখন তিনি সেই অশ্রুজলরাশি জলধার নামক মহাগিরিতে নিক্ষেপ করলেন।। ২৮।। পুষ্করদ্বীপের পশ্চাৎ ভাগে, জলসাগরের পশ্চিমে, লোকালোক পর্বতের সন্নিকটে এই জলধারগিরি অবস্থিত।। ২৯।।

স তু সর্বপ্রমাণেন মেরুপর্বতসন্নিভঃ।
তস্মিন্ বিন্যস্তবান্ বাষ্পাংস্তদাশক্তঃ শনৈশ্চরঃ।। ৩০।।
স পর্বতোঽপি তান্ বাষ্পান্ন ধর্তুং ক্ষম ঈশিতুঃ।
বিদীর্ণস্তৈস্তু বাষ্পৌঘৈর্ভগ্নমধ্যোঽভবদ্ দ্রুতম্।। ৩১।।

এই জলধারগিরি সর্বদিক বিচারে সুমেরু পর্বতের সমতুল্য। মহাদেবের অশ্রুবাষ্প ধারণে অক্ষম হয়ে শনিদেব সেই অশ্রুরাশি এই পর্বতে স্থাপন করেন।। ৩০।। সেই জলধার পর্বতও মহাদেবের নয়নজলরাশি ধারণ

করতে ব্যর্থ হল। তখন সেই অশ্রুবাষ্পের তেজে সেই জলধার পর্বতের মধ্যভাগ তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হল।। ৩১।।

তে বাষ্পাঃ পর্বতং ভিত্ত্বা বিবিশুস্তোয়সাগরম্।
সাগরোঽপি গ্রহীতুং তান্ন শশাক খরানতি।। ৩২।।
ততস্তু সাগরং মধ্যে ভিত্ত্বা বাষ্পাঃ সমাগতাঃ।
তোয়ধেঃ প্রাগ্ভবাং বেলাং স্পর্শমাত্রাদ্বিভেদ তাম্।। ৩৩।।

তখন সেই অশ্রুজলরাশি সেই পর্বত ভেদ ক'রে জলসমুদ্রে প্রবেশ করল এবং সেই জলসাগরও সেই নয়নবাষ্পরাশি ধারণে অসমর্থ হল।। ৩২।। সেই অশ্রুরাশি তখন জলসাগরের মধ্যভাগ বিদীর্ণ ক'রে সাগরের পূর্বকূলে সমাগত হল এবং সেই অশ্রুরাশির স্পর্শমাত্রই সেই সমুদ্রতট বিদীর্ণ হয়ে গেল।। ৩৩।।

বিভিদ্য বেলাং তে বাষ্পাঃ পুষ্করদ্বীপমধ্যগাঃ।
নদী ভূত্বা বৈতরণী পূর্বসাগরগাভবৎ।। ৩৪।।
জলধারস্য ভেদেন সংসর্গাৎ সাগরস্য চ।
অবাপ্য সৌম্যতাং কিঞ্চিদ্বাষ্পাস্তে নাভিদন্ ক্ষিতিম্। ৩৫।।
বৈবস্বতপুরদ্বারে যোজনদ্বয়বিস্তৃতা।
অদ্যাপি তিষ্ঠত্যপগা হরলোতকসম্ভবা।। ৩৬।।

তারপর সেই অশ্রুরাশি পুষ্করদ্বীপের মধ্য দিয়ে পূর্বসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে বৈতরণী নদী নামে খ্যাত হল।। ৩৪।। সেই জলধার পর্বতকে ভেদ করার ও সাগরের সংস্পর্শে আসার কারণে সেই অশ্রুরাশি

কিঞ্চিৎ নম্রতা লাভ করল এবং এর ফলে সে পৃথিবীকে ভেদ করতে ব্যর্থ হল।। ৩৫।। মহাদেবের অশ্রু থেকে উৎপন্ন দুই যোজন বিস্তৃত সেই নদী (বৈতরণী) যমনগরীর দ্বারে আজও বিদ্যমান।। ৩৬।।

শক্তি পীঠ স্থাপন

অথ শোকবিমূঢ়াত্মা বিলপন্ বৃষভধ্বজঃ।
জগাম প্রাচ্যদেশাংস্তু স্কন্ধে কৃত্বা সতীশবম্।। ৩৭।।
উন্মত্তবদ্গচ্ছতোঽস্য দৃষ্ট্বা ভাবং দিবৌকসঃ।
ব্রহ্মাদ্যাশ্চিন্তয়ামাসুঃ শবভ্রংশনকর্মণি।। ৩৮।।

অতঃপর, শোকবিহ্বল বৃষভধ্বজ মহাদেব বিলাপরত অবস্থায় সতীর শবদেহ নিজ স্কন্ধে উত্তোলন ক'রে প্রাচ্য দেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন।। ৩৭।। মহাদেবকে উন্মত্তের ন্যায় শবস্কন্ধে গমন করতে দেখে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সতীর শবদেহকে শিবের স্কন্ধচ্যুত করার উপায় সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন।। ৩৮।।

হরগাত্রস্য সংস্পর্শাচ্ছবো নায়ং বিশীর্ণতাম্।
গমিষ্যতি কথং তস্মাদস্য ভ্রংশো ভবিষ্যতি।। ৩৯।।
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তস্তে ব্রহ্মবিষ্ণুশনৈশ্চরাঃ।
সতীশবান্তর্বিবিশুরদৃশ্যা যোগমায়য়া।। ৪০।।

শিবের শরীরের সংস্পর্শে থাকার কারণে সতীর শবদেহে পচন ধরেনি। তাহলে এই শরীর কিভাবে স্কন্ধ থেকে খসে পড়বে?।। ৩৯।। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি এইসব ভাবতে ভাবতে যোগমায়াবলে অদৃশ্য হয়ে সতীর শবদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।। ৪০।।

প্রবিশ্যাথ শবং দেবাঃ খণ্ডশস্তে সতীশবম্।
ভূতলে পাতয়ামাসুঃ স্থানে স্থানে বিশেষতঃ।। ৪১।।
দেবীকূটে পাদযুগ্মং প্রথমং ন্যপতৎ ক্ষিতৌ।
উড্ডীয়ানে চোরুযুগ্মং হিতায় জগতাং ততঃ।। ৪২।।

সতীর শবদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে তাঁরা সতীর সেই নিষ্প্রাণ শরীরকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ভূতলের বিভিন্ন স্থানে নিক্ষেপ করলেন।। ৪১।। সর্বপ্রথম দেবীর চরণযুগল পৃথিবীতে দেবীকূট নামক স্থানে পতিত হল আর জগতের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁর ঊরুযুগল পতিত হল উড্ডীয়াননামক স্থানে।। ৪২।।

কামরূপে কামগিরৌ ন্যপতৎ যোনিমণ্ডলম্।
তত্রৈব ন্যপতদ্ভূমৌ পূর্বতো নাভিমণ্ডলম্।।। ৪৩।।
জালন্ধরে স্তনযুগং স্বর্ণহারবিভূষিতম্।
অংশগ্রীবং পূর্ণগিরৌ কামরূপাত্ততঃ শিরঃ।। ৪৪।।

তাঁর যোনিমণ্ডল পতিত হল কামরূপে কামগিরিতে (কামাখ্যা) এবং সেই পর্বতের পূর্বভাগে পতিত হয়েছিল তাঁর নাভিমণ্ডল।। ৪৩।। জলন্ধরে পতিত হল স্বর্ণহার বিভূষিত তাঁর স্তনযুগল এবং স্কন্ধ ও গলা পূর্ণগিরিতে ও মস্তক কামরূপে নিক্ষিপ্ত হল।। ৪৪।।

যাবদ্ভুবং গতো ভর্গঃ সমাদায় সতীশবম্।
প্রাচ্যেষু যাজ্ঞিকো দেশস্তাবদেব প্রকীর্তিতঃ।। ৪৫।।

অন্যে শরীরাবয়বা লবশঃ খণ্ডিতাঃ সুরৈঃ।
আকাশগঙ্গামগমন্ পবনেন সমীরিতাঃ।। ৪৬।।

সতীর শব স্কন্ধে বহন ক'রে মহাদেব পূর্ব দিকে যতদূর গমন করেছিলেন ততদূর পর্যন্ত সমুদায় দেশকে যজ্ঞভূমি বলা হয়।। ৪৫।। সতীর শরীরের অন্য অবয়বসকল দেবতাদের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পবনের দ্বারা আকাশগঙ্গাতে সমাহিত হল।। ৪৬।।

যত্র যত্রাপতন্ সত্যাস্তদা পাদাদয়ো দ্বিজাঃ।
তত্র তত্র মহাদেবঃ স্বয়ং লিঙ্গস্বরূপধৃক্।
তস্থৌ মোহসমাযুক্তঃ সতীস্নেহবশানুগঃ।। ৪৭।।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শনিশ্চাপি সর্বে দেবগণাস্তথা।
পূজয়াঞ্চক্রুরীশস্য প্রীত্যা সত্যাঃ পদাদিকম্। ৪৮।।

হে দ্বিজগণ ! যেথায় যেথায় সতীর পদ আদি অঙ্গ পতিত হল সেথায় সেথায় মহাদেব সতীর প্রতি স্নেহবশে মোহিত হয়ে স্বয়ং লিঙ্গশরীর ধারণ ক'রে অবস্থিত হলেন।। ৪৭।। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শনি এবং অন্যান্য সমস্ত দেবতাগণ ভক্তিসহকারে সতীর চরণাদি অঙ্গসমূহের পূজা করলেন।। ৪৮।।

দেবীকূটে মহাদেবী মহাভাগেতি গীয়তে।
সতীপাদযুগে লীনা যোগনিদ্রা জগৎপ্রভুঃ[41] ।। ৪৯।।

---

41. পাঠান্তর - জগৎপ্রসূঃ।

কাত্যায়নী চোড্ডীয়ানে কামাখ্যা কামরূপিণী।
পূর্ণেশ্বরী পূর্ণগিরৌ চণ্ডী জালন্ধরে গিরৌ[42] ।। ৫০।।

দেবীকূটে পীঠাসনা মহাদেবী মহাভাগা নামে খ্যাতা। তথায় যোগনিদ্রা সতীর চরণযুগলকে আশ্রয় ক'রে জগতের প্রভু লীন হয়ে থাকেন।। ৪৯।। তিনি উড্ডীয়ানে কাত্যায়নী, কামরূপে কামাখ্যা, পূর্ণগিরিতে পূর্ণেশ্বরী এবং জালন্ধরে চণ্ডী নামে বিরাজিতা।। ৫০।।

পূর্বান্তে কামরূপস্য দেবী দিক্করবাসিনী।
তথা ললিতকান্তেতি যোগনিদ্রা প্রগীয়তে।। ৫১।।
যত্রৈব পতিতং সত্যাঃ শিরস্তত্র বৃষধ্বজঃ।
উপবিষ্টঃ শিরো বীক্ষ্য শ্বসঞ্ছোকপরায়ণঃ।। ৫২।।

যোগনিদ্রা দেবী সতী কামরূপের পূর্বভাগে দিক্করবাসিনী এবং শেষভাগে ললিতকান্তা নামে পূজিতা।। ৫১।। যেখানে দেবীর মস্তক পতিত হয়েছিল সেখানে সতীর সেই মস্তক অবলোকন ক'রে অতীব শোকগ্রস্ত বৃষধ্বজ উপবিষ্ট হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতে থাকলেন।। ৫২।।

উপবিষ্টে হরে তত্র ব্রহ্মাদ্যাস্তে দিবৈকসঃ।
সমীপমগমংস্তস্য দূরতঃ সান্ত্বয়ন্ হরম্। ৫৩।।
দেবানাগচ্ছতো দৃষ্ট্বা শোকলজ্জাসমন্বিতঃ।
গত্বা শিলাত্বং তত্রৈব লিঙ্গত্বং গতবান্ হরঃ।। ৫৪।।

---

42. পাঠান্তর - স্মৃতা।

হরে লিঙ্গত্বমাপন্নে ব্রহ্মাদ্যাস্তু দিবৌকসঃ।
তুষ্টুবুস্ত্র্যম্বকং তত্র লিঙ্গরূপং জগদ্গুরুম্।। ৫৫।

মহাদেব যখন সেখানে উপবিষ্ট হলেন তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ দূর থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দিতে তাঁর সমীপে আগমন করলেন।। ৫৩।। মহাদেব যখন দেখলেন যে দেবতাগণ তাঁর দিকে আগমন করছেন তখন তিনি একাধারে নিদারুণ শোক এবং লজ্জায় প্রস্তরীভূত হয়ে লিঙ্গরূপ ধারণ করলেন।। ৫৪।। শিব যখন এইভাবে লিঙ্গরূপ ধারণ করলেন তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ লিঙ্গরূপী জগৎপ্রভু ত্র্যম্বকের স্তুতি আরম্ভ করলেন।। ৫৫।।

দেবা ঊচুঃ

মহাদেবং শিবং স্থাণুমুগ্রং রুদ্রং বৃষধ্বজম্।
শ্মশানবাসিনং ভর্গং সর্বান্তকরণং পরম্।। ৫৬।।
ত্বাং নমামো বয়ং ভক্ত্যা শঙ্করং নীললোহিতম্।
গিরীশং বরদং দেবং ভূতভাবনমব্যয়ম্।। ৫৭।।

দেবতাগণ বললেন — আপনি মহাদেব, শিব, স্থাণু, উগ্র, রুদ্র, বৃষধ্বজ, আপনি শ্মশানবাসী, আপনি জগতের প্রলয়কর্তা পরমেশ্বর।। ৫৬।। হে নীললোহিত শঙ্কর ! আপনি গিরীশ, বরদানকারী, দেব, ভূতভাবন এবং অব্যয়। আপনাকে আমরা ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি।। ৫৭।।

অনাদিমধ্যসংসারযোগবিদ্যায় শম্ভবে।

নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে।। ৫৮।।

জটিলায় গিরিশায় বিদ্যাশক্তিধরায় তে।

নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে।। ৫৯।।

আপনি অনাদি, আপনি মধ্য অর্থাৎ সৃষ্টি এবং সংসার অর্থাৎ স্থিতি রহিত, আপনাকে একমাত্র যোগের সাহায্যেই জানা যায়। হে লিঙ্গরূপ, শান্তিময়, শম্ভু শিব— আপনাকে প্রণাম।। ৫৮।। আপনি জটাজুটধারী, বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন গিরিশ, লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম, শান্তিময় শিব। আপনাকে প্রণাম।। ৫৯।।

জ্ঞানামৃতান্তসম্পূর্ণশুদ্ধদেহান্তরায় চ।

নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে।। ৬০।।

আদিমধ্যান্তভূতায় স্বভাবানলদীপ্তয়ে।

নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে।। ৬১।।

আপনার অন্তরে জ্ঞানরূপ অমৃত, আপনার দেহ ও মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ, আপনি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম, শান্তিময় শিব। আপনাকে প্রণাম।। ৬০।। আপনি জগতের আদি-মধ্য-অন্ত স্বরূপ (অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও, আপনি স্বভাবত অনলসদৃশ সদা দীপ্যমান, আপনি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম, শান্তিময় শিব। আপনাকে প্রণাম।। ৬০।।

প্রলয়ার্ণবসংস্থায় প্রলয়স্থিতিহেতবে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে।। ৬২।।
যঃ পরেভ্যঃ পরস্তস্মাৎ পরায় পরমাত্মনে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে।। ৬৩।।

আপনি প্রলয় সমুদ্রে বিরাজ করেন, আপনি প্রলয় ও স্থিতির কারণ, আপনি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম, শান্তিময় শিব। আপনাকে প্রণাম।। ৬২।। আপনি শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং পরমাত্মা। আপনি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম। আপনি শান্তিময় শিব। আপনাকে প্রণাম।। ৬৩।।

জ্বালামালাবৃতাঙ্গায় নমস্তে বিশ্বরূপিণে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে।। ৬৪।।
ওঁ নমঃ পরমার্থায় জ্ঞানদীপায় বেধসে।
নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূর্তয়ে।। ৬৫।।
নমো দাক্ষায়ণীকান্ত মৃড় শর্ব মহেশ্বর।
নমস্তে সর্বভূতেশ প্রসীদ ভগবঞ্ছিব।। ৬৬।।

আপনার অঙ্গ জ্বালামালা (আগুনের মালা) পরিবৃত (নটরাজ মূর্তি)। আপনি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম। আপনি শান্তিময় শিব। আপনাকে প্রণাম।। ৬৪।। আপনি পরমার্থরূপ, জ্ঞানদীপরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ বিধাতা। আপনি লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম। আপনি শান্তিময় শিব। আপনাকে প্রণাম।। ৬৫।। হে দাক্ষায়ণীপতি ! হে মৃড় ! হে শর্ব ! হে মহেশ্বর ! আপনাকে প্রণাম। আপনি সর্বভূতেশ, ভগবান্ শিব! আপনাকে প্রণাম।। ৬৬।।

সশোকে ত্বয়ি লোকেশে চেষ্টমানে মহেশ্বর।
সুরাঃ সমাকুলাঃ সর্বে তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ।। ৬৭।।
নমো নমস্তে ভূতেশ সর্বকারণকারণ।
প্রসীদ রক্ষঃ নঃ সর্বাংস্ত্যজ শোকং নমোঽস্তু তে।। ৬৮।।

হে লোকনাথ মহেশ্বর ! আপনার এইরূপ শোকবিহ্বলচিত্তে পদচারণা দর্শন ক'রে সকল দেবগণ ব্যাকুলিত হয়েছেন। সেইজন্য আপনি শোক পরিত্যাগ করুন।। ৬৭।। হে সর্বজীবের প্রভু ! আপনিই সর্ব কারণের কারণ। আপনি প্রসন্ন হন। আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। আপনি শোক ত্যাগ করুন। আপনাকে প্রণাম।। ৬৮।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি সংস্তূয়মানস্তু মহাদেবো জগৎপতিঃ।
নিজং রূপং সমাস্থায় প্রাদুর্ভূতঃ শুচাহতঃ।। ৬৯।।
তং শুচা বিহবলং দৃষ্ট্বা প্রাদুর্ভূতং বিচেতসম্।
শোকাপহং বিধিঃ সাম্না তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্।। ৭০।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - শোকাহত শিবকে যখন দেবতাগণ এইভাবে স্তুতি করলেন তখন জগৎপতি মহাদেব নিজরূপ ধারণ ক'রে প্রকট হলেন।। ৬৯।। দেবতাগণের স্তুতির কারণে মহাদেব যখন প্রকটিত হলেন তখন তিনি নিদারুণ শোকে বিহ্বল এবং উন্মত্তদশা প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর এইরূপ অবস্থা দেখে ব্রহ্মা শোকনাশন সামমন্ত্রসমূহ দ্বারা তাঁর স্তব করতে আরম্ভ করলেন।। ৭০।।

ব্রহ্মোবাচ

হিরণ্যবাহো ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং জগতঃ পতিঃ।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং হেতুস্ত্বং কেবলং হরঃ।। ৭১।।
ত্বমষ্টমূর্তিভিঃ সর্বং জগদ্ব্যাপ্য চরাচরম্।
উৎপাদকঃ স্থাপকশ্চ নাশকশ্চাপি বিশ্বকৃৎ।। ৭২।।

হে হিরণ্যবাহু ! আপনি ব্রহ্মা, আপনি জগৎপতি বিষ্ণু। হে হর ! একমাত্র আপনিই জগৎ সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি (পালন) এবং বিনাশের কারণ।। ৭১।। হে বিশ্বের প্রভু ! আপনিই আপনার অষ্টমূর্তি[43] দ্বারা

43. শাস্ত্র অনুসারে মহাদেবের আট প্রকার মূর্তির কথা বলা হয়েছে এবং এই আট প্রকার মূর্তি তাঁর আট প্রকার ভাবের দ্যোতক। মহাদেবের অষ্টমূর্তি ও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাবগুলি হল যথাক্রমে (১) রুদ্র = ভাস্কর বা সূর্য; (২) ভব = জল; (৩) শর্ব = পৃথিবী; (৪) ঈশ = বায়ু; (৫) পশুপতি = অগ্নি; (৬) ভীম = ব্যোম বা আকাশ; (৭) মহাদেব = চন্দ্র; (৮) উগ্র = যজমান। লিঙ্গপুরাণের পূর্বভাগের ৪১ তম অধ্যায়ে ব্রহ্মা মহাদেবের এই আট প্রকার রূপের স্তব করেছেন -

নমস্তে ভগবন্ রুদ্র ভাস্করামিততেজসে।
নমো ভবায় দেবায় রসায়াম্বুময়ায় তে।। ২৯।।
শর্বায় ক্ষিতিরূপায় সদা সুরভিণে নমঃ।
ঈশায় বায়বে তুভ্যং সংস্পর্শায় নমো নমঃ।। ৩০।।
পশূনাং পতয়ে চৈব পাবকায়াতিতেজসে।
ভীমায় ব্যোমরূপায় শব্দমাত্রায় তে নমঃ।। ৩১।।
মহাদেবায় সোমায় অমৃতায় নমোঽস্তু তে।
উগ্রায় যজমানায় নমস্তে কর্মযোগিনে।। ৩২।।

এই স্তোত্রের অন্তে বলা হয়েছে যে যিনি প্রত্যহ একাগ্রচিত্তে এই রুদ্রাষ্টক মন্ত্র পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন বা অপরকে পাঠ ক'রে শোনান তিনি এক বৎসরের মধ্যেই অষ্টমূর্তি ভগবান্ রুদ্রের সান্নিধ্য লাভ করেন।

সমগ্র সংসারে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। আপনিই সকলের উৎপন্নকর্তা, পালন কর্তা ও বিনাশকর্তা।। ৭২।।)

ত্বামারাধ্য মহাদেব মুক্তিং যাতা মুমুক্ষবঃ।
রাগদ্বেষাদিভিস্ত্যক্তাঃ সংসারবিমুখা বুধাঃ।। ৭৩।।
বিভিন্নবায্বগ্নিজলৌঘবর্জিতং
ন দুরসংস্থং রবিচন্দ্রসংযুতম্।
ত্রিমার্গমধ্যস্থমনুপ্রকাশকং
তত্ত্বং পরং শুদ্ধময়ং মহেশ্বর।। ৭৪।।

হে মহাদেব ! আপনার আরাধনা ক'রে মুক্তি-অভিলাষী তত্ত্বজ্ঞানিগণ রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি বর্জিত হয়ে মোক্ষ লাভ ক'রে থাকেন।। ৭৩।। হে মহেশ্বর আপনি বায়ু, অগ্নি, জল এই সমুদায় বস্তু বর্জিত অর্থাৎ এই সমস্ত বস্তুর প্রভাব থেকে আপনি মুক্ত। আপনার অবস্থান কোন কিছুর থেকে দূরে নয় কিন্তু আপনি ঈড়া, পিঙ্গলা সুষুন্না এই তিন প্রকার নাড়ীর সমীপবর্তী ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে নিবাস করেন। এই নাড়ীত্রয়ের মধ্যে অবস্থিত পরমশুদ্ধ পরমতত্ত্বের আপনিই প্রকাশক।। ৭৪।।

যদষ্টশাখস্য তরোঃ প্রসূনং
চিদম্বুবৃদ্ধস্য সমীপজস্য।
তপশ্ছদঃসংস্থগিতস্য পীনং।
সূক্ষ্মোপগং তে বশদং সদৈব।। ৭৫।।

আপনি আটটি শাখাবিশিষ্ট[44] সুষুম্নারূপী বৃক্ষের কুণ্ডলিনীরূপী পুষ্প। পরমাত্মার সমীপবর্তী এই বৃক্ষ চিৎশক্তিরূপী সলিল সিঞ্চনের দ্বারা বর্ধিত হয়। এই বৃক্ষ তপস্যারূপী পত্ররাজি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে যা সর্বদা আপনারই বশীভূত।। ৭৫।।

অধঃ সমাধায় সমীরণস্বনং
নিরুদ্ধ্য চোর্ধ্বং নিশি হংসমধ্যতঃ।
হৃৎপদ্মমধ্যে সুমুখীকৃতং রজঃ
পরন্তু তেজস্তব সর্বদেক্ষ্যতাম্।। ৭৬।।

নিশি অর্থাৎ সাধনা কালে অধঃ অর্থাৎ মূলাধার চক্র থেকে ঊর্ধ্ব অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত স্থিত সমস্ত বায়ুকে হংসমধ্যে অর্থাৎ অনাহত চক্রে রুদ্ধ ক'রে হৃদয়কমলের মধ্যে যে ত্রিগুণাতীত প্রসন্ন তেজ প্রত্যক্ষ করা যায়, হে মহাদেব! আপনি স্বয়ং তৎস্বরূপ।। ৭৬।।

---

44. দেহ হল একটি বৃক্ষস্বরূপ। এই দেহবৃক্ষের আটটি শাখা বা চক্র আছে যেগুলি দেহের বিভিন্ন প্রকারের শক্তিস্থান। এই বৃক্ষের কাণ্ড হল সুষুম্না বা মেরুদণ্ড এবং আটটি শাখা বা চক্র হল মূলাধার চক্র (মেরুদণ্ডের সর্বনিম্ন বিন্দু অর্থাৎ ভিত্তিতে অবস্থিত), স্বাধিষ্ঠান চক্র (তলপেটে যৌনাঙ্গের পিছনে অবস্থিত), মণিপুর চক্র (নাভির নিচে অবস্থিত), অনাহত চক্র (হৃদয়ে অবস্থিত), বিশুদ্ধ চক্র (গলায় অবস্থিত), আজ্ঞা চক্র (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যখানে), মানস চক্র এবং সহস্রার চক্র (মস্তিকের মধ্যভাগে অবস্থিত)। এই চক্রগুলির কাজ হল শরীরের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ভারসাম্য বজায় রাখা। সহস্রার চক্র হল দেহের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল স্থান এবং সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি এখানে অর্জিত হয়।

প্রাণায়ামৈঃ পূরকৈঃ স্তম্ভকৈর্বা
রিক্তৈশ্চিত্রৈশ্চোদনং যৎ পরাখ্যম্।
দৃশ্যাদৃশ্যং যোগিভিস্তে প্রপঞ্চাঃ
শুদ্ধং বৃদ্ধং তত্ত্বতস্তেহস্তি লব্ধম্।। ৭৭।।

দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয়প্রকার প্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে আপনার যে শুদ্ধ ও বিকশিত পরম তত্ত্ব তা যোগিগণ পূরক (বাহির থেকে ভিতরে বায়ু গ্রহণ), কুম্ভক (ভিতরে গৃহীত বায়ুকে হৃদয়মধ্যে ধারণ) এবং রেচক (ভিতর থেকে বায়ুকে বাইরে ত্যাগ) এই তিন প্রকার প্রাণায়ামের সাহায্যে আপনার মধ্য থেকেই প্রাপ্ত হন।। ৭৭।।

সূক্ষ্মং জগদ্ব্যাপি গুণৌঘপীনং
মৃগ্যম্বুধেঃ সাধনসাধ্যরূপম্।
চৌরৈরক্ষৈর্নাপ্লুতং নৈব নীতং
বিত্তং তবাস্ত্যর্থহীনং মহেশ।। ৭৮।।

হে মহেশ্বর ! আপনি সূক্ষ্ম, সমগ্র জগতে বিরাজমান, গুণের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ, প্রার্থনারূপী সাগরে সাধনা দ্বারা জ্ঞেয় অর্থাৎ একমাত্র একাগ্রচিত্তে সাধনা দ্বারাই আপনার স্বরূপ জানা যায়। আপনার পরম তত্ত্বরূপ যে বিত্ত তা প্রাকৃত বিত্তের ন্যায় বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট নয় কারণ আপনার তত্ত্বরূপ বিত্ত ইন্দ্রিয়রূপ চোর বা রাক্ষসে নষ্ট করতে পারে না বা হরণ করতে পারে না অর্থাৎ আপনার পরমতত্ত্বরূপ বিত্ত হৃদয়ে দৃঢ়রূপে সমাহিত হলে ইন্দ্রিয়রূপী তস্করেরা তার ক্ষতিসাধন ক'রে যোগীকে বিচলিত করতে পারে না।। ৭৭।।

ন কোপেন ন শোকেন ন মানেন ন দম্ভতঃ।। ৭৯।।
উপযোজ্য তু তদ্বিত্তমন্যথৈব বিবর্ধতে।। ৮০।।
মায়য়া মোহিতঃ শম্ভো বিস্মৃতং তে হৃদি স্থিতম্।। ৮১।।
মায়াং ভিন্নং পরিজ্ঞায় ধারয়াত্মানমাত্মনা।। ৮২।।

আপনার সেই তত্ত্বরূপ বিত্ত ক্রোধ, শোক, মান অথবা দম্ভের সাহায্যে উপভোগ করা যায় না।। ৭৯।। অপিতু, এর বিপরীত ঘটলে অর্থাৎ চিত্ত ক্রোধ, শোক, মান অথবা দম্ভ বর্জিত হলে আপনার এই বিত্তের সৌরভ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।। ৮০।। হে শঙ্কর ! আপনি মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে আপনার হৃদয়স্থিত সেই বিত্তকে বিস্মৃত হয়েছেন।। ৮১।। সেই মায়াপাশ থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত ক'রে চিন্তা করুন যে আপনি মায়া থেকে ভিন্ন এবং আপনি আপনার যথার্থ স্বরূপকে উপলব্ধি করুন।। ৮২।।

মায়াস্মাভিঃ স্তুতা পূর্বং জগদর্থে মহেশ্বর।
তয়া ধ্যানগতং চিত্তং বহুযত্নৈঃ প্রসাধিতম্।। ৮৩।।

হে মহেশ্বর ! পুরাকালে আমরাই জগতের কল্যাণের নিমিত্ত যোগমায়াদেবীর স্তব করেছিলাম। আমাদের সেই প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে তিনি আপনার চিত্তকে মোহিত করেন।। ৮৩।।

শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কামো মোহঃ পরাত্মতা।
ঈর্ষামানৌ বিচিকিৎসা কৃপাসূয়া জুগুপ্সতা।। ৮৪।।
দ্বাদশৈতে বুদ্ধিনাশহেতবো মনসো মলাঃ।
ন ত্বাদৃশৈর্নিষেব্যন্তে শোকং ত্যজ ততো হর।। ৮৫।।

হে হর ! শোক, ক্রোধ, লোভ, কাম, মোহ, বশ্যতা, ঈর্ষা, মান, সন্দেহ, কৃপা, অসূয়া (পরগুণে দোষারোপ), জুগুপ্সা (ঘৃণা) — এই দ্বাদশ প্রকার মনের মলিনতা বুদ্ধিনাশের কারণ। আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ পুরুষের পক্ষে এই সব চিত্তমলের দ্বারা পীড়িত হওয়া শোভনীয় হয় না। সেইজন্য আপনি সতীবিয়োগজনিত এই শোক পরিত্যাগ করুন।। ৮৪-৮৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি শাম্না স্তুতঃ শম্ভুঃ সংস্মৃত্যাপি স্ববাঞ্ছিতম্।
নাবদধ্রে তদাত্মানং শোকাৎ সত্যা বিনাকৃতঃ।। ৮৬।।
অধোমুখঃ স্থিতো বীক্ষ্য ব্রহ্মাণং স শনৈরিদম্।
প্রাহ ব্রহ্মন্নায়তিগং বদ কিং করবাণ্যহম্।। ৮৭।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - এইভাবে স্তুতি করা হলেও শম্ভু নিজ কর্তব্য স্মরণ করা সত্ত্বেও সতীর বিরহ হেতু সাতিশয় শোকের কারণে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে অপারগ হলেন।। ৮৬।। তখন শম্ভু অধোমুখ হয়ে ব্রহ্মার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন — হে ব্রহ্মন্! আমাকে বলুন আমার এখন করণীয় কি।। ৮৭।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যুক্তো বামদেবেন বিধাতা সর্বদৈবতৈঃ।
ইদমাহ তদেশস্য শোকবিধ্বংসকং বচঃ।। ৮৮।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — বামদেব (শিব) যখন ব্রহ্মাকে এই কথাগুলি বললেন তখন সকল দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মা মহাদেবের শোক নিবারণের জন্য তাঁকে বললেন -।। ৮৮।।

ব্রহ্মোবাচ

ত্যজ শোকং মহাদেব সংস্মৃত্যাত্মানমাত্মনা।
ন ত্বং শোকস্য সদনং পরং শোকাত্তবান্তরম্।। ৮৯।।
সশোকে ত্বয়ি ভূতেশ দেবা ভূতাঃ সসাধ্বসাঃ।
ভ্রংশয়েজ্জগতীং কোপঃ শোকঃ সর্বাংশ্চ শোষয়েৎ।। ৯০।।

ব্রহ্মা বললেন — হে মহাদেব ! আপনি নিজের মধ্যে নিজেকে স্মরণ ক'রে অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে স্মরণ ক'রে এই শোক ত্যাগ করুন। আপনার বাসস্থান শোকের গৃহ নয়। আপনি পরম শোকেরও ঊর্ধ্বে।। ৮৯।। হে ভূতনাথ ! আপনি শোকাকুল হলে সমস্ত দেবতা ও প্রাণীকুল হতচকিত হয়ে যায়। আপনি ক্রুদ্ধ হলে এই সংসার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং আপনি শোকগ্রস্ত হলে সকলেরই অন্তরে শোক সঞ্চারিত হয়।। ৯০।।

ত্বদ্বাষ্পব্যাকুলা পৃথ্বী বিদীর্ণা স্যান্ন চেচ্ছনিঃ।
অবজগ্রাহ তে বাষ্পং সোঽপি কৃষ্ণোভবদহঠাৎ।। ৯১।।

যদি শনিদেব আপনার অশ্রুরাশি গ্রহণ না করতেন তা হলে এই সমগ্র পৃথিবী আপনার অশ্রুজলে ব্যাকুল হয়ে বিদীর্ণ হয়ে যেত।

আপনার সেই অশ্রুজল গ্রহণ করার কারণে শনিদেবও কৃষ্ণবর্ণ হয়ে পড়েছেন।। ৯১।।

যত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সদা ক্রীড়ন্তি সোৎসুকাঃ।
সুমেরুসদৃশো যোঽসৌ মানতঃ পর্বতোত্তমঃ।। ৯২।।
যস্মিন্ প্রবিশ্য শিশিরে পদ্মনালনিভে ঘনাঃ।
উৎপিবন্তি স্ম তোয়ানি পুষ্করাবর্তকাদয়ঃ।। ৯৩।।
মন্দরাৎ সততং যত্র কুম্ভযোনির্মহামুনিঃ।
গত্বা গত্বা তপস্তেপে হিতায় জগতো হর।। ৯৪।।
যস্মিন্ স্থিত্বা গিরৌ পূর্বমগস্ত্যস্তোয়সাগরম্।
পপৌ তপোবলাৎ কৃত্বা করমধ্যগতং কিল।। ৯৫।।
শনৈশ্চরেণ তে বোঢুমসমর্থেন লোতকৈঃ।
ক্ষিপ্তৈর্বিদারিতস্তেঽসৌ জলধারাহ্বয়ো গিরিঃ।। ৯৬।।

যেখানে দেবতা ও গন্ধর্বগণ ঔৎসুক্য সহকারে সর্বদা ক্রীড়া করেন, যে পর্বত সর্বোত্তম, সুমেরুসদৃশ (৯২), শিশির ঋতুতে অর্থাৎ শীতকালে পুষ্কর, আবর্তক প্রভৃতি মেঘগণ যার পদ্মনাল সদৃশ গুহায় প্রবেশ ক'রে জলপান করে (৯৩), ঘটযোনি মহামুনি অগস্ত্য মন্দর পর্বত থেকে যেখানে বারংবার গমন ক'রে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত তপস্যা করেন (৯৪), পুরাকালে যে পর্বতে অবস্থান ক'রে অগস্ত্য তপোবলে জলসাগরকে নিজের করতলে স্থাপন ক'রে গণ্ডূষে পান করেছিলেন (৯৫), তোমার অশ্রুভার বহনে অক্ষম হয়ে শনৈশ্চর (শনিদেবতা) সেই অশ্রুরাশি সেই জলধার নামক পর্বতে নিক্ষেপ করেন এবং এর ফলে সেই জলধার পর্বত বিদীর্ণ হয়ে যায়।। ৯৬।।

বিভিদ্য পর্বতং শম্ভো বাষ্পাস্তে সাগরং যযুঃ।
ভিত্ত্বা তু সাগরং শীঘ্রং প্রমীতাণ্ডজসঙ্কুলম্।। ৯৭।।
জগ্মুস্তে পূর্বপুলিনং তস্য তদ্বিভিদুশ্চ তে।
ভিত্ত্বা বেলাং ততঃ পৃথ্বীং বিভিদ্যাশু তরঙ্গিণীম্।। ৯৮।।
চক্রুর্বৈতরণীং নাম্না পূর্বসাগরগামিনীম্।। ৯৯।।
ন নাবা ন বিমানেন দ্রোণ্যা স্যন্দনেন চ।
তর্তুং শক্যা সা তু নদী তপ্ততোয়াতিভীষণা।। ১০০।।

হে শম্ভু ! আপনার সেই অশ্রুরাশি সেই জলধারা পর্বত ভেদ ক'রে সাগরে পতিত হল এবং এর ফলে সাগর মধ্যস্থ মৎস্যাদি অণ্ডজাত প্রাণীসকল মৃত্যুমুখে পতিত হল। তারপর আপনার সেই অশ্রুরাশি মৎস্যসঙ্কুল সেই সাগরকে ভেদ ক'রে দ্রুত তার পূর্বতটে উপনীত হল এবং তারপর সেই তটকেও ভেদ ক'রে পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে নদীর রূপ ধারণ করল। সেই নদী বৈতরণী নামে খ্যাত হল।। ৯৭-৯৯।। সেই বৈতরণী নদী অতিশয় উত্তপ্ত জলে পরিপূর্ণা। কোন নৌকা বা বিমান বা দ্রোণ (এক প্রকার বড় পাত্র) প্রভৃতির সাহায্যে এই নদী অতিক্রম করা যায় না।। ১০০।।

দুঃখেন তান্তু পৃথিবী বিভর্তি মহতাধুনা।। ১০১।।
সদা চোর্ধ্বগতৈর্বাষ্পৈর্বিক্ষিপন্তী নভশ্চরান্।
তস্যাস্তূপরি নো যান্তি দেবা অপি ভয়াতুরাঃ।। ১০২।।
যমদ্বারং পরাবৃত্য যোজনদ্বয়বিস্তৃতা।
নিম্না বহতি সম্পূর্ণা ভীষয়ন্তী জগৎত্রয়ম্।। ১০৩।।

পৃথিবী এখন নিতান্ত দুঃখ সহকারে সেই ভয়ানক নদীকে বহন ক'রে চলেছে। সেই নদী তার ঊর্ধ্বগামী উষ্ণ বাষ্পরাশি দ্বারা গগনে বিচরণকারী প্রাণীদেরকে গ্রাস করছে। তার উপর দিয়ে কেউই যেতে পারে না।

এমনকি দেবতাগণও ভীত হয়ে তার উপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না।। ১০১-১০২।। যমদ্বারকে বেষ্টিত ক'রে দুই যোজন (২৩.৩ কি. মি.) বিস্তৃত এই নদী (বৈতরণী) ত্রিভুবনকে ভয়ভীত ক'রে নিম্নাভিমুখে প্রবহমানা।। ১০৩।।

তন্নিঃশ্বাসমরুজ্জাতৈর্ব্যস্তাঃ পর্বতকাননাঃ।
সমাকুলদ্বীপিনাগা নাদ্যাপি প্রতিশেরতে।। ১০৪।।
তব নিঃশ্বাসজো বায়ুঃ পীড়য়ন্ জগতঃ সুখম্।
নাদ্যাপি প্রশমং যাতি বাধাহীনঃ সনাতনঃ।। ১০৫।।

আপনার নিঃশ্বাস বায়ুর প্রভাবে সেখানকার পর্বত এবং কাননসমূহ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই কারণে হস্তী ও সর্পগণ অদ্যাবধি সেখানে পূর্বের ন্যায় বসবাস করতে অপারগ।। ১০৪।। আপনার বাধাহীন সনাতন নিঃশ্বাস বায়ু সমস্ত জগতের সুখকে পীড়িত করেছে। আজ পর্যন্তও তা প্রশমিত হয়নি।। ১০৫।।

সতীশবং তে বহতঃ শীর্যমাণা পদে পদে।
নাদ্যাপি ব্যাকুলা পৃথ্বী ব্যাকুলত্বং বিমুঞ্চতি।। ১০৬।।
ন স্বর্গে ন চ পাতালে তৎসত্ত্বং বিদ্যতেঽধুনা।
যত্তে ক্রোধেন শোকেন নাকুলং বৃষভধ্বজ।। ১০৭।।

আপনি যখন সতী দেবীর শবদেহ স্কন্ধে বহন ক'রে পরিভ্রমণরত ছিলেন তখন পৃথিবী আপনার প্রতি পদক্ষেপের ভারে জীর্ণ ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। অদ্যাবধি পৃথিবী তার সেই ব্যাকুলতা মোচন করতে পারেনি।। ১০৬।। হে বৃষভধ্বজ ! আপনার ক্রোধ ও শোকের কারণে অন্তরে ব্যাকুলতা অনুভব করেনি এমন প্রাণী বর্তমানে স্বর্গ, মর্ত বা পাতালে কোথাও নাই।। ১০৭।।

তস্মাচ্ছোকমমর্ষঞ্চ ত্যক্ত্বা শান্তিং প্রযচ্ছ নঃ।
আত্মানঞ্চাত্মনা বেত্থ ধারয়াত্মানমাত্মনা।। ১০৮।।
সতী চ দিব্যমানেন ব্যতীতে শরদাং শতে।
সা চ ত্রেতাযুগস্যাদৌ ভার্যা তব ভবিষ্যতি।। ১০৯।।

সেইজন্য আপনি আপনার শোক ও ক্রোধ ত্যাগ ক'রে আমাদেরকে শান্তি প্রদান করুন। আপনি নিজেই নিজের আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি ক'রে নিজের আত্মজ্ঞানের সাহায্যেই ধৈর্য ধারণ করুন।। ১০৮।। আজ থেকে একশত দিব্য বৎসর (৩৬০০ মানব বর্ষ) অন্তে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে দেবী সতী আবার আপনার পত্নী হবেন।। ১০৯।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যুক্তো বেধসা শম্ভুস্তূষ্ণীং ধ্যানপরায়ণঃ।
অধোমুখস্তদা প্রাহ ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।। ১১০।।

মার্কণ্ডেয় বললেন— ব্রহ্মা যখন মহাদেবকে এই কথা বললেন তখন মহাদেব মৌনতা অবলম্বন ক'রে ধ্যানস্থ হলেন এবং তারপর অমিত তেজস্বী মহাদেব অধোবদনে বিনম্রতা সহকারে ব্রহ্মাকে বললেন -।। ১১০।।

ঈশ্বর উবাচ

যাবদ্ব্রহ্মন্নহং শোকাদুত্তরামি সতীকৃতাৎ।
তাবন্মম সখা ভূত্বা কুরু শোকাপনোদনম্।। ১১১।।

তস্মিন্নবসরে যত্র যত্র গচ্ছাম্যহং বিধে।
তত্র তত্র ভবান্ গত্বা শোকহানিং করোতু মে।। ১১২।।

ঈশ্বর (মহাদেব) বললেন --- হে ব্রহ্মদেব ! আমি যতদিন সতীবিয়োগের সুগভীর শোকসাগর অতিক্রম করতে না পারি ততদিন আপনি আমার পার্শ্বে উপস্থিত থেকে আমার শোক হরণ করুন।। ১১১।। হে বিধাতা ! এই সময়ে আমি যেখানে যেখানে গমন করব আপনি সেখানেই গমন ক'রে আমার শোক মোচন করতে থাকবেন।। ১১২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবমস্ত্বিতি লোকেশ প্রোক্ত্বা বৃষভবাহনম্।
হরেণ সার্ধং কৈলাসং গন্তুং চক্রে মনস্ততঃ।। ১১৩।।
ব্রহ্মণা সহিতং শম্ভুং কৈলাসগমনোৎসুকম্।
সমাসেদুর্গণা দৃষ্ট্বা নন্দিভৃঙ্গিমুখাশ্চ যে।। ১১৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - তখন লোকনাথ ব্রহ্মা মহাদেবকে বললেন — 'বেশ তবে তাই হোক' এবং এই কথা ব'লে তিনি মহাদেবের সঙ্গে কৈলাস পর্বতে গমন করতে মনস্থির করলেন।। ১১৩।। শম্ভুকে ব্রহ্মার সঙ্গে কৈলাস পর্বতে গমনের জন্য উৎসুক হতে দেখে তাঁর প্রধান গণগণ অর্থাৎ নন্দী, ভৃঙ্গি আদি অনুচরগণও সেখানে উপস্থিত হল।। ১১৪।।

ততঃ পর্বতোসঙ্কাশো বৃষভঃ পুরতো বিধেঃ।
উপতস্থে সিতাভ্রস্য সদৃশো গৈরিকো যথা।। ১১৫।।

বাসুক্যাদ্যাশ্চ যে সর্পা যথাস্থানঞ্চ তে হরম্।
ভূষয়াঞ্চক্রুরুদ্গম্য শিরোবাহ্বাদিষু দ্রুতম্।। ১১৬।।

অতঃপর, পর্বতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ বৃষভ রক্তিমবর্ণের ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হল যেন এক গৈরিক পর্বতের সম্মুখে শুভ্র বর্ণের বিশাল মেঘ দণ্ডায়মান হয়েছে।। ১১৫।। তৎক্ষণাৎ বাসুকি আদি যে সকল সর্প ছিল তারা শিবের অঙ্গের যথাস্থানে আরোহণ ক'রে মস্তক, বাহু প্রভৃতি সজ্জিত ক'রে তুলল।। ১১৬।।

ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ মহাদেবঃ সতীপতিঃ।
সর্বৈঃ সুরগণৈঃ সার্ধং জগ্মুঃ প্রালেয়পর্বতম্।। ১১৭।।
ততস্তানৌষধিপ্রস্থান্ নিঃসৃত্য নগরাদ্গিরিঃ।
সর্বৈরমাতৈঃ সহিত উপতস্থে সুরোত্তমান্।। ১১৮।।

তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সতীপতি মহাদেব সকল দেবগণ পরিবৃত হয়ে হিমালয় পর্বতে গমন করলেন।। ১১৭।। অনন্তর সমস্ত অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে নিজ নগর ঔষধিপ্রস্থ হতে নির্গত হয়ে হিমালয় তথায় আগত সকল শ্রেষ্ঠ দেবগণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন।। ১১৮।।

ততঃ সম্পূজিতাস্তেন সুরৌঘা গিরিণা সহ।
সচিবৈঃ পৌরবর্গৈশ্চ মুমুদুস্তে সুরর্ষভাঃ।। ১১৯।।
ততো দদর্শ তত্রৈব গিরীন্দ্রস্য পুরে হরঃ।
বিজয়ামৌষধিপ্রস্থে সখীভির্গীতমাত্মজাম্।। ১২০।।

তখন পৌরবর্গ এবং সচিবগণ সহিত গিরিরাজ হিমালয়ের দ্বারা এইভাবে পূজিত হয়ে সেই সকল দেবগণ পরম আনন্দিত হলেন।। ১১৯।।

তারপর সেই গিরিরাজ নগর ঔষধিপ্রস্থে সখীগণ পরিবেষ্টিতা গৌতমকন্যা বিজয়ার সঙ্গে মহাদেবের সাক্ষাৎ হল।। ১২০।।

সাপি সর্বান্ সুরবরান্ প্রণম্য হরমুখ্যকান্।
চুক্রোশ মাতৃভগিনীং পৃচ্ছন্তী গিরিশং সতীম্।। ১২১।।
ক্ক সতী তে মহাদেব শোভসে ন তয়া বিনা।
বিস্মৃতাপি ত্বয়া তাত মদ্ধদো নাপসর্পতি।। ১২২।।

তখন মহেশ্বরপ্রমুখ সমস্ত শ্রেষ্ঠদেবতাগণকে প্রণাম ক'রে বিজয়া মহাদেবের নিকট তাঁর মাসী সতীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে ক্রন্দনরতা হয়ে বলতে আরম্ভ করলেন — মহাদেব ! আপনার সতী কোথায় ? সতী বিনা আপনি শোভাহীন হয়ে পড়েছেন। হে পিতা ! আপনি তাঁকে বিস্মৃত হলে আমি তাঁকে ভুলতে পারছি না।। ১২১- ১২২।।

মমাগ্রে সা পুরা প্রাণান্ যদা ত্যজতি কোপতঃ।
তদৈবাহং শোকশল্যবিদ্ধা নাপ্নোমি বৈ সুখম্।। ১২৩।।
ইত্যুক্ত্বা বদনং বস্ত্রপ্রান্তেনাচ্ছাদ্য সা ভৃশম্।
রুদন্তী প্রাপতদ্ভূমৌ কশ্মলঞ্চাবিশত্তদা।। ১২৪।।

সতী যখন ক্রোধের বশে নিজের প্রাণ ত্যাগ করেন তখন থেকেই আমি অতীব শোকাঘাতে বিদ্ধ হয়ে আছি এবং কোন প্রকারেই আমি অন্তরে সুখ অনুভব করতে পারছি না।। ১২৩।। এই কথা ব'লে বিজয়া নিজ বস্ত্রপ্রান্তে স্বীয় মুখ আচ্ছাদিত ক'রে অতীব রোদন করতে করতে মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হলেন।। ১২৪।।

।। কালিকাপুরাণে শিববিষাদবর্ণন নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

ঊনবিংশ অধ্যায়
সন্ধ্যাতপশ্চরণ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততস্তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা তদা দাক্ষায়ণীং স্মরন্।
ন শশাক হরঃ সোঢুং শোকমুদ্বেগসম্ভবম্।। ১।।
ভ্রষ্টধৈর্যস্ততঃ শম্ভুর্বাষ্পব্যাকুললোচনঃ।
পশ্যতাং সর্বদেবানাং চিন্তাধ্যানপরোঽভবৎ।। ২।।
অথাশ্বাস্য তদা ধাতা বিজয়াং শোককর্ষিতাম্।
হরমাশ্বাসয়ন্ সান্ত্বপূর্বমেতদুবাচ হ।। ৩।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — যখন মহাদেব বিজয়াকে ভূমিতলে পতিত হতে দেখলেন তখন তিনি দাক্ষায়ণীকে স্মরণ ক'রে শোকের উদ্বেগ সহ্য করতে ব্যর্থ হলেন।। ১।। তখন মহাদেবের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল এবং তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি সকল দেবতাগণের সম্মুখেই গভীর চিন্তা বা ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন।। ২।। তখন ধাতা ব্রহ্মা শোকপীড়িতা বিজয়াকে আশ্বস্ত করলেন এবং মহেশ্বরকে সান্ত্বনা প্রদান করে এই কথা বললেন -।। ৩।।

ব্রহ্মোবাচ

পুরাণযোগিন্ ভগবন্ন শোকস্তব যুজ্যতে।
পরধাম্নি তব ধ্যানমাসীৎ কস্মাৎ স্ত্রিয়ামিহ।। ৪।।
প্রভবিষ্ণুঃ পরঃ শান্তঃ সূক্ষ্মঃ স্থূলতর সদা।
তব স্বভাবশ্চ কথং শোকেন বহুধাকৃতঃ।। ৫।।

হে পুরাণযোগী ভগবন্! আপনার পক্ষে শোকসন্তপ্ত হওয়া শোভা পায় না। আপনার একমাত্র ধ্যেয় ছিলেন পরমধামবাসী পরমতত্ত্ব। সেই আপনি কিভাবে রমণীধ্যানে মগ্ন হলেন ?।। ৪।। আপনি প্রভবিষ্ণু (প্রকৃষ্ট পুণ্যাত্মা), সর্বশ্রেষ্ঠ, শান্ত, আপনি সূক্ষ্ম আবার সর্বদা স্থূল থেকেও স্থূলতর। আজ আপনার সেই স্বভাব কি কারণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ছে ?।। ৫।।

নিরঞ্জনং ধ্যানগম্যং যতীনাং
পরাৎপরং নির্মলং সর্বগামি।
মলৈর্হীনং রাগলোভাদিভির্যৎ
তৎ তে রূপং ত্বদ্ভূতং গৃহ্ণ বুদ্ধ্যা।। ৬।।

আপনার স্বরূপ নিরঞ্জন (নির্মল, অবিদ্যা দোষবর্জিত), পরাৎপর (শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠতর), সর্বত্রগামী, রাগ লোভাদি মলিনতাবিহীন। আপনার এই স্বরূপ যোগিগণের ধ্যেয়। আপনার এই স্বরূপের স্রষ্টা স্বয়ং আপনিই। আপনি আপনার সেই বেদসিদ্ধ স্বরূপকে গ্রহণ করুন।। ৬।।

শোকো লোভঃ ক্রোধমোহৌ চ হিংসা
মানো দম্ভো মদমোহপ্রমোদাঃ।
ঈর্ষ্যাসূয়াক্ষান্তিরসত্যতা চ
চতুর্দশ জ্ঞাননাশা হি দোষাঃ।। ৭।।

শোক, লোভ, ক্রোধ, মোহ, হিংসা, মান, দম্ভ, মদ (আনন্দজনিত অহঙ্কার), আমোদ, ব্যসনাসক্তি (কামজ ও কোপজ দোষে আসক্তি), ঈর্ষা, অসূয়া (পরগুণে দোষারোপ করা), অসহিষ্ণুতা এবং অসত্যতা এই চৌদ্দটি দোষ জ্ঞানকে নাশ করে ।। ৭।।

ধ্যানেন ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি
ত্বং বিষ্ণুরূপী জগতাং বিধাতা।
যা তে মহামোহকরী সতীতি
তবৈব সা লোকমোহায় মায়া।। ৮।।

যোগীজন ধ্যানমার্গে আপনার চিন্তন করেন। আপনি বিষ্ণুরূপী এবং জগতের বিধাতা। বর্তমানে যিনি সতী নাম ধারণ করে আপনাকে মোহিত করছেন তিনি হলেন লোকমোহকারিণী আপনারই মায়াশক্তি।। ৮।।

যা সর্বলোকাঞ্জননেঽথ গর্ভে
বিমোহয়ন্তী পূর্বদেহস্য বুদ্ধিম্।
বিনাশ্য বাল্যং কুরুতে হি জন্তো-
র্বিমোহয়ত্যদ্য সা ত্বাং সশোকম্।। ৯।।

যিনি সকল প্রাণীকে গর্ভে অবস্থানকালেই তার পূর্বজন্মের জ্ঞানের অবলুপ্তি ঘটিয়ে তাকে মোহগ্রস্ত করেন, অধুনা তিনিই শোকসন্তপ্ত আপনাকে বিমোহিত করছেন।। ৯।।

সতীসহস্রাণি পুরোজ্ঝিতানি
ত্বয়া মৃতানি প্রতিকল্পমেবম্।
হিতায় লোকস্য চরাচরস্য
পুনর্গৃহীতা চ তথা ত্বয়েয়ম্।। ১০।।

পুরাকাল থেকেই আপনি প্রতি কল্পেই এইরূপ সহস্র সহস্র সতীকে পরিত্যাগ করেছেন, এইভাবেই সহস্র সহস্র সতীর দেহাবসান ঘটেছে এবং চরাচর জগতের কল্যাণের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আপনি তাঁকে গ্রহণ করেছেন।। ১০।।

ভবান্তরে ধ্যানযোগেন পশ্য
সতীসহস্রাণি মৃতানি যানি।
যথা তথা ত্বং পরিবর্জিতশ্চ
যথাস্তি সা বা বৃষরাজকেতো।। ১১।।

হে বৃষরাজকেতু ! (যিনি বৃষ এবং চন্দ্রকে নিজের পতাকায় ধারণ করেন) কল্পে কল্পে যে সকল সহস্র সহস্র সতীর দেহাবসান ঘটেছে, যেভাবে আপনি তাঁদেরকে পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁরা এখন যেভাবে বিদ্যমান — এই সমস্তই আপনি আপনার ধ্যানযোগে দর্শন করুন।। ১১।।

যতঃ সমুৎপদ্য মুহুর্ভবন্তং
সা প্রাপ্স্যতীশ ত্রিদশৈর্দুরাপম্।
পুনশ্চ জায়া যাদৃশী তে ভবিত্রী
তত্তৎ সর্বং ধ্যানযোগেন পশ্য।। ১২।।

হে ঈশ ! তিনি যেখান থেকে উৎপন্ন হয়ে আপনার ন্যায় দেব দুর্লভ পুরুষকে প্রাপ্ত করবেন, যেভাবে তিনি আপনার পত্নী হবেন সেই সমস্তকেই আপনি ধ্যানযোগে দর্শন করুন।। ১২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবং বহুবিধং ব্রহ্মা ব্যাহরৎ সাম শঙ্করম্।
গিরিরাজপুরাত্তস্মাদ্গময়ামাস নির্জনম্।। ১৩।।
ততো হিমবতঃ প্রস্থে প্রতীচ্যাং তৎপুরস্য চ।
শিপ্রং নাম সরঃ পূর্ণং দদৃশুর্দ্রুহিণাদয়ঃ।। ১৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — ব্রহ্মা শঙ্করকে এইভাবে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দান ক'রে তাঁকে সেই গিরিরাজ নগরী থেকে নির্জন স্থানে নিয়ে গেলেন।। ১৩।। তারপর ব্রহ্মাদি দেবতাগণ হিমালয় শিখরে হিমালয় নগরের পশ্চিমদিকে দেখলেন শিপ্রা নামক এক জলপূর্ণ সরোবর।। ১৪।।

তদ্রহস্থানমাসাদ্য ব্রহ্মশক্রাদয়ঃ সুরাঃ।
উপবিষ্টা যথান্যায়ং পুরস্কৃত্য মহেশ্বরম্।। ১৫।।

তং শিপ্রসংজ্ঞং কাসারং মনোজ্ঞং সর্বদেহিণাম্।
শীতামলজলং সর্বৈর্গুণৈর্মানসসম্মিতম্।
দৃষ্ট্বা ক্ষণং হরস্তস্মিন্ সোৎসুকোঽভূদবেক্ষণে।। ১৬।।

সেই নির্জন স্থানে পৌঁছানোর পর মহেশ্বরকে অগ্রে রেখে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ যথারীতি উপবিষ্ট হলেন।। ১৫।। সকলের পক্ষে মনোজ্ঞ সর্বগুণে মানসসরোবর সদৃশ নির্মল, শীতল জলপূর্ণ সেই সরোবর দর্শনে মহাদেব সেই সরোবরকে ভালোভাবে দর্শন করার জন্য উৎসুক হলেন।। ১৬।।

শিপ্রাং নাম নদীং তস্মান্নিঃসৃতাং দক্ষিণোদধিম্।
গচ্ছন্তীঞ্চ দদর্শাসৌ পাবয়ন্তীং জগজ্জনান্।। ১৭।।
তৎসরঃ পূর্ণমাসাদ্য চরতঃ শকুনান্ বহূন্।
নানাদেশাগতাঞ্জ্ভুর্বীক্ষাঞ্চক্রে মনোরমান্।। ১৮।।

মহাদেব অবলোকন করলেন যে জগজ্জনের পবিত্রতা দাত্রী শিপ্রা নদী সেই সরোবর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ সাগরাভিমুখে গমন করেছেন।। ১৭।। শম্ভু দেখলেন যে নানা দেশ থেকে আগত বিভিন্ন প্রজাতির নানান পরিযায়ী বিহঙ্গকুল সেই সরোবরে বিচরণরত।। ১৮।।

গম্ভীরপবনোদ্বৃত্তি[45] সম্পন্নেষু বিরাজতঃ।
কোকদ্বন্দ্বাংস্তরঙ্গেষু দদর্শ নৃত্যতো যথা।। ১৯।।

45. পাঠান্তর - গম্ভীরপবনোদ্ধুতি।

মদ্গুচঞ্চুষু সম্পৃক্তাংস্তরঙ্গান্ স পৃথক্ পৃথক্।
বীক্ষাঞ্চক্রে যথা তোয়াদুপতৎপতংগান্ মুহুঃ।। ২০।।

তিনি দেখলেন যে গম্ভীর বায়ুর আন্দোলনে উত্থিত সেই সরোবরের তরঙ্গমালার উপরে কতিপয় চক্রবাকযুগল যেন নৃত্যরত।। ১৯।। তিনি দেখলেন যে পানকৌড়ি (মদ্গু) পক্ষিগণ পৃথক পৃথকভাবে জলে ডুব দিয়ে ঢেউগুলোকে যেন তারা তাদের ঠোঁটে ক'রে উপরে তুলে নিয়ে আসছে, আবার কোন কোন পানকৌড়ি ঢেউয়ের আঘাতে ছিটকে উপরের দিকে উঠে পড়ছে যেন তারা ঢেউ থেকে নির্গত হয়ে উড়ে যাবার প্রচেষ্টারত।। ২০।।

কাদম্বৈঃ সারসৈর্হংসৈঃ শ্রেণীভূতৈস্তটে তটে।
ভঙ্গীকৃতৈর্যথা শঙ্খৈঃ সাগরস্তাদৃশং সরঃ।। ২১।।
মহামীনাহতিক্ষুব্ধৈস্তোয়শব্দোত্থসাধ্বসৈঃ।
পক্ষিভির্বিহিতৈঃ শব্দৈস্তত্র তত্র মনোহরম্।। ২২।।

তিনি দেখলেন যে সেই সরোবরের তীরে তীরে সারিবদ্ধ কলহংস, সারস ও হংসের দল বিচরণরত। তাঁর দৃষ্টিতে সেই সরোবর তরঙ্গমালার আঘাতে ভগ্ন শঙ্খমালা শোভিত সাগরের ন্যায় প্রতীত হল।। ২১।। তিনি দেখলেন যে সরোবরে সদা সঞ্চরণশীল বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য-কুলের আঘাতে সরোবরের বিক্ষুব্ধ সলিলের শব্দে অস্তব্যস্ত বিহগকুল উদ্বেগজনক মধুর কলধ্বনিতে সেখানে মনোহর তান সৃষ্টি করেছে।। ২২।।

প্রফুল্লৈঃ পঙ্কজৈশ্চৈব ক্বচিজ্জালৈর্মনোহরৈঃ।
সরো রেজে যথা স্বর্গো নক্ষত্রৈঃ স্থূলসূক্ষ্মকৈঃ।। ২৩।।

মহোৎপলানাং মধ্যেষু বিরলং নীলমুৎপলম্।
রেজে নক্ষত্রমধ্যেষু নীলনীরদখণ্ডবৎ।। ২৪।।

সেই সরোবর অগণিত প্রস্ফুটিত কমল তথা কিছু সুন্দর কমলকলিকা সংযোগে মনোহর শোভা ধারণ করেছিল মনে হচ্ছিল যে স্বর্গ (আকাশ) বৃহদাকার ও ক্ষুদ্রাকার নক্ষত্রসমূহের সমারোহে অতীব সুশোভিত হয়ে উঠেছে।। ২৩।। সেই শ্বেতকমলকাননের অভ্যন্তরে কতিপয় বিরল নীলোৎপল যেন গগনে শুভ্র নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে কৃষ্ণকায় বাদলমেঘের ন্যায় আপন শোভায় বিরাজমান।। ২৪।।

পদ্মসঙ্ঘাতমধ্যস্থা হংসাঃ কৈশ্চিন্ন সংস্তুতাঃ।
প্রফুল্লপঙ্কজভ্রান্ত্যা নিঃশ্চলাঃ স্বর্গবাসিভিঃ।। ২৫।।
দ্বিধা দৃষ্ট্বা শোণশুক্লে পদ্মে ফুল্লে বিধিঃ স্বকে।
কায়েঽরুণত্বং ফুল্লত্বং স্বাসনাব্জে নিনিন্দ চ।। ২৬।।

সেই কমলপুঞ্জের মধ্যে কতিপয় হংস এমন নিশ্চলভাবে ভাসমান হয়ে অবস্থান করছিল যে স্বর্গবাসিগণ সেগুলিকে ভাসমান প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত কমল ভ্রমে তাদেরকে হংস বলে উপলব্ধি করতে অপারগ হয়েছিল।। ২৫।। সেই সরোবরে রক্ত এবং শ্বেত এই দ্বিবিধ প্রকারের প্রস্ফুটিত কমল দর্শন ক'রে ব্রহ্মার নিজের দেহের লালিমা ও আসনের প্রফুল্লতাকে তাঁর তুচ্ছ বলে বোধ হল।। ২৬।।

ফুল্লং মহোৎপলং বীক্ষ্য সরসস্তস্য শঙ্করঃ।
মৌলীন্দুকান্তিমলিনং হস্তস্থং নোৎপলং মমে।। ২৭।।

শিব সেই সরোবরে প্রফুল্ল কমলপুঞ্জের উজ্জ্বলতা দর্শন ক'রে স্বীয় শিরোপরি শোভিত চন্দ্রের কিরণে মলিনতা প্রাপ্ত[46] তাঁর হস্তধৃত নীলকমলকে সেই সরোবরস্থিত কমলের সঙ্গে তুলনা করা থেকে বিরত হলেন।। ২৭।।

হরিঃ স্বচক্রসূর্যাংশুফুল্লং হস্তগতাম্বুজম্।
সরঃ পদ্মঞ্চ সদৃশং মেনে বীক্ষ্য সমন্ততঃ।। ২৮।।

হরি সর্বদিক অবলোকন ক'রে স্বীয় চক্ররূপী সূর্যের কিরণে প্রফুল্ল তাঁর হস্তধৃত কমল ও সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলপুঞ্জের শোভার মধ্যে সমতা লক্ষ্য করলেন অর্থাৎ তাঁর নিকট তাঁর হস্তস্থিত কমলকে সরোবরস্থিত কমল অপেক্ষা মলিন মনে হল না[47]।।

---

46. বলা হয় যে চন্দ্র ও কমলের মধ্যে বৈরীভাব বিদ্যমান। কমল চন্দ্রের কিরণ সহ্য করতে পারে না। চন্দ্র উদিত হলেই কমলদলগুলি মলিনতা প্রাপ্ত হয় ও ঝিমিয়ে পড়ে। সেইজন্য এখানে বলা হয়েছে যে মহাদেবের মস্তকে অবস্থিত চন্দ্রের কিরণে তাঁর হস্তে অবস্থিত নীল কমল মলিনতা প্রাপ্ত হয়েছে।

47. চন্দ্র ও কমলের মধ্যে যে সম্পর্ক কল্পিত হয় সেটি সূর্যের সঙ্গে কমলের সম্পর্কের বিপরীত বলে মনে করা হয়। সূর্য যেন কমলের প্রেমাস্পদ। চন্দ্রের উদয়ে নিশাকালে যে পদ্ম ঝিমিয়ে পরে সেই পদ্ম সূর্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নবযৌবন ফিরে পায় এবং তার সমস্ত ঝিমিয়ে পড়া পাপড়িগুলিকে সূর্যের সম্মুখে যেন আনন্দিত চিত্তে পুনরায় মেলে ধরে। ফলে সূর্যের কিরণ লাভে পদ্ম মলিনতা প্রাপ্ত না হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেইজন্য এখানে বিষ্ণুর হস্তধৃত কমলকে সরোবরে অবস্থিত কমলের ন্যায় সমান প্রফুল্ল বলা হয়েছে কারণ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রকে সূর্যের সমান কল্পনা ক'রে তাঁর হস্তধৃত কমল সেই সূর্যের কিরণ প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়েছে।।

তৎসরো বীক্ষ্য সম্পূর্ণং নানাপক্ষিসমাকুলম্।
পদ্মিনীশতসঞ্ছন্নং নীলোৎপলচয়ৈর্বৃতম্।। ২৯।।
দেবদারুতরূণাঞ্চ তটস্থানাং প্রসূনজৈঃ।
পরাগৈর্বাসিতজলং হৃদয়ানন্দকারকম্।। ৩০।।
তীরে তীরে মহাবৃক্ষৈঃ শাদ্বলৈঃ পরিবারিতম্।
দৃষ্ট্বা শম্ভুঃ ক্ষণং তত্র সোৎসুকঃ শোকবর্জিতঃ।। ৩১।।

মনোরম সলিলে পরিপূর্ণ সেই সরোবর বিবিধ প্রজাতির সুন্দর বিহগকুলের দ্বারা পরিব্যাপ্ত, শত শত প্রস্ফুটিত কমলিনী ও নীলকমলসমূহে সমাচ্ছন্ন, তার জল তার তীরস্থিত উন্নত দেবদারুতরুসমূহের পুষ্পের পরাগে সুবাসিত, তার তীরসকল উন্নত তরুবর এবং সুন্দর কোমল তৃণের দ্বারা সুসজ্জিত। এই অনুপম সৌন্দর্য দর্শনে শম্ভু ক্ষণকালের জন্য শোকবর্জিত হলেন।। ২৯-৩১।।

শিপ্রামালোকয়ামাস নিঃসৃতাং সরসস্ততঃ।
যথেন্দুমণ্ডলাদ্ গঙ্গা মেরোর্জাম্বুনদী যথা।
তথা দৃষ্ট্বা মহেশেন শিপ্রা শিপ্রাদ্বিনিঃসৃতা।। ৩২।।

তদনন্তর মহেশ সেই শিপ্রা সরোবর থেকে উৎপন্ন শিপ্রা নদীকে নিরীক্ষণ করলেন। গঙ্গা যেমন চন্দ্রমণ্ডল থেকে নির্গত হয়েছেন, জম্বুনদী যেমন মেরুপর্বত থেকে বিনিঃসৃতা হয়েছে তেমনই শিপ্রানদী শিপ্রা সরোবর থেকে উদ্ভূত হয়েছে।। ৩২।।

ঋষয় ঊচুঃ

শিপ্রাহ্বয়ঃ কঃ কাসারঃ কথং শিপ্রা ততঃ সৃতা।
কীদৃশোঽস্য প্রভাবশ্চ তৎ সমাচক্ষ্ব বিস্তরাৎ।। ৩৩।।

ঋষিগণ বললেন — শিপ্রা নামক সরোবর কোনটি? সেখান থেকে শিপ্রানদী কিভাবে উৎপন্ন হয়েছিল ? এই সরোবরের প্রভাব কিরূপ? সেই সমস্তই আপনি সবিস্তারে বর্ণনা করুন।। ৩৩।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্বে যথা শিপ্রা নদী সৃতা।
শিপ্রস্য চ মহাভাগাঃ প্রভাবং গদতো মম।। ৩৪।।
বসিষ্ঠেন যদা দেবী পরিণীতা ত্বরুন্ধতী।
তদা বৈবাহিকৈস্তোয়ৈঃ শিপ্রা সিন্ধুরভূদ্দ্বিজাঃ।। ৩৫।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — হে মহাভাগ (পরম শুদ্ধ ও পবিত্র) মুনিগণ ! শিপ্রা নদী কিভাবে উৎপন্ন হল এবং শিপ্রা সরোবরের প্রভাব কিরূপ সেই বৃত্তান্ত আমি সবিস্তারে বর্ণনা করছি। আপনারা শ্রবণ করুন।। ৩৪।। হে দ্বিজগণ ! মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে অরুন্ধতীর বিবাহকালে সেই বিবাহে প্রযুক্ত শান্তিজল থেকে শিপ্রা নদীর উৎপত্তি হয়েছিল।। ৩৫।।

সা সমাগত্য পতিতা শিপ্রে সরসি শাসনাৎ।
যথা মন্দাকিনী বিষ্ণুপাদাদব্ধৌ শিবোদকা।। ৩৬।।

ব্রহ্মাবিষ্ণুমহাদেবৈস্তোয়ং সিক্তং তয়োঃ পুরা।
বিবাহে শান্তিবিহিতং গায়ত্রীদ্রুপদাদিভিঃ।। ৩৭।।

যেমন বিষ্ণুর চরণ থেকে উৎপন্ন হয়ে মন্দাকিনী গঙ্গা সাগরে পতিত হয়েছেন ঠিক তেমনই পূর্ব নির্দেশ অনুসারে শিপ্রানদীও শিপ্রাসরোবরে পতিত হয়েছে।। ৩৬।। পুরাকালে অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠের বিবাহের সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর গায়ত্রী ও দ্রুপদ আদি মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ ক'রে জলদ্বারা শান্তি কর্ম করেন।। ৩৭।।

একীভূতন্তু তত্তোয়ং মানসাচলকন্দরাৎ।
তৎ সর্বং পতিতং শিপ্রে কাসারে সাগরোপমে।। ৩৮।।
দেবানামুপভোগার্থং পুরা ধাত্রা বিনির্মিতম্।
সরঃ শিপ্রাহ্বয়ং সানৌ প্রালেয়স্য গিরের্মহৎ।। ৩৯।।

সেই সমুদায় জল মিলিত হয়ে মানসপর্বতের গুহা থেকে নির্গত হয়ে শিপ্রাসরোবরে পতিত হয়।। ৩৮।। দেবতাগণের ব্যবহারের জন্য বিধাতা পূর্বেই হিমালয়পর্বতে শিপ্রানামক সরোবর রচনা করেছিলেন।। ৩৯।।

তত্রাদ্যাপি সুনাসীরঃ সহিতশ্চাপ্সরোগণৈঃ।
শচীসহায়ো রমতে প্রসন্নে সলিলে শুভে।। ৪০।।
তদ্দেবৈঃ সর্বদা যত্নাদ্রক্ষ্যতেঽদ্যাপি রত্নবৎ।
ন তত্র মানুষঃ কশ্চিদ্যাতুং শক্নোতি যোঽমুনিঃ।। ৪১।।

আজিও সুনাসীর (দেবরাজ ইন্দ্র) অপ্সরাগণ সহিত শচীদেবী সমভিব্যাহারে শিপ্রাসরোবরের প্রসন্ন পুণ্য সলিলে বিহার করেন।।

৪০।। সেই শিপ্রা সরোবরকে এখনও দেবতাগণ রত্নের ন্যায় সযত্নে রক্ষা করেন। মুনি ব্যতীত অপর কোন মনুষ্য সেখানে যেতে পারে না।। ৪১।।

তপঃপ্রভাবান্মুনয়ঃ প্রয়ান্তি সরসীং শুভাম্।
শিপ্রাখ্যান্তু মহাযত্নাৎ স্নাতুং পাতুঞ্চ তজ্জলম্।। ৪২।।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মনুষ্যা দৈবযোগতঃ।
অবশ্যমমরত্বায় গচ্ছন্ত্যবিকলেন্দ্রিয়াঃ।। ৪৩।।
বৃদ্ধিং গচ্ছতু বর্ষাসু সরো নৈতদ্দ্বিজোত্তমাঃ।
ন গ্রীষ্মে শোষতাং যাতি সর্বদা তদ্যথা তথা।। ৪৪।।

মুনিগণ নিজেদের তপস্যার প্রভাবে এবং বহু অধ্যবসায়ের ফলে সেখানে গমন ক'রে সেই সরোবরের জল পান করতে এবং তার জলে অবগাহন করতে সমর্থ হন।। ৪২।। মনুষ্যগণ যদি দৈবযোগে সেই সরোবরের সলিলে স্নান করতে এবং সেই সলিল পান করতে সক্ষম হন তাহলে তাঁরা অবশ্যই সুস্থ সকল ইন্দ্রিয় সহ অমরত্ব লাভ করেন।। ৪৩।। হে ব্রাহ্মণগণ ! এই সরোবর বর্ষাকালে স্ফীত হয় না আবার গ্রীষ্মকালেও শুষ্ক হয় না। এই সরোবরের আকৃতি সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে।। ৪৪।।

তত্র তৎ পতিতং তোয়ং বসিষ্ঠোদ্বাহসম্ভবম্।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবকরপদ্মৈরুদীরিতম্।। ৪৫।।
ববৃদ্ধে শিপ্রগর্ভস্থমন্বহং দ্বিজসত্তমাঃ।
তত্র বৃদ্ধন্তু তত্তোয়ঞ্চক্রেণ চ হরিঃ পুরা।। ৪৬।।

গিরেঃ শৃঙ্গং বিনির্ভিদ্য লোকানাং হিতকাম্যয়া।
পৃথিবীং প্রেরয়ামাস কৃত্বা পুণ্যতমাং নদীম্।। ৪৭।।

বশিষ্ঠের বিবাহে যত শান্তিজল ব্যবহৃত হয়েছিল সেই সমস্ত জল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের করকমল থেকে নির্গত হয়ে শিপ্রাসরোবরের গর্ভে পতিত হয়েছিল।। ৪৫।। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এর ফলে শিপ্রাসরোবরের জল প্রতিদিনি বৃদ্ধি পেতে থাকল। তখন ভগবান হরি স্বীয় চক্রদ্বারা পর্বতের শৃঙ্গ চূর্ণ ক'রে সংসারের কল্যাণের নিমিত্ত এই ক্রমবর্ধিত জলরাশিকে পুণ্যতমা নদীরূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।। ৪৬-৪৭।।

পরিবৃত্যং মহেন্দ্রং সা পুনানা স্নানকারিণঃ।
দক্ষিণং সাগরং যাতা ফলদা জাহ্নবী সমা।। ৪৮।।
শিপ্রাখ্যাৎ সরসো যস্মান্নিঃসৃতা সা মহানদী।
অতঃ শিপ্রেতি তন্নাম পুরৈব ব্রহ্মণা কৃতম্।। ৪৯।।

স্নানকারিগণের নিকট পবিত্রতাবিধায়িনী সেই নদী মহেন্দ্র পর্বত পরিক্রমা ক'রে দক্ষিণসাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই শিপ্রা নদী গঙ্গার ন্যায় পবিত্র।। ৪৮।। শিপ্রাসরোবর থেকে উৎপন্ন হওয়ার কারণে পুরাকালে ব্রহ্মা এই নদীর নামকরণ করেছিলেন 'শিপ্রা'।। ৪৯।।

কার্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং তু তস্যাং যঃ স্নাতি মানবঃ।
স যাতি বিষ্ণুসদনং বিমানেনাতিদীপ্যতা।। ৫০।।

কার্তিকং সকলং মাসং স্নাত্বা শিপ্রাজলে নরঃ।
প্রযাতি ব্রহ্মসদনং পশ্চান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।। ৫১।।

যে মনুষ্য কার্তিকপূর্ণিমাতে এই নদীর জলে অবগাহন করেন, তিনি অতি উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ ক'রে বিষ্ণুলোকে গমন করেন।। ৫০।। সম্পূর্ণ কার্তিকমাস শিপ্রানদীর জলে স্নান করলে মনুষ্য প্রথমে ব্রহ্মালোকে গমন করেন এবং তারপর তিনি মোক্ষলোকে স্থান প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তিনি মোক্ষলাভ করেন।। ৫১।।

ঋষয় ঊচুঃ

বসিষ্ঠেন কথং দেবী পরিণীতা ত্বরুন্ধতী।
কস্য সা তনয়া ব্রহ্মন্নুৎপন্না বা বদস্ব নঃ।। ৫২।।

ঋষিগণ বললেন — হে ব্রহ্মণ ! বসিষ্ঠ কেন অরুন্ধতীকে বিবাহ করেছিলেন এবং অরুন্ধতী কার কন্যা ? অথবা তিনি কি উৎপন্ন না হয়েই প্রকট হয়েছিলেন ? আপনি আমাদেরকে এই সমস্তই বলুন।। ৫২।।

পতিব্রতাসু প্রথিতা ত্রিষু লোকেষু যা বরা।
ভর্তৃপাদৌ বিনান্যত্র যা ন চক্ষুঃ প্রবাস্যতি[48] ।। ৫৩।।
যস্যাঃ স্মৃত্বা কথামাত্রং মাহাত্ম্যসহিতং স্ত্রিয়ঃ।
প্রেত্যেহ চ সতীত্বং বৈ প্রাপ্নুবন্ত্যন্যজন্মনি।। ৫৪।।

---

48. পাঠান্তর—প্রদাস্যতি।

আসন্নকালধর্মো যাং ন পশ্যতি তথা শুচিঃ।
পুরুষঃ পাপকারী চ তস্যা জন্ম বদস্ব নঃ।। ৫৫।।

যিনি পতিব্রতা হিসাবে ত্রিলোকে শ্রেষ্ঠা, যিনি পতির চরণ ব্যতীত অন্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন না (৫৩); ত্রিলোকের সমস্ত স্ত্রীলোক যাঁর কথামাহাত্ম্য স্মরণ করা মাত্রই ইহলোকে ও পরলোকে পতিব্রতা রমণীতে পরিণত হন (৫৪); যে সকল অশুচি ও পাপিষ্ঠ পুরুষের মৃত্যু আসন্ন তাঁরা তাঁকে দর্শন করতে পারে না সেই পবিত্রতমা রমণী অরুন্ধতীর জন্মবৃত্তান্ত আমাদের নিকট আপনি বর্ণনা করুন।। ৫৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

শৃণুধ্বং সা যথা জাতা যস্য বা তনয়া শুভা।
যথাবাপ বসিষ্ঠং সা যথাভূতা পতিব্রতা।। ৫৬।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — তিনি (দেবী অরুন্ধতী) যেভাবে উৎপন্ন হন, তিনি কার সুমুখী তনয়া ছিলেন, তিনি যেভাবে বশিষ্ঠকে প্রাপ্ত হলেন, তিনি যেভাবে পতিব্রতা হলেন সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনারা শ্রবণ করুন।। ৫৬।।

যা সা সন্ধ্যা ব্রহ্মসুতা মনোজাতা পুরাভবৎ।
তপস্তপ্তা তনুং ত্যক্ত্বা সৈব ভূত্বা ত্বরুন্ধতী।। ৫৭।।

মেধাতিথেঃ সুতা ভূত্বা মুনিশ্রেষ্ঠস্য সা সতী।।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং বদনাচ্চরিতব্রতা।
বব্রে পতিং মহাত্মানং বসিষ্ঠং সংশিতব্রতম্। ৫৮।।

সেই যে পুরাকালে ব্রহ্মার মন থেকে সন্ধ্যা নামে যে কন্যা উৎপন্ন হয়েছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে তপস্যার দ্বারা দেহ পরিত্যাগ ক'রে অরুন্ধতীরূপে উৎপন্ন হন।। ৫৭।। তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ মেধাতিথির কন্যা ছিলেন। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশের বচনানুসারে কঠোর ব্রত পালনকারী মহাত্মা বশিষ্ঠকে পতিরূপে বরণ করেন।। ৫৮।।

ঋষয় ঊচুঃ

কথং তয়া তপস্তপ্তং কিমর্থং কুত্র সন্ধ্যায়া।
কথং শরীরং সা ত্যক্ত্বা ভূতা মেধাতিথেঃ সুতা।। ৫৯।।

ঋষিগণ বললেন — সন্ধ্যা কেন, কি উদ্দেশ্যে ও কোথায় তপস্যা করেছিলেন ? তিনি কি কারণে দেহ ত্যাগ ক'রে মেধাতিথির কন্যা হলেন? ।। ৫৯।।

কথং বা গদিতং দেবৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ পতিম্।
বসিষ্ঠং সুমহাত্মনা সা বব্রে সংশিতব্রতম্।। ৬০।।
তন্নঃ সর্বং সমাচক্ষ বিস্তরেণ দ্বিজোত্তম।। ৬১।।
এতন্নঃ শ্রোষ্যমাণানাং চরিতং দ্বিজসত্তম।
অরুন্ধত্যা মহাসত্যাঃ পরং কৌতূহলং মহৎ।। ৬২।।

তিনি কিভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব কথিত কঠোর ব্রত পালনকারী মহাত্মা বশিষ্ঠকে পতিরূপে বরণ করলেন।। ৬০।। হে দ্বিজোত্তম ! সেই সমস্ত বিষয় আপনি আমাদেরকে সবিস্তারে বর্ণনা করুন।। ৬১।। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! মহাসতী অরুন্ধতীর জীবন চরিত শ্রবণ করার জন্য আমরা সাতিশয় কৌতূহল বোধ করছি।। ৬২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ব্রহ্মাপি তনয়াং সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বা পূর্বমথাত্মনঃ।
কামায় মানসঞ্চক্রে ত্যক্তা সা চ সুতেতি বৈ।। ৬৩।।
তস্যাঞ্চ চলিতং চিত্তং কামবাণবিলোড়িতম্।
ঋষীণাং প্রেক্ষতাং তেষাং মানসানাং মহাত্মনাম্।। ৬৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — পূর্বে ব্রহ্মা সন্ধ্যাকে দর্শন ক'রে সকামচিত্ত হন কিন্তু পরে তিনি তাঁর কন্যা এই জ্ঞানের কারণে তিনি তাঁকে ত্যাগ করেন।। ৬৩।। ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাত্মা ঋষিগণের সমক্ষে সন্ধ্যারও চিত্ত মদনের কামবাণের প্রভাবে বিচলিত হয়েছিল।। ৬৪।।

ভর্গস্য বচনং শ্রুত্বা সোপহাসবিধিং প্রতি।
আত্মনশ্চলচিত্বমমর্যাদমৃষীন্ প্রতি।। ৬৫।।
কামস্য তাদৃশং ভাবং মুনিমোহকরং মুহুঃ।
দৃষ্ট্বা সন্ধ্যা স্বয়ং তত্র ত্রপামায়াতি দুঃখিতা।। ৬৬।।

তারপর ব্রহ্মার প্রতি মহাদেবের উপহাসসূচক বাণী শ্রবণ ক'রে তাঁরও উপলব্ধি হয়েছিল যে তাঁর চিত্তও অমর্যাদাকরভাবে ঋষিগণের প্রতি

চঞ্চল হয়েছিল।। ৬৫।। পুনঃ পুনঃ মুনিগণের চিত্ত বিক্ষিপ্ত করার কামের এইরূপ মনোভাব লক্ষ্য ক'রে সন্ধ্যা তখন অতীব দুঃখিতা এবং লজ্জিতা হলেন।। ৬৬।।

ততস্তু ব্রহ্মণা শপ্তে মদনে তদনন্তরম্।
অন্তর্ভূতে বিধৌ শম্ভৌ গতে চাপি নিজাস্পদম্।। ৬৭।।
অমর্ষবশমাপন্না সন্ধ্যা ধ্যানপরাভবৎ।
ধ্যায়ন্তী ক্ষণমেবাশু পূর্ববৃত্তং মনস্বিনী।। ৬৮।।

অতঃপর ব্রহ্মা মদনকে অভিশাপ দান ক'রে অন্তর্হিত হওয়ার পর যখন মহাদেব নিজের আশ্রমে গমন করলেন তখন মনস্বিনী সন্ধ্যা রোষভরে ধ্যানমগ্না হলেন এবং ক্ষণকালের মধ্যেই সমস্ত পূর্ববৃত্তান্ত তাঁর মনে পড়ে গেল।। ৬৭-৬৮।।

ইদং বিমমৃশে সন্ধ্যা তস্মিন্ কালে যথোচিতম্।
উৎপন্নমাত্রাং মাং দৃষ্ট্বা যুবতীং মদনেরিতঃ।। ৬৯।।
অকার্ষীৎ সানুরাগোঽয়মভিলাষং পিতামহঃ।। ৭০।।

তখন সন্ধ্যা সেই সময়কালের পক্ষে যথোচিত চিন্তা করলেন — আমি উৎপন্ন হওয়া মাত্রই আমাকে রমণী দেখে পিতামহ ব্রহ্মা মদনতাড়িত হয়ে আমাকে অভিলাষ করেছিলেন।। ৬৯-৭০।।

সর্বেষাং মানসানাঞ্চ মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
দৃষ্টৈব মানমর্যাদং সকামমভবন্ মনঃ।

মমাপি মথিতং চিত্তং মদনেন দুরাত্মনা।। ৭১।

আত্মভাবে লীন হয়ে থাকেন যে সব মুনিগণ তাঁরাও আমাকে দেখা মাত্রই অমর্য্যাদাকরভাবে সকাম হয়ে ওঠেন এবং দুরাত্মা মদন আমার চিত্তকেও বিচলিত করেছিল।। ৭১।।

যেন দৃষ্ট্বা মুনীন্ সর্বান্ চলিতং মে মনোভৃশম্।
ফলমেতস্য পাপস্য মদনঃ স্বয়মাপ্তবান্।। ৭২।।
স্বয়ং শশাপ কুপিতঃ শম্ভোরগ্রে পিতামহঃ।
মমোচিতং ফলং সর্বং প্রাপ্তুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।। ৭৩।।

ফলতঃ সেই সকল মুনিগণের প্রতি আমারও অন্তরে আকর্ষণের সঞ্চার হয়। এই পাপের ফল স্বয়ং মদন লাভ করেছে।। ৭২।। স্বয়ং ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ তাকে শম্ভুর সমক্ষেই অভিশাপবাণে বিদ্ধ করেছেন। আমি এখন আমার পক্ষে যথোচিত ফল পেতে ইচ্ছা করি।। ৭৩।।

যন্মাং পিতা ভ্রাতরশ্চ সকামামপরোক্ষতঃ।
দৃষ্ট্বা চক্রুঃ স্পৃহাং তস্মান্ন মত্তঃ কোঽপি পাপকৃৎ।। ৭৪।।
মমাপি কামভাবাঽভূদমর্যাদং সমীক্ষ্য তান্।
পত্যাবিব স্বকে তাতে সর্বেষু সহজেস্বপি।। ৭৫।।

যখন আমাকে দেখে আমার পিতা এবং ভ্রাতাগণ প্রত্যক্ষরূপে সকামচিত্ত হয়েছিল তখন আমার অপেক্ষা অধিকতর পাপচারিণী আর কে আছে ?।। ৭৪।। আমিও আমার পিতা এবং ভ্রাতাগণকে দেখে

তাঁদের প্রতি অমর্যাদাকররূপে পতির প্রতি যেরূপ মনোভব হয় সেইরূপ ভাবে কামভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলাম।। ৭৫।।

করিষ্যাম্যস্য পাপস্য প্রায়শ্চিত্তমহং স্বয়ম্।
আত্মানমগ্নৌ হোষ্যামি বেদমার্গানুসারতঃ।। ৭৬।।
কিন্ত্বেকাং স্থাপয়িস্যামি মর্যাদামিহ ভূতলে।
উৎপন্নমাত্রা ন যথা সকামাঃ স্যুঃ শরীরিণঃ।। ৭৭।।

আমি নিজেই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব এবং বেদনির্ধারিত পথে আমার দেহ অগ্নিতে সমর্পণ করব।। ৭৬।। কিন্তু আমি পৃথিবীতে একটি মর্যাদা স্থাপন ক'রে যাব যাতে শরীরধারিগণ উৎপন্ন হওয়া মাত্রই সকামচিত্ত না হয়।। ৭৭।।

এতদর্থমহং কৃত্বা তপঃ পরমদারুণম্।
মর্যাদাং স্থাপয়িত্বৈব পশ্চাত্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্।। ৭৮।।
যস্মিঞ্ছরীরে পিত্রা মে হ্যভিলাষঃ স্বয়ং ততঃ।
ভ্রাতৃভিস্তেন কায়েন কিঞ্চিন্নাস্তি প্রয়োজনম্।। ৭৯।।

এই উদ্দেশ্যে আমি প্রথমে কঠোর তপস্যা করব এবং তারপর আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।। ৭৮।। আমার যে শরীর আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ অভিলাষ করেছিলেন সেই শরীরের আমার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই।। ৭৯।।

যেন স্বেন শরীরেণ তাতে চ সহজে স্বকে।
উদ্ভাবিতঃ কামভাবো ন তৎসুকৃতসাধকম্।। ৮০।।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা সন্ধ্যা শৈলবরং ততঃ।
জগাম চন্দ্রভাগাখ্যং চন্দ্রভাগা যতঃ সৃতা।। ৮১।।

আমার যে শরীরে নিজের পিতা ও ভ্রাতাগণের প্রতি কামভাব উৎপন্ন হয়েছে সেই শরীর কোন পুণ্যকর্মের পক্ষে উপযুক্ত নয়।। ৮০।। মনে মনে এইরূপ চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা যেখান থেকে চন্দ্রভাগা নদীর উৎপত্তি হয়েছে সেই চন্দ্রভাগ নামক পর্বতে গমন করলেন।। ৮১।।

তয়া স শৈলঃ সমধিষ্ঠিতঃ সদা
সুবর্ণগৌর্যা সুসমপ্রভাভৃতা।
সোমেন সন্ধ্যাসময়োদিতেন
যথোদয়াদ্রির্বিররাজ শশ্বৎ।। ৮২।।

তখন সেই উত্তম দ্যুতিময়ী স্বর্ণবর্ণা সন্ধ্যার আগমনে যেমন সন্ধ্যাকালীন উদীয়মান চন্দ্রমার প্রভায় উদয়াচল পর্বতরাজ অতীব শোভাযুক্ত হয়ে ওঠে তদ্রূপ চন্দ্রভাগ পর্বতও সাতিশয় শোভাযুক্ত হয়ে বিরাজিত হল।। ৮২।।

।। কালিকাপুরাণে সন্ধ্যাতপশ্চরণ নামক ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

বিংশ অধ্যায়
চন্দ্রশাপবর্ণন

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অথ তত্র গতাং দৃষ্ট্বা সন্ধ্যাং গিরিবরং প্রতি।
তপসে নিয়তাত্মানং ব্রহ্মা প্রাহ স্বকং সুতম্। ১।।
বসিষ্ঠং সংশিতাত্মানং সর্বজ্ঞং জ্ঞানিযোগিনম্।
সমীপে সুসমাসীনং বেদবেদাঙ্গপারগম্।। ২।।

অতঃপর একাগ্রচিত্ত সন্ধ্যাকে তপস্যার উদ্দেশ্যে চন্দ্রভাগ পর্বত অভিমুখে গমন করতে দেখে ব্রহ্মা তাঁর সমীপে উপবিষ্ট তাঁর সংযতচিত্ত, সংশিতাত্মা, সর্বজ্ঞ, জ্ঞানী, যোগী, বেদ-বেদান্তে পারঙ্গম পুত্র বশিষ্ঠকে বললেন -।। ১-২।।

ব্রহ্মোবাচ

বসিষ্ঠ গচ্ছ যত্রৈষা সন্ধ্যা যাতা মনস্বিনী।
তপসে ধৃতকামা সা দীক্ষস্বৈনাং যথাবিধি।। ৩।।
মন্দাক্ষমভবৎ তস্যাঃ পুরা দৃষ্ট্বেহ কামুকান্।
যুষ্মান্ মাঞ্চ তথাত্মানং সকামান্ মুনিসত্তম্।। ৪।।

ব্রহ্মা বললেন — বসিষ্ঠ ! এই মনস্বিনী সন্ধ্যা তপস্যা করার মানসে গমন করছেন। তিনি যেখানে যাবেন তুমি সেখানে গিয়ে তাঁকে যথাবিধি দীক্ষা প্রদান কর।। ৩।। পূর্বে তিনি আমাকে, তোমাদেরকে এবং নিজেকে কামাসক্ত হতে দেখে বড়ই লজ্জিত হয়েছিলেন।। ৪।।

অযুক্তরূপং তৎকর্ম পূর্ববৃত্তং বিমৃশ্য সা।
অস্মাকমাত্মনশ্চাপি প্রাণান্ সন্ত্যক্তুমিচ্ছতি।। ৫।।
অমর্যাদেষু মর্যাদাং তপসা স্থাপয়িষ্যতি।
তপঃ কর্তুং গতা সাধ্বী চন্দ্রভাগায় সাম্প্রতম্।। ৬।।

আমাদের এবং নিজের সেই পূর্বের কর্ম অনুচিত হয়েছে এই বিবেচনায় ইনি এখন স্বীয় প্রাণ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়েছেন।। ৫।। ইনি অমর্যাদার স্থানে মর্যাদা স্থাপন করবেন - এই সংকল্প গ্রহণ ক'রে এই সাধ্বী এখন তপস্যা করার নিমিত্ত চন্দ্রভাগ পর্বতে গমন করেছেন।। ৬।।

ন ভাবং তপসস্তাত সা তু জানাতি কঞ্চন।
তস্মাদ্যথোপদেশং সা প্রাপ্নোতি ত্বং তথা কুরু।। ৭।।
ইদং রূপং পরিত্যজ্য রূপান্তরং পরং ভবান্।
পরিগৃহ্যান্তিকে তস্যাস্তপশ্চর্যান্নিদেশতু।। ৮।।

বৎস ! সন্ধ্যা তপস্যার কোন ভাব অবগত নন। সেইজন্য তিনি যাতে এই বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হন সেইরূপ কর্ম কর।। ৭।। তুমি তোমার এই রূপ পরিবর্তন ক'রে অন্য রূপ ধারণ ক'রে সন্ধ্যার নিকটে গিয়ে তাঁকে তপস্যা করার নিয়ম শিক্ষা দান কর।। ৮।।

ইদং স্বরূপং ভবতো দৃষ্ট্বা পূর্বং যথা ত্রপাম্।
তথা প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ সা ত্বদগ্রে ব্যাহরিষ্যতি।। ৯।।
পরিত্যজ্য স্বকং রূপং রূপান্তরধরো ভবান্।
তস্মাৎ সন্ধ্যাং মহাভাগামুপদেষ্টুং প্রগচ্ছতু।। ১০।।

তোমার এই রূপ দৃষ্টিগোচর হলে পূর্বের ন্যায় লজ্জিত হয়ে তিনি তোমার সম্মুখে কোন কিছুই বলবেন না।। ৯।। সেইজন্য তুমি তোমার নিজরূপ পরিত্যাগ ক'রে অন্য রূপ ধারণ কর এবং মহাভাগা সন্ধ্যাকে উপদেশ দানের নিমিত্ত গমন কর।। ১০।।

মার্কণ্ডেয় বললেন

তথেত্যুক্ত্বা বসিষ্ঠোঽপি বর্ণী ভূত্বা জটাধরঃ।
তরুণশ্চন্দ্রভাগায় যযৌ সন্ধ্যান্তিকং মুনিঃ।। ১১।।
তত্র দেবসরঃ পূর্ণং গুণৈর্মানসসম্মিতম্।
দদর্শ স বসিষ্ঠোঽথ সন্ধ্যাং তত্তীরগামিনীম্।। ১২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - ব্রহ্মা বসিষ্ঠকে এই কথা বললে বসিষ্ঠও বললেন— 'বেশ তাই হবে'। এই কথা বলে বসিষ্ঠমুনি জটাধারী তরুণ ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ ক'রে চন্দ্রভাগ পর্বতে সন্ধ্যার নিকটে গমন করলেন।। ১১।। সেখানে বসিষ্ঠ গুণ ও মানে মানসসরোবরের সমতুল্য এক জলপূর্ণ দেবসরোবর এবং তার তীরে সন্ধ্যাকে দেখতে পেলেন।। ১২।।

তীরস্থয়া তয়া রেজে তৎসরঃ কমলোজ্জ্বলম্।
উদ্যদিন্দুসনক্ষত্রং প্রদোষে গগনং যথা।। ১৩।।
তাং তত্র দৃষ্ট্বাথ মুনিঃ সমাভাষ্য সকৌতুকঃ।
বীক্ষাঞ্চক্রে সরস্তত্র বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকম্।। ১৪।।

সন্ধ্যাকালে বিদ্যমান অগণিত নক্ষত্রের মধ্যখানে উদীয়মান শশধরের সংস্পর্শে গগন মণ্ডল যেরূপ অপরূপ শোভাময় হয়ে ওঠে তদ্রূপ সেই পূর্ণ বিকশিত প্রফুল্ল কমলপুঞ্জ সুশোভিত সরোবর তটোপরি দেবী সন্ধ্যা বিরাজমানা হওয়ার কারণে সেই সরোবরও অনিন্দ্যসুন্দর শোভা ধারণ করেছিল।। ১৩।। সন্ধ্যাকে দর্শন ক'রে মুনি বসিষ্ঠ তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করলেন এবং উৎসুকতা সহকারে লোহিত নামক সেই বিশাল সরোবর নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।। ১৪।।

চন্দ্রভাগা নদী তস্মাৎ কাসারাদ্দক্ষিণাম্বুধিম্।
যান্তী নির্ভিদ্য দদৃশে তেন সানুগিরের্মহৎ।। ১৫।।
নির্ভিদ্য পশ্চিমং সানুং চন্দ্রভাগস্য সা নদী।
যথা হিমবতো গঙ্গা তথা গচ্ছতি সাগরম্।। ১৬।।

তিনি অবলোকন করলেন যে সেই সরোবর থেকে চন্দ্রভাগা নদী বিশাল গিরিতট বিদীর্ণ ক'রে দক্ষিণ সাগর অভিমুখে প্রবহমাণ।। ১৫।। হিমালয় গিরিতট ভেদ ক'রে যেরূপ গঙ্গা নদী সাগরে গমন করেছেন তদ্রূপ চন্দ্রভাগা নদীও চন্দ্রভাগ পর্বতের পশ্চিমতট ভেদ ক'রে সাগর অভিমুখে প্রবাহিত।। ১৬।।

ঋষয় ঊচুঃ

চন্দ্রভাগা কথং সিন্ধুস্তত্রোৎপন্না মহাগিরৌ।
কীদৃক্সরস্তদ্বিপ্রেন্দ্র বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকম্। ১৭।।
কথং স পর্বতশ্রেষ্ঠশ্চন্দ্রভাগাহ্বয়োঽভবৎ।
চন্দ্রভাগাহ্বয়া কস্মান্নদী জাতা বৃষোদকা।। ১৮।।
এতন্নঃ শ্রোষ্যমাণানাং জায়তে কৌতুকং মহৎ।
মাহাত্ম্যং চন্দ্রভাগায়াঃ কাসারস্য গিরেস্তথা।। ১৯।।

ঋষিগণ বললেন — হে বিপ্রবর ! সেই মহাগিরি থেকে চন্দ্রভাগা নদী কিভাবে উৎপন্ন হল ? সেই বৃহৎ লোহিত সরোবর কিরূপ ছিল? ।। ১৭।। সেই শ্রেষ্ঠ পর্বতের নাম কেন চন্দ্রভাগ হল এবং সেই বৃষোদকা (বৃষ = পুণ্যময়, উদকা = জলসমন্বিতা। সুতরাং বৃষোদকা গু পুণ্য কর্মোপযোগী জলসমন্বিতা) নদীর নাম কিভাবে চন্দ্রভাগা হল ?।। ১৮।। এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং চন্দ্রভগা নদী, লোহিত সরোবর ও চন্দ্রভাগ পর্বতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করার নিমিত্ত আমাদের শ্রোতাগণ বড়ই কৌতুহল বোধ করছে।। ১৯।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

শ্রূয়তাঞ্চন্দ্রভাগায়া উৎপত্তির্মুনিসত্তমাঃ।
যুষ্মাভিশ্চন্দ্রভাগস্য মাহাত্ম্যং নামকারণম্।। ২০।।
হিমবদ্গিরিসংসক্তঃ শতযোজনবিস্তৃতঃ।
যোজনত্রিংশদায়ামঃ কুন্দেন্দুধবলো গিরিঃ।। ২১।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — হে মুনিবরগণ ! চন্দ্রভাগা নদীর সৃষ্টি, চন্দ্রভাগ পর্বতের মাহাত্ম্য এবং চন্দ্রভাগ পর্বতের নামকরণ বিষয়ে আপনারা

শ্রবণ করুন।। ২০।। হিমালয় সংলগ্ন শত যোজন বিস্তৃত, ত্রিশ যোজন প্রস্থ বিশিষ্ট কুন্দ বা চন্দ্রের ন্যায় শুক্ল বর্ণ একটি পর্বত আছে।। ২১।।

তস্মিন্ গিরৌ পুরা বেধাশ্চন্দ্রং শুদ্ধং সুধানিধিম্।
বিভজ্য কল্পয়ামাস দেবান্নং স পিতামহঃ।। ২২।।
পিত্রর্থঞ্চ তথা তস্য তিথিবৃদ্ধিক্ষয়াত্মকম্।
কল্পয়ামাস জগতাং হিতায় কমলাসনঃ।। ২৩।।
বিভক্তশ্চন্দ্রমাস্তস্মিন্ জীমূতে দ্বিজসত্তমাঃ।
অতো দেবাশ্চন্দ্রভাগং নাম্না চক্রুঃ পুরা গিরিম্।। ২৪।।

পুরাকালে কমলাসন পিতামহ ব্রহ্মা জগতের কল্যাণের নিমিত্ত সেই পর্বতে সুধানিধি চন্দ্রকে শুদ্ধ ক'রে দেবভোজ্য ও পিতৃভোজ্য এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এই বিভাগ অনুসারেই তিথির ক্ষয় ও বৃদ্ধি হয়ে থাকে।। ২২-২৩।। হে দ্বিজোত্তমগণ ! সেই জীমূত পর্বতের উপরে চন্দ্র দুইভাগে বিভক্ত হয়েছিলেন। সেইজন্য দেবতাগণ সেই পর্বতের নামকরণ করেছিলেন 'চন্দ্রভাগ'।। ২৪।।

ঋষয়ঃ উবাচ

যজ্ঞভাগেষু তিষ্ঠৎসু তথা ক্ষীরোদজেঽমৃতে।
কিমর্থমকরোচ্চন্দ্রং দেবান্নং কমলাসনঃ।। ২৫।।
তথা কব্যে স্থিতে কস্মাৎ পিত্রর্থং সমকল্পয়ৎ।
তিথিক্ষয়ে তথা বৃদ্ধৌ কথমিন্দুরভূদ্ গুরো।। ২৬।।

ঋষিগণ বললেন — যজ্ঞভাগ (যজ্ঞের পর অবশিষ্ট অন্ন যাকে অতি

পবিত্র মনে করা হয়) এবং ক্ষীরোদসাগর থেকে উদ্ভূত অমৃত বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কমলাসন ব্রহ্মা কি কারণে চন্দ্রকে দেবভোজ্য করলেন ?।। ২৫।। আবার, কব্য (মৃত পিতৃলোককে দেয় অন্নাদি খাদ্যদ্রব্য) বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি চন্দ্রকে পিতৃভোজ্য করলেন কেন ? হে গুরুদেব ! তিথির ক্ষয় বা বৃদ্ধিকালে চন্দ্রের অবস্থান কিরূপ হয় ?।। ২৬।।

এতন্নঃ সংশয়ং ব্রহ্মঞ্ছিন্ধি সূর্যো যথা তমঃ।
নান্যোঽস্তি সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ত্বত্তো দ্বিজোত্তম।। ২৭।।

ব্রহ্মন্! দিবাকর যেমন তমোরাশি দূর করেন তেমনই আপনি আমাদের চিত্তের এই সংশয় ছিন্ন করুন। হে দ্বিজোত্তম ! আপনি ব্যতীত অপর কেউ আমাদের অন্তরের এই সংশয় দূর করতে সক্ষম হবে না।। ২৭।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

পুরা দক্ষঃ স্বতনয়া অশ্বিন্যাদ্যা মনোরমাঃ।
ষড়্বিংশতিং তথৈকাঞ্চ সোমায়াদাৎ প্রজাপতিঃ।। ২৮।।
সমস্তাস্তাস্ততঃ সোম উপযেমে যথাবিধি।
নিনায় চ স্বকং স্থানং দক্ষস্যানুমতে তদা।। ২৯।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — দক্ষ প্রজাপতি পুরাকালে অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশ জন পরমা সুন্দরী নিজ কন্যাকে চন্দ্রের হস্তে প্রদান করেন।। ২৮।। তারপর চন্দ্র সেই সকল কন্যাকে বিবাহ করার পর দক্ষ প্রজাপতির নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ ক'রে তাদেরকে নিজের নিবাস স্থানে নিয়ে গেলেন।। ২৯।।

অথ চন্দ্রঃ সমস্তাসু তাসু কন্যাসু রাগতঃ।
রোহিণ্যা সার্ধমবসদ্রতোৎসবকলাদিভিঃ।। ৩০।।
রোহিণীমেব ভজতে রোহিণ্যা সহ মোদতে।
বিনেন্দূ রোহিণীং শান্তিং ন কাঞ্চিল্লভতে পুরা।। ৩১।।

অতঃপর, চন্দ্র সেই সমস্ত কন্যার সহিত প্রেমপূর্বক কিন্তু একমাত্র রোহিণীর প্রতিই অধিক অনুরাগ বশতঃ তাঁর সঙ্গে সকল কলা সহিত রতি উৎসব সহকারে বাস করতেন।। ৩০।। চন্দ্র কেবলমাত্র রোহিণীরই ভজনা করতেন, রোহিণীর সঙ্গেই আনন্দ করতেন। রোহিণী ব্যতীত চন্দ্র কোনরূপ শান্তি লাভ করতেন না।। ৩১।।

রোহিণীতৎপরং চন্দ্রং বীক্ষ্য তাঃ সর্বকন্যকাঃ।
উপচারৈর্বহুবিধৈর্ভজুশ্চন্দ্রমসং প্রতি।। ৩২।।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং যদা নৈবাকরোদ্বিধুঃ।
তাসু ভাবং তদা সর্বা অমর্ষবশমাগতাঃ।। ৩৩।।

অবশিষ্ট কন্যাগণ একমাত্র রোহিণীর প্রতিই চন্দ্রকে অনুরক্ত হতে দেখে বহু উপচার ও বিধি সহযোগে চন্দ্রের সেবা করতে আরম্ভ করলেন।। ৩২।। কিন্তু যখন তাঁরা ক্রমাগত চন্দ্রের সেবা করেও তাঁর অনুরাগ ভাজন হতে ব্যর্থ হলেন তখন তাঁরা সকলে ক্রোধান্বিত হলেন।। ৩৩।।

অথোত্তরাফাল্গুনীতি নাম্না যা ভরণী তথা।
কৃত্তিকার্দ্রা মঘা চৈব বিশাখোত্তরভাদ্রপৎ।। ৩৪।।
তথা জ্যৈষ্ঠোত্তরাষাঢ়ে নবৈতাঃ কুপিতা ভৃশম্।
হিমাংশুমুপসঙ্গম্য পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ।। ৩৫।।

এমতাবস্থায় উত্তরফাল্গুনী, ভরণী, কৃত্তিকা, আদ্রা, মঘা, বিশাখা,

উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা এবং উত্তরাষাঢ়া — নয়জন অতীব কুপিতা হয়ে সদলে চন্দ্রকে বেষ্টন (ঘেরাও) করে ফেললেন।। ৩৪-৩৫।।

পরিবার্য নিশানাথং দদৃশূ রোহিণীং ততঃ।
বামাঙ্কস্থাং তস্য তেন রমমাণাং স্বমণ্ডলে।। ৩৬।।
তাং বীক্ষ্য তাদৃশীং সর্বা রোহিণীং বরবর্ণিনীম্।
জজ্জ্বলুশ্চাতিকোপেন হবিষেব হুতাশনঃ।। ৩৭।।
ততো মঘাত্রিপূর্বাশ্চ ভরণী কৃত্তিকা তথা।
চন্দ্রাঙ্কস্থাং মহাভাগাং রোহিণীং জগৃহুর্হঠাৎ।। ৩৮।।

চন্দ্রকে বেষ্টন করার পর তাঁরা দেখলেন যে উত্তম অলঙ্কারে সুসজ্জিতা রোহিণী চন্দ্রের বাম অঙ্গে উপবিষ্টা এবং চন্দ্র একদৃষ্টে তাঁকে নিরীক্ষণ করছেন।। ৩৬।। তাঁরা সকলে বরবর্ণিনী রোহিণীকে ঐরূপ অবস্থায় দেখে অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করলে যেমন পাবকশিখা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যায় তেমনই তাঁরা অতিশয় ক্রোধে জ্বলে উঠলেন।। ৩৭।। তারপর, মঘা এবং তিন পূর্বা (আদ্রা, বিশাখা ও জ্যেষ্ঠা) ব্যতীত উত্তরফাল্গুনী, ভরণী, কৃত্তিকা, উত্তরভাদ্রপদ এবং উত্তরাষাঢ়া চন্দ্রের অঙ্কে উপবিষ্টা মহাভাগা রোহিণীকে সবলে আকর্ষণ করলেন।। ৩৮।।

ঊচুশ্চাতীব কুপিতাঃ পরুষং রোহিণীং প্রতি।
জীবন্ত্যাং ত্বয়ি দুষ্প্রাজ্ঞে নাস্মানিন্দুস্তু ভাবভাক্।। ৩৯।।
সমুপৈষ্যতি কস্মিংশ্চিৎ সময়ে সুরতোৎসুকঃ।
বহ্বীনাং ক্ষেমবৃদ্ধ্যর্থং ত্বাং হনিষ্যাম দুর্মতিম্।। ৪০।।

তারা অতিশয় ক্রোধ সহকারে রোহিণীকে কর্কশ ভাষায় বলতে লাগলেন — তোর ন্যায় দুর্বুদ্ধি জীবিত থাকাকালীন চন্দ্র কখনও উপযুক্ত

ভাব সহকারে আমাদের নিকট আসবেন না। সেইজন্য আমাদের বহুজনের কল্যাণার্থে দুর্মতি তোকে আমরা হত্যা করব।। ৩৯-৪০।।

ন ত্বাং হত্বা ভবেৎ পাপমস্মাকমপি কিঞ্চন।
প্রজনঘ্নীং বহুস্ত্রীণামনৃতৌ পাপকারিণীম্।। ৪১।।
যস্মিন্নর্থে পুরা ব্রহ্মা ব্যাজহার সুতং প্রতি।
নীতিশাস্ত্রোপদেশায় ভন্নঃ সংশ্রুতমস্তি বৈ।। ৪২।।

বহু রমণীর প্রজননঘাতিনী পাপিষ্ঠা তোমাকে হত্যা করলে আমাদের কোনও পাপ হবে না।। ৪১।। প্রাচীনকালে ব্রহ্মা তাঁর নিজ পুত্রকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষাদানকালে যা উপদেশ দিয়েছিলেন সে সমস্ত আমাদের জানা আছে।। ৪২।।

একস্য যত্র নিধনে প্রবৃত্তে দুষ্টকারিণঃ।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ।। ৪৩।।
রুক্মস্তেয়ী সুরাপশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
আত্মানং ঘাতয়েদ্ যস্তু তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ।। ৪৪।।

যদি একজনকে হত্যা করলে বহুর কল্যাণ হয় তাহলে তাকে বধ করা হলে তা পুণ্যদায়ক হয়[49]।। ৪৩।। সুবর্ণ অপহরণকারী, মদ্যপায়ী,

49. বসিষ্ঠস্মৃতিতে (৩য় অধ্যায়) প্রায় এই ধরণের অপরাধীদের আততায়ী নামে অভিহিত করা হয়েছে - অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণিঃ ধনাপহঃ। / ক্ষেত্র-দার-অপহর্তা চ এব ষড়েতে হি আততায়িনঃ।। মনুসংহিতায় (৮/৩৫১) বলা হয়েছে যে আততায়ী বধে কোন পাপ হয় না - ন আততায়িবধে দোষঃ হন্তুঃ ভবতি কশ্চন।

ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগমনকারী, আত্মঘাতী প্রভৃতিদেরকে হত্যা করা হলে তা পুণ্যপ্রদ হয় ।। ৪৪।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

তাসাং তাদৃগভিপ্রায়ং বুদ্ধ্বা দৃষ্ট্বা চ কর্ম চ।
ভীতাঞ্চ রোহিণীং দৃষ্ট্বা প্রিয়ামতিমনোরমাম্।। ৪৫।।
আত্মানং চাপরাধঞ্চ তদসম্ভোগজং মুহুঃ।
বিচিন্ত্য রোহিণীং ভীরু তাসাং হস্তাদমোচয়ৎ।। ৪৬।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — তখন তাঁদের অভিপ্রায় তথা কর্ম অবলোকন ক'রে এবং অতি মনোহর প্রিয় পত্নী রোহিণীকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখে চন্দ্র সেই সমস্ত কন্যাগণের সঙ্গে তাঁর রতিসম্পর্ক না করার তাঁর অপরাধের কথা উপলব্ধি করলেন এবং অনেকপ্রকার চিন্তা ক'রে ভীতা রোহিণীকে তাঁদের হাত থেকে মুক্ত করলেন।। ৪৫-৪৬।।

মোচয়িত্বা চ বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য রোহিণীম্।
বারয়ামাস তাঃ সর্বাঃ কৃত্তিকাদ্যাঃ স ভামিনীঃ।। ৪৭।।
তদেন্দুং বারয়ন্ত্যস্তাঃ কৃত্তিকাদ্যা মঘান্তকাঃ।
সাম্যমূচুর্মনস্বিন্যস্তাং বীক্ষ্যন্ত্যোঽথ রোহিণীম্।। ৪৮।।

তাঁদের হস্ত থেকে রোহিণীকে মুক্ত ক'রে চন্দ্র তাঁকে দুই হস্তদ্বারা আলিঙ্গন করলেন এবং কৃত্তিকা আদি সেই ভামিনীগণকে (সুন্দরী রমণী) প্রতিহত করলেন।। ৪৭।। তখন কৃত্তিকা, আদ্রা, ভরণী, মঘা— রোহিণীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সেই রমণীগণকে নিবৃত্তকারী চন্দ্রের সঙ্গে মনের রাগদ্বেষাদিবর্জিত সাম্যভাব সহকারে বলতে আরম্ভ করলেন -।। ৪৮।।

ন তে ত্রপা বা ভীতির্বা পাপতোঽস্মান্নিরস্যতঃ।
সঞ্জায়তে নিশানাথ প্রাকৃতস্যেব বর্ত্ততঃ।। ৪৯।
কথমস্মান্নিরাকৃত্য চারিত্রব্রতধারিণীঃ।
সদা ভক্তিমতীরেকাং মূঢ়বত্ত্বং নিষেবসে।। ৫০।।

হে নিশাপতি ! তুমি যে আমাদেরকে এইভাবে নিরস্ত করছ তাতে মনে হয় তোমার লজ্জা বা পাপের ভয় কোন কিছুই নাই। দেখছি তুমি নিছক প্রাকৃত (অধম) মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করছ।। ৪৯।। আমরা তো তোমার প্রতি সমর্পিত প্রাণ, মনে-প্রাণে পবিত্র (চরিত্র ব্রতধারিণী) ও শুদ্ধ। সেই আমাদেরকে পরিত্যাগ ক'রে তুমি মূঢ়তা বশতঃ একজনের প্রতিই সদা আসক্তিগ্রস্ত হয়ে আছ।। ৫০।।

কিং তে নাবগতো ধর্ম্মো বেদমূলঃ শ্রুতঃ পুরা।
যদ্ধর্মহীনং কুরুষে কর্ম সদ্ভির্বিগর্হিতম্।। ৫১।।
ধর্মশাস্ত্রার্থগং কর্ম চরন্তীনাং যথোচিতম্।
কথমুদ্বাহিতানাং ত্বং মুখমাত্রং ন বীক্ষসে।। ৫২।।

তুমি এইরূপ ধর্মহীন ও সজ্জনবিগর্হিত কার্য করছ। তুমি কি বেদমূলক ধর্ম সম্পর্কে অবহিত নও বা আগে কোনদিন এই ধর্ম সম্পর্কে কিছুই শোননি ?।। ৫১।। আমরা যথোচিতভাবে ধর্মশাস্ত্রানুকূল কর্ম আচরণ করি। আমরা তোমার বিবাহিতা পত্নী। তুমি কেন আমাদের মুখের প্রতিও দৃষ্টিপাত কর না ?।। ৫২।।

গদতো যচ্ছ্রুতং পূর্বং নারদায় পিতুর্মুখাৎ।
দক্ষস্য ধর্মশাস্ত্রার্থং তচ্ছৃণুষ্ব নিশাপতে।। ৫৩।।

বহুদারঃ পুমান্ যস্তু রাগাদেকাং ভজেৎ স্ত্রিয়ম্।।
স পাপভাক্ স্ত্রীজিতশ্চ তস্যাশৌচং সনাতনম্।। ৫৪।।

হে নিশানাথ ! আমরা আমাদের পিতা দক্ষের মুখ থেকে নারদের প্রতি ধর্মশাস্ত্রের অর্থ সম্পর্কে যা বলতে শ্রবণ করেছি সেই সমস্ত তুমি শোন।। ৫৩।। যে পুরুষ বহু রমণীর পতি হয়েও বিশেষ অনুরাগ বশতঃ কোন একজন মাত্র পত্নীর প্রতি একান্তভাবে অনুরক্ত হয় সে স্ত্রৈণ ও মহাপাপী, তার চিরকাল অশৌচ চলে অর্থাৎ সে বৈদিক কার্যে চিরকাল ব্রাত্য হয়ে থাকে।। ৫৪।।

যদ্দুঃখং জায়তে স্ত্রীণাং স্বাম্যসম্ভোগজং বিধো।
ন তস্য সদৃশং দুঃখং কিঞ্চিদন্যত্র বিদ্যতে।। ৫৫।।
সতীমৃতুমতীং জায়াং যো নেয়াৎ পুরুষাধমঃ।
ঋতুঘস্রেষু শুদ্ধেষু ভ্রূণহা স চ জায়তে।। ৫৬।।
ভার্যা স্যাদ্ যাবদাত্রেয়ী তাবৎকালং বিবোধনম্।
তস্যাস্তু সঙ্গমে কিঞ্চিদ্বিহিতঞ্চাপি নাচরেৎ।। ৫৭।।

হে বিধু ! স্বামীসম্ভোগে বঞ্চিত নারীর যে দুঃখ তার সমতুল্য আর কোন দুঃখ নাই।। ৫৫।। সতী ভার্যা ঋতুমতী হলে যে অধম পুরুষ বিশুদ্ধ ঋতুদিনে তার সঙ্গে মিলিত হয় না তার ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মায়।। ৫৬।। পত্নী যতদিন পর্যন্ত আত্রেয়ী (ঋতুমতী) থাকে ততদিন পত্নীসঙ্গম নিষিদ্ধ। যদি কখনও সেই অবস্থায় মিলিত হয় তাহলে সেই পত্নীর কোন আচারমূলক কর্ম করা উচিত নয়।। ৫৭।।

বহুভার্যস্য ভার্যাণামৃতুমৈথুননাশনম্।
ন কিঞ্চিদ্বিদ্যতে কর্ম শাস্ত্রেণাপি যদীরিতম্।। ৫৮।।
তোষয়েৎ সততং ভার্যা বিধিবৎপাণিপীড়িতাঃ।
তাসাং তুষ্ট্যা তু কল্যাণমকল্যাণমতোঽন্যথা।। ৫৯।।

বহুবিবাহী ব্যক্তির পক্ষে বিশুদ্ধ ঋতুদিবসে স্ত্রীসহবাসে কোন বাধা নাই এবং শাস্ত্রে এ বিষয়ে কিছুই নির্দেশ করা হয়নি।। ৫৮।। পুরুষের বিবাহিত স্ত্রীদের সন্তুষ্ট রাখা কর্তব্য। তারা সন্তুষ্ট থাকলে সংসারের কল্যাণ হয়, এর বিপরীত হলে সংসারের অকল্যাণ হয়ে থাকে।। ৫৯।।

সন্তুষ্টো ভার্যায়া ভর্তা ভত্রা ভার্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেতৎকুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্।। ৬০।।
যয়া বিরুধ্যতে স্বামী সৌভাগ্যমদদৃপ্তয়া।
সপত্নীসঙ্গমং কর্তুং সা স্যাদ্বেশ্যা ভবান্তরে।। ৬১।।

যে কুলে পতি পত্নীর এবং পত্নী পতির সন্তুষ্টি বিধান ক'রে চলেন সেখানে সদা কল্যাণ বিরাজ করে।। ৬০।। যে রমণী সৌভাগ্য মদগর্বিত হয়ে স্বামীকে সপত্নী সম্ভোগে বাধা দান করে সে জন্মান্তরে বারবনিতা হয়।। ৬১।।

ইহাপি লোকে বাচ্যত্বমধর্মঞ্চাপি বিন্দতি।
ন পিতুশ্চ কুলং স্বামিকুলং তস্যাঃ প্রমোদতে।। ৬২।।
বিরুধ্যমানে পত্যৌ যৎ সপত্ন্যা বা প্রবর্ততে।
অতীব দুঃখং ভবতি তদকল্যাণকৃত্তয়োঃ।। ৬৩।।

এই জন্মেও সে লোকনিন্দা ও অধর্ম লাভ করে। তার পিতৃকুল স্বামীকুল আনন্দলাভ করেন না।। ৬২।। কোন সপত্নী যদি তার স্বামীকে অপর সপত্নী গমনে বাধা দান করে তাহলে তা সেই বাধাদানকারী সপত্নী ও পতি উভয়েরই অমঙ্গলের কারণ হয়।। ৬৩।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যেবং ভাষমাণাসু তাসু চাতীব নিষ্ঠুরম্।
চুকোপ চন্দ্রমা দৃষ্ট্বা মলিনং রোহিণীমুখম্।। ৬৪।।
রোহিণী চ তদা তাসামবলোক্যোগ্রতাং মুহুঃ।
ন কিঞ্চিৎ সাপি প্রোবাচ ভয়শোকত্রপাকুলা।। ৬৫।।

তারা যখন রোহিণীকে এইপ্রকার নিষ্ঠুর বাক্য বলল তখন রোহিণীর মলিন মুখমণ্ডল অবলোকন করে চন্দ্র নিতান্ত কুপিত হলেন।। ৬৪।। রোহিণী তাদের পুনঃ পুনঃ এইরূপ উগ্ররূপ দর্শন ক'রে নিতান্ত ভয়, দুঃখ ও লজ্জা বশতঃ তাদেরকে তার উত্তরস্বরূপ কোন কিছুই বললেন না।। ৬৫।।

অথাপি কুপিতশ্চন্দ্রস্তাঃ শশাপ তদা স্ত্রিয়ঃ।
যস্মান্মম পুরশ্চোগ্রাস্তীক্ষ্ণা বাচঃ সমীরিতাঃ।। ৬৬।।
ভবতীভিশ্চ তিসৃভি[50] র্লোকেঽস্মিন্ কৃত্তিকাদিভিঃ।
উগ্রা তীক্ষ্ণা ইতি খ্যাতিঃ প্রাপ্তব্যা ত্রিদশেষ্বপি।। ৬৭।।

---
50. পাঠান্তর - ভবতীভিশ্চ-তসৃভিঃ।

তখন ক্রুদ্ধ চন্দ্র সেই সকল পত্নীগণকে অভিশাপ প্রদান ক'রে বললেন— যেহেতু তোমরা আমার সম্মুখেই এইরূপ উগ্র আচরণ করেছ (৬৬) সেইজন্য কৃত্তিকা সহ তোমরা চারজন এই জগতে এবং স্বর্গে উগ্র এবং তীক্ষ্ণ নামে পরিচিত হবে।। ৬৭।।

তস্মাদেবংবিধানেন নবৈতাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ।
যাত্রায়াং নোপযুক্তা হি ভবিষ্যধ্বং দিনে দিনে।। ৬৮।।
যুষ্মান্ পশ্যন্তি দেবাদ্যা মনুষ্যাদ্যাশ্চ যে ক্ষিতৌ।
যাত্রায়াং তেন দোষেণ তেষাং যাত্রা ন চেষ্টদা।। ৬৯।।
অথ সর্বাস্তদা শাপং তস্য শ্রুত্বাতিদারুণম্।
চন্দ্রস্য হৃদয়ং জ্ঞাত্বা শাপাচ্চাতীব নিষ্ঠুরম্।। ৭০।।

এই কারণে কৃত্তিকাদি তোমরা নয়জন (নক্ষত্র) কোথাও গমনের সময় হিসাবে উপযুক্ত বা শুভ ব'লে বিবেচিত হবে না।। ৬৮।। স্বর্গের দেবতা বা পৃথিবীর মনুষ্যগণ কেউই তোমাদেরকে দর্শন ক'রে যাত্রা করলে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারবে না[51] ।। ৬৯।। চন্দ্রের মুখ থেকে এইরূপ অতি দারুণ অভিসম্পাত শ্রবণ করার পর কৃত্তিকাদি কন্যাগণ উপলব্ধি করলেন যে চন্দ্র হৃদয়ের দিক থেকে বড়ই নিষ্ঠুর।। ৭০।।

জগ্মুঃ সর্বাস্তদা দক্ষভবনং প্রত্যমর্ষিতাঃ।
ঊচুশ্চ দক্ষং পিতরমশ্বিন্যাদ্যাঃ সগদ্গদম্।। ৭১।।

51. জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে মঘা, আদ্রা, বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরফাল্গুনী, ভরণী, কৃত্তিকা, উত্তরভাদ্রপদ এবং উত্তরাষাঢ়া এই নয়টি নক্ষত্রের অবস্থান কালে যাত্রা অশুভ।

সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা।
সেবমানো ন ভজতে সোঽস্মান্ পরবধূরিব।। ৭২।।

তখন তাঁরা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে পিতা দক্ষের ভবনে গমন করলেন এবং অশ্বিনী আদি তাঁরা সকলেই পিতাকে গদ্গদ স্বরে জানালেন — চন্দ্র আমাদের সঙ্গে কদাপি থাকেন না। তিনি সর্বদা রোহিণীর সঙ্গেই সময় অতিবাহিত করেন। আমরা তাঁর সেবা করলেও তিনি আমাদেরকে সঙ্গ দেন না যেন আমরা সকলে পরস্ত্রী।। ৭১-৭২।।

নাবস্থানে নাবসানে ভোজনে শ্রবণে তথা।
বিনেন্দূ রোহিণীং শান্তিং লভতে নহি কাঞ্চন।। ৭৩।।
রোহিণ্যা বসতস্তস্য সমীপং বীক্ষ্য তে সুতাঃ।
যান্তীঃ সোঽন্যত্র নয়নমাধায় ন হি বীক্ষতে।। ৭৪।।

অবস্থান, উপবেশন, ভোজন, শ্রবণ ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই তিনি রোহিণী বিহনে কিছুমাত্র শান্তি পান না।। ৭৩।। চন্দ্র যখন রোহিণীর সঙ্গে একত্রে অবস্থান করেন তখন তিনি আপনার অন্যান্য কন্যাদের সেই অভিমুখে গমন করতে দেখলে তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং আর মুখ ঘুরিয়ে দেখেন না।। ৭৪।।

মাস্বন্যঃ স্বামিসদ্ভাবো মুখমাত্রং ন বীক্ষতে।
অস্মিন্ বস্তুনি যৎ কার্যং তদস্মাভির্নিগদ্যতাম্।। ৭৫।।
অস্মাভিরেতৎসময়েঽপ্যতিরুদ্রশ্চ[52] চন্দ্রমাঃ।
স তৎকৃতে ততশ্চাস্মচ্ছাপং তীব্রং তদাকরোৎ।। ৭৬।।

52. পাঠান্তর - অস্মাভিরেতৎসময়েঽনুরুদ্ধশ্চ

দারুণাশ্চাতিতীক্ষ্ণাশ্চ লোকে বাচ্যত্বমাপ্য চ।
অযাত্রিকা ভবিষ্যধ্বং যূয়মিত্যুক্তবান্ বিধুঃ।। ৭৭।।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর স্বাভাবিক কর্তব্যকর্ম পালন করা তো দূরের কথা, তিনি আমাদের মুখদর্শন পর্যন্ত করেন না। এমতাবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি তা আপনি আমাদের বলুন।। ৭৫।। একসময় আমরা তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক বিচার করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি। তখন তিনি আমাদেরকে নিদারুণ অভিশাপে দগ্ধ করেন।। ৭৬।। তিনি আমাদেরকে বলেন যে আমরা সংসারে দারুণ ও তীক্ষ্ণ স্বভাবের বলে পরিচিত হব এবং আমদের উপস্থিতিকালে কেউ গমন করলে সেই যাত্রা অশুভ হবে।। ৭৭।।

মার্কণ্ডেয় বললেন

শ্রুত্বা বাক্যং স পুত্রীণাং তাভিঃ সার্ধং প্রজাপতিঃ।
জগাম যত্র সোমোঽভূদ্রোহিণ্যা সহিতস্তদা।। ৭৮।।
দূরাদেব বিধুর্দৃষ্ট্বা দক্ষমায়ান্তমাসনাৎ।
উত্তস্থাবন্তিকে প্রাপ্য ববন্দে চ মহামুনিম্।। ৭৯।।
অথ দক্ষস্তদোবাচ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
সামপূর্বং চন্দ্রমসং কৃতসংবন্দনং তথা।। ৮০।।

স্বীয় কন্যাগণের নিকট থেকে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে দক্ষ তখন নিজের সেই সকল কন্যাগণ সমভিব্যাহারে চন্দ্র যেখানে রোহিণীর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন সেখানে গেলেন।। ৭৮।। দূর থেকেই দক্ষকে

আসতে দেখে চন্দ্র আসন পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন এবং তারপর সেই মহামুনির চরণ বন্দনা করলেন।। ৭৯।। চন্দ্র এইভাবে প্রজাপতি দক্ষকে বন্দনা করার পর দক্ষ আসন গ্রহণ করলেন এবং চন্দ্রের সঙ্গে সৌহার্দমূলক আলোচনা শুরু করলেন।। ৮০।।

দক্ষ উবাচ

সমং বর্তস্ব ভার্যাসু বৈষম্যং ত্বং পরিত্যজ।
বৈষম্যে বহবো দোষা ব্রহ্মণা পরিকীর্তিতাঃ।। ৮১।।
রতিপুত্রফলা দারাস্তাসু কামানুবন্ধনাৎ।
কামানুবন্ধঃ সংসর্গাৎ সংসর্গঃ সঙ্গমাদ্ভবেৎ।। ৮২।।
সঙ্গমশ্চাপ্যভিধ্যানাদ্বীক্ষণাদভিজায়তে।। ৮৩।।

দক্ষ বললেন — সকল ভার্যার সঙ্গে সমান আচরণ কর। বৈষম্য পরিত্যাগ কর। ব্রহ্মা বলেছেন যে বৈষম্য অনেক প্রকার দোষের জন্ম দেয়।। ৮১।। পত্নীর প্রতি কামানুবন্ধন থেকে রতি ও পুত্ররূপ ফল লাভ হয়ে থাকে। কামানুবন্ধন হয় সংসর্গ থেকে, সংসর্গ আসে মিলনের আসক্তি থেকে আর মিলনের আসক্তি আসে অভিলাষ ও নিরীক্ষণ থেকে।। ৮৩।।

তস্মাদ্ভার্যাস্বভিধ্যানং কুরু ত্বং বীক্ষণাদিকম্। ৮৪।।
যদ্যেবং নৈব কুরুষে মদ্বচো ধর্মযন্ত্রিতম্।
তদা লোকবচোদুষ্টঃ পাপবাংস্ত্বং ভবিষ্যসি।। ৮৫।।

সেইজন্য তুমি পত্নীগণের প্রতি আসক্তি সহকারে দৃষ্টিপাত দ্বারা তোমার

মন তাদের উপরে স্থাপন কর।। ৮৪।। যদি তুমি আমার এই ধর্মযুক্ত উপদেশ পালন না কর তাহলে তুমি সংসারে দুষ্ট ও পাপী হিসাবে গণ্য হবে।। ৮৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য দক্ষস্য সুমহাত্মনঃ।
এবমস্ত্বিতি চন্দ্রোঽপি ন্যগদদ্দক্ষশঙ্কয়া।। ৮৬।।
অথানুমন্ত্র্য তনয়াশ্চন্দ্রং জামাতরং তথা।
যযৌ দক্ষো নিজং স্থানং কৃতকৃত্যস্তদা মুনিঃ।। ৮৭।।

মার্কণ্ডেয় বললেন— সুমহাত্মা দক্ষের নিকট থেকে এই কথাগুলি শ্রবণ ক'রে চন্দ্র তাঁর ভয়ে ভীত হলেন এবং দক্ষকে বললেন — আচ্ছা তাই হবে।। ৮৬।। তখন মুনিবর দক্ষ স্বীয় উদ্দেশ্য সফল হয়েছে মনে ক'রে জামাতা চন্দ্র এবং কন্যাগণের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে নিজ স্থানে গমন করলেন।। ৮৭।।

গতে দক্ষে ততশ্চন্দ্রস্তাং সমাসাদ্য রোহিণীম্।
জগ্রাহ পূর্ব্ববদ্ভাবং তাসু তস্যাঞ্চ রাগতঃ।। ৮৮।।
তত্রৈব রোহিণীং প্রাপ্য ন কাশ্চিদপি বীক্ষতে।
রোহিণ্যামেব বসতে ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ।। ৮৯।।

কিন্তু দক্ষ চলে যাওয়ার পর চন্দ্র পূর্বের ন্যায় একই ভাবে রোহিণীর সঙ্গে অনুরাগ সহকারে আচরণ করতে এবং অন্যদেরকে অবহেলা করতে

লাগলেন।। ৮৮।। চন্দ্র রোহিণীকে পেয়ে আর অপর পত্নীদের প্রতি চেয়েও দেখতেন না। তিনি কেবল রোহিণীতেই মত্ত থাকতেন। এর ফলে চন্দ্রের অন্য পত্নীগণ চন্দ্রের প্রতি কুপিতা হয়ে উঠলেন।। ৮৯।।

গত্বা তাঃ পিতরং প্রাহুর্দৌভাগ্যোদ্বিগ্নমানসাঃ।
সোমো বসতি নাস্মাসু রোহিণীং ভজতে সদা।। ৯০।।
তবাপি নাকরোদ্বাক্যং তস্মান্নঃ শরণং ভব।। ৯১।।

সেই কারণে চন্দ্রের সেই পত্নীগণ পিতার নিকট গমন ক'রে তাঁকে জানালেন যে চন্দ্র পূর্বের মতই তাঁদের সঙ্গে থাকেন না। তিনি কেবলই রোহিণীর সঙ্গেই বিহার করেন।। ৯০।। তিনি আপনার বাক্যকেও মান্য করেন না। সেইজন্য আমরা আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।। ৯১।।

উদ্বেগকোপসংযুক্ত উত্তস্থৌ তৎক্ষণান্মুনিঃ।
জগাম মনসা ধ্যায়ন্ কর্তব্যং নিকটং বিধোঃ।। ৯২।।
উপগম্য তদা প্রাহ বচশ্চন্দ্রং প্রজাপতিঃ।
সমং বর্তস্ব ভার্যাসু বৈষম্যং ত্বং পরিত্যজ।। ৯৩।।
ন চেদিদং বচোহস্মাকং মৌর্খ্যাৎ ত্বং নাববুধ্যসে।
ধর্মশাস্ত্রাতিগায়াহং শপ্স্যে তুভ্যং নিশাপতে।। ৯৪।।

তখন মুনি দক্ষ কুপিত হয়ে তৎক্ষণাৎ নিজের কর্তব্য ঠিক করলেন এবং সেখান থেকে উঠে চন্দ্র সকাশে গমন করলেন।। ৯২।। দক্ষ প্রজাপতি চন্দ্র সকাশে গমন ক'রে তাঁকে বললেন — তুমি সকল ভার্যার প্রতি সমান আচরণ কর, অন্তর থেকে বৈষম্যমূলক মনোভাব পরিত্যাগ কর।। ৯৩।। হে নিশাপতি ! তুমি যদি মূর্খতা বশতঃ আমার পরামর্শ

অমান্য কর তাহলে ধর্মশাস্ত্র অমান্যকারী তোমাকে আমি অভিশাপ দান করব।। ৯৪।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততো দক্ষভয়াচ্চন্দ্রস্তৎকর্তুং প্রতি তৎপুরঃ।
অঙ্গীচকারাতিশয়াৎ কার্যমেবং মুহুস্ত্বিতি।। ৯৫।।
সমং প্রবর্তনং কর্তুং ভার্যাস্বঙ্গীকৃতে ততঃ।
বিধুনা প্রযযৌ দক্ষঃ স্বস্থানং চন্দ্রসম্মতঃ।। ৯৬।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — তারপর চন্দ্র অতীব ভীত হয়ে দক্ষের সম্মুখে পুনরায় অঙ্গীকার করলেন যে তিনি সকল পত্নীগণের সঙ্গেই সমান আচরণ ক'রে চলবেন।। ৯৫।। এইভাবে চন্দ্র পুনরায় সকল পত্নীর সহিত সমান ব্যবহার করার অঙ্গীকার করার পর দক্ষ চন্দ্রের নিকট থেকে সম্মতি গ্রহণ ক'রে স্বস্থানে গমন করলেন।। ৯৬।।

গতে দক্ষে নিশানাথো রোহিণ্যাসহিতো ভৃশম্।
রমমাণো বিসস্মার দক্ষস্য বচনন্তু সঃ।। ৯৭।।
সেবমানাশ্চ তাঃ সর্বা অশ্বিন্যাদ্যা মনোরমাঃ।
নাভজচ্চন্দ্রমাস্তাসু অবজ্ঞামেব চাকরোৎ।। ৯৮।।

দক্ষ প্রজাপতি চলে যাওয়ার পর চন্দ্র দক্ষের পরামর্শ বিস্মৃত হয়ে পুনরায় রোহিণীর সঙ্গে অত্যধিক বিহারে মত্ত হলেন।। ৯৭।। যদিও অশ্বিনী প্রভৃতি মনোরমা পত্নীগণ চন্দ্রের যথাযথ সেবা করলেন তথাপি

চন্দ্র তাঁদের প্রতি কোন মনোযোগ দিলেন না। বরং তিনি তাঁদেরকে পূর্বাপেক্ষাও অধিক অবজ্ঞা করতে থাকলেন।। ৯৮।।

অবজ্ঞাতাস্তু তাঃ সর্বাশ্চন্দ্রেণ পিতুরন্তিকম্।
গত্বৈবার্তস্বরাশ্চার্তা রুদন্ত্যশ্চেদমব্রুবন্।। ৯৯।।
নাকরোদ্বচনং সোমস্তবাপি মুনিসত্তম।
অবজ্ঞাং কুরুতেঽস্মাসু পূর্বতোঽপ্যধিকং স চ।। ১০০।।

চন্দ্রের এইভাবে সেই সমস্ত পত্নীগণকে অবজ্ঞা ক'রে চলার কারণে সেই সকল পত্নীগণ পিতার নিকট গমন ক'রে ক্রন্দন করতে করতে পিতাকে বললেন - মুনিবর ! এইবারও চন্দ্র নিজের কথা রাখলেন না। এখন তিনি আমাদেরকে পূর্বের চাইতেও আরও অধিক অবজ্ঞা করছেন।। ১০০।।

তস্মাৎ সোমেন নঃ কার্যং ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
তপস্বিন্যো ভবিষ্যামস্তপশ্চার্যাং নিদেশয়।। ১০১।।
তপসা শোধিতাত্মানঃ পরিত্যক্ষ্যাম জীবিতম্।
কিমস্মাকং জীবিতেন দুর্ভগানাং দ্বিজোত্তম।। ১০২।।

সেইজন্য চন্দ্রকে আর আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা তপস্বিনী হব। আপনি আমাদেরকে তপস্বিনী জীবনের বিধি বিধান সম্পর্কে নির্দেশ দান করুন।। ১০১।। হে দ্বিজোত্তম! আমরা তপস্যা দ্বারা আমাদের দেহ শুদ্ধ করব এবং তারপর আমরা আমাদের জীবন ত্যাগ করব। কারণ আমাদের ন্যায় দুর্ভাগ্যগ্রস্তদের বেঁচে থাকা অর্থহীন।। ১০২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যুক্ত্বা তাস্ততঃ সর্ব দক্ষজাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ।
কপোলমালম্ব্য করৈরুপোপবিবিশুঃ[53] ক্ষিতৌ।। ১০৩।।
তাস্তু দৃষ্ট্বা তথাভূতা দুঃখব্যাকুলিতেন্দ্রিয়াঃ।
অতিদীনমুখো দক্ষঃ কোপাজ্জজ্বাল বহ্নিবৎ।। ১০৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — এই কথা ব'লে কৃত্তিকা, অশ্বিনী প্রভৃতি দক্ষকন্যাগণ নিজের নিজের গালে হাত স্থাপন ক'রে মাটিতে বসে পড়লেন।। ১০৩।। দক্ষ তাঁদের দুঃখে নিদারুণ ব্যাকুল সেই অবস্থা এবং বড়ই করুণ মুখমণ্ডলসমূহ অবলোকন ক'রে কোপে অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠলেন।। ১০৪।।

অথ কোপপরীতস্য দক্ষস্য সুমহাত্মনঃ।
নিশ্চক্রাম তদা যক্ষ্মা নাসিকাগ্রাদ্বিভীষণঃ।। ১০৫।।
দংষ্ট্রাকরালবদনঃ কৃষ্ণাঙ্গারসমপ্রভঃ।
অতিদীর্ঘঃ স্বল্পকেশঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ।। ১০৬।।

তারপর ক্রুদ্ধ মহাত্মা দক্ষের নাসিকার অগ্রভাগ থেকে যক্ষ্মা নামক অত্যন্ত ভয়ানক রোগ উৎপন্ন হল।। ১০৫।। সেই যক্ষ্মা ভীষণ দন্তযুক্ত বদনবিশিষ্ট, তার গাত্রবর্ণ অঙ্গারের ন্যায় অতি ঘোর কৃষ্ণ, আকৃতি অত্যধিক দীর্ঘ ও কৃশ, মস্তকে কেশ অতি স্বল্প, তার শরীর এতই রুগ্ন যে তা যেন কেবলমাত্র শিরা ও ধমনীর একটি গুচ্ছমাত্র।। ১০৬।।

53. পাঠান্তর — করৈরুরুদূর্বিবিশুঃ।

অধোমুখো দণ্ডহস্তঃ কাসং বিশ্রম্য সন্ততম্।
কুর্বাণো নিম্ননেত্রশ্চ যোষাসম্ভোগলোলুপঃ।। ১০৭।।
স চোবাচ তদা দক্ষং কস্মিংস্থাস্যাম্যহং মুনে।
কিংবা চাহং করিষ্যামি তন্মে বদ মহামতে।। ১০৮।।

তার মুখ নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, চলার জন্য তার হাতে দণ্ড, সে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাশতে থাকে এবং মাঝে কাশিকে বিশ্রাম দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করে, তার মুখ নিচের দিকে ঝুলে থাকে, সে স্ত্রীসম্ভোগের জন্য সদা লালায়িত।। ১০৭।। সেই যক্ষ্মারোগ দক্ষকে বলল — হে মুনি ! আপনি মহাজ্ঞানী। আপনি আমাকে বলে দিন আমি কোথায় বাস করব এবং কি করব।। ১০৮।।

ততো দক্ষস্তু তং প্রাহ সোমং যাতু দ্রুতং ভবান্।
সোমমত্তু ভবান্নিত্যং সোমে ত্বং তিষ্ঠ স্বেচ্ছয়া।। ১০৯।।

তখন দক্ষ তাকে বললেন — তুমি দ্রুত চন্দ্রের নিকট গমন ক'রে চন্দ্রের শরীরে তোমার ইচ্ছামত বাস কর এবং তার শরীরকে গ্রাস করতে থাক।। ১০৯।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য দক্ষস্যাথ মহামুনে।
শনৈঃ শনৈস্ততঃ সোমমাসদাদ গদঃ স চ।। ১১০।।
আসাদ্য স তদা সোমং বল্মীকং পন্নগো যথা।
প্রবিবেশেন্দুহৃদয়ং ছিদ্রং প্রাপ্য মহাগদঃ।। ১১১।।

সেই যক্ষ্মা নামক রোগ তখন মহামুনি দক্ষের এই নির্দেশ শ্রবণ ক'রে ধীরে ধীরে চন্দ্রের সকাশে উপস্থিত হল।। ১১০।। তারপর চন্দ্রের নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই সেই ভয়ানক ব্যাধি ছিদ্রপথে চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করল যেরূপ সাপ ছিদ্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উইপোকার ঢিবিতে প্রবেশ করে।। ১১১।।

তস্মিন্ প্রবিষ্টে হৃদয়ে দারুণে রাজযক্ষ্মণি।
মুমোহ চন্দ্রস্তন্দ্রাঞ্চ বিষমাং প্রাপ্তবাংশ্চ সঃ।। ১১২।।
উৎপদ্য প্রথমং যস্মাল্লীনো রাজন্যসৌ গদঃ।
রাজযক্ষ্মেতি লোকেঽস্মিন্নস্য খ্যাতিরভূদ্দ্বিজাঃ।। ১১৩।।

সেই প্রাণঘাতী রাজযক্ষ্মা চন্দ্রের হৃদয়ে প্রবেশ করলে চন্দ্র মূর্ছিত হয়ে গেলেন এবং তিনি সর্বদা শরীরে বিষম দুর্বলতা এবং একটা ঘুম ঘুম ভাব অনুভব করতে লাগলেন।। ১১২।। হে দ্বিজগণ ! সেই যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হওয়ার পর প্রথমেই রাজার অর্থাৎ চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করার কারণে এই রোগ রাজযক্ষ্মা নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল।। ১১৩।।

ততস্তেনাভিভূতঃ স যক্ষ্মণা রোহিণীপতিঃ।
ক্ষয়ং জগামানুদিনং গ্রীষ্মে ক্ষুদ্রা নদী যথা।। ১১৪।।
অথ চন্দ্রে ক্ষীয়মাণে সর্বৌষধ্যো গতাঃ ক্ষয়ম্।
ক্ষয়ং যাতাস্বৌষধীষু ন যজ্ঞঃ সমবর্তত।। ১১৫।।

তখন থেকে, গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র নদী যেমন ধীরে ধীরে শীর্ণকায়া হয়ে পরে তেমনই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত রোহিণীপতি চন্দ্র দিন দিন অধিকতর কৃশ হতে লাগলেন।। ১১৪।। এইভাবে চন্দ্র যখন ক্রমশ ক্ষয় পেতে লাগলেন

তখন ধান্য প্রভৃতি ওষধিসকল নষ্ট হয়ে গেল আর ওষধি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে পারল না।। ১১৫।।

যজ্ঞাভাবাত্তু দেবানামন্নং সর্বং ক্ষয়ং গতম্।
পর্জন্যাশ্চ ততো নষ্টাস্ততো বৃষ্টির্ন চাভবৎ।। ১১৬।।
বৃষ্ট্যভাবে তু লোকানামাহারাঃ ক্ষীণতাং গতাঃ।। ১১৭।।

যজ্ঞের অভাবে দেবতাদের অন্ন (হবিষ্য) সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল এবং যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে মেঘও নষ্ট হয়ে গেল[54] এবং এর ফলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল।। ১১৬।। বৃষ্টির অভাবে মানুষের অন্নাভাব দেখা দিল।। ১১৭

দুর্ভিক্ষব্যসনোপেতে সর্বলোকে দ্বিজোত্তমাঃ।
দানধর্মাদিকং কিঞ্চিন্ন লোকস্য প্রবর্ততে।। ১১৮।।
সত্ত্বহীনাঃ প্রজাঃ সর্বা লোভেনোপহতেন্দ্রিয়াঃ।
পাপমেব তদা চক্রুঃ কুকর্মরতয়শ্চ তাঃ।। ১১৯।।

হে দ্বিজবরগণ ! তখন সর্বলোক দুর্ভিক্ষে পীড়িত হওয়ার কারণে দানধর্মাদি কর্মের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না।। ১১৮।। সমস্ত প্রজা দুর্বল, শুভগুণ বিবর্জিত, লোভপরায়ণ ইন্দ্রিয়যুক্ত, কুকর্মে আসক্ত হয়ে পাপকর্মে জড়িত হয়ে পড়ল।। ১১৯।।

---

54. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে— “যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো” (৩।১৪) ইতি অর্থাৎ যজ্ঞ থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। এইজন্য এখানে বলা হয়েছে যে যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে মেঘও নষ্ট হয়ে গেল।

এতান্ দৃষ্ট্বা তদা ভাবান্ দিক্‌পালাঃ সপুরন্দরাঃ।
জগ্মু ক্ষোভং পরং দেবাঃ সাগরাশ্চ গ্রহাস্তথা।। ১২০।।
ততো দৃষ্ট্বা জগৎ সর্বং ব্যাকুলং দস্যুপীড়িতম্।
ব্রহ্মাণমগমন্ দেবাঃ সর্বে শক্রপুরোগমাঃ।। ১২১।।

এই সমস্ত ভাব প্রত্যক্ষ ক'রে ইন্দ্রাদি দিকপালগণ, নবগ্রহ দেবতাগণ এবং সপ্তসমুদ্র সকলেই বড়ই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়লেন।। ১২০।। তখন সমগ্র সংসারকে ব্যাকুল ও দস্যুপীড়িত হতে দেখে সমস্ত দেবতা ইন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রহ্মাসকাশে গমন করলেন।। ১২১।।

উপসঙ্গম্য দেবেশং স্রষ্টারং জগতাং পতিম্।
প্রণম্যাথ যথাযোগ্যমুপবিষ্টাস্তদা সুরাঃ।। ১২২।।
তান্ ম্লানবদনান্ সর্বান্ বীক্ষ্য লোকপিতামহঃ।
অভিভূতান্ পরেণেব হৃতস্ববিষয়ানিব।
পপ্রচ্ছ সম্মুখীকৃত্য গুরুমিন্দ্রং হুতাশনম্।। ১২৩।।

সেই সকল দেবতাগণ সংসারের সৃষ্টিকর্তা জগৎপতি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হলেন।। ১২২।। লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেখলেন যে সেই সমস্ত দেবতাদের বদনমণ্ডল যেন অপরের দ্বারা হৃতসর্বস্ব ব্যক্তির বদনের ন্যায় অতীব ম্লান। তখন তিনি বৃহস্পতি, ইন্দ্র, অগ্নিকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন -।। ১২৩।।

ব্রহ্মোবাচ

স্বাগতং ভো সুরগণাঃ কিমর্থং যূয়মাগতাঃ।
দুঃখোপহতদেহাংশ্চ যুষ্মান্ ম্লানাংশ্চ লক্ষয়ে।। ১২৪।।
নিরাবাধান্নিরাতঙ্কান্ যুষ্মান্ সর্বাংশ্চ কামগান্।
কৃত্বা স্ববিষয়ে ন্যস্তান্ কথং পশ্যামি দুঃখিতান্।। ১২৫।।
যদ্বোঽভবদ্দুঃখবীজং যুষ্মান্ বা যস্তু বাধতে।
তৎকথ্যতামশেষেণ সিদ্ধঞ্চাপ্যবধার্যতাম্।। ১২৬।।

ব্রহ্মা বললেন — হে দেবগণ ! তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তোমাদের এখানে আগমনের কারণ কি ? আমি লক্ষ্য করছি তোমাদের দেহ দুঃখপীড়িত ও মুখসকল বড়ই ম্লান।। তোমরা বিনা বাধায় নির্ভয়ে নিজ ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমনকারী। তোমাদেরকে এইভাবেই নিয়োজিত করেছি। তাহলে এখন তোমাদের মুখ এমন ম্লান দেখছি কেন ?।। ১২৫।। যা তোমাদের দুঃখের কারণ বা যে তোমাদের বিরোধিতা করছে সেই সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বল। মনে কর যে তোমাদের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে।। ১২৬।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততো বৃদ্ধশ্রবা জীবঃ কৃষ্ণবর্ত্মা চ লোকভৃৎ।
উবাচাত্মভুবে তস্মৈ সুরাণাং দুঃখকারণম্।। ১২৭।।

অতঃপর, দেবরাজ ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অগ্নি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিকট দেবতাদের দুঃখের কারণ বর্ণনা করতে লাগলেন।। ১২৭।।

দেবা উচুঃ

শৃণু সর্বজগৎকর্তস্ত্বাং যেন বয়মাগতাঃ।
যদ্বাস্মাকং দুঃখবীজং যতো ম্লানশ্রিয়ো বয়ম্।। ১২৮।।
ন ক্বচিৎ সম্প্রবর্তন্তে যজ্ঞা লোকে পিতামহ।
নিরাধারা নিরাতঙ্কাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ ক্ষয়ং গতাঃ।। ১২৯।।

দেবতাগণ বললেন — হে বিধাতা ! আমরা যে কারণে আপনার নিকট আগমন করেছি, যা আমাদের দুঃখের কারণ এবং যার জন্য আমাদের মুখ মলিনতা প্রাপ্ত হয়েছে সেই সমস্তই আপনার নিকট বর্ণনা করছি। আপনি শ্রবণ করুন।। ১২৮।। হে পিতামহ ! এখন সংসারে আর কোনস্থানেই যজ্ঞ হয় না। নির্ভয় প্রজাগণ এখন আশ্রয়হীন হয়ে লুপ্ত হয়েছে।। ১২৯।।

ন চ দানাদিধর্মশ্চ ন তপাংসি ক্ষিতৌ ক্বচিৎ।
নৈব বর্ষতি পর্জন্যঃ ক্ষীণতোয়াভবৎ ক্ষিতিঃ।। ১৩০।।
ক্ষীণাঃ সর্বাস্তথৌষধ্যঃ শস্যা লোকাঃ সমাকুলাঃ।
দস্যুভিঃ পীড়িতা বিপ্রা বেদবাদং ন কুর্বতে।। ১৩১।।

পৃথিবী এখন দানাদি ধর্ম ও তপস্যাহীন হয়ে পড়েছে। এখন মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হয় না, পৃথিবী এখন জলশূন্য হয়েছে।। ১৩০।। সমস্ত ওষধি ও শস্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সংসার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, ব্রাহ্মণগণ দস্যুদের দ্বারা উৎপীড়িত, তাঁরা এখন বেদধ্বনি করেন না।। ১৩১।।

অন্নবৈকল্যমাসাদ্য ম্রিয়ন্তে বহবঃ প্রজাঃ।
ক্ষীণেষু যজ্ঞভাগেষু ভোগ্যহীনাস্তথা বয়ম্।। ১৩২।।
দুর্বলাস্তু শ্রিয়া হীনা নৈব শান্তিং লভামহে।। ১৩৩।।
রোহিণ্যা মন্দিরে চন্দ্রো বক্রগত্যা চিরং স্থিতঃ।
বৃষরাশৌ স চ ক্ষীণো জ্যোৎস্নাহীনশ্চ বর্ততে।। ১৩৪।।

সংসারে অন্নের অভাব হেতু প্রজাগণ মৃত্যুমুখে গমন করছে। যজ্ঞভাগ (হবিষ্য) না পাওয়ার কারণে আমরাও অন্নহীন হয়ে পড়ছি।। ১৩২।। ফলে আমরাও ক্ষীণ, দুর্বল ও শ্রীহীন হয়ে পড়ছি, জীবনে কোনরূপ শান্তিলাভ করতে পারছি না।। ১৩৩।। চন্দ্র এখন বক্রগতিতে বহুদিন যাবত রোহিণী আলয়ে বৃষরাশিতে ক্ষীণ ও জ্যোৎস্নাহীন হয়ে অবস্থান করছেন।। ১৩৪।।

যদৈবান্বিষ্যতে দেবৈশ্চন্দ্রো নৈষাং পুরঃসরঃ।
কদাচিদপি দেবানাং সমাজে বা ভবদ্বিধে।। ১৩৫।।
কদাচিদ্রোহিণীং ত্যক্ত্বা নৈব ক্বচন গচ্ছতি।
যদ্যন্যঃ কোঽপি ন ভবেত্তদা চন্দ্রো বহির্ভবেৎ।। ১৩৬।।
দৃশ্যতে স কলাহীনঃ কলামাত্রাবশেষকঃ।
ইতি সর্বত্র লোকেশ বৃত্তঃ কর্মবিপর্যয়ঃ।। ১৩৭।।

হে বিধাতা ! দেবতাগণ যখনই তাঁর অন্বেষণ করেন তখনই তাঁরা চন্দ্রকে তাঁদের সম্মুখে দেখতে পান না, চন্দ্র কখনও দেবসভায় উপস্থিত থাকেন না।। ১৩৫।। তিনি কখনই রোহিণীকে ছেড়ে কোথাও গমন করেন না। যদি কখনও আশে পাশে কেউ না থাকে তখন তিনি কিছুটা

বাইরে আসেন।। ১৩৬।। হে লোকেশ ! তাঁর একটি কলা ব্যতীত সকল কলাই অন্তর্হিত হয়েছে। সেইজন্য সর্বত্রই কর্মকাণ্ডের বিপর্যয় ঘটেছে।। ১৩৭।।

তং দৃষ্ট্বাং কান্দিশীকাস্তু বয়ং ত্বাং শরণং গতাঃ।। ১৩৮।।
পাতালাদ্ যাবদুত্থায় কালকঞ্জাদয়োঽসুরাঃ।
নাস্মান্ লোকেশ বাধন্তে তাবন্নস্ত্রাহি সাধ্বসাৎ।। ১৩৯।।
অয়ং প্রবর্ততে কস্মাজ্জগতাং বা ব্যতিক্রমঃ।
ন জানীমস্তু তৎ সর্বং বিপ্লবে বাপি কারণম্।। ১৪০।।

এইসব দর্শন ক'রে আমরা সকলে দিশাহীন হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। কালকঞ্জাদি অসুরগণ যেন পাতাল থেকে উত্থিত হয়ে আমাদের পীড়ার কারণ হতে না পারে তার ব্যবস্থা ক'রে আপনি আমাদের ভয় থেকে ত্রাণ করুন।। ১৩৮-১৩৯।। সংসারে এই ব্যতিক্রম কেন ঘটল, এই গোলযোগের কারণ কি - এই সব কিছুই আমাদের অজ্ঞাত।। ১৪০।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এতৎ সুরাণাং বচনং দিব্যদর্শী পিতামহঃ।
শ্রুত্বা ক্ষণমভিধ্যায়ন্ নিজগাদ সুরোত্তমান্।। ১৪১।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — দেবগণের নিকট থেকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে দিব্যদর্শী পিতামহ ক্ষণকালের জন্য ধ্যানমগ্ন হলেন এবং তারপর সেই সুরশ্রেষ্ঠগণকে বললেন -।। ১৪১।।

ব্রহ্মোবাচ

শৃন্বন্তু দেবতাঃ সর্বা যদর্থং লোকবিপ্লবঃ।
প্রবর্ততেঽধুনা যেন শান্তিস্তস্য ভবিষ্যতি।। ১৪২।।
সোমো দাক্ষায়ণীঃ কন্যাঃ সপ্তবিংশতিসংখ্যকাঃ।
অশ্বিন্যাদ্যা বরবধূর্ভার্যার্থে পরিণীতবান্।। ১৪৩।।

ব্রহ্মা (সেই সকল শরণাগত দেবতাগণকে) বললেন — যে কারণে এই সংসারে বর্তমানে এইরূপ বিপর্যয় ঘটছে এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কি তা তোমরা সকলে শ্রবণ কর।। ১৪২।। দক্ষ প্রজাপতির অশ্বিনী আদি সাতাশজন কন্যার সঙ্গে সোম (চন্দ্র) পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হন।। ১৪৩।।

পরিণীয় স তাঃ সর্বা রোহিণ্যাং সততং বিধুঃ।
প্রাবর্ততানুরাগেন ন সমস্তাসু বর্ততে।। ১৪৪।
অশ্বিন্যাদ্যাস্তু তাঃ সর্বা দৌর্ভাগ্যজ্বরপীড়িতাঃ।
ষড়্বিংশতির্বরারোহাঃ পিতরং প্রস্থিতাঃ স্বকম্।। ১৪৫।।

কিন্তু সাতাশজন কন্যাকে বিবাহ করলেও চন্দ্র সর্বদা বিশেষরূপে রোহিণীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে কেবলমাত্র তাঁর সঙ্গেই বিহার করতেন, অপর পত্নীদের সঙ্গে তিনি রোহিণীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করতেন তার সমতুল্য ব্যবহার করতেন না।। ১৪৪।। সেই কারণে অশ্বিনী আদি ছাব্বিশজন বরারোহা (উত্তম রূপবতী) কন্যা দুর্ভাগ্যজ্বরে পীড়িত হয়ে নিজ পিত্রালয়ে গমন করলেন।। ১৪৫।।

প্রবর্ততে নিশানাথো রোহিণ্যাং রাগতো যথা।
তথা ন তাসু ভজতে তদ্দক্ষায় ন্যবেদয়ন্।। ১৪৬।।
ততো দক্ষো মহাবুদ্ধিঃ সাম্না সংস্তূয় বিট্পতিম্।
বহুসুনৃতমাভাষ্য পুত্র্যর্থে চান্বরোধত।। ১৪৭।।

তাঁরা দক্ষকে জানালেন যে চন্দ্র বিশেষ অনুরাগবশতঃ রোহিণীর সঙ্গে সর্বদা প্রেমপূর্বক ব্যবহার করেন কিন্তু তাঁদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করেন না।। ১৪৬।। তখন মহাবুদ্ধি দক্ষ সামনীতির দ্বারা জামাতা চন্দ্রের স্তুতি ক'রে নানাপ্রকার মিষ্ট বাক্য সহযোগে নিজ কন্যাগণের নিমিত্ত তাঁকে বিবিধ প্রকারে অনুরোধ করেছিলেন।। ১৪৭।।

অনুরুদ্ধো যথাকামং দক্ষেণ সুমহাত্মনা।
সমং প্রবর্তিতুং তাসু সময়ং কৃতবান্ বিধুঃ।। ১৪৮।।
সমমঙ্গীকৃতে ভাবং তাসু কর্তুং হিমাংশুনা।
স্বং জগাম ততঃ স্থানং দক্ষোঽপি মুনিসত্তমঃ।। ১৪৯।।
গতে দক্ষে মুনিশ্রেষ্ঠে বৈষম্যং তাসু চন্দ্রমাঃ।
জহৌ ন ভাবং তাঃ শশ্বৎ কুপিতাঃ পিতরং গতাঃ।। ১৫০।।

সুমহাত্মা দক্ষ চন্দ্রকে এইভাবে অনুরোধ করার পর চন্দ্র তাঁর নিকট অঙ্গীকার করেন যে তিনি সকল পত্নীর সঙ্গেই সমান ব্যবহার করবেন।। ১৪৮।। চন্দ্র সকল ভার্যার প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ করতে স্বীকৃত হলে মুনিবর দক্ষ নিজ বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন।। ১৪৯।। মুনিশ্রেষ্ঠ দক্ষ আপন ভবনে ফিরে যাওয়ার পর চন্দ্র কিন্তু সেই সকল ভার্যাগণের

প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিত্যাগ করলেন না। এর ফলে সেই সমস্ত কন্যাগণ কুপিত হয়ে পুনরায় পিতৃগৃহে গমন করলেন।। ১৫০।

ততো দক্ষঃ পুনশ্চন্দ্রমবরুধ্য[55] সুতান্তরে
সমাং বৃত্তিং প্রতিশ্রাব্য বচনঞ্চেদমব্রবীৎ।। ১৫১।।
ন সমং বর্ততে চন্দ্র সর্বাস্বাসু ভবান্ যদি।
তদা শপ্স্যে ত্বহং তুভ্যং তস্মাৎ কুরু সমঞ্জসম্।। ১৫২।।

তখন দক্ষ কন্যাগণের স্বার্থে সকল কন্যার সংগে সমান আচরণ করার জন্য পুনরায় চন্দ্রকে অনুরোধ করলেন এবং চন্দ্র তাকে এ বিষয়ে ইতিবাচক আশ্বাস দিলে দক্ষ চন্দ্রকে বললেন - চন্দ্র ! তুমি যদি সকল কন্যার প্রতি সমান আচরণ না কর তাহলে আমি তোমাকে অভিশাপ দেব। সুতরাং তুমি সকলের প্রতিই সমান আচরণ কর।। ১৫১ ১৫২।।

ততো গতে পুনর্দক্ষে ন সমং বর্ততে যদা।
তাসু চন্দ্রস্তদা দক্ষং পুনর্গত্বাব্রুবন্ রুষা।। ১৫৩।।
ন তে বচঃ সৎকুরুতে নৈবস্মাসু প্রবর্ততে।
বয়ং তপশ্চরিষ্যামঃ স্থাস্যামশ্চ তবান্তিকে।। ১৫৪।।

দক্ষ নিজগৃহে ফিরে গেলে চন্দ্র পুনরায় তাঁদের সঙ্গে সমান আচরণ করা থেকে বিরত থাকলেন। তখন অতীব রুষ্ট কন্যাগণ পুনরায় পিতৃভবনে প্রত্যাগমন ক'রে পিতাকে বললেন - তিনি আপনার কথার

55. পাঠান্তর — পুনশ্চন্দ্রমনুরুদ্ধ্য।

কোন সম্মানও দেননি আর আমাদেরকে সঙ্গদানও করেননি। আমরা তপশ্চর্যা করব এবং আপনার নিকট অবস্থান করব।। ১৫৩-১৫৪।।

তাসামিতি বচঃ শ্রুত্বা কুপিতঃ সঃ মহামুনিঃ।
ক্ষয়ায় চন্দ্রস্য পুনঃ শাপায়োৎসুকতাং গতঃ।। ১৫৫।।
শাপায়োদ্যুক্তমনসঃ কুপিতস্য মহামুনেঃ।
ক্ষয়ো নাম মহারোগো নাসিকাগ্রাদ্বিনির্গতঃ।। ১৫৬।।

তাঁর কন্যাগণের এই সমস্ত কথা শ্রবণ ক'রে মহামুনি দক্ষ অতীব কুপিত হলেন এবং তিনি চন্দ্রকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন।। ১৫৫।। মহামুনি দক্ষ চন্দ্রকে শাপ দিতে উদ্যত হলে তাঁর নাসিকার অগ্রভাগ থেকে নির্গত হল ক্ষয় নামক ভয়ানক রোগ।। ১৫৬।।

প্রেষিতঃ স চ চন্দ্রায় দক্ষেণ মুনিনা ততঃ।
প্রবিষ্টবাংস্তস্য দেহে ক্ষয়িতস্তেন চন্দ্রমাঃ।। ১৫৭।।
ক্ষীণে চন্দ্রে ক্ষয়ং যাতা জ্যোৎস্নাস্তস্য মহাত্মনঃ।
ক্ষীণাসু সর্বজ্যোৎস্নাসু সর্বৌষধ্যঃ ক্ষয়ং গতাঃ।। ১৫৮।।

দক্ষমুনি প্রেরিত সেই মহারোগ চন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হওয়ার কারণে সেই রোগের দ্বারাই চন্দ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে।। ১৫৭।। ফলে যেহেতু চন্দ্র ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েছেন সেইজন্য তাঁর জ্যোৎস্নাও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েছে আর যেহেতু জ্যোৎস্না ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েছে সেই কারণে সকল ওষধিও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে।। ১৫৮।।

ঔষধ্যভাবাল্লোকেঽস্মিন্ ন যজ্ঞঃ সম্প্রবর্ততে।
যজ্ঞাভাবাদনাবৃষ্টিস্ততঃ সর্বপ্রজাক্ষয়ঃ।। ১৫৯।।
যজ্ঞভাগোপভোগেন হীনানাং ভবতাং তথা।
দুর্বলত্বং সমুৎপন্নং বিকারশ্চ স্বগোচরে।। ১৬০।।
ইতি বঃ কথিতং সর্বং যথাভূল্লোকবিপ্লবঃ।
যেনোপায়েন তচ্ছান্তিস্তচ্ছৃণ্বন্তু সুরোত্তমাঃ।। ১৬১।।

ওষধির অভাবের কারণে এই সংসারে আর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে পারছে না, যজ্ঞের অভাবে অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হয়েছে আর সেই কারণেই সমস্ত প্রজা নাশপ্রাপ্ত হয়েছে।। ১৫৯।। যজ্ঞভাগ (হবিষ্য) উপভোগ করতে না পারার জন্য তোমাদের শারীরিক দুর্বলতা ও ইন্দ্রিয়বিকার ঘটেছে।। ১৬০।। যে কারণে জগতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে সেই সমস্তই তোমাদের নিকট বিবৃত করলাম। হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! যে উপায়ে এই বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।। ১৬১।।

।। কালিকাপুরাণে চন্দ্রশাপবর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

একবিংশ অধ্যায়
চন্দ্রশাপমোচন

ব্রহ্মোবাচ

গচ্ছন্তু ভোঃ সুরগণা দক্ষস্য সদনং প্রতি।
প্রসাদয়ত চন্দ্রার্থে স চ পূর্ণো ভবেদ্‌যথা।। ১।।
পূর্ণে চন্দ্রে জগৎ সর্বং প্রকৃতিস্থং ভবিষ্যতি।
যুষ্মাকঞ্চ ভবেচ্ছান্তিরোষধীনাঞ্চ সম্ভবঃ।। ২।।

ব্রহ্মা বললেন — হে দেবগণ ! তোমরা দক্ষের ভবনে গমন কর এবং চন্দ্রের জন্য তাঁকে প্রসন্ন কর যাতে চন্দ্র পূর্ণ হন।। ১।। চন্দ্র পূর্ণ হলে জগৎ প্রকৃতিস্থ হবে এবং তোমাদেরও শান্তি হবে এবং ওষধি সকলেরও আবার পুনরুদ্ভব হবে।। ২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
প্রযযুর্হৃষ্টমনসস্তদা দক্ষনিবেশনম্।। ৩।।
যথান্যায়মুপস্থায় সর্বে মুনিবরং সুরাঃ।
প্রোচুঃ প্রজাপতিং দক্ষং প্রণম্য শ্লক্ষয়া গিরা।। ৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — ব্রহ্মার মুখ থেকে এই কথা শ্রবণ ক'রে দেবতাগণ প্রসন্নমনে শক্র অর্থাৎ ইন্দ্রের নেতৃত্বে দক্ষনিলয়ে গমন করলেন।। ৩।। তখন সেই সকল দেবতাগণ প্রজাপতি দক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যথোচিত রীতি অনুযায়ী প্রণাম জানিয়ে তাঁকে মধুর ভাষায় বলতে আরম্ভ করলেন -।। ৪।।

দেবা উচুঃ

প্রসীদ সীদতাং ব্রহ্মন্নস্মাকং বহুদুঃখিনাম্।
উদ্ধরস্ব মহাবুদ্ধে ত্রাহি নঃ শোকসাগরাৎ।। ৫।।
যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞন্তু সৃষ্টিকৃৎ পরমাত্মনঃ।
তদংশস্ত্বং পরং জ্যোতির্বিপ্ররূপ নমোঽস্তু তে।। ৬।।

দেবতাগণ বললেন — হে ব্রহ্মন্! আমরা বহু দুঃখে পীড়িত, আমাদের প্রতি আপনি প্রসন্ন হন। হে পরমজ্ঞানী! আমাদেরকে রক্ষা করুন, অনন্ত শোকসাগর থেকে আপনি আমাদেরকে উদ্ধার করুন।। ৫।। হে বিপ্ররূপ পরম জ্যোতিঃ ! পরমাত্মার সৃষ্টিকারক যে রূপ, আপনি তারই অংশভূত। আপনাকে নমস্কার।। ৬।।

রক্ষণাৎ সর্বজগতাং প্রজাপালনকারণাৎ।
দক্ষঃ প্রজাপতিশ্চেতি যোগেশস্তং নুমো বয়ম্।। ৭।।
দক্ষায় সর্বজগতাং দক্ষায় কুশলাত্মনাম্।
দক্ষায়াত্মহিতায়াশু নমস্তুভ্যং মহাত্মনে।। ৮।।

আপনি সর্ব জগতকে রক্ষা করেন। সেহেতু আপনি দক্ষ নামে খ্যাত। আপনি সমস্ত প্রজাকে পালন করেন। সেইজন্য আপনি প্রজাপতি নামে অভিহিত। আপনাকে নমস্কার।। ৭।। আপনি জগতের রক্ষাকর্তা হিসাবে দক্ষ, কুশলাত্মাদের মধ্যেও দক্ষ, আত্মার হিতসাধনের ক্ষেত্রেও আপনি দক্ষ। আপনাকে নমস্কার।। ৮।।

সততং চিন্ত্যমানস্য যোগিভির্নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ।
সারস্য সারভূতস্ত্বং দক্ষায় পরমাত্মনে।। ৯।।
যোগিবৃত্তিরনাধৃষ্যঃ পারগাণাং পরায়ণঃ।
আদ্যন্তমুক্তঃ[56] সহসা তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ।। ১০।।

সংযত ইন্দ্রিয়যুক্ত যোগিগণ নিরন্তর একাগ্রচিত্তে যাঁর ধ্যান করেন, যিনি সার তত্ত্বেরও সারভূত অর্থাৎ পরম সার পরমতত্ত্ব পরমাত্মা, আপনি সেই দক্ষ।। ৯।। আপনি যোগীদের আচরণের ঊর্ধ্বে অবস্থিত অর্থাৎ কোন আবেগ আপনাকে প্রকম্পিত করতে পারে না, আপনি পারদর্শী (উন্নত পুরুষ) ব্যক্তিদেরও ধ্যেয়, আপনি আদি ও অন্ত রহিত। আপনাকে নমস্কার।। ১০।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা দক্ষো যজ্ঞভুজাং তথা।
প্রাহ প্রসন্নবদনঃ শক্রমাভাষ্য মুখ্যতঃ।। ১১।।

---

56. পাঠান্তর — আদ্যন্ত যুক্তঃ।

সেই সকল যজ্ঞভোগী দেবতাগণের এই কথা শ্রবণ ক'রে দক্ষ প্রজাপতির বদন প্রসন্ন হল। তখন তিনি প্রধানত শক্র অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রকে উদ্দেশ্য ক'রে বলতে লাগলেন -।। ১১।।

দক্ষ উবাচ

কুতঃ শক্র মহাবাহো ভবতাং দুঃখমাগতম্।
দুঃখহেতুং বদ বিভো শ্রোতুমিচ্ছাম্যহন্তু তম্। ১২।।
মমাস্তি বা কিং কর্তব্যং ভবতাং দুঃখহানয়ে।
তদহং যদি শক্নোমি করিষ্যামি হিতং সমম্।। ১৩।।

দক্ষ বললেন — হে মহাবাহু ! আপনাদের উপর দুঃখ কিভাবে উপস্থিত হল ? প্রভু ! আপনাদের দুঃখের কারণ কি তা বলুন। আমি সব শ্রবণ করতে ইচ্ছুক।। ১২।। আপনাদের দুঃখ দূর করার জন্য আমার করণীয় কি ? আমার ক্ষমতার বাইরে না হলে আমি আপনাদের সম্পূর্ণরূপে কল্যাণের নিমিত্ত প্রয়াস করব।। ১৩।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

তচ্ছুত্বা বচনং তস্য ব্রহ্মসূনোর্মহাত্মনঃ।
জগাদ বাক্পতিঃ শক্রো বীতিহোত্রোঽথ তং মুনিম্।। ১৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — ব্রহ্মপুত্র মহাত্মা দক্ষের সেই কথা শ্রবণ ক'রে বাক্পতি (বৃহস্পতি), ইন্দ্র ও অগ্নি তাঁকে বললেন -।। ১৪।।

ত ঊচুঃ

ক্ষয়ী জাতো নিশানাথস্তস্মিন্ ক্ষীণে ক্ষয়ং গতাঃ।।
সর্বৌষধ্যো দ্বিজশ্রেষ্ঠ তদ্ধানির্যজ্ঞহানিকৃৎ।। ১৫।।
যজ্ঞে বিনষ্টে সকলাঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্ভয়কাতরাঃ।
বৃষ্ট্যভাবান্মহদ্দুঃখং প্রাপ্য নষ্টাশ্চ কাশ্চন।। ১৬।।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! দেবতাগণ (বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও অগ্নিদেব) বললেন—নিশানাথ (চন্দ্র) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছেন। তার ফলে সমস্ত ওষধি বিনষ্ট হয়েছে এবং ওষধির হানির কারণে আর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে পারছে না।। ১৫।। যজ্ঞ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে প্রজাগণ অনাহারে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। বারিপাতের অভাবে অনেক মানুষ মহাদুঃখ ভোগ ক'রে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।। ১৬।।

ক্ষয়োঽয়ং রাত্রিনাথস্য যস্তে কোপাৎ প্রবর্ততে।
স সর্বজগতো ব্রহ্মন্নভাবার্থমুপস্থিতঃ।। ১৭।।
নাধুনা তৎ ত্রিভুবনে যন্ন ক্ষুব্ধং নু কিঞ্চন।
বিপ্লুতং বাস্তি বিপ্রেন্দ্র স্থাবরাঃ পতগাশ্চ বা।। ১৮।।

হে ব্রহ্মন্! আপনার কোপে এই নিশানাথ (চন্দ্র) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছেন। এর ফলে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হতে চলেছে।। ১৭।। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! বর্তমানে ত্রিভুবনে স্থাবর বা গগনচারী এমন পশু বা পক্ষী পর্যন্ত নাই যারা বিচলিত বা বিনষ্ট হয়নি।। ১৮।।

ন যজ্ঞাঃ সম্প্রবর্ত্তন্তে ন তপস্যন্তি তাপসাঃ।
আহারদুঃখান্নিশ্রীকাঃ প্রজাঃ ক্ষীণা ভয়াতুরাঃ।। ১৯।।
এবং প্রবৃত্তে বিপ্রেন্দ্র বিপ্লবেঽস্মাদ্রসাতলাৎ।
দৈত্যা ন যাবদুত্থায় বাধন্তে তাবদুদ্ধর।। ২০।।

এখন আর যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে পারে না, তপস্বীগণ তপস্যাহীন হয়েছেন। অনাহারের কারণে প্রজাগণ শ্রীহীন, দুর্বল ও ভয়বিহ্বল হয়ে পড়েছেন।। ১৯।। হে বিপ্রেন্দ্র ! সংসারে এখন এই প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়েছে। এই সময়ে যতক্ষণ না দৈত্যগণ রসাতল থেকে উঠে এসে আমাদেরকে পীড়িত করতে পারে সেই সময়ের মধ্যে আপনি আমাদের উদ্ধার করুন।। ২০।।

প্রসীদ দক্ষ চন্দ্রস্য তং পূরয় তপোবলাৎ।
পূর্ণে চন্দ্রে জগৎ সর্বং প্রকৃতিস্থং ভবিষ্যতি।। ২১।।

হে প্রজাপতি দক্ষ ! আপনি চন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হন। আপনার তপোবলে আপনি তাঁকে পূর্ণ করুন। চন্দ্র পূর্ণ হলে সমস্ত সংসার প্রকৃতিস্থ হবে।। ২১।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রজাপতিসুতস্তদা।
উবাচ তান্ সুরগণান্ হৃদয়াচ্ছল্যমুদ্ধরন্।। ২২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - তখন প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ দেবতাদের এই

কথা শ্রবণ ক'রে তাঁদের হৃদয় থেকে দুঃখরূপ শেল দূর ক'রে তাঁদেরকে বললেন -।। ২২।।

দক্ষ উবাচ

যন্মে বচো নিশানাথে প্রবৃত্তং শাপকারণম্।
ন কেনাপি নিদানেন মিথ্যা কর্তুং তদুৎসহে।। ২৩।।
কিন্তু মদ্বচনং যস্মান্নৈকান্তেন মৃষা ভবেৎ।
চন্দ্রোঽপি বর্ধতে যস্মাত্তদুপায়মুদৈক্ষত।। ২৪।।

দক্ষ বললেন — আমার মুখ থেকে যে শাপবাক্য চন্দ্রের প্রতি নির্গত হয়েছে তাকে আমি কোন উপায়েই মিথ্যা করতে পারি না।। ২৩।। কিন্তু আমার বাক্য যাতে সম্পূর্ণ মিথ্যা না হয় অথচ চন্দ্রেরও বৃদ্ধি ঘটে সেইরূপ কোন উপায় তোমরা অন্বেষণ কর।। ২৪।।

তত্রাপ্যয়মুপায়োঽস্তি মাসার্ধং যাতু চন্দ্রমাঃ।
ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ মাসার্ধং সমং ভার্যাসু বর্ততাম্।। ২৫।।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা তং প্রসাদ্য প্রজাপতিম্।
সর্বে সুরগণাস্তত্র গতা যত্রাস্তি চন্দ্রমাঃ।। ২৬।।

এখানে একটি উপায় আছে। চন্দ্র সকল পত্নীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করুক। তাহলে চন্দ্র একপক্ষে (একমাসের অর্ধেক) ক্ষয় এবং এক পক্ষে বৃদ্ধিলাভ করতে পারবে।। ২৫।। দক্ষ যখন দেবতাগণকে এই কথা বললেন তখন দেবতাগণ প্রজাপতি দক্ষকে প্রসন্ন ক'রে যেখানে চন্দ্র অবস্থান করছিলেন সেখানে গমন করলেন।। ২৬।।

এবমুক্তে তু বচনে দক্ষেণ মুনিনা দ্বিজাঃ।
অথ চন্দ্রং সমাদায় ভার্যাভিঃ সহিতং তদা।
জগ্মুস্তে ব্রহ্মভবনং মুদিতাঃ সুরসত্তমাঃ।। ২৭।।
তত্র গত্বা মহাভাগা যথা দক্ষেণ ভাষিতম্।
তৎ সর্বং কথয়ামাসুর্ব্রহ্মণে পরমাত্মণে।। ২৮।।
ব্রহ্মা দক্ষবচঃ শ্রুত্বা দেবানাং বদনাত্তদা।
চন্দ্রভাগং মহাশৈলং জগাম সহিতঃ সুরৈঃ।। ২৯।।

হে দ্বিজগণ ! অতঃপর সেই দেবতাগণ সমস্ত পত্নীগণ পরিবৃত চন্দ্র সহ আনন্দিতচিত্তে ব্রহ্মভবনে গমন করলেন।। ২৭।। ব্রহ্মভবনে গমন ক'রে সেই মহাত্মাগণ দক্ষ যা বলেছেন সেই সমুদায় বৃত্তান্ত ব্রহ্মার নিকট বিবৃত করলেন।। ২৮।। দেবতাগণের মুখ থেকে দক্ষের বক্তব্য শ্রবণ ক'রে ব্রহ্মা তখন সেই সুরগণ সহিত চন্দ্রভাগ মহাশৈলে গমন করলেন।। ২৯।।

তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠঃ প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
স্নাপয়ামাস শুভ্রাংশুং বৃহল্লোহিতপুষ্করে।। ৩০।।
ভূতভব্যভবজ্জ্ঞানঃ পূর্বমেব পিতামহঃ।
এতদর্থঞ্চকারাত্র সরঃ পূর্ণং জগদ্গুরুঃ।। ৩১।।

চন্দ্রভাগ মহাশৈলে গমন ক'রে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা প্রজাগণের কল্যাণ কামনায় চন্দ্রকে বৃহৎ লোহিত সরোবরের সলিলে অবগাহন

করালেন।। ৩০।।এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিতই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালের জ্ঞাতা জগদ্গুরু পিতামহ পূর্বেই এই স্থানে এই জলপূর্ণ সরোবর সৃষ্টি ক'রে রেখেছিলেন।। ৩১।।

তত্র স্নাতস্য জন্তোস্তু নীরোগত্বং প্রজায়তে।
চিরায়ুষ্ট্বঞ্চ সততং বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকে।। ৩২।।
তত্র স্নাতস্য চন্দ্রস্য শরীরাত্তৎক্ষণং গদঃ।
রাজযক্ষ্মা নিঃসসার পূর্বরূপো যথোদিতঃ।। ৩৩।।

সেই বৃহল্লোহিত সরোবরে অবগাহন করলে প্রাণিগণ নীরোগ ও চিরায়ুষ্মান্ হয়।। ৩২।। চন্দ্র সেই লোহিত সরোবরের সলিলে স্নান করা মাত্রই তাঁর শরীর থেকে রাজযক্ষ্মা নামক মহারোগ নির্গত হয়ে গেল এবং তিনি পুনরায় তাঁর পূর্বের ন্যায় উজ্জ্বল রূপ ফিরে পেলেন।। ৩৩।।

নিঃসৃত্য রাজযক্ষ্মাপি ব্রহ্মাণঞ্চ জগৎপতিম্।
প্রণম্যাহং কিং করিষ্যে ক্ব গচ্ছামীত্যুবাচ তম্।। ৩৪।।
স্থানং পত্নীঞ্চ লোকেশ কৃত্যং মম সনাতনম্।
নিদেশয়ানুরূপং মে স্রষ্টা ত্বং জগতাং যতঃ।। ৩৫।।

চন্দ্রের শরীর থেকে নির্গত হয়ে রাজযক্ষ্মা জগৎপতি ব্রহ্মাকে প্রণাম ক'রে বললেন — আমি এখন কি করব এবং কোথায় যাব ?।। ৩৪।। আপনি সংসারের রচয়িতা। আপনি আমার জন্য যথোপযুক্ত স্থান, পত্নী এবং আমার কর্তব্যকর্ম নির্দেশ করুন।। ৩৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততো ব্রহ্মাপি তং পুষ্টং নিরীক্ষ্যেন্দুং শরীরগৈঃ।
অমৃতৈস্তেনাতিভুক্তৈঃ[57] ক্ষীণঞ্চাপি নিশাপতিম্।। ৩৬।।
দোর্ভিঃ স্বয়ং তং গৃহীত্বা গিরৌ নিষ্পিষ্য বৈ মুহুঃ।
অমৃতং গালয়ামাস শরীরাদ্রাজযক্ষ্মণঃ।। ৩৭।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — তখন ব্রহ্মা অবলোকন করলেন যে চন্দ্রের শরীরে অবস্থিত অমৃত পান ক'রে রাজযক্ষ্মা রোগের শরীর পরিপুষ্ট হয়েছে কিন্তু চন্দ্রের শরীর হয়েছে ক্ষীণ অর্থাৎ কৃশ।। ৩৬।। তখন ব্রহ্মা রাজযক্ষ্মাকে দুই হাত দিয়ে ধারণ ক'রে তাকে পর্বতের উপর আছাড় মেরে তার ভীতর থেকে অমৃত নিষ্কাসিত ক'রে নিলেন।। ৩৭।।

অমৃতানি চ যান্যাশু গালিতানি তদা জলে।
ক্ষীরোদস্য স চিক্ষেপ মধ্যে রহসি লোকভৃৎ।। ৩৮।।
তস্মাদস্যামৃতাদিন্দোঃ কলাঃ ক্ষীণাস্তু যাঃ পুরা।
তাসাং জগ্রাহ লবশশ্চূর্ণান্ ক্ষীরোদসাগরাৎ।। ৩৯।।

তারপর, লোকপালক ব্রহ্মা সেই নিষ্কাসিত অমৃতকে (যা রাজযক্ষ্মার শরীরে থাকার জন্য অশুদ্ধ হয়েছিল) ক্ষীরোদসাগরের জলে গোপন স্থানে নিক্ষেপ করলেন।। ৩৮।। পূর্বে চন্দ্রের কলাসমূহ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন ব্রহ্মা ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষিপ্ত অমৃত থেকে লব অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু কলাচূর্ণ গ্রহণ করলেন।। ৩৯।।

---

57. পাঠান্তর — যুক্তৈঃ

কলামাত্রাবশেষস্য সংসর্গাদ্রাজযক্ষ্মণঃ।
ক্ষীণাঃ কলাঃ পঞ্চদশ যাঃ পূর্বমমৃতাত্মিকাঃ।। ৪০।।
তা রাজযক্ষ্মগর্ভস্থাশ্চূর্ণীভূতাস্তু পীড়য়া।
তেজোজ্যোৎস্নাসুধাভিস্তু নিবন্ধং যৎ কলাপতেঃ।। ৪১।।
শরীরং তৎ ত্রিধা ভূতং গর্ভস্থং রাজযক্ষ্মণঃ।। ৪২।।

রাজযক্ষ্মার প্রকোপে চন্দ্রের শরীরে ষোলকলার মধ্যে একটি মাত্র কলাই অবশিষ্ট ছিল। আর অবশিষ্ট পনেরটি অমৃতযুক্ত কলা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়ে রাজযক্ষ্মার গর্ভে নিহিত ছিল।। ৪০।। ব্রহ্মা কর্তৃক নিপীড়নের কারণে সেই সমস্ত কলা চূর্ণ হয়ে গেল। চন্দ্রের শরীরের তিনটি অংশ — তেজ, জ্যোৎস্না ও সুধা বা অমৃত। চন্দ্রের শরীরের এই তিনটি অংশ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজযক্ষ্মার গর্ভে শায়িত ছিল।। ৪১-৪২।।

জ্যোতিশ্চূর্ণমভূৎ জ্যোৎস্না লীনা রাজাদিযক্ষ্মণি।
দ্রবীভূতাঃ সুধাঃ সর্বা গর্ভে রোগস্য চ স্থিতাঃ।। ৪৩।।
যদা নির্গালয়ামাস সুধাং ব্রহ্মা যক্ষ্মান্তরাৎ।
তদা জ্যোৎস্নাসুধাজ্যোতিঃ সর্বং তস্মাদ্বহির্গতম্।। ৪৪।।

জ্যোতি অর্থাৎ তেজ রাজযক্ষ্মার গর্ভমধ্যে রেণুকণার ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে অবস্থিত ছিল, জ্যোৎস্না তার মধ্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে ছিল আর সুধারাশি সেখানে দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল।। ৪৩।। ব্রহ্মা যখন রাজযক্ষ্মার গর্ভ থেকে অমৃত নিষ্কাসন করেন তখন তারই সঙ্গে চন্দ্রের শরীরেও অপর দুইটি অংশ জ্যোৎস্না এবং জ্যোতিও বাইরে বেড়িয়ে আসে।। ৪৪।।

ক্ষীরোদসাগরে ক্ষিপ্তং তৎসর্বং বিধিনা তদা।
দেবান্ গিরৌ পরিত্যজ্য স্বয়ং গত্বা দ্রুতং ততঃ।। ৪৫।।
ততোঽমৃতানি প্রক্ষাল্য কলাচূর্ণানি বারিভিঃ।
জ্যোৎস্নাঞ্চাপ্যাজগামাশু গৃহীত্বা তৎত্রয়ং গিরিম্।। ৪৬।।

তখন বিধি (ব্রহ্মা) রাজযক্ষ্মার গর্ভ থেকে নিষ্কাসিত চন্দ্রশরীরের তিনটি অংশ - তেজ, জ্যোৎস্না ও সুধা বা অমৃত সকলকেই ক্ষীরদসাগরে নিক্ষেপ করেন। তারপর তিনি দেবতাগণকে সেই পর্বতে রেখে দিয়ে স্বয়ং দ্রুত সেই ক্ষীরদসাগরে গমন করলেন।। ৪৫।। তারপর তিনি অমৃত, চন্দ্রকলাচূর্ণ এবং জ্যোৎস্না — এই তিন বস্তুকে ক্ষীরসমুদ্রের সলিলে ধৌত করার পর সেই তিন বস্তুকে বহন ক'রে সেই চন্দ্রভাগ মহাশৈলে প্রত্যাবর্তন করলেন।। ৪৬।।

ক্ষীরোদাদ্গিরিমাসাদ্য চন্দ্রভাগং তদা বিধিঃ।
দেবমধ্যে কলাচূর্ণং সুধাজ্যোৎস্না ন্যবীবিশৎ।। ৪৭।।
সংস্থাপ্য তৎত্রয়ং ব্রহ্মা দেবানাং মধ্যতঃ স্থিতঃ।
জগাদ রাজযক্ষ্মাণং তৎস্থানাদি নিদেশয়ন্। ৪৮।।

ক্ষীরোদসাগর থেকে চন্দ্রভাগ মহাশৈলে প্রত্যাগমন করার পর ব্রহ্মা সেই অমৃত, চন্দ্রকলাচূর্ণ এবং জ্যোৎস্না এই তিন বস্তুকে দেবতাদের মধ্যে স্থাপন করলেন।। ৪৭।। দেবগণের মধ্যে সেই তিন বস্তুকে স্থাপন করার পর ব্রহ্মা দেবতাদের নিকট রাজযক্ষ্মার বাসস্থানাদি বিষয়ে তাঁকে যা বলেছিলেন তার বর্ণনা দিতে আরম্ভ করলেন।। ৪৮।।

ব্রহ্মোবাচ

সর্বদা যো দিবারাত্রৌ সন্ধ্যায়াং বনিতারতঃ।
সেবতে সুরতং তস্মিন্ রাজযক্ষ্মন্ বসিষ্যসি।। ৪৯।।
প্রতিশ্যায়-শ্বাসকাস-সংযুক্তো মৈথুনং চরেৎ।
স তে প্রবেশ্যঃ সততং শ্লেষ্মণশ্চ তথাবিধঃ।। ৫০।।

ব্রহ্মা রাজযক্ষ্মাকে বলেছিলেন — হে রাজযক্ষ্মা ! যে ব্যক্তি দিবা রাত্রি, সন্ধ্যা সকাল সর্বদা রমণীতে আসক্ত থেকে রমণ কার্যে ব্যাপৃত থাকবে তুমি সেই ব্যক্তির শরীরে বাস করবে।। ৪৯।। যে ব্যক্তি প্রতিশ্যায় রোগ অর্থাৎ সর্দি লাগা রোগ, শ্বাসরোগ, কাসরোগ বা শ্লেষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েও মৈথুনাদি কর্মে আসক্ত হয় তুমি সেই ব্যক্তির দেহে বাস করবে।। ৫০।।

কৃষ্ণাখ্যা মৃত্যুপুত্রী যা ভবতঃ সদৃশী গুণৈঃ।
সা তেঽস্তু ভার্যা সততং ভবন্তমনুযাস্যতি।। ৫১।।
ক্ষীণত্বং ভবতঃ কৃত্যং ততস্ত্বং বিষয়ং কুরু।
দ্রুতং গচ্ছ যথাকামং চন্দ্রাৎ ত্বং বিমুখো ভব।। ৫২।।

যমের কন্যা কৃষ্ণা গুণে তোমার সমান। সেই তোমার যথোপযুক্ত ভার্যা হবে। সে সর্বদা তোমার অনুগমন করবে।। ৫১।। তোমার প্রধান কর্ম হল যার শরীরে তুমি বাস করবে তার ক্ষীণতা বিধান করা এবং এই কাজই হোক তোমার কর্তব্য। সেই জন্য তুমি সত্ত্বর তোমার উদ্দিষ্ট স্থানে গমন কর এবং চন্দ্রের প্রতি বিমুখ হও।। ৫২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবং বিসৃষ্টো বিধিনা রাজযক্ষ্মা মহাগদঃ।
পশ্যতাং সর্বদেবানামন্তর্ধানং জগাম হ।। ৫৩।।
অন্তর্হিতে মহারোগে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
চন্দ্রং সমগ্রয়ামাস কলাপঞ্চদশৈৰ্ধিতম্। ৫৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — ব্রহ্মা রাজযক্ষ্মাকে এইভাবে বিদায় জানালে রাজযক্ষ্মা সমস্ত দেবতার সম্মুখেই অন্তর্হিত হলেন।। ৫৩।। সেই মহারোগ অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার পর লোকপিতামহ ব্রহ্মা চন্দ্রের অবশিষ্ট একটি মাত্র কলার সঙ্গে আরও পনের কলা যুক্ত ক'রে চন্দ্রকে ষোল কলায় পূর্ণ করলেন।। ৫৪।।

তেন ক্ষীরোদধৌতেন সুধাপূতেন চাত্মভূঃ।
সজ্যোৎস্নৈস্তু কলাচূর্ণৈঃ পূর্ববচ্চাকরোদ্বিধুম্।। ৫৫।।
স ষোড়শকলাপূর্ণঃ পূর্ববদ্বিবভৌ যদা।
চন্দ্রস্তদা সর্বদেবা মুমুদুস্তস্য দর্শনাৎ।। ৫৬।।
অথ চন্দ্রস্তদা পূর্ণঃ প্রণিপত্য পিতামহম্।
উবাচেদং সুরসদৌমধ্যগো নাতিহর্ষিতঃ।। ৫৭।।

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ক্ষীরসাগরের পূত সলিলে নিক্ষিপ্ত পবিত্র অমৃতরাশি দ্বারা ধৌত জ্যোৎস্না ও কলাচূর্ণ দ্বারা চন্দ্রকে পূর্বের ন্যায় উজ্জ্বল ক'রে তুললেন।। ৫৫।। চন্দ্র যখন ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে পূর্বের ন্যায় দীপ্যমান হলেন তখন দেবতাগণ তাঁকে দর্শন ক'রে বড়ই আনন্দ অনুভব

করলেন।। ৫৬।। তখন দেবতাগণের মধ্যে অবস্থিত পূর্ণচন্দ্র পূর্বের রূপ ফিরে পেয়েও বেশী প্রসন্ন হলেন না এবং কিছুটা অপ্রসন্নচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম ক'রে বললেন -।। ৫৭।।

সোম উবাচ

ন স্যাম[58] পূর্ববদ্ ব্রহ্মঞ্ছরীরে মম বর্ততে।
ন বীর্যং বা তথোৎসাহো নিষীদন্ত্যঙ্গসন্ধয়ঃ।। ৫৮।।
নোৎসহে পূর্ববচ্চেষ্টাং বিধাতুং সুতরামহম্।
চেষ্টাহীনস্ত্বনুদিনং বর্তেয়ং কেন লোককৃৎ।। ৫৯।।

সোম অর্থাৎ চন্দ্র বললেন — হে ব্রহ্মন্! আমার শরীরে আর পূর্বের ন্যায় আনন্দ নাই, সেইরকম পরাক্রম নাই, উৎসাহ নাই। আমার অঙ্গসন্ধিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ছে।। ৫৮।। হে লোকপালক ! আমার আর পূর্বের ন্যায় কাজ-কর্ম করা বা চলাফেরার উৎসাহ নাই। আমি এইভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে আর কতদিন থাকতে পারব ?।। ৫৯।।

ব্রহ্মোবাচ

গ্রস্তস্য যক্ষ্মণা সোম যদভুদঙ্গসন্ধয়ঃ।
পূর্বং বিশীর্ণা ভবতস্তৎপূর্ণমভবন্ন হি।। ৬০।।

58.পাঠান্তর — ন সুখং।

অধুনা ভবতো দেহচূর্ণং নিঃসারিতং ময়া।
শরীরাৎ সামৃতজ্যোৎস্নমঞ্জসা রাজযক্ষ্মণঃ।। ৬১।।

ব্রহ্মা বললেন — সোম ! যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তোমার অঙ্গসন্ধি সকল শীর্ণ হয়ে পড়েছে, আজও তা পূর্ণ হয়নি।। ৬০।। বর্তমানে আমি রাজযক্ষ্মার গর্ভ থেকে তোমার দেহচূর্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্না নিষ্কাশিত করেছি।। ৬১।।

তেষাং প্রক্ষালনবিধৌ লবশো যৎস্থিতং জলে।
জ্যোৎস্নায়াশ্চ সুধায়াশ্চ তেন হীনো ভবান্ যতঃ।। ৬২।।

আমি যখন তোমার সেই দেহচূর্ণ, অমৃত এবং জ্যোৎস্না ক্ষীরোদসাগরের সলিলে ধৌত করি সেই সময় তার যে অংশ জলে বয়ে গিয়েছে সেই অংশ তোমার শরীরে বিদ্যমান নাই। সেই সকল বস্তুর অভাবের কারণে তুমি হীনতা অনুভব করছ। ৬২।।

ততোঽঙ্গসন্ধয়ো রাজংস্তব সীদন্তি সাম্প্রতম্।
তস্যোপায়ং বিধাস্যামি যথা নার্তিং লভেস্তুবান্।। ৬৩।।
প্রাজাপত্যঃ পুরোডাশো হবনীয়ঃ পুরোঽধ্বরে।
ঐন্দ্রস্ততোঽনু চাগ্নেয়ঃ প্রদেয়ঃ সর্বতঃ ক্রতৌ।। ৬৪।।

হে রাজন্! সেই জন্যই তোমার অঙ্গসন্ধিসমূহে দুর্বলতা অনুভব করছ। যে উপায়ে তুমি এই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে সেই বিষয় আমি বিবৃত করছি।। ৬৩।। তুমি যজ্ঞের অনুষ্ঠান

ক'রে প্রথমে পুরোডাশ[59] আহূতি দেবে প্রজাপতিকে, তারপর ইন্দ্রকে এবং তারপর অগ্নিকে। সকল যজ্ঞেই এই নিয়মে আহূতি দিতে হবে।। ৬৪।।

ততো নু ভবতো ভাগঃ পুরোডাশো ময়া কৃতঃ।
তেন ভাগেন ভুক্তেন নিত্যং যজ্ঞকৃতেন হি।
পূর্ববৎ তে সমুৎসাহঃ শ্যাম বীর্যং ভবিষ্যতি।। ৬৫।।

সবশেষে যাজ্ঞিক তুমি পুরোডাশের ভাগ পাবে। আমি এই নিয়ম করেছি। সেই যজ্ঞাবশিষ্ট ভোগ ক'রে এবং তুমি স্বয়ং নিত্য যজ্ঞ ক'রে তোমার মধ্যে পূর্বের ন্যায় উৎসাহ, কল্যাণ এবং শক্তি ফিরে পাবে।। ৬৫।।

---

59. পুরোডাশ হল বেদবিহিত যজ্ঞাগ্নিতে উচ্চমানের ঘৃত, অন্ন প্রভৃতি সহযোগে রান্না করা ঔষধীয় হব্য যা সর্বপ্রথম দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয় এবং যজ্ঞের অন্তে যজ্ঞাবশিষ্ট রূপে যাজ্ঞিক ভক্ষণ করেন। যজ্ঞে আহুতিস্বরূপ প্রদত্ত ঔষধিসমূহের সুগন্ধ ও শক্তি নাসিকা ও রোমকূপের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবিষ্ট হয়ে শরীরের আবশ্যিক তত্ত্বের উন্নয়ন ঘটায় এবং সেই ঔষধির মিশ্রণে প্রস্তুত পুরোডাশ ভক্ষণ করলে যাজ্ঞিকের জীবনী শক্তির বৃদ্ধি হয়, রোগব্যাধি দূর হয়। যজ্ঞের সর্বোচ্চ প্রভাব পুরোডাশের মধ্যে সমাহিত হয়। বৈদিক কাল থেকেই পুরুষদের জন্য পুরোডাশের এবং মহিলাদের জন্য চরুর প্রচলন আছে। পুরোডাশ এবং চরু হল উত্তম ঘৃত, অন্ন, ঔষধি সহযোগে প্রস্তুত যজ্ঞীয় ক্ষীর বা পায়সান্ন। এই পুরোডাশ ও চরু মানুষের মধ্যে উপযুক্ত সন্তানোৎপাদক ক্ষমতার অভাব পূরণ করে ব'লে প্রাচীন সমাজে বিশ্বাস ছিল। পুরাকালে রাজাগণ পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করতেন এবং যজ্ঞের অন্তে যজ্ঞের চরু রাণীদেরকে ভক্ষণ করান হত। রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞের চরু রাণীদের ভক্ষণ করানোর ফলে তাঁর চার সুপুত্রের জন্ম হয়। পুরোডাশ বিষয়ে আলোচনা, শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

যে চামৃতকণাস্তোয়ে ক্ষীরোদস্য স্থিতাস্তব।
শরীরচূর্ণং বা যত্তে জ্যোৎস্নাঞ্চাপি যে লবাঃ।
তৎসর্বং ভবতো জ্যোৎস্নাযোগাদনুদিনং বিধো।
বৃদ্ধিং যাস্যতি সততং ক্ষীরসাগরগর্ভগম্।। ৬৬।।
স্বারোচিষেহন্তরে প্রাপ্তে দ্বিতীয়ে শঙ্করাংশজঃ।
দুর্বাসা ভবিতা বিপ্রঃ প্রচণ্ডশ্চণ্ডভানুবৎ[60] ।। ৬৭।।

বিধু! তোমার যে সমস্ত সুধারেণু, শরীরচূর্ণ ও জ্যোৎস্নাবিন্দু ক্ষীরোদসাগরের জলে থেকে গিয়েছে, সেই সমস্তই তোমার জ্যোৎস্নার সংযোগে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকবে।। ৬৬।। স্বারোচিষ মন্বন্তরে অর্থাৎ স্বরোচিষের পুত্র স্বারোচিষ মনুর শাসনকালে দ্বিতীয় সত্যযুগে ভগবান্ শঙ্করের অংশভূত প্রচণ্ড তেজোময় সুতীক্ষ্ণ সূর্যের ন্যায় দুর্বাসা নামে একজন ভীষণ উগ্র স্বভাবের ব্রাহ্মণের জন্ম হবে।। ৬৭।।

স দেবেন্দ্রস্যাবিনয়াচ্ছাপং দত্ত্বা সুদারুণম্।
করিষ্যতি ত্রিভূবনং নিঃশ্রীকং সসুরাসুরম্।। ৬৮।।
শ্রিয়া হীনে ততো লোকে ভবিতা লোকবিপ্লবঃ।
যথা তব ক্ষয়াৎ সোম প্রবৃত্তঃ সর্ববিপ্লবঃ।। ৬৯।।

তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের উপরে তাঁর দুর্বিনীত স্বভাবের কারণে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নিদারুণ অভিশাপ দান ক'রে দেবতা এবং রাক্ষস সহ ত্রিলোককে শ্রীহীন করবেন।। ৬৮।। সোম ! তুমি ক্ষয়গ্রস্ত হওয়ার

---

60. পাঠান্তর - প্রচণ্ডচণ্ডভাস্বরঃ।

কারণে বর্তমানে যেমন জগতে বিশৃঙ্খলা, উপদ্রব সৃষ্টি হয়েছে; সেই সময় ত্রিলোক শ্রীহীন হলে জগতে এই রকমই বিশৃঙ্খলা, উপদ্রব সৃষ্টি হবে।। ৬৯।।

তন্মানুষপ্রমাণেন তৃতীয়ে তু কৃতে যুগে।
ভবিষ্যতি স্থাস্যতি চ যাবদ্ যুগচতুষ্ঠয়ম্।। ৭০।।
ততশ্চতুর্থে সম্প্রাপ্তে সহ দেবৈঃ কৃতে যুগে।
ক্ষীরোদং নির্মথিষ্যামঃ শম্ভুর্বিষ্ণুরহং তথা।। ৭১।।

এই ঘটনা সত্যযুগেও ঘটবে এবং সেই বিশৃঙ্খলা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার মনুষ্য যুগের সমান সময়কাল (অর্থাৎ ৪৩,২০,০০০ বৎসর) পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।। ৭০।। তারপর কালের চক্রে যখন চতুর্থ সত্যযুগ আসবে তখন আমি, শম্ভু ও বিষ্ণু এই দেবতাত্রয় ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করব।। ৭১।।

মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্।
যজ্ঞভাগেষু হীনেষু দেবান্নার্থং বয়ং ততঃ।
মথিষ্যামঃ সমং দেবৈঃ ক্ষীরোদং সহ দানবৈঃ।। ৭২।।

তখনও দেবতাগণ যজ্ঞভাগ (যজ্ঞীয় হবিষ্য) হীন হবে (কারণ জগতে বিশৃঙ্খলা হেতু তখনও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে না)। সেইজন্য দেবতাদের অন্নের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা তখন মন্দরপর্বতকে মন্থনদণ্ড ও নাগরাজ বাসুকিকে মন্থনরজ্জু হিসাবে ব্যবহার ক'রে ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করব।। ৭২।।

ত্বচ্ছরীরামৃতমিদং যৎস্থিতং ক্ষীরসাগরে।
তৎ প্রমথ্য গ্রহীস্যামো রাশীভূতং তথা ক্ষয়ম্।। ৭৩।।
সর্বৌষধ্যন্তরে কৃত্বা ত্বচ্ছরীরং তদা বয়ম্।
ক্ষেপ্স্যামঃ সাগরজলে শরীরার্থং বিধো তব।। ৭৪।।

তোমার শরীর থেকে নির্গত হয়ে যে অমৃত ক্ষীরসাগরে অবস্থিত আছে সেই অমৃতরাশি আমরা ক্ষীরসাগরকে মন্থন ক'রে গ্রহণ করব।। ৭৩।। হে বিধু ! তোমার শরীরকে পুষ্ট করার জন্য আমরা তখন সমস্ত প্রকারের ঔষধিদ্বারা তোমার শরীরকে আচ্ছাদিত ক'রে তোমাকে সাগর সলিলে নিক্ষেপ করব।। ৭৪।।

নির্মথ্য সাগরং পশ্চাৎ সমুদ্ধার্য যদামৃতম্।
তদা তব বপুস্তস্মিন্ পূর্ব্ববৎ সম্ভবিষ্যতি।। ৭৫।।
ওজোবীর্যাদ্ভুতং কান্তমক্ষয়ঞ্চ সুধাত্মকম্।
দৃঢ়াঙ্গ সন্ধিকং চারু ভবিষ্যতি বপুস্তব।। ৭৬।।

তারপর যখন আমরা সমুদ্র মন্থন ক'রে অমৃত উদ্ধার করব তখন তোমার শরীর পূর্বের ন্যায় হবে।। ৭৫।। সেই সময় তোমার দেহ ওজ, বীর্য, অপূর্ব কান্তিময়, দৃঢ় অঙ্গসঙ্গিযুক্ত ও অপরূপ সুন্দর হয়ে উঠবে।। ৭৬।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

সুধাংশুমেবমাভাষ্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
বিধোঃ ক্ষয়ায় মাসার্ধং বৃদ্ধয়ে যত্নবানভূৎ।। ৭৭।।

যথা দক্ষেণ গদিং মাসার্ধং যাতু চন্দ্রমাঃ।
ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ মাসার্ধং যত্নং তত্রাকরোদ্বিধিঃ।। ৭৮।।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা সুধাংশুকে এই কথা বলার পর চন্দ্রের যাতে এক মাসার্ধে ক্ষয় এবং পরবর্তী মাসার্ধে বৃদ্ধি ঘটতে পারে সে ব্যাপারে যত্নবান হলেন।। ৭৭।। পূর্বে দক্ষ বলেছিলেন যে চন্দ্র একপক্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও অপর পক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, বিধাতা দক্ষের সেই বাক্য রক্ষা করার জন্য যত্নবান হলেন।। ৭৮।।

ততঃ ষোড়শধা চন্দ্রং সুরজ্যেষ্ঠো বিভক্তবান্।
বিভজ্য চ সুরান্ সর্বান্ সমুবাচেদমুত্তমম্।। ৭৯।।
কলাঃ ষোড়শ চন্দ্রস্য তত্রৈকা শম্ভুমূর্ধনি।
তিষ্ঠত্বদ্যাবধি পরা ক্ষয়ং যান্তু ক্ষয়ং বিনা।। ৮০।।

তখন সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা চন্দ্রকে ষোলভাগে বিভক্ত করলেন এবং এই ভাবে বিভক্ত করার পর সকল দেবতাগণকে এই উত্তম বচন বললেন - চন্দ্রের ষোড়শ কলার মধ্যে এক কলা আজ থেকে শম্ভুর মস্তকে বিরাজমান থাকুক এবং অবশিষ্ট পনেরটি কলা ক্ষয়রোগ ব্যতীতই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।।৭৯-৮০।।

ক্ষয়েণ যদি রোগেণ মাসার্ধং দক্ষবাক্যতঃ।
ক্ষয়ায় পীড্যতে চন্দ্রো নোপশান্তিস্তদা ভবেৎ।। ৮১।।
কিং ত্বস্য যা কলা শম্ভৌ জ্যোৎস্না গচ্ছতু তাং প্রতি।
চতুর্দশকলাসংস্থাঃ প্রতিমাসং সুরোত্তমাঃ।। ৮২।।

যদি দক্ষের বাক্য অনুযায়ী চন্দ্র এক মাসার্ধ ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্ষয় হতে থাকে তাহলে এই অবস্থার কখনই শেষ হবে না।। ৮১।। কিন্তু হে সুরগণ ! চন্দ্রের যে কলা শম্ভুর মস্তকে অবস্থান করবে, চৌদ্দ কলার মধ্যে স্থিত জ্যোৎস্না প্রতি মাসে সেখানেই গমন করবে।। ৮২।।

চতুর্দশকলাসংস্থান্যমৃতানি পিবন্তু বৈ।
প্রতিপত্তিথিমারভ্য ভবন্তস্থাং চতুর্দশীম্।। ৮৩।।
তেজোভাগাঃ সূর্যবিম্বং চতুর্দশতিথৌ ক্রমাৎ।
প্রবিশন্তু ক্ষয়ং ত্বেবং কৃষ্ণপক্ষে বিধোর্ভবেৎ।। ৮৪।।

এই পক্ষকাল সময়ের মধ্যে প্রথম দিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে চতুর্দশ দিন অর্থাৎ চতুর্দশী পর্যন্ত তোমরা চন্দ্রের চৌদ্দকলার মধ্যে স্থিত অমৃত পান করতে পারবে।। ৮৩।। চন্দ্রের তেজ অর্থাৎ আলো চৌদ্দ তিথিতে ক্রমশ সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করবে। এইভাবে কৃষ্ণপক্ষের চৌদ্দদিনে চন্দ্র ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।। ৮৪।।

যাতু শেষা কলা দর্শে হরিৎপত্রে পলায়িতা।
তিষ্ঠতু প্রথমে ভাগে তিথৌ তস্যাং নিশাপতেঃ।। ৮৫।।
দ্বিতীয়ে দর্শভাগে তু রোহিণ্যা যাতু মন্দিরম্।
তৃতীয়ে তু সরস্বত্যাং স্নাত্বা সমুত্থিতো বিধুঃ।। ৮৬।।

চন্দ্রের পনের কলার মধ্যে অবশিষ্ট শেষ কলা অমাবস্যা তিথির প্রথমভাগে হরিৎপত্রে লুক্কায়িত থাকবে।। ৮৫।। অমাবস্যার দ্বিতীয়ভাগে চন্দ্র রোহিণীমন্দিরে গমন করবে এবং তৃতীয়ভাগে সরস্বতী নদীতে স্নান ক'রে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।। ৮৬।।

চতুর্থে বলসম্পূর্ণস্তিথিভাগে বিভাবসোঃ।
মণ্ডলং যাতু চন্দ্রোঽয়ং সবিম্বরথঘোটকঃ।। ৮৭।।
যাবৎ কালেন হি কলা প্রথমা ক্ষয়মাপ্নুয়াৎ।
এবমেবং কৃষ্ণপক্ষে তাবৎ সা প্রতিপদ্ ভবেৎ।। ৮৮।।

চতুর্থভাগে চন্দ্র বলবান হয়ে নিজের মণ্ডল, রথ ও ঘোটক সহ সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করবে।। ৮৭।। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের প্রথম কলা যতক্ষণ ক্ষয় হয় সেই সময়কালকে প্রতিপদ বলা হবে।। ৮৮।।

দ্বিতীয়াদৌ কৃষ্ণপক্ষে বৃদ্ধিহ্রাসস্তথাবিধঃ।
তিথীনাং বৃদ্ধিহেতুশ্চ শুক্লে কৃষ্ণে তথা ভবেৎ।। ৮৯।।
ততঃ পুনঃ শুক্লপক্ষে যাবৎ পূর্বকলোদিতা।
বৃদ্ধিং নৈতি ভবেত্তাবৎ প্রতিপত্তিথিরাদিতঃ।। ৯০।।

শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া থেকে তিথির বৃদ্ধি এবং কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া থেকে তিথির হ্রাস ঘটতে থাকবে। সেইজন্য তিথিসমূহের হ্রাস ও বৃদ্ধি কৃষ্ণ ও শুক্ল উভয় পক্ষেই ঘটবে। ৮৯।। আবার, শুক্লপক্ষে পূর্ব কথিত অমাবস্যার কলা যতক্ষণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ প্রথম কলা উদিত হতে থাকে এবং দ্বিতীয় কলার উদয় না হয় সেই সময়কালকে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি বলা হবে।। ৯০।।

ততো দ্বিতীয়ভাগস্য যা জ্যোৎস্না হরমূর্ধনি।
স্থিতা যা বৈ কলা যাতু গতা সা পুনরেষ্যতি।। ৯১।।

---

61. পাঠান্তর — স্থিতায়াং বৈ কলায়াং তু।

যুষ্মাভিস্তু ভবেৎ পেয়মমৃতং যদ্দিনে দিনে।। ৯২।।
তদ্দ্বিতীয়াদিতিথিভিঃ পূর্ণান্তাভিঃ সদৈব হি।
স্বয়মুৎপৎস্যতে চন্দ্রো জ্যোৎস্নাযোগাৎ সুরোত্তমাঃ।। ৯৩।।

তখন দ্বিতীয় ভাগের যে জ্যোৎস্না মহাদেবের মস্তকে অবস্থিত কলাতে চলে গিয়েছিল সেই জ্যোৎস্না পুনরায় ফিরে আসবে যে অমৃত তোমরা কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ পান করবে।। ৯১-৯২।। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! শুক্লপক্ষকালে চন্দ্র দ্বিতীয়ার দিন থেকে জ্যোৎস্না ও কলা সহযোগে পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত সদা বৃদ্ধি লাভ ক'রে পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে থাকবে।। ৯৩।।

যথা দিনে দিনে ভাগাঃ ক্ষয়ং যান্তি তথা বিধোঃ।
বৃদ্ধিং গচ্ছন্ত্যনুদিনং শুক্লপক্ষেঽন্বহং সুরাঃ।। ৯৪।।
তেজোভাগঃ সূর্যাবিম্বাৎ পুনরেব সমেষ্যতি।
প্রজাস্যতি কৃষ্ণপক্ষে যথা ভাগক্রমং তথা।। ৯৫।।

দে দেবগণ ! কৃষ্ণপক্ষে যেমন চন্দ্র প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে তেমনই শুক্লপক্ষে চন্দ্র প্রতিদিন বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে।। ৯৪।। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন যে হারে চন্দ্রের আলো সূর্যমণ্ডলে গমন করবে শুক্লপক্ষে সূর্যমণ্ডল থেকে কিরণ সেই হারেই চন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করবে।। ৯৫।।

জ্যোৎস্না হরশিরশ্চন্দ্রাৎ প্রত্যহং পুনরেষ্যতি।
তেজোভাগঃ সূর্যবিম্বাদমৃতং বর্ষতি স্বয়ম্।। ৯৬।।

61. পাঠান্তর — যুক্তৈঃ পাঠান্তর — ন সুখং।

এবং বৃদ্ধিঃ শুক্লপক্ষে সুধাংশোঃ সম্ভবিষ্যতি।
পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণত্বং চন্দ্রবৃদ্ধিক্ষয়াদ্ ভবেৎ।। ৯৭।।

মহাদেবের মস্তকে বিরাজমান চন্দ্রকলা থেকে জ্যোৎস্না প্রতিদিন আগমন করবে, সূর্যমণ্ডল থেকে তেজোভাগ আগমন করবে এবং অমৃত স্বয়ং উৎপন্ন হবে।। ৯৬।। এইভাবে শুক্লপক্ষে চন্দ্র বৃদ্ধিলাভ করবে। চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় অনুসারেই পক্ষদ্বয় শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হবে।। ৯৭।।

যাবৎ কালেন যো ভাগঃ ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ যাস্যতি।
তাবৎ কালমভিব্যাপ্য তিথিঃ স্থাস্যতি সা পুনঃ।। ৯৮।।
চিরেণ বৃদ্ধির্যদি বা ক্ষয়ো বা
দ্রুতেন বৃদ্ধির্যদি বা ক্ষয়ো বা।
দ্রুতাত্তিথীনান্তু সদা ক্ষয়ঃ স্যা-
চ্চিরস্তু বৃদ্ধিস্তিথিষু প্রবেশে।। ৯৯।।

যতক্ষণ সময়ব্যাপী চন্দ্রকলার এই ক্ষয় বা বৃদ্ধি ঘটবে, একটি তিথির সময়কাল সেই পরিমাণ হবে।। ৯৮।। যদি কলার বৃদ্ধি বা ক্ষয় দ্রুত হয় বা বিলম্বে হয় তাহলে যে তিথিতে কলার ক্ষয় দ্রুত ঘটে সেই তিথি হ্রস্ব এবং যে তিথিতে কলার ক্ষয় বিলম্বে ঘটে সেই তিথি দীর্ঘ হয়।। ৯৯।।

হব্যং কব্যঞ্চ চন্দ্রেণ বিনা ন সম্ভবিষ্যতি।
তস্মাত্তয়োঃ প্রবৃদ্ধ্যর্থং চন্দ্রং রক্ষন্তু দেবতাঃ।। ১০০।।
আশ্বাদনীয়ঃ শুভ্রাংশুঃ কলাশেষোঽনুমাসতঃ।
অমাবাস্যাপরার্ধে তু পিতৃভী রোহিণীগৃহে।। ১০১।।

তস্যৈবাস্বাদনাৎ কব্যং বৃদ্ধিং যাস্যতি চান্বহম্।
তেন কব্যেন পিতরস্তৃপ্তিং যাস্যন্তি বৈ পরাম্।। ১০২।।

চন্দ্রের উপস্থিতি ব্যতীত হব্য (দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত অন্ন) ও কব্যের (পরলোকগত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অর্পিত অন্ন) আয়োজন সম্ভব হয় না। সেই জন্য হব্য ও কব্যের বৃদ্ধির জন্য দেবতাগণ চন্দ্রকে রক্ষা করুন।। ১০০।। পিতৃগণ প্রতিমাসে অমাবস্যার অপরাহ্নে কলামাত্র অবশিষ্ট চন্দ্রকে রোহিণীর ভবনে সেবন করবেন।। ১০১।। পিতৃগণের অমাবস্যার অপরাহ্নে এই চন্দ্রকলা আস্বাদনের ফলে কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন কব্যের বৃদ্ধি ঘটবে এবং পিতৃগণ সেই কব্য গ্রহণ ক'রে পরম তৃপ্তি লাভ করবেন।। ১০২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততঃ সুরগণাঃ সর্বে যথোক্তং বিধিনা তথা।
চক্রুর্লোকহিতার্থায় চন্দ্রস্য ক্ষয়বৃদ্ধয়ে।। ১০৩।।
মহাদেবোঽপি চন্দ্রার্ধং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
জগ্রাহ দৈবৈর্বিধিনা শিরসা ক্ষুধিতো ভৃশম্।। ১০৪।।

অতঃপর, দেবতাগণ লোককল্যাণের নিমিত্ত চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধির ব্যাপারে ব্রহ্মা তাঁদেরকে যেরূপ বলেছিলেন সেইমত কর্মে প্রবৃত্ত হলেন।। ১০৩।। মহাদেব যদিও খুবই বিচলিত ছিলেন তথাপি তিনি দেবগণ ও ব্রহ্মার দ্বারা অধিক পরিমাণে অনুরুদ্ধ হয়ে পরমাত্মস্বরূপ একটি কলাবিশিষ্ট অর্ধ চন্দ্রকে আপন মস্তকে ধারণ করলেন।। ১০৪।।

যত্তেজঃ পরমং নিত্যমজমব্যয়মক্ষয়ম্।
তৎস্বরূপা চন্দ্রকলা শাপতস্তু ক্ষয়ং গতা।। ১০৫।।
প্রবিশতি যদা জ্যোতিরানন্দমজরং পরম্।
যোগিনস্তু তদা তেষাং চিন্তনং লীনমেষ্যতি।। ১০৬।।

পরমাত্মার যে তেজ পরম, নিত্য, জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়, লয়বিহীন; মহাদেবের মস্তকের উপর অবস্থিত এই শশিকলা সেই তেজস্বরূপ। দক্ষের অভিশাপের কারণে এই শশিকলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল।। ১০৫।। সেই অক্ষয় পরমানন্দ জ্যোতি যখন যোগিগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হবে তখন তাঁরা সেই শশিকলার চিন্তনে লীন হবেন।। ১০৬।।

মহাদেবশিরঃসংস্থে লীনে চিত্তে সুধানিধৌ।
চন্দ্রদ্বারা ভবেন্মুক্তিরিত্যেবং বৈদিকী শ্রুতিঃ।। ১০৭।।
এতজ্জ্ঞাত্বা মহাদেবঃ ক্ষয়বৃদ্ধ্যবিনাকৃতম্।
হিতায় সর্বলোকানাং জগ্রাহ শিরসা বিধুম্।। ১০৮।।

মহাদেবের মস্তকে অবস্থিত চন্দ্রকলাতে চিত্ত লীন হলে মুক্তি হয়। এই কারণে বেদের শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে চন্দ্রদ্বারা মুক্তি হয়।। ১০৭।। এই সমস্ত বিবেচনা ক'রে মহাদেব ক্ষয়, লয় বিহীন চন্দ্রকলাকে সর্বলোকের মঙ্গলার্থে স্বীয় মস্তকে ধারণ করলেন।। ১০৮।।

চন্দ্রজ্যোৎস্নাসমাযোগাদৌষধ্যো যান্তি বৃদ্ধয়ে।
সর্বৌষধীষু বৃদ্ধাসু প্রবর্তন্তে ততোঽধ্বরাঃ।। ১০৯।।
অধ্বরেষু প্রবৃত্তেষু স্বান্ স্বান্ ভাগাংস্তু দেবতাঃ।
পরিগৃহ্ণন্তি পিতরস্তথা কব্যানি ভূরিশঃ।। ১১০।।

চন্দ্রের জ্যোৎস্নার সঙ্গে সংযোগের ফলে ওষধিসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকল এবং ওষধিসকলের বৃদ্ধির কারণে যজ্ঞেরও আয়োজন হতে আরম্ভ করল।। ১০৯।। যজ্ঞের আয়োজনের বৃদ্ধির কারণে দেবতাগণ নিজ নিজ যজ্ঞভাগ এবং পিতৃগণ বহুল পরিমাণে কব্য গ্রহণ করতে লাগলেন।। ১১০।।

অমৃতং ব্রহ্মণা সৃষ্টং যদ্দেবেভ্যঃ পুরাতনম্।
তেন তৃপ্যন্তি হীনা যে হব্যভাগেন দেবতাঃ।। ১১১।।
যজ্ঞেনাপ্যায়িতং তচ্চ জ্যোৎস্নাভির্বৃদ্ধিমেতি বৈ।
যজ্ঞজ্যোৎস্না বিনাভূতং তচ্চ স্যাৎ ক্ষীণমন্যথা।। ১১২।।

যে সকল দেবতাগণের যজ্ঞের কোন ভাগ ছিল না তাঁরা পুরাকালে ব্রহ্মাকর্তৃক সৃষ্ট অমৃত গ্রহণ ক'রে তৃপ্ত থাকলেন।। ১১১।। যজ্ঞ ও জ্যোৎস্নার দ্বারা অমৃত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যজ্ঞের অভাবে তা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়।। ১১২।।

অতোঽমৃতস্য যজ্ঞস্য চন্দ্রমাঃ কারণং স্বয়ম্।
অতো দক্ষস্য শাপাত্তু রক্ষায়ৈ তচ্চিকীর্ষিতম্।। ১১৩।।
অদ্যাপি কৃষ্ণপক্ষে তু সুধাংশুঃ পীয়তে সুরৈঃ।
তেজঃ সূর্যং যাতি শম্ভুং চন্দ্রার্ধং জ্যোৎস্নিকা তথা।। ১১৪।।

সেইজন্য চন্দ্র হল যজ্ঞ ও অমৃত উভয়ের কারণস্বরূপ। সুতরাং চন্দ্রকে দক্ষের শাপ থেকে রক্ষা করার জন্য এই সমস্ত কর্ম করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।। ১১৩।। অদ্যাবধিও দেবতাগণ কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের সুধা

পান করেন, তেজ সূর্যে গমন করে এবং জ্যোৎস্না শম্ভুর মস্তকস্থিত অর্ধচন্দ্রে গমন করে।। ১১৪।।

পুনশ্চ শুক্লপক্ষে তু শেষোদেতি কলা ততঃ।
জ্যোৎস্নাদ্বিতীয়ো ভাগস্তু তেজোভাগো দ্বিতীয়কঃ।। ১১৫।।
অন্যেঽত্যুগ্রশিরশ্চন্দ্রাৎ সূর্যবিম্বাদ্ যথাক্রমম্।
কলাঃ ষোড়শ চন্দ্রস্য তত্রৈকা শম্ভুশেখরে।। ১১৬।।

পুনরায় শুক্লপক্ষে যখন চন্দ্রের এক কলা উদিত হয় তখন জ্যোৎস্না ও সূর্যমণ্ডল থেকে আগত তেজের দ্বিতীয় ভাগ সেই উদিত কলাতে মিলিত হয়।। ১১৫।। চন্দ্রের যোলকলার মধ্যে এক কলা উগ্র অর্থাৎ মহেশ্বরের মস্তকে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে (তার কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না)।। ১১৬।।

সিতাসিতাবুভৌ পক্ষৌ শেষাণামুদয়ক্ষয়ৌ।
ইতি বঃ সর্বমাখ্যাতং বিভক্তশ্চন্দ্রমা যথা।
ব্রহ্মণা পর্বতশ্রেষ্ঠে যথা তচ্চন্দ্রভাগতঃ।। ১১৭।।
যজ্ঞভাগে স্থিতে যস্মাদ্দেবান্নমকরোদ্বিধুম্।
কব্যে স্থিতেঽপি পিত্রন্নং তিথিবৃদ্ধিক্ষয়ো যথা।। ১১৮।।

অবশিষ্ট পঞ্চদশ কলা শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষে যথাক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেহেতু ব্রহ্মা চন্দ্রকে সেই পর্বতে বিভিন্ন কলাতে ভাগ করেছিলেন সেইজন্য সেই পর্বতের নাম হয়েছিল চন্দ্রভাগ।। ১১৭।। দেবতাগণের যজ্ঞের প্রাপ্য ভাগ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মা কেন চন্দ্রকে দেবতাদের ভোজ্য করেছিলেন এবং পিতৃগণের কব্যের প্রাপ্য অংশ থাকা সত্ত্বেও

চন্দ্রকে তাঁদের ভোজ্য করেছিলেন এবং কিভাবে তিথির হ্রাসবৃদ্ধি হয় সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমি আপনাদেরকে পূর্বে বলেছি।। ১১৮।।

ইদং পুণ্যতমাখ্যানং যঃ শৃণোতি সকৃন্নরঃ।
রাজযক্ষা তস্য কুলে কদাচিন্তবিষ্যতি।। ১১৯।।
যক্ষ্মণা পরিভূতো যঃ শৃণোতি বচনং বিধেঃ।
নচিরাদ্‌যক্ষ্মণা মুক্তঃ স ভবেন্নরসত্তমঃ।। ১২০।।
ইদং স্বস্ত্যয়নং পুণ্যং গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং শুভম্।
যঃ শৃণোত্যেকচিত্তঃ সন্ স মহাপুণ্যভাগ্ ভবেৎ।। ১২১।।

এই পরম পবিত্র উপাখ্যান যে মানুষ অন্তত একবারও শ্রবণ করেন তাঁর বংশে কখনও যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব হয় না।। ১১৯।। আবার, যদি কোন ব্যক্তি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েও থাকেন, তিনিও যদি ব্রহ্মার এই সকল কথা শ্রবণ করেন তাহলে সেই ব্যক্তিও অচিরেই রোগমুক্ত হন।। ১২০।। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে পবিত্র, কল্যাণকারী, শুভ, পরম গুহ্য এই উপখ্যান শ্রবণ করেন তিনি মহাপুণ্যভাগী হন।। ১২১।।

।। কালিকাপুরাণে চন্দ্রশাপমোচন নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

দ্বাবিংশ অধ্যায়
অরুন্ধতীজন্মকথন

মার্কণ্ডেয় উবাচ

যত্র দেবসভা ভূতা সানৌ তস্য মহাগিরেঃ।
তত্র জাতা দেবনদী সীতাখ্যা বচনাদ্বিধেঃ।। ১।।
স্নাপয়িত্বা যদা চন্দ্রং সীতাতোয়ৈর্মনোহরৈঃ।
চন্দ্রং পপুর্ব্রহ্মবাক্যাৎ সর্বে তে ত্রিদিবৌকসঃ।। ২।।
তদা সীতাজলং চন্দ্রস্নানযোগাচ্চ সামৃতম্।
ভূত্বা নিপতিতং তস্মিন্ বৃহল্লোহিতসংজ্ঞকে।। ৩।।

সেই মহাগিরির যে সানুদেশে দেবতাদের সভা হয়েছিল সেখানে বিধাতার বচনে সীতা নামে এক দেবনদীর উদ্ভব হয়েছিল।। ১।। যখন দেবতাগণ সীতার মনোহর সলিলে চন্দ্রকে অবগাহন করিয়ে ব্রহ্মার পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে পান করলেন তখন সীতা নদীর বারি চন্দ্রের স্পর্শে তৎক্ষণাৎ অমৃতে পরিণত হয়ে বৃহল্লোহিত সরোবরে পতিত হল।। ২-৩।।

তদ্বিবৃদ্ধং তদা তোয়ং তস্মিন্ সরসি নো মমৌ।
তদ্দদর্শ স্বয়ং ব্রহ্মা বিবৃদ্ধং সামৃতং জলম্।। ৪।।

তদ্দর্শনাজ্জলাৎ তস্মাদুত্থিতা কন্যকোত্তমা।
চন্দ্রভাগেতি তন্নাম বিধিশ্চক্রে স্বয়ং ততঃ।। ৫।।

তখন সেই সরোবর সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জলরাশি ধারণে ব্যর্থ হল। সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জলরাশি ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হল আর তৎক্ষণাৎ সেই জলরাশি থেকে এক উত্তমা কন্যা উত্থিত হলেন। ব্রহ্মা সেই কন্যার নামকরণ করলেন 'চন্দ্রভাগা'।। ৪-৫।।

ভার্যার্থে সাগরস্তং তু জগ্রাহ ব্রহ্মসম্মতে।। ৬।।
তয়ৈবাধিষ্ঠিতং তোয়ং গদাগ্রেণ নিশাপতিঃ।
নির্ভিদ্য পশ্চিমে পার্শ্বে গিরিং তং সমবাহয়ৎ।। ৭।।

তখন ব্রহ্মার নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ ক'রে সমুদ্র সেই মনোরমা কন্যা চন্দ্রভাগাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করলেন।। ৬।। তারপর সমুদ্র তাঁর গদার অগ্রভাগ দ্বারা সেই পর্বতের পশ্চিম প্রদেশ ভেদ ক'রে সেই চন্দ্রভাগা নাম্নী কন্যার আবাসস্থল সেই জলরাশিকে প্রবাহিত করলেন।। ৭।।

তস্যামৃতজলং ভিত্ত্বা বৃহল্লোহিতনামকম্।
কাসারং সাগরং যাতশ্চন্দ্রভাগা নদী তু সা।। ৮।।
সাগরোঽপি তদা ভার্যাং চন্দ্রভাগাং মহানদীম্।
তেন তোয়প্রবাহেণ নিনায় ভবনং স্বকম্।। ৯।।
এবং তস্মিন্ সমুৎপন্না চন্দ্রভাগাহ্বয়া নদী।
চন্দ্রভাগে মহাশৈলে গুণৈর্গঙ্গাসমা সদা।। ১০।।

তখন অমৃতময় জলপূরিত সেই বৃহল্লোহিত সরোবর চন্দ্রভাগা নদীরূপে সমুদ্রে গমন করল।। ৮।। আর সমুদ্রও স্বীয় ভার্যা মহানদী চন্দ্রভাগাকে সেই জলপ্রবাহের দ্বারা নিজের ভবনে আনয়ন করলেন।। ৯।। এইরূপে বিবিধ গুণে গুণান্বিতা গঙ্গানদী সদৃশ চন্দ্রভাগা নদী সেই মহাশৈল থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন।। ১০।।

নদ্যশ্চ পর্বতাঃ সর্বে দ্বিরূপাশ্চ স্বভাবতঃ।
তোয়ং নদীনাং রূপন্তু শরীরমপরং তথা।। ১১।।
স্থাবরঃ পর্বতানান্তু রূপং কায়ং তথাপরম্।
শুক্তীনামথ কম্বূণাং যথৈবান্তর্গতা তনুঃ।। ১২।।

সমস্ত নদী ও পর্বতের স্বভাবতঃ দুইটি রূপ আছে। নদীসমূহের একটি রূপ হল জল। এতদ্ব্যতীত তাদের অপর একটি স্বতন্ত্র রূপও আছে।। ১১।। পর্বতসমূহের একটি রূপ হল পাষাণময়। এছাড়াও তার অপর রূপ আছে যেমন শঙ্খের দুইটি রূপ — একটি হল তার বাইরের অস্থিময় রূপ এবং অপরটি হল তার অভ্যন্তরে প্রাণময় রক্ত-মাংসমন্বিত অন্যরূপ।। ১২।।

বহিরস্থিস্বরূপন্তু সর্বদৈব প্রবর্ততে।
এবং জলং স্থাবরন্তু নদীপর্বতয়োস্তদা।। ১৩।।
অন্তর্বসতি কায়স্তু সততং নোপপদ্যতে।। ১৪।।

যেমন শঙ্খের অস্থিময় বাহ্যিক রূপ সর্বদা দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু তার অভ্যন্তরের রূপ সর্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না তদ্রূপ জল এবং পর্বতের

বাহ্যিক রূপ সর্বদা দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু তাদের অভ্যন্তরের রূপ সর্বদা দেখা যায় না।। ১৩-১৪।।

আপ্যায্যতে স্থাবরেণ শরীরং পর্বতস্য তু।
তথা নদীনাং কায়স্তু তোয়েনাপায্যতে সদা।। ১৫।।
নদীনাং কামরূপিত্বং পর্বতানাং তথৈব চ।
জগৎস্থিত্যৈ পুরা বিষ্ণুঃ কল্পয়ামাস যত্নতঃ।। ১৬।।

পর্বতের আভ্যন্তরীণ শরীর সর্বদা তার বাহ্যিক স্থাবর প্রস্তরময় শরীরকে পোষণ করে। তেমনই জলরূপে বিদ্যমান তার বাহ্যিক শরীর সর্বদা তার আভ্যন্তরীণ শরীরকে সমৃদ্ধ করে।। ১৫।। পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু সংসারকে পালনের নিমিত্ত নদী ও পর্বতসমূহকে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন রূপ ধারণ করার ক্ষমতা প্রদান ক'রে সৃষ্টি করেছিলেন।। ১৬।।

তোয়োহানৌ নদীদুঃখং জায়তে সততং সুরাঃ।
বিশীর্ণে স্থাবরে দুঃখং জায়তে গিরিকায়জম্।। ১৭।।
তস্মিন্ গিরৌ চন্দ্রভাগে বৃহল্লোহিততীরগাম্।
সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বাথ পপ্রচ্ছ বসিষ্ঠঃ সাদরং তদা।। ১৮।।

হে দেবতাগণ ! নদীর জল শুষ্ক হতে থাকলে নদীর সর্বদা দুঃখ হয় এবং পর্বতের প্রস্তরময় স্থাবর দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে পর্বতের সর্বদা দুঃখ হয়।। ১৭।। সেই চন্দ্রভাগ পর্বতে বৃহল্লোহিত সরোবরের তীরে সন্ধ্যাকে দর্শন ক'রে বসিষ্ঠ মুনি তাঁকে সাদরে জিজ্ঞাসা করলেন -।। ১৮।।

বসিষ্ঠ উবাচ

কিমর্থমাগতা ভদ্রে নির্জনং ত্বং মহীধরম্।
কস্য বা তনয়া গৌরি কিংবা তব চিকীর্ষিতম্।। ১৯।।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং যদি গুহ্যং ন তে ভবেৎ।
বদনং পূর্ণচন্দ্রাভং নিঃশ্রীকং বা কথং তব।। ২০।।

বসিষ্ঠ বললেন — ভদ্রে ! তুমি কি কারণে এই নির্জন পর্বতে আগমন করেছো ? হে গৌরাঙ্গি ! তুমি কার কন্যা ? তুমি কি করতে অভিলাষিণী হয়েছ ?।। ১৯।। যদি বিষয়টি তোমার নিকট গোপনীয় না হয় তাহলে আমি জানতে ইচ্ছা করি তোমার পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সৌন্দর্যমণ্ডিত অপরূপ বদনমণ্ডল কেন এমন শ্রীহীন হয়ে উঠেছে ?।। ২০।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
দৃষ্ট্বা চ তং মহাত্মানং জ্বলন্তমিব পাবকম্।। ২১।।
শরীরধৃগসব্রহ্মচর্য-সদৃশং তং জটাধরম্।
সাদরং প্রণিপত্যাথ সন্ধ্যোবাচ তপোধনম্।। ২২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — মহাত্মা বসিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ ক'রে এবং জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজোময় মূর্তিমান ব্রহ্মচর্যসদৃশ সেই তপোধন জটাধারীকে (বসিষ্ঠকে) দর্শন ক'রে সন্ধ্যা তাঁকে ভক্তিসহকারে প্রণাম জানালেন এবং বলতে আরম্ভ করলেন -।। ২১-২২।।

সন্ধ্যোবাচ

যদর্থমাগতা শৈলং সিদ্ধং তন্মে দ্বিজোত্তম্।
তব দর্শনমাত্রেণ তন্মে সেৎস্যতি বা বিভো।। ২৩।।
তপঃ কর্তুমহং ব্রহ্মন্নির্জনং শৈলমাগতা।
ব্রহ্মণোঽহং মনোজাতা সন্ধ্যা নাম্না চ বিশ্রুতা।। ২৪।।

সন্ধ্যা বললেন — হে দ্বিজোত্তম ! হে বিভু ! আমার এই পর্বতে আগমন করার অভীষ্ট আপনাকে আমার দর্শন করা মাত্রই পরিপূর্ণ হয়েছে অথবা অচিরেই পূর্ণ হবে।। ২৩।। হে ব্রহ্মন্! আমি এই নির্জন পর্বতে তপস্যা করার নিমিত্ত আগমন করেছি। আমি ব্রহ্মার মানসী কন্যা। আমি সন্ধ্যা নামে পরিচিতা।। ২৪।।

নোপদেশমহং জানে তপসো মুনিসত্তম।
যদি তে যুজ্যতে গুহ্যং মাং ত্বং সমুপদেশয়।। ২৫।।
এতচ্চিকীর্ষিতং গুহ্যং নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে।। ২৬।।
অজ্ঞাত্বা তপসো ভাবং তপোবনমুপাশ্রিতা।
চিন্তয়া পরিশুষ্যেঽহং বেপতে চ মনঃ সদা।। ২৭।।

মুনিবর ! তপস্যা সংক্রান্ত কোন উপদেশ আমি লাভ করিনি। যদি এই বিষয়ে আমাকে উপদেশ দান করা আপনার অসমীচীন মনে না হয় তাহলে আপনি আমাকে এই গুহ্য বিষয়ে উপদেশ দান করুন।। ২৫।। এইটিই হল আমার অন্তরের একমাত্র গোপন অভিলাষ। এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোন ইচ্ছা নাই।। ২৬।। তপস্যার বিধি অবগত না হয়েই

আমি তপোবনে উপনীত হয়েছি। এই চিন্তার কারণে আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি, আমার অন্তর সদা বিকম্পিত হয়ে চলেছে।। ২৭।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

আকর্ণ্য তস্যা বচনং বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুত।
স্বয়ং স সর্বতত্ত্বজ্ঞো নান্যৎ কিঞ্চন পৃষ্টবান। ২৮।।
অথ তাং নিয়তাত্মানং তপসেঽতিধৃতোদ্যমাম্।
বসিষ্ঠো মন্ত্রয়াঞ্চক্রে গুরুবচ্ছিষ্যবত্তদা।। ২৯।।

সন্ধ্যার এই বাক্য শ্রবণ ক'রে ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না কারণ তিনি তো স্বয়ং সর্বতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন অর্থাৎ তাঁর কোন কিছুই অজানা ছিল না।। ২৮।। অতঃপর বসিষ্ঠ তপস্যার নিমিত্ত স্থিরচিত্ত নিয়তাত্মা শিষ্যবৎ সন্ধ্যাকে গুরুর ন্যায় মন্ত্র দানে প্রবৃত্ত হলেন।। ২৯।।

বসিষ্ঠ উবাচ

পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ।
পরমো যঃ সমারাধ্যো বিষ্ণুর্মনসি ধীয়তাম্।। ৩০।।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং য একস্ত্বাদিকারণম্।
তমেকং জগতামাদ্যং ভজস্ব পুরুষোত্তমম্।। ৩১।।

বসিষ্ঠ বললেন — যিনি পরম মহান জ্যোতিস্বরূপ সেই পরম মহান

তপস্যাস্বরূপ পরমারাধ্য ভগবান্ বিষ্ণুকে মনে মনে ধ্যান কর।। ৩০।। যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের একমাত্র আদি কারণ, যিনি জগতেরও আদি কারণ সেই অদ্বিতীয় পুরুষোত্তমকে ভজনা কর।। ৩১।।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং কমললোচনম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং ক্বচ্চিন্নীলাম্বুদচ্ছবিম্।। ৩২।।
গরুড়োপরি শুক্লাব্জে পদ্মাসনগতং হরিম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং শান্তং বনমালাধরং পরম্।। ৩৩।।

বিষ্ণু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, কমললোচন, শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় সমুজ্জ্বল, নীল মেঘের ন্যায় শোভাময়।। ৩২।। হরি গরুড়োপরি শ্বেত পদ্মের আসনে বিরাজমান, তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎস মণি ও বনমালা শোভিত। তিনি পরম তত্ত্ব।। ৩৩।।

কেয়ূরকুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্।
নিরাকারং জ্ঞানগম্যং সাকারং দেহধারিণম্।। ৩৪।।

তিনি বাহুতে কেয়ূর (বাজুবন্ধ) ও কর্ণযুগলে কুণ্ডল পরিহিত। তাঁর মস্তকের মুকুট কিরীট দ্বারা সুশোভিত। তিনি নিরাকার, জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধির যোগ্য, আবার তিনি সাকার দেহধারণকারী।। ৩৪।।

নিত্যানন্দং নিরালম্বং সূর্যমণ্ডলমধ্যগম্।
মন্ত্রেণানেন দেবেশং বিষ্ণুং ভজ শুভাননে।। ৩৫।।

ওঁ নমো বাসুদেবায় ওমিত্যন্তেন সন্ততম্।
তপস্যামারভেন্মৌনী[62] তত্রৈতান্নিয়মান্ শৃণু।। ৩৬।।

হে শুভ আননযুক্তা (সন্ধ্যা) ! তিনি সদা আনন্দময়, তিনি নিরালম্ব অর্থাৎ নিরাশ্রয়, তিনি সূর্যমণ্ডলমধ্যে বিরাজ করেন। তুমি এই মন্ত্র (নির্দেশ) অনুসারে সেই দেবাদিদেব বিষ্ণুর ভজনা কর।। ৩৫।। নিরন্তর মৌনভাবে "ওঁ নমো বাসুদেবায় ওঁ" এই মন্ত্র স্মরণ ক'রে তপস্যা কর। এই বিষয়ে এই নিয়ম শ্রবণ কর।। ৩৬।।

স্নানং মৌনেন কর্তব্যং মৌনেনৈব তু পূজনম্।
দ্বয়োঃ পর্ণজলাহারং প্রথমং ষষ্ঠকালয়োঃ।
তৃতীয়ে ষষ্ঠকালে তু উপবাসপরো ভবেৎ।। ৩৭।।
এবং তপঃ সমাপ্তৌ তু ষষ্ঠে কালে ক্রিয়া ভবেৎ।। ৩৮।।

মৌনতা সহকারে স্নান করতে হবে। পূজাও করতে হবে মৌনতা সহকারে। প্রথম ও দ্বিতীয় ছয়দিন কেবল পর্ণ ও জল আহাররূপে গ্রহণ ক'রে তৃতীয় ছয়দিন কালে উপবাস পালন করতে হবে।। ৩৭।। এইভাবে ষষ্ঠ ছয়দিন কাল অর্থাৎ ছত্রিশ দিন পরিপূর্ণ উপবাসে কাটানোর পর ক্রিয়া পূর্ণ হবে।। ৩৮।।

বৃক্ষবল্কলবাসাশ্চ কালে ভূমিশয়স্তথা।
এবং মৌনী তপস্যাখ্যা ব্রহ্মচর্যা ফলপ্রদা।। ৩৯।।

---

62. পাঠান্তর — মৌনীং।

এবং তপঃ সমুদ্দিশ্য কামং চিন্তয় মাধবম্।
স তে প্রসন্ন ইষ্টার্থং ন চিরাদেব দাস্যতি।। ৪০।।

এই সময় পরিধেয় বস্ত্র হিসাবে বৃক্ষের বাকল ব্যবহার করতে হবে এবং ভূমিতে শয়ন করতে হবে। একে বলা হয় মৌনী তপস্যা। এই তপস্যা অচিরেই ফল প্রদান করে।। ৩৯।। এইভাবে তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে একাগ্রচিত্তে মাধবের চিন্তন কর। তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হয়ে অচিরেই তোমার অভীষ্ট পূরণ করবেন।। ৪০।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

উপদিশ্য বসিষ্ঠোঽথ সন্ধ্যায়ৈ তপসঃ ক্রিয়াম্।
তামাভাস্য যথান্যায়ং তত্রৈবান্তর্দধে মুনিঃ।। ৪১।।
সন্ধ্যাপি তপসো ভাবং জ্ঞাত্বা মোদমবাপ্য চ।
তপঃ কর্তুং সমারেভে বৃহল্লোহিততীরগা।। ৪২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — তপস্যা করার বিভিন্ন বিধি-নিয়ম সম্পর্কে সন্ধ্যাকে এইরূপে যথোচিত শিক্ষা প্রদান করার পর বসিষ্ঠ মুনি তাঁর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন।। ৪১।। সন্ধ্যাও তপস্যার বিধি-নিয়ম অবগত হয়ে হৃষ্টচিত্তে বৃহল্লোহিত সরোবরের তীরে তপস্যা আরম্ভ করলেন।। ৪২।।

যথোক্তন্তু বসিষ্ঠেন মন্ত্রং তপসি সাধনম্।
ব্রতেন তেন গোবিন্দং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ।। ৪৩।।

একান্তমনসস্তস্যাঃ কুর্বন্ত্যাঃ সুমহত্তপঃ।
বিষ্ণৌ বিন্যস্তমনসো গতমেকং চতুর্যুগম্।। ৪৪।।
ন কোঽপি বিস্ময়ং নাপ তস্যা দৃষ্ট্বা তপোঽদ্ভুতম্।
ন তাদৃশী তপশ্চর্যা ভবিষ্যতি চ কস্যচিৎ।। ৪৫।।

তপস্যায় সিদ্ধি লাভার্থে বসিষ্ঠ যে মন্ত্র সন্ধ্যাকে দান করেছিলেন, সন্ধ্যা সেই মন্ত্রদ্বারা ভক্তি বিনম্র চিত্তে গোবিন্দের পূজায় নিরত হলেন।। ৪৩।। সন্ধ্যা একাগ্রচিত্তে ভগবান্ বিষ্ণুর তপস্যা করতে থাকলেন। এইভাবে বিষ্ণুগত চিত্তে তাঁর চার যুগ (৪৩২০০০০ মানব বর্ষ) অতিক্রান্ত হল।। ৪৪।। সেই কালে এমন কেউ ছিলনা যে তাঁর এইরূপ অদ্ভুত তপস্যা দর্শন ক'রে বিস্ময়াপন্ন হয়নি; ভবিষ্যতেও এইরূপ তপস্যা আর কেউ আচরণ করতে পারবে না।। ৪৫।।

মানুযেনাথ মানেন গতে ত্বেকচতুর্যুগে।
অন্তর্বহিস্তথাকাশে দর্শয়িত্বা নিজং বপুঃ।। ৪৬।।
প্রসন্নস্তেন রূপেণ যদ্রূপং চিন্তিতং তয়া।
পুরঃ প্রত্যক্ষতাং যাতস্তস্যা বিষ্ণুর্জগৎপতিঃ।। ৪৭।।

সন্ধ্যার এইরূপ তপস্যায় মানুষের হিসাবের নিরিখে চার যুগ (৪৩২০০০০ মানব বর্ষ) অতিক্রান্ত হওয়ার পর জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু সন্ধ্যার উপর প্রসন্ন হয়ে সন্ধ্যা তাঁর তপস্যাকালে তাঁর যে রূপ চিন্তন করেছিলেন সেই রূপে তাঁর অন্তর ও বাহ্য হৃদয়াকাশে প্রকটিত হলেন।। ৪৬-৪৭।।

অথ সা পুরতো দৃষ্ট্বা মনসা চিন্তিতং হরিম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং পদ্মলোচনম্।। ৪৮।।
কেয়ূরকুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্।
তার্ক্ষ্যস্থং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলোৎপলদলচ্ছবিম্।। ৪৯।।
সসাধ্বসমহং বক্ষ্যে কিং কথং স্তৌমি বা হরিম্।
ইতি চিন্তাপরা ভূত্বা ন্যমীলয়ত চক্ষুষী।। ৫০।।

তখন সন্ধ্যা স্বীয় অন্তরে চিন্তিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পদ্মলোচন, কেয়ূরকুণ্ডল-কিরীটমুকুট শোভিত, গরুড়পৃষ্ঠে সমাসীন, নীলোৎপল-দলশ্যামল পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরিকে দর্শন ক'রে "আমি শ্রীহরিকে কি বলব? কিভাবেই বা তাঁর স্তব করব" এই চিন্তা ক'রে সভয়ে আপনার নয়ন মুদিত করলেন।। ৪৮-৫০।।

নিমীলিতাক্ষ্যাস্তস্যাস্তু প্রবিশ্য হৃদয়ং হরিঃ।
দিব্যং জ্ঞানং দদৌ তস্যৈ বাচং দিব্যে চ চক্ষুষী।। ৫১।।
দিব্যং জ্ঞানং দিব্যচক্ষুর্দিব্যাং বাচমবাপ্য চ।
প্রত্যক্ষং বীক্ষ্য গোবিন্দং তুষ্টাব জগতাং পতিম্।। ৫২।।

শ্রীহরি তখন সেই মুদ্রিতনয়না সন্ধ্যার হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে তাঁকে দিব্য জ্ঞান, দিব্য বাক্য ও দিব্য চক্ষু প্রদান করলেন।। ৫১।। তখন সন্ধ্যা দিব্য জ্ঞান, দিব্য বাক্য ও দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হয়ে গোবিন্দকে নয়ন সমুখে প্রত্যক্ষ ক'রে জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণুর স্তবে প্রবৃত্ত হলেন -।। ৫২।।

সন্ধ্যোবাচ

নিরাকারং জ্ঞানগম্যং পরং য —
নৈব স্থূলং নাপি সূক্ষ্মং ন চোচ্চৈঃ।
অন্তশ্চিন্ত্যং যোগিভির্যস্য রূপং
তস্মৈ তুভ্যং হরয়ে যে নমোঽস্তু।। ৫৩।।

সন্ধ্যা বলতে আরম্ভ করলেন — যিনি নিরাকার, জ্ঞানের দ্বারাই যাঁকে জানা যায়, যিনি পরমতত্ত্ব, যিনি স্থূলও নন আবার সূক্ষ্মও নন, বৃহৎও নন, যোগিগণ অন্তরে যাঁর রূপধ্যান করেন সেই শ্রীহরিকে আমি প্রণতি জানাই।। ৫৩।।

শিবং শান্তং নির্মলং নির্বিকারং
জ্ঞানাৎ পরং সুপ্রকাশং বিসারি।
রবিপ্রখ্যং ধ্বান্তভাগাৎ পরস্তাদ্।
রূপং যস্য ত্বাং নমামি প্রসন্নম্।। ৫৪।।

যিনি শিব অর্থাৎ কল্যাণকারী, শান্ত, নির্মল, বিকাররহিত, জ্ঞানের ঊর্ধ্বে, স্বয়ং প্রকাশ, সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, তিমিরবিদারী প্রসন্নমূর্তি আপনাকে প্রণাম।। ৫৪।।

একং শুদ্ধং দীপ্যমানং বিনোদং
চিত্তানন্দং সত্ত্বজং পাপহারি।
নিত্যানন্দং সত্যভূরিপ্রসন্নং
যস্য শ্রীদং রূপমস্মৈ নমোঽস্তু।। ৫৫।।

যিনি একক এবং অদ্বিতীয়রূপে বিদ্যমান, যিনি পরম শুদ্ধ, দীপ্যমান, জগতকে আনন্দ প্রদানকারী, চিদানন্দময়, যিনি সত্ত্বগুণের আধার, নিত্যানন্দ, যিনি সত্য, সদা প্রসন্ন, যিনি লক্ষ্মীদায়ক সেই প্রসন্নমূর্তি ভগবান্ হরিকে আমার প্রণাম।। ৫৫।।

বিদ্যাকারোদ্ভাবনীয়ং প্রভিন্নং
সত্ত্বচ্ছন্নং ধ্যেয়মাত্মস্বরূপম্।
সারং পারং পাবনানাং পবিত্রং
তস্মৈ রূপং যস্য চৈবং নমস্তে।। ৫৬।।

যিনি বিদ্বানগণের দ্বারাই চিন্তনীয়, প্রভিন্ন অর্থাৎ প্রকাশিত, সত্ত্বগুণের দ্বারা সমাবৃত, আত্মস্বরূপে ধ্যেয়, পবিত্র অপেক্ষাও পবিত্র যাঁর রূপ সেই সারতত্ত্ব এবং পরমতত্ত্ব ভগবান্ বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি।। ৫৬।।

নিত্যার্জবং ব্যয়হীনং গুণৌঘৈ —
রষ্টাঙ্গৈর্যশ্চিন্ত্যতে যোগযুক্তৈঃ।
তত্ত্বব্যাপি প্রাপ্য যজ্জ্ঞানযোগে
পরং যাতা যোগিনস্তং নমস্তে।। ৫৭।।

সদা সরলতাময়, অব্যয়, গুণরাশির সমাহার, যোগযুক্ত যোগীজন যোগের যমাদি অষ্ট অঙ্গ[62] দ্বারা যাঁর চিন্তনে রত থাকেন এবং জ্ঞানযোগ

---

63. মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রে যোগের আটটি অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে যথা - যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। পতঞ্জলি নির্ধারিত এই অষ্টাঙ্গিক যোগ হল একটি সুশৃঙ্খল পর্যায় যার সাহায্যে যোগী একটি নৈতিকভাবে উন্নত এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন লাভ করতে পারেন।

দ্বারা যে তত্ত্বকে প্রাপ্ত হয়ে পরমতত্ত্বে গমন করেন সেই পরমতত্ত্ব আপনাকে আমি প্রণাম করি।। ৫৭।।

যৎ সাকারং শুদ্ধরূপং মনোজ্ঞং
গরুত্মস্থং নীলমেঘপ্রকাশম্।
শঙ্খং চক্রং পদ্মগদে দধানং
তস্মৈ নমো যোগযুক্তায় তুভ্যম্।। ৫৮।।

যিনি সাকার শুদ্ধরূপে গরুড়োপরি বিরাজমান, মনোহর নীল মেঘ সদৃশ প্রকাশমান, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী, সেই যোগযুক্ত আপনাকে নমস্কার।। ৫৮।।

গগনং ভূর্দিশশ্চৈব সলিলং জ্যোতিরেব চ।
বায়ুঃ কালশ্চ রূপাণি যস্য তস্মৈ নমোঽস্তু তে।। ৫৯।।
প্রধানপুরুষৌ যস্য কার্যাঙ্গত্বে নিবৎস্যতঃ।
তস্মাদব্যক্তরূপায় গোবিন্দায় নমোঽস্তু তে।। ৬০।।

আকাশ, পৃথিবী, দিকসমূহ, জল, অগ্নি, বায়ু তথা কাল যাঁর রূপ সেই আপনাকে প্রণাম।। ৫৯।। প্রধান (ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি) এবং পুরুষ যাঁর কাজের অংশমাত্র সেই প্রধান ও পুরুষ থেকেও অব্যক্তরূপ গোবিন্দকে নমস্কার।। ৬০।।

যঃ স্বয়ং যশ্চ ভূতানি যঃ স্বয়ং তদ্গুণঃ পরঃ।
যঃ স্বয়ং জগদাধারস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ।। ৬১।।

পরঃ পুরাণঃ পুরুষঃ পরমাত্মা জগন্ময়ঃ।
অক্ষয়ো যোঽব্যয়ো দেবস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ।। ৬২।।

যিনি স্বয়ং পঞ্চভূত[64], যিনি তাদের গুণের ঊর্ধ্বে, যিনি জগতের আধার, সেই আপনাকে প্রণাম।।৬১।। হে দেব ! আপনি শ্রেষ্ঠ, পুরাণপুরুষ, পরমাত্মা, জগন্ময়, অক্ষয় অবিনাশী, আপনাকে বারম্বার নমস্কার।। ৬২।।

যো ব্রহ্মা কুরুতে সৃষ্টিং যো বিষ্ণুঃ কুরুতে স্থিতিম্।
সংহরষ্যতি যো রুদ্রস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ।। ৬৩।।
নমো নমঃ কারণকারণায় দিব্যামৃতজ্ঞানবিভূতিদায়।
সমস্তলোকান্তর-মোহদায় প্রকাশরূপায় পরাৎপরায়।। ৬৪।।

যিনি ব্রহ্মারূপে সৃজন (সৃষ্টি), বিষ্ণুরূপে পালন (স্থিতি) ও রুদ্ররূপে বিনাশ (সংহার) করেন সেই আপনাকে বারম্বার নমস্কার।। ৬৩।। যিনি সমস্ত কারণের কারণ, যিনি অমর জ্ঞানরূপী দিব্য বিভূতি প্রদান করেন, যিনি সমস্ত লোকের অন্তরে মোহ উৎপন্ন করেন, যিনি স্বয়ংপ্রকাশরূপ, যিনি পরাৎপর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম সেই জগৎপতি ভগবান্ শ্রীহরি আপনাকে বারম্বার নমস্কার।। ৬৪।।

যস্য প্রপঞ্চো জগদুচ্যতে মহান্
ক্ষিতির্দিশঃ সূর্য ইন্দুর্মনোজবঃ।

---

64. ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজ (আলো), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ)—এইগুলি হল পঞ্চভূত।

বহ্নির্মুখান্নাভিতশ্চান্তরীক্ষং
তস্মৈ তুভ্যং হরয়ে তে নমোঽস্তু।। ৬৫।।
ত্বং পরঃ পরমাত্মা চ ত্বং বিদ্যা বিবিধা হরে।
শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম বিচারণপরাৎপরঃ।। ৬৬।।

যাঁর চরণ থেকে পৃথিবী, নয়ন থেকে সূর্য, মন থেকে চন্দ্র, বদন থেকে অগ্নি, নাভি থেকে অন্তরীক্ষের সৃষ্টি হয়েছে এবং এইভাবে সমগ্র জগৎ প্রপঞ্চ যাঁর প্রকাশময় রূপ আপনিই সেই শ্রীহরি, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।। ৬৫।। হে শ্রীহরি ! আপনি শ্রেষ্ঠ, আপনি পরমাত্মা। আপনি বিবিধপ্রকার পরমতত্ত্ব বিদ্যা। আপনিই শব্দব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, দর্শনশাস্ত্রের পরাৎপর তত্ত্ব।। ৬৬।।

যস্য নাদির্নমধ্যঞ্চ নান্তমস্তি জগৎপতেঃ।
কথং স্তোষ্যামি তং দেবং বাঙ্মনোগোচরাদ্বহিঃ।। ৬৭।।
যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
ন বিবৃণ্বন্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে।। ৬৮।।

হে জগদীশ্বর ! যে দেবতার আদিও নাই, মধ্যও নাই, অন্তও নাই, যিনি বাক্য ও মনের অতীত সেই আপনাকে কিভাবে স্তব করব ?।। ৬৭।। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এবং তপস্বী মুনিগণ পর্যন্ত যাঁর রূপসমূহের বর্ণনা করতে সমর্থ হন না আমি তাঁর বর্ণনা করব কিভাবে ?।। ৬৮।।

স্ত্রিয়া ময়া তে কিং জ্ঞেয়া নির্গুণস্য গুণাঃ প্রভো।
নৈব জানন্তি যদ্রূপং সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ।। ৬৯।।

নমস্তুভ্যং জগন্নাথ নমস্তুভ্যং তপোময়।
প্রসীদ ভগবংস্তুভ্যং ভূয়োভূয়ো নমো নমঃ।। ৭০।।

হে প্রভু ! ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এবং দানবগণও যাঁর স্বরূপ জানতে অপারগ সেই নির্গুণ (সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ রহিত) আপনার গুণাবলী আমি একজন স্ত্রীলোক কিভাবে জানব ?।। ৬৯।। হে জগন্নাথ! আপনাকে নমস্কার করি। হে তপোময় আপনাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হন। আপনাকে বারম্বার নমস্কার করি।। ৭০।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অথ তস্যাঃ শরীরন্তু বল্কলাজিনসংবৃতম্।
পরিক্ষীণং জটাব্রাতৈঃ পবিত্রৈর্মূর্ধ্নি রাজিতম্।। ৭১।।
হিমানীতর্জিতাম্ভোজসদৃশবদনং তথা।
নিরীক্ষ্য কৃপয়াবিষ্টো হরিঃ প্রোবাচ তামিদম্।। ৭২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — অতঃপর, মৃগচর্ম ও বল্কলাদি পরিহিতা, মস্তকে পবিত্র জটাসমূহ শোভিত সন্ধ্যার বিশেষরূপে দুর্বল কায়া এবং শিশির পীড়িত কমলসদৃশ বদনমণ্ডল অবলোকন ক'রে তাঁর উপরে সদয় হয়ে ভগবান্ হরি তাঁকে বললেন -।। ৭১-৭২।।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রীতোঽস্মি তপসা ভদ্রে ভবত্যাঃ পরমেণ বৈ।
স্তবেন চ শুভপ্রজ্ঞে বরং বরয় সাম্প্রতম্।। ৭৩।।

যেন তে বিদ্যতে কার্যং বরেণাস্তি মনোগতম্।
তৎকরিষ্যে চ ভদ্রন্তে প্রসন্নোঽহং তব ব্রতৈঃ।। ৭৪।।

শ্রীভগবান্ বললেন — হে ভদ্রে ! শুভশালিনী ! আমি তোমার পরম শ্রেষ্ঠ তপস্যা ও স্তুতিতে প্রীত হয়েছি। এখন তুমি তোমার ইষ্ট বর প্রার্থনা কর।। ৭৩।। আমি তোমার তপস্যায় প্রসন্ন হয়েছি। এখন যে বর প্রার্থনা করলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তুমি সেই বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করব।। ৭৪।।

সন্ধ্যোবাচ

যদি দেব প্রসন্নোসি তপসা মম সাম্প্রতম্।
বৃতস্তদায়ং প্রথমো বরো মম বিধীয়তাম্।। ৭৫।।
উৎপন্নমাত্রা দেবেশ প্রাণিনোঽস্মিন্নভস্তলে।
ন ভবন্তু ক্রমেণৈব সকামাঃ সম্ভবন্তু বৈ।। ৭৬।।

সন্ধ্যা বললেন — হে দেব ! আপনি যদি আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে আমাকে এই প্রথম বর দান করুন। হে দেব ! পৃথিবীতে প্রাণিগণ যেন উৎপন্ন হওয়ামাত্রই কামভাবনাগ্রস্ত না হয়; তারা যেন ধীরে ধীরে সকামচিত্ত হয়।। ৭৫-৭৬।।

পতিব্রতাহং লোকেষু ত্রিষ্বপি প্রথিতা যথা।
ভবিষ্যামি তথা নান্যা বর একো বৃতো মম।। ৭৭।।

সকামা মম দৃষ্টিস্তু কুত্রচিন্ন পতিষ্যতি।
ঋতে পতিং জগন্নাথ সোঽপি মেঽস্তি সুহৃত্তরঃ[65]।। ৭৮।।
যো দ্রক্ষ্যতি সকামো মাং পুরুষস্তস্য পৌরুষম্।
নাশং গমিষ্যতি তদা স তু ক্লীবো ভবিষ্যতি।। ৭৯।।

আমি তোমার নিকট দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করছি যে আমি যেন ত্রিজগতে পতিব্রতা নামে বিখ্যাতা হই।। ৭৭।। হে জগন্নাথ ! আমার সকাম দৃষ্টি যেন আমার স্বামী ব্যতীত অপর আর কারোরই প্রতি পতিত না হয় এবং আমার স্বামীও যেন আমার বিশেষ সুহৃৎ হন।। ৭৮।। যে পুরুষ আমার প্রতি সকাম দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে সে যেন পুরুষত্বহীন হয়ে নপুংসকে পরিণত হয়।। ৭৯।।

শ্রীভগবানুবাচ

প্রথমঃ শৈশবো ভাবঃ কৌমারাখ্যো দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়ো যৌবনো ভাবশ্চতুর্থো বার্দ্ধকস্তথা।। ৮০।।
তৃতীয়ে ত্বথ সম্প্রাপ্তে বয়োভাগে শরীরিণঃ।
সকামাঃ স্যদ্বিতীয়ান্তে ভবিষ্যন্তি ক্বচিৎ ক্বচিৎ।। ৮১।।

শ্রীভগবান্ বললেন — প্রথমে শৈশবাবস্থা, দ্বিতীয় কৌমারবস্থা, তৃতীয় যৌবনাবস্থা এবং চতুর্থ অবস্থা হল বৃদ্ধাবস্থা।। ৮০।। শরীরধারী

65. পাঠান্তর — সুকৃত্তরঃ।

প্রাণিগণ তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হলে সকাম হবে। তবে কখনও কখনও দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ কৈশরাবস্থার অন্তেও তারা সকাম ভাব প্রাপ্ত হতে পারে।। ৮১।।

তপসা তব মর্যাদা জগতি স্থাপিতা ময়া।
উৎপন্নমাত্রা ন যথা সকামাঃ স্যুঃ শরীরিণঃ।। ৮২।।
ত্বঞ্চ লোকে সতীভাবং তাদৃশং সমবাপ্স্যসি।
ত্রিষু লোকেষু নান্যস্যা যাদৃশং সম্ভবিষ্যতি।। ৮৩।।

তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি জগতে এই নিয়ম প্রবর্তন করলাম যে শরীরধারী প্রাণিগণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সকামচিত্ত হবে না।। ৮২।। তুমিও সংসারে এমন সতীভাব প্রাপ্ত হবে যেরূপ সতীভাব ত্রিজগতে আর অপর কেউ অর্জন করতে পারবে না।। ৮৩।।

যঃ পশ্যতি সকামস্ত্বাং পাণিগ্রহমৃতে তব।
স সদ্যঃ ক্লীবতাং প্রাপ্য দুর্বলত্বং গমিষ্যতি।। ৮৪।।
পতিস্তব মহাভাগস্তপোরূপসমন্বিতঃ।
সপ্তকল্পান্তজীবী চ ভবিষ্যতি সহ ত্বয়া।। ৮৫।।
ইতি যে তে বরা মত্তঃ প্রার্থিতাস্তে কৃতা ময়া।
অন্যচ্চ তে বদিষ্যামি পূর্বং যন্মনসি স্থিতম্।। ৮৬।।

তোমার পাণিগ্রহণ করেনি এমন কোন পুরুষ যদি তোমার প্রতি কামভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে ক্লীবে পরিণত হয়ে

দুর্বলত্ব প্রাপ্ত হবে।। ৮৪।। তোমার পতি মহাভাগ[66], তপস্যা ও রূপসমন্বিত হবেন এবং তিনি সাত কল্প[67] পর্যন্ত জীবিত থাকবেন।। ৮৫।। তুমি আমার নিকট থেকে যা যা বর প্রার্থনা করেছিলে আমি তার সবই তোমাকে প্রদান করলাম। এখন, আমি তোমাকে অন্য কথা বলব যা তোমার মনে ছিল।। ৮৬।।

অগ্নৌ শরীরত্যাগস্তে পূর্বমেব প্রতিশ্রুতঃ।
স চ মেধাতিথের্যজ্ঞে মুনের্দ্বাদশবার্ষিকে।। ৮৭।।
হুতপ্রজ্বলিতে বহ্নৌ ন চিরাৎ ক্রিয়তাং ত্বয়া।
এতচ্ছৈলোপত্যকায়াং চন্দ্রভাগানদীতটে।। ৮৮।।
মেধাতিথির্মহাযজ্ঞং কুরুতে তাপসাশ্রমে।। ৮৯।।

তুমি পূর্বেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলে যে তুমি অগ্নিতে নিজের জীবন বিসর্জন দেবে। সেইজন্য তুমি সত্ত্বর মেধাতিথি মুনি আয়োজিত দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞের প্রজ্বলিত অনলে নিজের শরীর বিসর্জন দিয়ে তোমার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। বর্তমানে মেধাতিথি মুনি এই পর্বতেরই উপত্যকায় চন্দ্রভাগা নদীতটে তপস্বিগণের আশ্রমে মহাযজ্ঞ সম্পাদন করছেন।। ৮৭-৮৯।।

---

66. মহাভাগ — অতিশয় সৌভাগ্যশালী; দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা এই অষ্টগুণযুক্ত।

67. ব্রহ্মার এক দিনকে এক কল্প বলা হয়। পুরাণ মতে ৪৩২০,০০০০০০ মানব বর্ষে এক কল্প হয়। সুতরাং সাত কল্প ৩০২৪০০০০০০০ মানব বর্ষের সমান।

তত্র গত্বা স্বয়ং ছন্না মুনিভির্নোপলক্ষিতা।
মৎপ্রসাদাদ্বহ্নিজাতা তস্য পুত্রী ভবিষ্যসি।। ৯০।।
যস্ত্বয়া বাঞ্ছনীয়োঽস্তি স্বামী মনসি কশ্চন।
তং নিধায় নিজস্বান্তে ত্যজ বহ্নৌ বপুঃ স্বকম্।। ৯১।।

তুমি সেখানে গোপনে মুনিগণের অলক্ষ্যে গমন ক'রে তোমার কার্য সমাধা কর। তারপর আমার প্রসাদে অগ্নির মধ্য থেকে তোমার পুনর্জন্ম হবে এবং তুমি মেধাতিথির পুত্রী হিসাবে পরিচিতা হবে।। ৯০।। তুমি যে পুরুষকে স্বামীরূপে লাভ করতে চাও, নিজ অন্তরে তাঁর ধ্যান করতে করতে তুমি নিজ দেহ অগ্নিমধ্যে সমর্পণ করবে।। ৯১।।

যদা ত্বং দারুণে সন্ধ্যে তপশ্চরসি পর্বতে।
যাবচ্চতুর্যুগং তস্য ব্যতীতে তু কৃতে যুগে।। ৯২।।
তেত্রায়াঃ প্রথমে ভাগে জাতা দক্ষস্য কন্যকা।
স দদৌ কন্যকাঃ সপ্তবিংশতিঞ্চ সুধাংশবে।। ৯৩।।

যখন তুমি এই পর্বতে চারযুগব্যাপী কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলে তখন কৃত অর্থাৎ সত্যযুগ অতিক্রান্ত হয়েছিল।। ৯২।। তারপর ত্রেতা যুগের প্রথমভাগে দক্ষের কন্যাগণ (সাতাশ জন) জন্মগ্রহণ করেন এবং দক্ষ চন্দ্রের সঙ্গে সেই সাতাশজন কন্যাদের বিবাহ দেন।। ৯৩।।

তাসাং হেতোর্যদা শপ্তশ্চন্দ্রো দক্ষেণ কোপিনা।
তদা ভবত্যা নিকটে সর্বে দেবাঃ সমাগতাঃ।। ৯৪।।
ন দৃষ্টাশ্চ ত্বয়া সন্ধ্যে দেবাশ্চ ব্রহ্মণা সহ।
ময়ি বিন্যস্তমনসা ত্বঞ্চ দৃষ্টা ন তৈঃ পুনঃ।। ৯৫।।

তারপর (একসময়) দক্ষ সেই কন্যাসকলের জন্যই চন্দ্রের উপর কুপিত হয়ে চন্দ্রকে অভিশাপ দেন। তখন সমস্ত দেবতাগণ তোমার নিকটে আগমন করেছিল।। ৯৪।। তুমি একমনে আমার ধ্যানে মগ্ন ছিলে। সেইজন্য ব্রহ্মাদি সকল দেবতাকে তুমি দেখতে পাওনি। অপরদিকে, তোমার তপস্যার প্রভাবে সেই সকল দেবতাগণও তোমাকে দেখতে পাননি।। ৯৫।।

চন্দ্রস্য শাপমোক্ষার্থং চন্দ্রভাগা নদী যথা।
সৃষ্টা ধাত্রা তদৈবাত্র মেধাতিথিরুপস্থিতঃ।। ৯৬।।
তপসা তৎসমো নাস্তি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
তেন যজ্ঞঃ সমারব্ধো জ্যোতিষ্টোমো মহাবিধিঃ।। ৯৭।।

চন্দ্রকে শাপমুক্ত করার জন্য যখন বিধাতা (ব্রহ্মা) চন্দ্রভাগা নদীর সৃষ্টি করেন তখন মেধাতিথি মুনি সেখানে উপস্থিত হন।। ৯৬।। তাঁর সমতুল্য তপোনিষ্ঠ পুরুষ অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও হবে না। তিনি মহাবিধি অনুসারে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ আরম্ভ করেন।। ৯৭।।

অত্র প্রজ্বলিতো বহ্নিস্তস্মিংস্ত্যজ বপুঃ স্বকম্।। ৯৮।।
এতন্ময়া স্থাপিতং তে কার্যার্থং ভোস্তপস্বিনি।
তৎ কুরুষ্ব মহাভাগে যাহি যজ্ঞং মহামুনেঃ।। ৯৯।।

সেই যজ্ঞে প্রজ্বলিত অগ্নিতে তুমি তোমার দেহ ত্যাগ কর।। ৯৮।। হে তপস্বিনী ! এই সমস্তই আমি তোমার কার্যের জন্য সংঘটিত করেছি।

হে মহাভাগে ! এক্ষণে তুমি মহামুনি মেধাতিথির যজ্ঞে গমন কর এবং তোমার কার্য সম্পাদন কর।। ৯৯।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

নারায়ণঃ স্বয়ং সন্ধ্যাং পস্পর্শাথাগ্রপাণিনা।
ততঃ পুরোডাশময়ং তচ্ছরীরমভূৎ ক্ষণাৎ।। ১০০।।
মহামুনের্মহাযজ্ঞে তস্মিন্ বিশ্বোপকারিণি।
নাগ্নিঃ ক্রব্যাদতাং যাতু ত্বেতদর্থং তথা কৃতম্।। ১০১।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — অনন্তর নারায়ণ নিজ হস্তের অগ্রভাগ দ্বারা সন্ধ্যাকে স্পর্শ করলেন। তখন সন্ধ্যার শরীর ক্ষণকালের মধ্যে পুরোডাশময় (গোধূমচূর্ণের পিণ্ডে পরিণত) হয়ে গেল।। ১০০।। সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলার্থে মহামুনি মেধাতিথি আয়োজিত এই যজ্ঞে অগ্নিদেব যেন ক্রব্যাদ অর্থাৎ মাংসভোজী হয়ে না পড়েন সেইজন্যই নারায়ণ এই ব্যবস্থা করলেন অর্থাৎ সন্ধ্যার শরীরকে পুরোডাশময় (গোধূমচূর্ণের মণ্ডের ন্যায়) করলেন।। ১০১।।

এবং কৃত্বা জগন্নাথস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
সন্ধ্যাপ্যগচ্ছত্তৎসত্রে যত্র মেধাতিথির্মুনিঃ।। ১০২।।
অথ বিষ্ণোঃ প্রসাদেন কেনাপ্যনুপলক্ষিতা।
প্রবিবেশ তদা যজ্ঞং সন্ধ্যা মেধাতিথের্মুনেঃ।। ১০৩।।
বসিষ্ঠেন পুরা সা তু বর্ণীভূত্বা তপস্বিনী।
উপদিষ্টা তপশ্চর্তুং বচনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ।। ১০৪।।

এইসব ব্যবস্থা ক'রে জগন্নাথ সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। সন্ধ্যাও মেধাতিথির মুনির যজ্ঞে গমন করলেন।। ১০২।। তারপর সন্ধ্যা যখন মেধাতিথি মুনির যজ্ঞে প্রবেশ করলেন তখন বিষ্ণুর কৃপায় সেখানকার কেউই তাঁকে দেখতে পাননি।। ১০৩।। এই ঘটনার পূর্বে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার আদেশে বসিষ্ঠ তপস্বিনী সন্ধ্যাকে ব্রহ্মচারিণী হয়ে তপস্যা করার বিধি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন।। ১০৪।।

তমেব কৃত্বা মনসি তপশ্চর্যোপদেশকম্।
পতিত্বেন তদা সন্ধ্যা ব্রাহ্মণং ব্রহ্মচারিণম্।। ১০৫।।
সমিদ্ধেগ্নৌ মহাযজ্ঞে মুনিভির্নোপলক্ষিতা।
তদা বিষ্ণোঃ প্রসাদেন সংবিবেশ বিধেঃ সুতা।। ১০৬।।

সেই তপস্যা অনুষ্ঠানের উপদেশক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকেই পতিরূপে অন্তরে ধারণ ক'রে ব্রহ্মের পুত্রী সন্ধ্যা বিষ্ণুর কৃপায় মুনিগণের অলক্ষ্যে সেই মহাযজ্ঞের প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।। ১০৫-১০৬।।

তস্যাং পুরোডাশময়ং শরীরং তৎক্ষণাত্ততঃ।
দগ্ধং পুরোডাশগন্ধং ব্যস্তারয়দলক্ষিতম্।। ১০৭।।
বহ্নিস্তস্যাঃ শরীরন্তু দগ্ধা সূর্যস্য মণ্ডলে।
শুদ্ধং প্রবেশয়ামাস বিষ্ণোরেবাজ্ঞয়া পুনঃ।। ১০৮।।

তখন পুরোডাশময় সন্ধ্যার শরীর তৎক্ষণাৎ অলক্ষিতভাবে দগ্ধ হয়ে পুরোডাশের গন্ধ ছড়িয়ে দিতে আরম্ভ করল।। ১০৭।। অগ্নিদেব সন্ধ্যার শরীরকে দগ্ধ করার পর বিষ্ণুর আজ্ঞায় সেই বিশুদ্ধ দেহকে সূর্যমণ্ডলে প্রেরণ করলেন।। ১০৮।।

সূর্যো দ্বিধা বিভজ্যাথ তচ্ছরীরং তদা রথে।
স্বকে সংস্থাপয়ামাস প্রীতয়ে পিতৃদেবয়োঃ।। ১০৯।।
যদূর্ধ্বভাগস্তস্যাস্তু শরীরস্য দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রাতঃসন্ধ্যাভবৎ সা তু অহোরাত্রাদিমধ্যগা।। ১১০।।

সূর্য সেই শরীর দুইভাগে বিভক্ত ক'রে দেবতা ও পিতৃগণের প্রসন্নতার নিমিত্ত স্বীয় রথে স্থাপন করলেন।। ১০৯।। হে দ্বিজোত্তমগণ ! তাঁর শরীরের ঊর্ধ্বভাগ দিন ও রাত্রির মধ্যভাগ ঊষাকাল প্রাতঃসন্ধ্যা নামে পরিচিত।। ১১০।।

তচ্ছেষভাগস্তস্যাস্তু অহোরাত্রান্তমধ্যগা।
সা সায়মভবৎ সন্ধ্যা পিতৃপ্রীতিপ্রদা সদা।। ১১১।।
সূর্যোদয়াত্তু প্রথমং যদা স্যাদরুণোদয়ঃ।
প্রাতঃসন্ধ্যা তদোদেতি দেবানাং প্রীতিকারিণী।। ১১২।।

আর সেই দেহের শেষভাগ দিবস ও রাত্রির অন্তিম মধ্যভাগ সায়ং সন্ধ্যা (গোধূলি) নামে পরিচিত হল।। ১১১।। সূর্যোদয়ের পূর্বে যখন অরুণোদয় হয়, তখন দেবতাগণের প্রসন্নতা প্রদানকারী প্রাতঃসন্ধ্যা উদিত হয়।। ১১২।।

অস্তং গতে ততঃ সূর্যে শোণপদ্মনিভা সদা।
উদেতি সায়ংসন্ধ্যাপি পিতৄণাং মোদকারিণী।। ১১৩।।
তস্যাঃ প্রাণাস্তু মনসা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
দিব্যেন তু শরীরেণ চক্রিরেঽথ শরীরিণঃ।। ১১৪।।

আর সূর্য অস্তগমন করলে রক্তকমল সদৃশ আভাযুক্ত সর্বদা পিতৃগণের আনন্দ বিধানকারিণী সায়ং সন্ধ্যা উদিত হয়।। ১১৩।। সন্ধ্যার প্রাণবায়ুকে প্রভু বিষ্ণু দিব্য শরীর ও মনঃসম্পর্কে শরীরী ক'রে শরীরধারিণী করে তুললেন।। ১১৪।।

মুনের্যজ্ঞাবসানে তু সম্প্রাপ্তে মুনিনা তু সা।
প্রাপ্তা পুত্রী বহ্নিমধ্যে তপ্তকাঞ্চনসপ্রভা[68] ।। ১১৫।।
তাং জগ্রাহ তদা পুত্রীং মুনিরামোদসংযুতঃ।
যজ্ঞার্থতোয়ৈঃ সংস্নাপ্য নিজক্রোড়ে কৃপাযুতঃ।। ১১৬।।

মুনির যজ্ঞ সমাপনান্তে মেধাতিথি যজ্ঞাগ্নির মধ্যে সন্ধ্যাকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা কন্যারূপে প্রাপ্ত হলেন।। ১১৫।। তখন মুনি মেধাতিথি সেই কন্যাকে যজ্ঞের নিমিত্ত আনীত জলে স্নান করিয়ে প্রসন্নতা সহকারে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করলেন।। ১১৬।।

অরুন্ধতীতি তস্যাস্তু নাম চক্রে মহামুনিঃ।
শিষ্যৈঃ পরিবৃতস্তত্র মহামোদমবাপ চ।। ১১৭।।
ন রুণদ্ধি যতো ধর্মং সা কেনাপি চ কারণাৎ।
অতস্ত্রিলোকবিদিতং নাম সা প্রাপ সান্বয়ম্।। ১১৮।।

মহামুনি মেধাতিথি সেই কন্যার নাম রাখলেন অরুন্ধতী এবং শিষ্যগণ পরিবৃত মহামুনি সাতিশয় আনন্দ লাভ করলেন।। ১১৭।। তিনি কোন

68. পাঠান্তর — তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা।

কারণেই ধর্মরোধ করেন না। সেই কারণে ত্রিলোকে বিদিত তাঁর নাম যথার্থ অর্থপূর্ণ হয়েছিল।। ১১৮।।

যজ্ঞং সমাপ্য স মুনিঃ কৃতকৃত্যভাব —
মাসাদ্য সম্মদযুতস্তনয়াপ্রলম্ভাৎ।
তস্মিন্ নিজাশ্রমপদে সহশিষ্যবর্গে —
স্তামেব সন্ততমসৌ দয়তে মহর্ষিঃ।। ১১৯।।

মহর্ষি মেধাতিথি সফলতার সঙ্গে যজ্ঞ সমাপন করার পর সেই কন্যাকে লাভ ক'রে পরমানন্দে শিষ্যবর্গসহ সেই আশ্রমে অবস্থান ক'রে সেই কন্যার লালন পালনে সময় অতিবাহিত করতে থাকলেন।। ১১৯।।

।। কালিকাপুরাণে অরুন্ধতীজন্মকথন নামক দ্বাবিংশ (২২ তম) অধ্যায় সমাপ্ত।।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
অরুন্ধতীজন্মকথন

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অথ সা ববৃধে দেবী তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে।
চন্দ্রভাগানদীতীরে তাপসারণ্যসংজ্ঞকে।। ১।।
যথা চন্দ্রকলা শুক্লপক্ষে নিত্যং বিবর্ধতে।
যথা জ্যোৎস্না তথা সাপি প্রাপ বৃদ্ধিমরুন্ধতী।। ২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — এরপরে দেবী অরুন্ধতী চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মুনিবরের তাপসারণ্যনামক সেই আশ্রমে বড় হতে থাকলেন।। ১।। যেরূপ শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা নিত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যেরূপ তার জ্যোৎস্নারও দিন দিন বৃদ্ধি ঘটে, সেইরূপ অরুন্ধতীও প্রতিদিন বড় হতে লাগলেন।।২।।

সম্প্রাপ্তে পঞ্চমে বর্ষে চন্দ্রভাগাং তদা গুণৈঃ।
তাপসারণ্যমপি সা পবিত্রমকরোৎ সতী।। ৩।।
তত্র তীর্থং মহাপুণ্যং মেধাতিথিনিষেবিতম্।
ক্রীড়াস্থানমরুন্ধত্যাঃ পূতং বাল্যোচিতং কৃতম্।। ৪।।

সতী অরুন্ধতী যখন পঞ্চম বর্ষে উপনীত হলেন তখন তিনি চন্দ্রভাগা নদী তথা তাপসারণ্যকে নিজের গুণের দ্বারা পবিত্র করতে লাগলেন।। ৩।। সতী অরুন্ধতীর বাল্যকালের ক্রীড়াস্থল মেধাতিথি মুনি সেবিত সেই মহাপুণ্যময় ক্ষেত্র তাপসারণ্য তীর্থস্থানে পরিণত হল।। ৪।।

অদ্যাপি তাপসারণ্যে চন্দ্রভাগানদীজলে।
অরুন্ধতীতীর্থতোয়ে স্নাত্বা যাতি হরিং নরঃ।। ৫।।
কার্তিকং সকলং মাসং চন্দ্রভাগানদীজলে।
স্নাত্বা বিষ্ণুগৃহং গত্বা হ্যন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।। ৬।।

আজও তাপসারণ্যে চন্দ্রভাগা নদীর অরুন্ধতীতীর্থজলে অবগাহন ক'রে লোকে হরিপদ প্রাপ্ত হয়।। ৫।। সমগ্র কার্তিকমাসব্যাপী চন্দ্রভাগা নদীর পুণ্য সলিলে অবগাহন করলে মনুষ্য বিষ্ণুলোকে গমন করে এবং অবশেষে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।। ৬।।

মাঘে মাসি পৌর্ণমাস্যায়ামমায়াং বা তথৈব চ।
চন্দ্রভাগাজলে স্নানং যস্তু কুর্যাৎ সকৃৎ সকৃৎ।
তস্য বংশে রাজযক্ষ্মা ন কদাচিৎ ভবিষ্যতি।। ৭।।
দেহান্তে চন্দ্রভবনং গত্বা যাতি হরের্গৃহম্।
পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য বেদজ্ঞো ব্রাহ্মণো ভবেৎ।। ৮।।

যদি কোন মনুষ্য মাঘ মাসের পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে চন্দভাগা নদীর জলে এক একবার স্নান করে তাহলে তার বংশে কখনও রাজযক্ষ্মা রোগ হবে না।। ৭।। সেই ব্যক্তি দেহান্তের পরে চন্দ্রালোকে গমন

ক'রেন এবং তারপর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। সেখানে তাঁর পুণ্য ক্ষয় হলে তিনি ইহলোকে প্রত্যাবর্তন ক'রে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হন।। ৮।।

চন্দ্রভাগাজলং পীত্বা চন্দ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ।
সকৃৎ স্নাত্বা তু বিধিবদ্বাজিমেধাযুতং লভেৎ।। ৯।।
চন্দ্রভাগাজলে স্নাত্বা ক্রীড়ন্তীং বাললীলয়া।
পিতুঃ সমীপে তত্তীরে কদাচিত্তামরুন্ধতীম্। ১০।।
গচ্ছন্নাকাশমার্গেণ দদর্শ কমলাসনঃ।। ১১।।

চন্দ্রভাগা নদীর জল পান করলে মনুষ্য চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় এবং এই নদীর জলে একবার শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্নান করলে দশহাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।। ৯।। একসময় অরুন্ধতী চন্দ্রভাগা নদীর জলে স্নান ক'রে সেই নদীতটে পিতার সমীপে বাল্যোচিত ক্রীড়া করছিলেন।। ১০।। সেই সময়ে আকাশপথে গমনকালে কমলাসন ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখতে পেলেন।। ১১।।

অথাবতীর্য ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অরুন্ধত্যাস্তদা কালমুপদেশে দদর্শ হ।। ১২।।
অথোবাচ তদা ব্রহ্মা মুনিভিঃ পরিপূজিতঃ।
মেধাতিথিপ্রভৃতিভিরুচিতং তং মহামুনিম্।। ১৩।।

ব্রহ্মোবাচ

উপদেশস্য কালোয়হমরুন্ধত্যা মহামুনে।
তস্মাদেনাং সতীনাস্তু স্ত্রীণাং ত্বং কুরু সন্নিধৌ।। ১৪।।

তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা গগনমার্গ থেকে সেখানে অবতরণ ক'রে দেখলেন যে অরুন্ধতীকে উপদেশ দেবার মত উপযুক্ত সময় হয়েছে।। ১২।। অতঃপর ব্রহ্মা মেধাতিথি প্রমুখ মুনিগণ কর্তৃক যথোচিতভাবে পূজিত হয়ে মহামুনি মেধাতিথিকে বললেন - হে মুনিবর ! অরুন্ধতীকে উপদেশ দানের এই হল উপযুক্ত সময়। সেইজন্য আপনি তাকে সতীরমণীগণের সংস্পর্শে রাখুন।। ১৩-১৪।।

স্ত্রীভিস্ত্রিয়শ্চোপদেশ্যাঃ কাচিদন্যত্র[69] বিদ্যতে।
বহুলায়াশ্চ সাবিত্র্যাঃ পুত্রীং ত্বং স্থাপয়ান্তিকে।। ১৫।।
তয়োঃ সংসর্গমাসাদ্য পুত্রী তব মহামুনে।
মহাগুণৈশ্বর্যযুতা ন চিরাত্তু ভবিষ্যতি।। ১৬।।

স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোকদেরই উপদেশ দেওয়া বিধেয়। কিন্তু আপনার এখানে তো কোন স্ত্রীলোক নাই। সুতরাং আপনি আপনার কন্যাকে বহুলা (সতী বেহুলা) ও সাবিত্রীর (ব্রহ্মার পত্নী) নিকটে রাখুন।। ১৫।। হে মহামুনি ! তাঁদের সংসর্গে আপনার কন্যা অচিরেই মহাগুণসম্পন্না ও ঐশ্বর্যশালিনী হবে।। ১৬।।

মেধাতিথির্বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
এবমেবেতি প্রোবাচ তং তদা মুনিসত্তমঃ।। ১৭।।
ততো গতে সুরশ্রেষ্ঠে পুত্রীং মেধাতিথির্মুনিঃ।
সমাদায় যযৌ সূর্যভবনং প্রতি তৎক্ষণাৎ।। ১৮।।

69. পাঠান্তর — কদাচিদত্র।

তখন পরমাত্মা ব্রহ্মার বচন শ্রবণ ক'রে মুনিশ্রেষ্ঠ মেধাতিথি ব্রহ্মাকে বললেন — আচ্ছা তাই হবে।। ১৭।। অতঃপর সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। তখন মেধাতিথি মুনি তৎক্ষণাৎ কন্যাসহ সূর্যভবনে গমন করলেন।। ১৮।।

দদর্শ তত্র সাবিত্রীং সূর্যমণ্ডলমধ্যগাম্।
পদ্মাসনগতাং দেবীমক্ষমালাধরাং সিতাম্।। ১৯।।
দৃষ্ট্বা সা তেন মুনিনা নিঃসৃত্য রবিমণ্ডলাৎ।
বহুলা সা গতা তূর্ণং প্রস্থং মানসভূভৃতঃ।। ২০।।

সেখানে উপনীত হয়ে তিনি সূর্যমণ্ডলমধ্যে বিরাজমানা পদ্মাসনে উপবিষ্ঠা রুদ্রাক্ষমালাধারিণী শ্বেতবর্ণা সাবিত্রীদেবীকে দর্শন করলেন।। ১৯।। সেই সময় বহুলা মানসপর্বতের সানুদেশে গমন করেছিলেন। এখন মেধাতিথি মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর সাবিত্রীও সূর্যমণ্ডল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে সেই স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।। ২০।।

প্রত্যহং তত্র সাবিত্রী গায়ত্রী বহুলা তথা।
সরস্বতী চ দ্রুপদা পঞ্চৈতা মানসাচলে।। ২১।।
ধর্মাখ্যানৈস্তথা সাধ্বীঃ কথাঃ কৃত্বা পরস্পরম্।
স্বং স্বং স্থানং পুনর্যাতি লোকানাং হিতকাম্যয়া।। ২২।।

সেই মানসপর্বতে সাবিত্রী, গায়ত্রী, বহুলা, সরস্বতী এবং দ্রুপদা এই পাঁচজন লোককল্যাণের নিমিত্ত প্রতিদিন পরস্পরের মধ্যে ধর্মোপাখ্যান

তথা সাধ্বী রমণীগণের চরিতকথা আলোচনা ক'রে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন।। ২১-২২।।

মেধাতিথিস্তু তাঃ সর্বা দৃষ্ট্বৈকত্র তপোধনঃ।
মাতৄঃ সর্বস্য লোকস্য প্রণমাম পৃথক্ পৃথক্। ২৩।।
উবাচ চ স তাঃ সর্বা ঋষিঃ শ্লক্ষ্ণং তপোধনঃ।
সসাধ্বসো বিস্মিতশ্চ তাসামেকত্র দর্শনাৎ।। ২৪।।

তপস্বী মেধাতিথি সর্বলোকের জননীস্বরূপা সেই সকল মহীয়সী রমণীগণকে সেখানে বিরাজমানা প্রত্যক্ষ ক'রে প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে প্রণাম করলেন।। ২৩।। তাঁদের সকলকে একত্র দর্শন ক'রে তপস্বী মেধাতিথি ভীত এবং বিস্মিত হলেন এবং তাঁদেরকে বিনীতভাবে বললেন -।। ২৪।।

মেধাতিথিরুবাচ

মাতঃ সাবিত্রি বহুলে মৎপুত্রীয়ং মহাযশাঃ[70] ।
কালোঽয়মুপদেশেঽস্যাস্তদর্থমহমাগতঃ।। ২৫।।
জগৎস্রষ্ট্রা সমাদিষ্টা প্রযাতু তব শিষ্যতাম্।
এষা তেন ভবৎপার্শ্বমানীতা পুত্রিকা মম।। ২৬।।

মেধাতিথি বললেন — হে মাতা সাবিত্রী ! হে মাতা বহুলে ! এই হল

70. পাঠান্তর — শুভাশয়া।

আমার মহাযশস্বিনী কন্যা। এখন তার উপদেশ লাভের সময়। সেইজন্য আমি আপনাদের সকাশে আগমন করেছি।। ২৫।। জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা একে আপনাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন। এইজন্য তাকে আমি আপনাদের নিকট আনয়ন করেছি।। ২৬।।

সৌচারিত্র্যং যথাস্যাঃ স্যাত্তথৈনাং বালিকাং মম।
যুবাং বিনয়তং দেবৌ মাতর্মাতর্নমোঽস্তু বাম্।। ২৭।।
অথোবাচ তথা দেবী সাবিত্রী মুনিসত্তমম্।
স্মিতপূর্বং বহুলয়া সহিতা তাঞ্চ বালিকাম্।। ২৮।।

আমার এই বালিকা যাতে সচ্চরিত্রা হয় আপনারা তাকে সেইভাবে শিক্ষাদান করুন। মাতা সাবিত্রী ! মাতা বহুলা ! আপনাদের উভয়কে নমস্কার।। ২৭।। তখন সাবিত্রী বহুলার সহিত মৃদুহাসিমুখে মুনিশ্রেষ্ঠ মেধাতিথি ও তাঁহার বালিকা কন্যার প্রতি বললেন -।। ২৮।।

তে ঊচতুঃ

ব্রহ্মন্ বিষ্ণোঃ প্রসাদেন সুচরিত্রাভবৎ সুতা।
পূর্বমেব মুনে ভূতা তদুদ্দেশেন কিং পুনঃ।। ২৯।।
কিং ত্বহং ব্রহ্মবাক্যেণ বহুলা চ মহাসতী।
বিনেষ্যাবস্তব সুতাং ধীরা স্যান্নচিরাদ্ যথা।। ৩০।।

তাঁরা বললেন — হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপায় উৎপন্না আপনার কন্যা পূর্ব থেকেই সুচরিত্রবতী হয়ে আছেন। তাঁকে পুনরায় উপদেশদানের

কি প্রয়োজন ?।। ২৯।। তবুও ব্রহ্মার আজ্ঞাহেতু আমি এবং মহাসতী বহুলা আপনার তনয়াকে এরূপ শিক্ষা দান করব যাতে তিনি আরও ধৈর্যশালিনী হন।। ৩০।।

ব্রহ্মণঃ পূর্বদুহিতা ভবতস্তু তপোবলাৎ।
তথা বিষ্ণোঃ প্রসাদেন সুতা তেঽভূদরুন্ধতী।। ৩১।।
কুলং পুনাতি ভবতঃ সত্যসৌ বর্ধয়িষ্যতি।
লোকনাথমথ দেবানাং শিবমেষা করিষ্যতি।। ৩২।।

আপনার এই কন্যা পূর্বে ব্রহ্মার কন্যা (সন্ধ্যা) ছিলেন। আপনার তপস্যার প্রভাবে তথা বিষ্ণুর কৃপায় তিনি এই জন্মে অরুন্ধতী নামে আপনার কন্যারূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।। ৩১।। এই সতী রমণী আপনার কুলকে পবিত্র করেছেন। ইনি আপনার যশ বৃদ্ধি করবেন এবং দেবতাগণের ও সর্বলোকের কল্যাণসাধন করবেন।। ৩২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অথ তাভির্বিসৃষ্টঃ স মুনির্মেধাতিথিঃ সুতাম্।
আশ্বাস্যারুন্ধতীং নত্বা তাঃ স্বস্থানং জগাম হ।। ৩৩।।
গতে তস্মিন্ মুনিবরে সহ তাভ্যামরুন্ধতী।
মাতৃভ্যামিব নির্ভীতা পালিতা মোদমাপ সা।। ৩৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — তারপর মেধাতিথি মুনি তাঁদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন এবং নিজ কন্যা অরুন্ধতীকে আশ্বাস দান ক'রে ও

তাঁদেরকে (সাবিত্রী ও বহুলাকে) প্রণাম জানিয়ে নিজস্থানে গমন করলেন।। ৩৩।। মুনিবর সেখান থেকে স্বভূমে গমন করার পর সেই দুই মহাসতী রমণী অরুন্ধতীকে সযত্নে নিজ মাতার ন্যায় লালন-পালণ করতে লাগলেন এবং অরুন্ধতীও তাঁদের আশ্রয়ে নির্ভয় হয়ে আনন্দের সঙ্গে কালাতিপাত করতে লাগলেন।। ৩৪।।

কদাচিৎ সহ সাবিত্র্যা রাত্রৌ যাতি রবের্গৃহম্।
তথা বহুলয়া যাতি শক্রগেহং কদাচন।। ৩৫।।
এবং তাভ্যাং সমং দেবী বিহরন্তী সুরালয়ে।
নিনায় দিব্যমানেন সা সপ্ত পরিবৎসরান্।। ৩৬।।

অরুন্ধতী কখনও বা রাত্রিকালে সাবিত্রীর সঙ্গে সূর্যের গৃহে আবার কখনও বা বহুলার সঙ্গে ইন্দ্রের আলয়ে গমন করতেন।। ৩৫।। এইরূপে অরুন্ধতী তাঁদের সাহচর্যে দেবলোকে বিহার ক'রে দৈব পরিমাণে সপ্ত বৎসর (২৫২০ মানব বর্ষ) অতিক্রান্ত করলেন।। ৩৬।।

তাভ্যাং তথোপবিষ্টা সা স্ত্রীধর্ম্মমচিরাৎ সতী।
সর্বং জ্ঞাতবতী ভূত্বা সাবিত্রী বহুলাধিকা।। ৩৭।।
অথ তস্যাস্তদা কালে সম্প্রাপ্তে উচিতেঽভবৎ।
শোভনো যৌবনোদ্ভেদঃ পদ্মিনীনাং রুচির্যথা।। ৩৮।।

সেই দুই রমণীর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ ক'রে সতী অরুন্ধতী স্ত্রীধর্ম সম্পর্কে সমস্ত কিছু জ্ঞানই অর্জন করলেন এবং ক্রমে তিনি সাবিত্রী ও বহুলা অপেক্ষাও গুণে অধিক শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠলেন।। ৩৭।। তারপর

উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলে তাঁর তনুদেহে কমলিনীকুলের শোভার ন্যায় সুন্দর যৌবন প্রকাশলাভ করল।। ৩৯।।

উদ্ভূতযৌবনা সা তু বসিষ্ঠং মানসাচলে।
বিহরন্তী দদর্শৈকা চারুতেজস্বিনং মুনিম্।। ৩৯।।
দৃষ্ট্বা তমিচ্ছয়াঞ্চক্রে কামভাবেন সা সতী।
বালসূর্যপ্রভং চারুরূপং ব্রাহ্মশ্রিয়া যুতম্।। ৪০।।

একদা সেই উদ্ভিন্নযৌবনা অরুন্ধতী মানস পর্বতে একাকী বিহার করার সময় মনোহর তেজস্বী বসিষ্ঠ মুনির দর্শন লাভ করলেন।। ৩৯।। বালসূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, রমণীয় রূপধারী, ব্রহ্মশোভাযুক্ত মুনিকে দর্শন ক'রে সেই সতী অরুন্ধতী তাঁকে কামভাবে কামনা করলেন।। ৪০।।

অথ সোঽপি মহাতেজা বসিষ্ঠো বরবর্ণিনীম্।
দৃষ্ট্বৈ বোদ্ভূতমদনো বীক্ষাঞ্চক্রে ত্বরুন্ধতীম্।। ৪১।।
তয়োঃ পরস্পরং দৃষ্ট্বা ববৃধে হৃচ্ছয়ো মহান্।
অমর্যাদং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাকৃতে মদনো যথা।। ৪২।।

তখন সেই বরবর্ণিনী অরুন্ধতীকে দেখামাত্র বসিষ্ঠও বাসনাকুল হয়ে তাঁকে বারম্বার অবলোকন করতে লাগলেন।। ৪১।। হে দ্বিজোত্তমগণ ! তাঁদের পরস্পরের পরস্পরকে এইভাবে দর্শনের ফলে তুচ্ছ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় তাঁদের পরস্পরের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি কামেচ্ছা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল।। ৪২।।

অথ ধৈর্যং সমালম্ব্য তথা মেধাতিথেঃ সুতা।
আত্মানং ধারয়ামাস মনশ্চ মদনেরিতম্।। ৪৩।।
বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা ধৈর্যমালম্ব্য চাত্মন।
মনঃ সংস্তম্ভয়ামাস মদনোন্মথিতং ততঃ।। ৪৪।।
অরুন্ধতী ততো দেবী বিহায় মুনিসন্নিধিম্।
জগাম যত্র সাবিত্রী নিন্দন্তী স্বং মনোরথম্।। ৪৫।।

তখন মেধাতিথিতনয়া অরুন্ধতী ধৈর্যধারণ ক'রে কামপ্রেরিত চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করলেন।। ৪৩।। মহাতেজস্বী বসিষ্ঠও ধৈর্যধারণ ক'রে মদনোন্মথিত নিজ চিত্তকে সংযত করলেন।। ৪৪।। তখন দেবী অরুন্ধতী মুনির সংশ্রব পরিত্যাগ ক'রে কামাত্মক নিজ মনোভাবকে নিন্দা ক'রে যেখানে সাবিত্রী দেবী অবস্থান করছিলেন সেখানে গমন করলেন।। ৪৫।।

বাধ্যমানাতিদুঃখেন মানসেন মহাসতী।
সতীভাবঃ পরিত্যক্তশ্চিন্তয়ন্তী ময়েতি বৈ।। ৪৬।।
তস্যা মনোজদুঃখেন বিবর্ণমভবন্মুখম্।
শরীরং সকলং ম্লানং গতিশ্চ বলিতাভবৎ।। ৪৭।।

মহাসতীর অন্তর এই চিন্তায় নিদারুণ যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে উঠল যে তিনি সতীভাব পরিত্যাগ ক'রে ফেলেছেন।। ৪৬।। নিরন্তর এই চিন্তার কারণে তাঁর অন্তর দুঃখে ব্যথিত হল। এর ফলে তাঁর বদনমণ্ডল বিবর্ণ, শরীর ম্লান এবং গতি শিথিলতাপ্রাপ্ত হল।। ৪৭।।

ইদং বিমমৃষে সা চ গর্হয়ন্তী স্বকং মনঃ।
মৃণালতন্তুবৎ সূক্ষ্মা ছিন্না চ তৎক্ষণাদপি।। ৪৮।।

দেবী অরুন্ধতী যখন তাঁর অন্তরের বাসনাত্মক ভাবনার কথা চিন্তা ক'রে নিজের চিত্তকেই নিন্দা করছিলেন তখন তাঁর মনে হল যে স্ত্রীলোকের চরিত্রের পবিত্রতা পদ্মের মৃণালের তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম এবং তা যেন অতি সামান্য কারণেই ছিন্ন হয়ে যায়।। ৪৮।।

স্থিতিঃ সতীনামল্পেন চাপল্যেনৈব নশ্যতি।
ইতি স্ত্রীধর্মমধ্যাপ্য মামাহ চরিতব্রতা।
সাবিত্রী সারমেতদ্ হি সতীধর্মস্য চোদ্ধৃতম্।। ৪৯।।
তদদ্য নাশিতং পুংসি পরকীয়ে মনোরথম্।
বর্ধয়ন্ত্যা তদা কিং মে পরত্রেহ ভবিষ্যতি।। ৫০।।

স্ত্রীলোকের চরিত্রের পবিত্রতা সামান্য চাঞ্চল্যেই বিনষ্ট হয়ে যায়। সতীধর্মের এই সারকথা ব্রতচারিণী মাতা সাবিত্রী আমাকে স্ত্রীধর্ম অধ্যয়নকালে অবগত করান।। ৪৯।। (হায় কি দুর্ভাগ্য !) পরপুরুষের প্রতি আমার বাসনাত্মক মনোরথের কারণে আমি আজ আমার সতীধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছি। আমার ইহকাল ও পরকালের কি হবে ?।। ৫০।।

ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তী সা পুত্রী মেধাতিথেস্তদা।
দুঃখার্তা বহুলাং দেবীং সাবিত্রীং চাসদাদ হ।। ৫১।।
তথাবিধান্তু তাং দৃষ্ট্বা বিবর্ণবদনাং সতীম্।
ধ্যানচিন্তাপরা ভূতা সাবিত্রী বিমমর্ষ হ।। ৫২।।

এই ঘোর চিন্তায় মেধাতিথি মুনির পুত্রী অরুন্ধতী অতীব দুঃখিত হলেন এবং বড়ই ব্যাকুল হয়ে দেবী বহুলা এবং সাবিত্রীর নিকট উপনীত হলেন।। ৫১।। সতী অরুন্ধতীকে সেইরূপ বিবর্ণবদনা অবলোকন ক'রে সাবিত্রী তার কারণ জ্ঞাত হওয়ার জন্য ধ্যানমগ্ন হয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেন।। ৫২।।

বিমৃষ্য দিব্যজ্ঞানেন সর্বং জ্ঞাতবতী সতী।
বসিষ্ঠেন হ্যরুন্ধত্যা যথাভূদ্দর্শনং তথা।। ৫৩।।
যথা তয়োঃ সম্প্রবৃদ্ধো মনোজশ্চাতিদুঃসহঃ।
মুখবৈবর্ণ্যহেতুশ্চ সাবিত্রী দিব্যদর্শিনী।। ৫৪।।

এইরূপে গভীরভাবে চিন্তা ক'রে দিব্যদর্শিনী সাবিত্রী তাঁর দিব্যজ্ঞানের সাহায্যে কিভাবে অরুন্ধতী ও বসিষ্ঠের পরস্পরের দর্শন হয়েছিল, কিভাবে তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি উদগ্র বাসনাময় হয়ে পড়েছিলেন যার ফলশ্রুতিস্বরূপ অরুন্ধতী অন্তরে সুতীব্র দুঃখ অনুভবের কারণে তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল সেই সমুদয় বৃত্তান্ত তিনি পরিজ্ঞাত হলেন।। ৫৩-৫৪।।

অথ মেধাতিথেঃ পুত্র্যা মূর্ধ্নি হস্তং নিবেশ্য সা।
ইদমাহ মহাদেবী সাবিত্রী চরিতব্রতা।। ৫৫।।
বৎসে তব মুখং কস্মাদ্ভিন্নবর্ণমভূদিদম্।
ছিন্ননালং যথাপদ্মং সূর্যাংশুপরিতাপিতম্।। ৫৬।।

এরপর চরিত্রব্রতা মহাদেবী সাবিত্রী মেধাতিথিতনয়া অরুন্ধতীর মস্তকে হস্ত স্থাপন ক'রে এই কথা বললেন -।। ৫৫।। পুত্রী ! কি কারণে

তোমার বদনমণ্ডল সূর্যকিরণের দ্বারা উত্তপ্ত ছিন্ননাল কমলের ন্যায় ভিন্নবর্ণ (বিবর্ণ) হয়েছে ?।। ৫৬।।

কথং শরীরমভবৎ ম্লানং তে গুণবত্তমে।
যথা নিশাপতের্বিম্বং তনুকৃষ্ণাভ্রসংবৃতম্।। ৫৭।।
অন্তর্মনশ্চ তে ভদ্রে সচিন্তমিব লক্ষ্যতে।
তন্মে কথয় তে গুহ্যন্নৈতচ্চেদ্দুঃখকারণম্।। ৫৮।।

হে গুণবতীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অরুন্ধতী ! ঘন কৃষ্ণ মেঘের দ্বারা সমাচ্ছন্ন নিশাপতি চন্দ্রের শরীর যেমন মলিনরূপে দৃশ্যমান হয়, আজ তোমার শরীর কেন সেই প্রকার মলিন রূপ ধারণ করেছে ?।। ৫৭।। হে ভদ্রে ! তোমার অন্তরাত্মা নিবিড় চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তোমার দুঃখের কারণ যদি গোপনীয় না হয় তাহলে আমাকে জানাও।। ৫৮।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

অথ সাধোমুখী ভূত্বা কিঞ্চিন্নোবাচ লজ্জয়া।
সাবিত্রীং মাতরং গুর্বীং তথা পৃষ্টাপ্যরুন্ধতী।। ৫৯।।
যদা নোক্তবতী কিঞ্চিত্তদা মেধাতিথেঃ সুতা।
স্বয়ং প্রকাশ্য সাবিত্রী তমুবাচ তপস্বিনী।। ৬০।।
বৎসে যোঽসৌ ত্বয়া দৃষ্টো মুনির্ভাস্করসন্নিভঃ।
স বসিষ্ঠো ব্রহ্মসুতস্তব স্বামী ভবিষ্যতি।
তব অস্য চ দাম্পত্যং পুরা ধাত্রৈব নির্মিতম্।। ৬১।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — গুরুতুল্য মাতা সাবিত্রী তাঁকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করলেও অধোবদনা অরুন্ধতী তাঁকে লজ্জায় কিছুই বলতে পারলেন না।। ৫৯।। যখন মেধাতিথি দুহিতা কোন কিছুই ব্যক্ত করলেন না তখন তপস্বিনী সাবিত্রী স্বয়ং সেই বৃত্তান্ত প্রকাশ ক'রে অরুন্ধতীকে বললেন - পুত্রী ! তুমি ভাস্করসন্নিভ তেজস্বী যে মুনিকে দর্শন করেছ, তিনি হলেন ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ। তিনিই তোমার স্বামী হবেন। পূর্বেই বিধাতা তোমার ও তাঁর দাম্পত্য জীবন নির্ধারিত করে রেখেছেন।। ৬০-৬১।।

অতস্তব সতীভাবো ন হীনস্তস্য দর্শনাৎ।
যদ্বা তবাভূদ্ধৃদয়ং সকামস্তস্য দর্শনাৎ।
ন তদ্দোষকরং পুত্রি মনোদুঃখং ততস্ত্যজ।। ৬২।।
ত্বয়া পরং তপঃ কৃত্বা পূর্বজন্মনি শোভনে।
বৃতঃ স এব দয়িতঃ সকামস্তেন স ত্বয়ি।। ৬৩।।
শৃণু পূর্বং ত্বয়া বৎসে বসিষ্ঠোঽয়ং বৃতঃ পতিঃ।
যথা তপঃ কৃতং তত্র যেন ভাবেন সন্ততম্।। ৬৪।।

সুতরাং হে পুত্রী ! যদি তাঁকে দর্শনের কারণে তোমার হৃদয় সকাম হয়ে থাকে তাহলে তার ফলে তোমার সতীভাব নষ্ট হয়নি। এই ঘটনাটি দোষকর নয়। সেইজন্য তুমি তোমার মনের দুঃখ ত্যাগ কর।। ৬২।। তুমি পূর্বজন্মে কঠোর তপস্যা ক'রে তাঁকেই পতিরূপে বরণ করেছিলে। সেইজন্যই তিনি তোমার প্রতি সকাম মনোভাবযুক্ত হয়েছেন।। ৬৩।। বৎসে ! পূর্বে তুমি যে ভাব সহকারে নিরন্তর তপস্যা ক'রে বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করেছিলে সেই সমুদয় বৃত্তান্ত তুমি শ্রবণ কর।। ৬৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যুক্ত্বা সা চ সাবিত্রী যথা সন্ধ্যাভবৎ পুরা।। ৬৫।।
কৃতং তপো যদর্থন্তু চন্দ্রভাগাহ্বয়ে গিরৌ।
বসিষ্ঠেন যথাপূর্বং বর্ণিরূপেণ বেধসঃ।। ৬৬
বচনাদুপদিষ্টা সা তপশ্চর্যাং দুরত্যয়াম্।
যথা প্রসন্নো ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ।। ৬৭।।
বরং যথা দদৌ তস্যৈ মর্যাদা স্থাপিতা যথা।
যথা বা বাঞ্ছিতঃ স্বামী বসিষ্ঠঃ স তয়া মুনিঃ।। ৬৮।।
মেধাতিথের্যথা যজ্ঞে বহ্নৌ ত্যক্তং তয়া বপুঃ।।
যথা তত্তনয়া জাতা তসৈ তদ্বিস্তরাৎ তদা।। ৬৯।।
সাবিত্রী কথয়ামাস ক্রমাদ্বহুলয়া সহ।। ৭০।।

সাবিত্রী এই কথা ব'লে সন্ধ্যার জন্ম, তাঁর চন্দ্রভাগ পর্বতে ঘোর তপস্যার উদ্দেশ্য, ব্রহ্মার বচনানুসারে বশিষ্ঠের সন্ধ্যাকে তপস্যাব্রতের বিধি সম্পর্কে উপদেশ প্রদান, সন্ধ্যার ঘোর তপস্যা, তাঁর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান্ বিষ্ণুর তাঁর সম্মুখে প্রকট হয়ে তাঁকে বরদান, তাঁর প্রার্থনা অনুসারে ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক প্রাণিগণের শরীরে কামভাব উৎপন্ন হওয়ার বয়সসীমা নির্ধারণ, তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য বসিষ্ঠকে তাঁর স্বামীরূপে লাভ করার বিষ্ণু কর্তৃক বর প্রদান, মহামুনি মেধাতিথির যজ্ঞের অগ্নিতে তাঁর দেহ ত্যাগ, তাঁর সেই মেধাতিথি মুনির কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ এই সমস্ত সমাচার মহাসতী সাবিত্রী দেবী বহুলাকে সঙ্গী করে সন্ধ্যার সম্মুখে বর্ণনা করলেন।। ৬৫-৭০।।

অথ তস্যা বচঃ শ্রুত্বা যদভূৎ পূর্বজন্মনি।
তচ্ছুত্বা বৈ তদা জ্ঞাতং মম সর্বং মনোগতম্।। ৭১।।
ইত্যতীব ত্রপাং পাপ্য সাতীবাভূদধোমুখী।
সাবিত্রীবচনাদ্ভূতা পূর্বজন্মস্মরা চ সা।। ৭২।।

তখন অরুন্ধতী তাঁর পূর্বজন্মের সমুদায় বৃত্তান্ত মাতা সাবিত্রীর মুখ থেকে শ্রবণ ক'রে ভাবলেন যে মাতা সাবিত্রী তাঁর সমস্ত মনোগত কথাই জানতে পেরেছেন। এই ভেবে অরুন্ধতী লজ্জায় অধিকতর অধোমুখী হলেন এবং সাবিত্রীর কথা শ্রবণ ক'রে তিনি জাতিস্মর হলেন।। ৭১-৭২।।

তথৈবাধোমুখী ভূত্বা যদ্বৃত্তং পূর্বজন্মনি।
তস্য সর্বস্য সস্মার দিব্যজ্ঞারুন্ধতী তদা।। ৭৩।।
পূর্বং বিষ্ণুপ্রসাদেন সা ভূত্বা দিব্যদর্শনী।
অধুনা বাল্যভাবেন প্রচ্ছন্না দিব্যদর্শনা।। ৭৪।।

তখন অরুন্ধতী সেই প্রকার অধোমুখী অবস্থাতেই পূর্বজন্মের সমস্ত বৃত্তান্ত দিব্য জ্ঞানবলে স্মরণ করতে পারলেন।। ৭৩।। পূর্বকালে তিনি দিব্যদর্শনা ছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে বাল্যভাবের কারণে তাঁর সেই দিব্যদর্শন শক্তি সুপ্ত অবস্থায় ছিল।। ৭৪।।

সাবিত্রীবচনাচ্ছুত্বা বৃত্তান্তং পূর্বজন্মনঃ।
প্রত্যক্ষমিব তৎসর্বং পূর্বজ্ঞানমবাপ সা।। ৭৫।।
অবাপ্য পূর্বং জ্ঞানং তদ্যদ্দত্তং বিষ্ণুনা পুরা।
বসিষ্টোঽয়ং বৃতঃ স্বামী ময়া বৈ পূর্বজন্মনি।। ৭৬।।

এখন সাবিত্রীর কথা শ্রবণ ক'রে পূর্বজন্মের সেই সমস্ত বৃত্তান্ত যেন তাঁর সম্মুখে প্রত্যক্ষের ন্যায় দৃশ্যমান হল এবং তিনি পূর্বজন্মের সমস্ত কিছুই জানতে পারলেন।। ৭৫।। পুরাকালে বিষ্ণু তাঁকে যে জ্ঞান দান করেছিলেন তা পুনরায় স্মরণ ক'রে তিনি যে স্বয়ং বসিষ্ঠকে পূর্বজন্মে স্বামীরূপে বরণ করেছিলেন সে কথা জানতে পারলেন।। ৭৬।।

ইতি জ্ঞানবতী দেবী সামোদারুন্ধতী স্বয়ম্।
বসিষ্ঠদর্শনোদ্ভূতে পূর্বং তস্যাস্তু হৃচ্ছয়ে।। ৭৭।।
যথাতঙ্কঃ সমুৎপন্ন সতীত্বস্য নিবারণে।
তঞ্চ স্বয়ং সা তত্যাজ তদা মেধাতিথেঃ সুতা।। ৭৮।।

এই তথ্য অবগত হওয়ার পর অরুন্ধতী বসিষ্ঠকে দর্শনের পর তাঁর অন্তরে উদ্ভূত ভাব স্মরণ ক'রে মনে আনন্দ অনুভব করলেন।। ৭৭।। তখন মেধাতিথি তনয়া অরুন্ধতী বসিষ্ঠকে দর্শনের পর তাঁর শরীরে কামোদ্রেকের কারণে সতীত্বহীন হওয়ার যে আতঙ্ক অন্তরে অনুভব করছিলেন তা তিনি ত্যাগ করলেন।। ৭৮।।

ত্যক্তচিন্তাং ততস্তান্তু বিজ্ঞায়ারুন্ধতীং সতীম্।
সাবিত্রী সূর্যভবনং তয়া সার্ধং জগাম হ।। ৭৯।।
অরুন্ধতীং নিবেশ্যাথ সাবিত্রী সূর্যমন্দিরে।
জগাম ব্রহ্মভবনং সর্বজ্ঞা সা সতীবরা।। ৮০।।
অথ প্রণম্য ব্রহ্মাণং পৃষ্ঠা তেনৈব তৎক্ষণাৎ।
ইদং জগাদ সাবিত্রী ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।। ৮১।।

অনন্তর সাবিত্রী প্রত্যক্ষ করলেন যে অরুন্ধতী চিন্তামুক্ত হয়েছেন। তখন তিনি অরুন্ধতী সহ সূর্যভবনে গমন করলেন।। ৭৯।। তারপর সতীশ্রেষ্ঠা সর্বজ্ঞা সাবিত্রী অরুন্ধন্তীকে সূর্যভবনে স্থাপন ক'রে স্বয়ং ব্রহ্মলোকে গমন করলেন।। ৮০।। ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়ে সাবিত্রী ব্রহ্মাকে প্রণাম করা মাত্রই ব্রহ্মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং প্রত্যুত্তরে সাবিত্রী অমিততেজস্বী ব্রহ্মাকে এই কথা বললেন -।। ৮১।।

সাবিত্রী উবাচ

ভগবন্ জগতাং নাথ বসিষ্ঠং ভবতঃ সুতম্।
মানসস্য গিরেঃ সানৌ দদর্শারুন্ধতী সতী।। ৮২।।
তয়োর্দর্শনমাত্রেণ ববৃধে হৃচ্ছয়ো মহান্।
পরস্পরং তৌ স্পৃহয়াঞ্চক্রতুশ্চ প্রজাপতে।। ৮৩।।

সাবিত্রী বললেন — হে ভগবন্! হে জগতের নাথ ! — আপনার পুত্র বসিষ্ঠকে সতী অরুন্ধতী মানস পর্বতের সানুদেশে দর্শন করেছিলেন।। ৮২।। তাঁদের উভয়ের দর্শনমাত্রই তাঁদের পরস্পরের প্রতি কামবেগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি অভিলাষী হন।। ৮৩।।

ততো ধৈর্যাত্তু সংস্তভ্য মনোজং তৌ সুদুঃখিতৌ।
বিমনস্কৌ গতৌ স্থানং লজ্জিতৌ তৌ স্বকং স্বকম্।। ৮৪।।
এবম্প্রবৃত্তে যদ্‌যোগ্যং তদা ত্বেতদ্বিধীয়তাম্।
আয়ত্যাঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠ লোকানাং হিতকাম্যয়া।। ৮৫।।

তারপর তারা দুইজনে ধৈর্যপূর্বক নিজ নিজ কামভাব সংযত ক'রে নিতান্ত, দুঃখিত, লজ্জিত এবং অন্যমনস্ক হয়ে নিজ নিজ স্থানে গমন করেন।। ৮৪।। হে সুরশ্রেষ্ঠ ! এই ঘটনা ঘটার পর সংসারের কল্যাণার্থে যা কিছু যথাযোগ্য আপনি তাই করুন।। ৮৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা ব্রহ্মা সর্বজগদ্গুরুঃ।
দদর্শ দিব্যজ্ঞানেন প্রবৃত্তিং ভাবিকর্মণঃ।। ৮৬।।
ইদঞ্চ স্বাগতং প্রোচে তদা লোকপিতামহঃ।
তয়োর্দাম্পত্যভাবস্য কালোঽয়ং সমুপস্থিতঃ।। ৮৭।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — সাবিত্রীর বচন শ্রবণ ক'রে সমস্ত সংসারের গুরু ব্রহ্মা স্বীয় দিব্য জ্ঞানের দ্বারা ভবিষ্যতের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করলেন।। ৮৬।। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা নিজ মনে স্বগতোক্তি করলেন যে বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর দাম্পত্যভাবের অর্থাৎ তাঁদের বিবাহের যথার্থ সময় উপস্থিত হয়েছে।। ৮৭।।

অতো লোকহিতার্থায় যাস্যেঽহং তৎপ্রবৃত্তয়ে।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা সাবিত্রীসহিতো বিধিঃ।। ৮৮।।
জগাম মানসপ্রস্থং যত্রাভূদ্দর্শনং তয়োঃ। ৮৯।।

সুতরাং সংসারের কল্যাণের নিমিত্ত সেই কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আমি সেখানে গমন করব। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিত ক'রে তিনি

সাবিত্রীসহিত যেখানে বসিষ্ঠ অরুন্ধতীর সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই মানসপর্বতের সানুদেশে গমন করলেন।। ৮৮-৮৯।।

পিতামহে তত্র যাতে শর্বঃ সুরগণৈর্যুতঃ।
নন্দিভৃঙ্গিপ্রভৃতিভিঃ সমায়াতো বৃষধ্বজঃ।। ৯০।।

পিতামহ সেখানে উপনীত হলে বৃষধ্বজ মহাদেব, নন্দি, ভৃঙ্গি আদি অনুচরগণ সহ সেখানে উপস্থিত হলেন।। ৯০।।

ভগবান্ বাসুদেবোঽপি ব্রহ্মণা পরিচিন্তিতঃ।
ভক্ত্যা সোঽপি জগন্নাথঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
স্থিতৌ ব্রহ্মহরৌ যত্র তত্রৈব স্বয়মাগতঃ।। ৯১।।

ব্রহ্মা ভক্তিভরে ভগবান্ বাসুদেবকে স্মরণ করলেন। তখন জগন্নাথ ভগবান্ বাসুদেবও শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণ ক'রে যেখানে ব্রহ্মা এবং শ্রীহরি পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিলেন সেখানে স্বয়ং আগমন করলেন।। ৯১।।

অথ তে জগতাং নাথা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নারদং প্রেষয়ামাসুর্দূতং মেধাতিথিং প্রতি।। ৯২।।
যাহি দ্রুতং নারদ ত্বং চন্দ্রভাগাহ্বয়ং গিরিম্।
মুনিস্তস্যোপত্যকায়ামাস্তে মেধাতিথিঃ পরঃ।। ৯৩।।

অনন্তর সংসারের স্বামী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নারদ মুনিকে তাঁদের দূতস্বরূপ মেধাতিথির নিকট প্রেরণ করলেন।। ৯২।। তাঁরা নারদমুনিকে

বললেন — হে নারদ ! তুমি দ্রুত চন্দ্রভাগ পর্বতে গমন কর। সেই পর্বতের উপত্যকায় মহামুনি মেধাতিথি নিবাস করেন।। ৯৩।।

তমানায় যথাকামমস্মাকং[71] বচনাৎ স্বয়ম্।
মেধাতিথিং সমাদায় ভবানাগচ্ছতু দ্রুতম্।। ৯৪।।
ব্রহ্মাদীনাং বচঃ শ্রুত্বা নারদোঽপি দ্রুতং যযৌ।
মেধাতিথিং সমানেতুং মহাকার্যস্য সিদ্ধয়ে।। ৯৫।।

আমাদের মনোবাঞ্ছা এবং আমার আদেশ অনুসারে তুমি মেধাতিথিকে এখানে আনয়ন করার জন্য সেখানে গমন কর এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে অনতিবিলম্বে এখানে প্রত্যাগমন কর।। ৯৪।। নারদ মুনিও ব্রহ্মাদি দেবতাগণের বচনানুসারে মহাকার্য সিদ্ধির নিমিত্ত মেধাতিথিকে সেখানে আনয়ন করার জন্য দ্রুত গমন করলেন।। ৯৫।।

মেধাতিথিং সমাভাষ্য দেবানাং বচনৈস্ততঃ।
মেধাতিথিং সমাদায় যযৌ মানসপর্বতম্।। ৯৬।।
সেন্দ্রা দেবগণাঃ সর্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
সাধ্যা বিদ্যাধরা যক্ষা গন্ধর্বাশ্চ সমাগতাঃ।। ৯৭।।
দেবাশ্চ সর্বে দেব্যশ্চ যে দেবানুচরাস্তথা।
তে সর্বে মানসপ্রস্থং যাতাশ্চান্যে চ জন্তবঃ।। ৯৮।।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণের কথা অনুসারে নারদ মেধাতিথির সঙ্গে কথোপকথনের পর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মানসপর্বতে প্রত্যাবর্তন

71. পাঠান্তর — যথাকালম্।

করলেন।। ৯৬।। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাগণ, সকল মুনিগণ, তপস্বিগণ, সাধ্য, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব, সমস্ত দেবপত্নী, দেবতাগণের অনুচরগণ এবং প্রাণিগণ মানসপ্রস্থে আগমন করলেন।। ৯৭-৯৮।।

অথ ভূতে সমাজে তু দেবানাং কমলাসনঃ।
মেধাতিথিং মুনিং বাক্যমিদমাহাতিদেশয়ন্। ৯৯।।

ব্রহ্মোবাচ

মেধাতিথে বসিষ্ঠায় পুত্রীং তে চরিতব্রতাম্।
দেহি ব্রাহ্মেণ বিধিনা সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্।। ১০০।।

এইভাবে সেখানে দেবগণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কমলাসন ব্রহ্মা মেধাতিথিকে আদেশ দান ক'রে বললেন - হে মেধাতিথি ! তোমার চরিত্রব্রতা কন্যা অরুন্ধতীকে এই দেবসভামধ্যে ব্রাহ্মবিবাহের বিধি অনুযায়ী বসিষ্ঠের হস্তে সম্প্রদান কর।। ৯৯-১০০।।

বধূবরত্বমনয়োঃ পূর্বং সৃষ্টং ময়ৈব হি।
হরিণা চাপ্যনুজ্ঞাতং কর্ম চৈতৎ সমঞ্জসম্।। ১০১।।
এবং কৃতে তব কুলে ভবিষ্যতি মহদ্যশঃ।
হিতঞ্চ সর্বভূতানাং দেহি তাং মা চিরং কৃথাঃ।। ১০২।।

এদের (বসিষ্ঠ-অরুন্ধতীর) দাম্পত্যবন্ধন আমি পূর্বেই স্থির করে রেখেছি। এই সুসঙ্গত কার্যে শ্রীহরিরও অনুমোদন আছে।। ১০১।। এই কার্য করলে তোমার কুল মহান যশ লাভ করবে এবং সমস্ত প্রাণিকুলের

কল্যাণ সাধিত হবে। সেইজন্য তুমি দেরী না ক'রে বসিষ্ঠের হস্তে তোমার কন্যাকে সম্প্রদান কর।। ১০২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততো ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা হ্যতিপ্রমুদিতো মুনিঃ।
এবমস্ত্বিতি চোবাচ নত্বা তান্ সুরপুঙ্গবান্। ১০৩।।
এষাং তু বচনাৎ পুত্রীমাদায়ারুন্ধতীং মুনিঃ।
ধ্যানস্থস্য বসিষ্ঠস্য দেবৈঃ সহ জগাম হ।। ১০৪।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — তখন ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ ক'রে মেধাতিথি মুনি অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ দেবতাগণকে প্রণাম ক'রে তাঁদেরকে বললেন — আচ্ছা তাই হবে।। ১০৩।। মেধাতিথি মুনি তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণের বচনানুসারে স্বীয় কন্যা অরুন্ধতীসহিত দেবতাগণ সমভিব্যাহারে যেখানে বসিষ্ঠমুনি ধ্যানস্থ হয়ে অবস্থান করছিলেন সেখানে গমন করলেন।। ১০৪।।

গত্বা বসিষ্ঠনিকটং দেবৈঃ পরিবৃতো মুনিঃ।
ব্রাহ্মশ্রিয়া দীপ্যমানং জ্বলন্তমিব পাবকম্।। ১০৫।।
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু ধৃতবুদ্ধিং পৃথক্ পৃথক্।
দদর্শ মুনিমাসীনং মানসাচলকন্দরে।
বসিষ্ঠমোজস্বিবরং বালসূর্যমিবোদিতম্।। ১০৬।।

দেবগণপরিবৃত মেধাতিথি মুনি বসিষ্ঠ মুনির সন্নিকটে গমন ক'রে

দেখলেন যে মানস পর্বতের কন্দরে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের প্রতি পৃথক পৃথক ভাবে অনুরক্ত, প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য দীপ্যমান, ব্রাহ্মণ্যশোভাসমুজ্জ্বল, নবোদিত সূর্যের ন্যায় অতিশয় তেজসম্পন্ন বসিষ্ঠ মুনি ধ্যানমগ্ন।। ১০৫-১০৬।।

অথ পুত্রীমগ্রগতাং কৃত্বা মেধাতিথির্মুনিঃ।
বসিষ্ঠং নিয়তাত্মনমুবাচারুন্ধতীপিতা।। ১০৭।।

ঋষিরুবাচ

ভগবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্র পুত্রীং মে চরিতব্রতাম্।
দত্তাং প্রতিগৃহাণৈনাং[72] ময়া ব্রাহ্মেণ ধর্মতঃ।। ১০৮।।

তখন মেধাতিথি মুনি কন্যা অরুন্ধতীকে অগ্রে রেখে সংযতভাবে বসিষ্ঠ মুনিকে বললেন — হে ভগবন্ ব্রহ্মপুত্র ! আমি ব্রাহ্মবিবাহের বিধি অনুসারে আমার এই ব্রতচারিণী কন্যাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করলাম। আপনি একে গ্রহণ করুন।। ১০৭-১০৮।।

যত্র যত্রাশ্রমে ব্রহ্মন্ স্বেচ্ছয়া নিবসিষ্যসি।
ত্বদ্ভক্ত্যৈষা ভবিত্রী চ চ্ছায়েবানুগতা তব।। ১০৯।।
তত্র তত্রৈব মে পুত্রী সমানব্রতধারিণী।
পতিব্রতা বরারোহা শুশ্রূষাস্তে করিষ্যতি।। ১১০।।

72. প্রতিগৃহণেমাং

হে ব্রহ্মণ্! আপনি আপনার নিজের ইচ্ছায় যেখানে যেখানে আশ্রম প্রস্তুত ক'রে নিবাস করবেন, সেখানে সেখানেই আমার এই ব্রতচারিণী কন্যা আপনার প্রতি ভক্তি সহকারে ছায়ার ন্যায় আপনার অনুগমন করবে।। ১০৯।। সেখানে সেখানেই সমানব্রতধারিণী হয়ে আমার এই উত্তমা কন্যা আপনার সেবা-শুশ্রূষা করবে।। ১০৯।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি শ্রুত্বা বসিষ্ঠস্তু মুনির্মেধাতিথের্বচঃ।
দৃষ্ট্বা সমাগতান্ দেবান্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিকান্।
অবশ্যমেতদ্ভাবীতি নিশ্চিত্য দিব্যচক্ষুষা।। ১১১।।
ব্রহ্মণঃ সম্মতে পুত্রীং তদা মেধাতিথের্মুনেঃ।
বসিষ্ঠঃ প্রতিজগ্রাহ বাঢ়মিত্যুক্তবাংশ্চ হ।। ১১২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — মেধাতিথি মুনির বচন শ্রবণ ক'রে এবং সমাগত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ প্রমুখ দেবতাগণকে দর্শন ক'রে বসিষ্ঠ দিব্যদৃষ্টিবলে নিরূপণ করলেন যে এই বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী।। ১১১।। তারপর ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে বসিষ্ঠ বললেন 'বেশ তাই হবে' এবং এইরূপ কথা ব'লে তিনি মেধাতিথি মুনির কন্যা অরুন্ধতীকে স্বীকার করলেন।। ১১২।।

গৃহীতপাণিঃ সা দেবী বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
পত্যুঃ পাদযুগে চক্ষুর্যুগং ন্যস্তবতী সতী।। ১১৩।।
ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চান্যে তথামরাঃ।
বিবাহবিধিনা তৌ তু মোদয়াঞ্চক্রুরুৎসবৈঃ।। ১১৪।।

মহাত্মা বসিষ্ঠ তাঁর পাণিগ্রহণ করলে সতী অরুন্ধতী, পতি বসিষ্ঠের চরণযুগলে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।। ১১৩।। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং অন্যান্য দেবগণ নবদম্পতিকে বিবাহবিধি অনুসারে নানাপ্রকারে উৎসবে আমোদিত করতে লাগলেন।। ১১৪।।

সাবিত্রী প্রমুখা দেব্যো দেবাশ্চেন্দ্রাদয়স্তথা।
দক্ষ্যাদ্যাঃ কশ্যপাদ্যাস্তু মুনয়োঽতিতপোধনাঃ।। ১১৫।।
উন্মুচ্য ব্রহ্মবচনাদ্বল্কলঞ্চাজিনং জটাঃ।
মন্দাকিনীজলেনাশু স্নাপয়িত্বা সুতং বিধেঃ।। ১১৬।।
জাম্বুনদৈস্তথা দিব্যৈর্ভূষণৈশ্চ মনোহরৈঃ।
বসিষ্ঠং ভূষয়াঞ্চক্রুস্তথৈবারুন্ধতীং সতীম্।। ১১৭।।

সাবিত্রী প্রমুখ দেবীগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং দক্ষ, কশ্যপ প্রমুখ অতি তপস্বী মুনিগণ ব্রহ্মার বাক্য অনুসারে তাঁর পুত্র বসিষ্ঠকে তাঁর শরীর থেকে বল্কল, মৃগচর্ম তথা জটা উন্মোচিত ক'রে শীঘ্র তাঁকে মন্দাকিনী সলিলে স্নান করিয়ে জম্বুনদের স্বর্ণ নির্মিত নানা প্রকার দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত করলেন। সতী অরুন্ধতীকেও একই প্রকারে বিবিধ দিব্য স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত করা হল।। ১১৫-১১৭।।

ভূষয়িত্বাথ তৌ তত্র সমাপ্য মুনিভির্বিধিম্।
বিবাহাবভৃথঞ্চক্রুস্তয়োর্বিধিহরীশ্বরাঃ।। ১১৮।।

এইভাবে মুনিগণ উভয়কে বিবিধ সাজসজ্জা ও ভূষণে সুসজ্জিত

ক'রে বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন করলেন। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শ্রীহরি দেবতাত্রয় বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতীকে অবভৃথ[73] স্নান করালেন।। ১১৮।।

নিধায় সর্বতীর্থানাং তোয়ং জাম্বুনদে ঘটে।
আশীর্বাদকরৈর্মন্ত্রৈর্গায়ত্র্যা দ্রুপদাদিভিঃ।। ১১৯।।
স্বয়ং তৌ স্নাপয়াঞ্চক্রুর্ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
ততো মহর্ষয়শ্চান্যে তথা দেবর্ষয়শ্চ যে।। ১২০।।

এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর গায়ত্রী[74], দ্রুপদা[75] প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে তাঁদের আশীর্বাদযুক্ত হস্ত নবদম্পতির মস্তকে স্থাপন করলেন এবং জাম্বুনদের স্বর্ণ নির্মিত কলসে রক্ষিত সকল তীর্থের পবিত্র বারিদ্বারা পতি-পত্নীযুগল বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতীকে স্নান করালেন। তারপরে অন্যান্য যে সকল মহর্ষি সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও নবদম্পতিকে স্নান করালেন।। ১১৯-১২০।।

---

73. অবভৃথ — সোমযাগের পর সপত্নীক স্নান।

74. গায়ত্রী মন্ত্র - ওঁ ভূর্ভবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। এই মন্ত্রের অর্থ হল - যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, যিনি উপাসনার যোগ্য, যিনি জ্ঞান ও আলোর মূর্ত প্রতীক, যিনি সকল পাপ ও অজ্ঞতা দূরকারী, আমরা সেই স্রষ্টার মহিমার ধ্যান করি। তিনি আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করুন।

75. দ্রুপদা মন্ত্র — এই মন্ত্র পূজা এবং প্রাত্যহিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সময় শরীরকে পবিত্র করার নিমিত্ত শরীরে জল সিঞ্চনকালে উচ্চারিত হয়।

তে সর্বে ঋগ্‌যজুঃসামবেদভাগৈর্মহাস্বরৈঃ।
গঙ্গাদিসরিতাং তোয়ৈশ্চক্রুঃ শান্তিং তয়োর্মুহুঃ।। ১২১।।
ভুবনত্রয়সঞ্চারি বিমানং সূর্যবর্চসম্।
অব্যাহতগতিং ব্রহ্মা সতোয়ঞ্চ কমণ্ডলুম্।। ১২২।।

তারপর উপস্থিত সকল মহর্ষি ও দেবতাগণ সুমধুর উচ্চস্বরে ঋগ্ যজু ও সাম বেদের মন্ত্রসমূহ পাঠ ক'রে গঙ্গা প্রভৃতি নদীর জল দ্বারা বারম্বার তাঁদের শান্তিবিধান করলেন।। ১২১।। ব্রহ্মা তাঁদেরকে ত্রিভুবনে অব্যাহতগতিতে ভ্রমণশীল সূর্যের ন্যায় তেজস্বী একখানি বিমান ও দিব্য জলপূর্ণ একটি কমণ্ডলু উপহার দিলেন।। ১২২।।

তাভ্যাং দায়ং দদৌ বিষ্ণুর্দুষ্প্রাপং স্থানমুত্তমম্।
যদূর্ধ্বং সর্বদেবানাং মরীচ্যাদেঃ সমীপতঃ।। ১২৩।।
সপ্তকল্পান্তজীবিত্বং রুদ্রঃ প্রাদাত্তয়োর্বরম্।। ১২৪।।

ভগবান্ বিষ্ণু তাঁদেরকে যৌতুক হিসাবে প্রদান করলেন সকল দেবতাগণের ঊর্ধ্বে মরীচি আদি ঋষিগণের নিকটস্থ উত্তম দুর্লভ স্থান।। ১২৩।। রুদ্র উপঢৌকন হিসাবে তাঁদেরকে সাত কল্প (৩০২৪০০০০০০০ মানব বর্ষ) পর্যন্ত জীবিত থাকার বর প্রদান করলেন।। ১২৪।।

অদিতিঃ কুণ্ডলযুগং ব্রহ্মণা নির্মিতং স্বকম্।
দদৌ স্বকর্ণাদাকৃষ্য পুত্র্যৈ মেধাতিথেস্তদা।। ১২৫।।
পাতিব্রতাত্বং সাবিত্রী বহুলা বহুপুত্রতাম্।
দেবেন্দ্রো বহুরত্নানি ধনেশেন সমং দদৌ।। ১২৬।।

অদিতি ব্রহ্মানির্মিত নিজের কুণ্ডলদ্বয় স্বীয় কর্ণযুগল থেকে উন্মোচিত ক'রে মেধাতিথিতনয়া অরুন্ধতীকে উপহার দিলেন।। ১২৫।। অরুন্ধতীকে সাবিত্রী বর দিলেন পাতিব্রত্য, বহুলা দিলেন বহু পুত্রের জননী হওয়ার ক্ষমতা এবং ইন্দ্র দিলেন কুবেরের সমান বহু ধনরত্ন।। ১২৬।।

এবং দেবাশ্চ মুনয়ো দেব্যশ্চান্যে চ যে স্থিতাঃ।
দদুস্তত্র যথাযোগ্যং দায়ং তাভ্যাং পৃথক্ পৃথক্।। ১২৭।।
এবং বিবাহ্য বিধিবৎ সৌবর্ণে মানসাচলে।
অরুন্ধত্যা[76] বসিষ্ঠস্তু মোদমাপ তয়া সহ।। ১২৮।।

অন্যান্য যে সকল দেবদেবী ও মুনিগণ ও অন্যান্য যারা তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই তাঁদেরকে যথাযোগ্য যৌতুক উপহার দিলেন।। ১২৭।। এইভাবে সেই স্বর্ণময় মানস পর্বতে অরুন্ধতীর সঙ্গে বিধি-পূর্বক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসিষ্ঠ তাঁর সঙ্গে আনন্দ লাভ করলেন।। ১২৮।।

তত্র যৎ পতিতং তোয়ং মানসাচলকন্দরে।
বিবাহাবভৃথার্থায় শান্ত্যর্থে চ সুরাহৃতম্।। ১২৯।।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবপাণিভিঃ সমুদীরিতম্।
ততোয়ং সপ্তধা ভূত্বা পতিতং মানসাচলাৎ।
হিমাদ্রেঃ কন্দরে সানৌ সরস্যাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। ১৩০।।

76. পাঠান্তর - অরুন্ধতীং।

তত্তোয়ং পতিতং শিপ্রে দেবভোগ্যে সরোবরে।
তেন শিপ্রা নদী জাতা বিষ্ণুনা প্রেরিতা ক্ষিতৌ।। ১৩১।।

সেই বিবাহ পরবর্তী স্নান (অবভৃথ) এবং শান্তির উদ্দেশ্যে নবদম্পতির অঙ্গে সিঞ্চনের নিমিত্ত দেবতাগণের দ্বারা আনীত জল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের হস্ত হতে প্রথমে সেই মানসপর্বতের কন্দরে পতিত হয়। পরে সেই জল মানসাচল থেকে নিম্নাভিমুখী ও সপ্তভাগে বিভক্ত হয়ে হিমালয়ের কন্দর, সানু ও সরোবরে পৃথক পৃথকভাবে প্রবাহিত হয় এবং সেই জল ক্রমে দেবভোগ্য শিপ্রা সরোবরে পতিত হয় এবং সেখান থেকেই বিষ্ণুদ্বারা প্রেরিত হয়ে শিপ্রা নদী উৎপন্ন হয়।। ১২৯-১৩১।।

মহাকৌষীপ্রপাতে তু যদ্বারি পতিতং তু বৈ।
কৌষিকী নাম সা জাতা বিশ্বামিত্রাবতারিতা।। ১৩২।।
উমাক্ষেত্রে যৎ পতিতং তোয়ং তেন মহানদী।। ১৩৩।।
কাবেরী নাম সা জাতা কাবেরসরসঃ স্মৃতা।[77]
মহাকালে সরঃশ্রেষ্ঠে পতিতং তজ্জলং গিরেঃ।। ১৩৪।।

যে জল মহাকৌষিকী প্রপাতে পতিত হয় সেই জল থেকে বিশ্বামিত্র মুনির দ্বারা পৃথিবীতে অবতারিত হয়ে কৌষিকী নদীর উৎপত্তি হয়।। ১৩২।। যে জলধারা উমাক্ষেত্রে পতিত হয় সেই জলে কাবেরী নামক মহানদী, সকল সরোবরের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মহাকাল সরোবর থেকে নিঃসৃত হয়।। ১৩৩-১৩৪।।

---

77. পাঠান্তর - মহাকালসরসঃ সৃতা।

হিমাদ্রেঃ পার্শ্বভাগে তু দক্ষিণে শম্ভুসন্নিধৌ।
গোমতী নাম তৈর্জাতা নদী গোমদুদীরিতা।। ১৩৫।।
মৈনাকো নাম যঃ পুত্রঃ শৈলরাজস্য তৎসমঃ।
তস্মিন্ সানৌ সমুৎপন্নো মেনকোদরতঃ পুরা।। ১৩৬।।
যত্তত্র পতিতং তোয়ং তেন জাতা মহানদী।
দেবিকাখ্যা মহাদেবপ্রেরিতা সাগরং প্রতি।। ১৩৭।।

হিমালয় পর্বতের দক্ষিণদিকে শিবের সন্নিকটে যে জল পতিত হয় সেই জল থেকে গোমদ ঋষির প্রেরণায় গোমতী নামক নদীর জন্ম হয়।। ১৩৫।। পুরাকালে মেনকার গর্ভ থেকে হিমালয়ের তাঁরই সমকক্ষ মৈনাক নামে যে পুত্রের জন্ম হয়েছিল, তার সানুতে যে জল পতিত হয়েছিল, সেখান থেকেই দেবিকা নামক মহানদীর উৎপত্তি হয়েছিল। সেই নদী মহাদেবের দ্বারা প্রেরিত হয়ে সমুদ্রগামিনী হয়।। ১৩৬-১৩৭।।

যত্তোয়ং সঙ্গতং দর্ঘাং হংসাবতারসন্নিধৌ।
তেনাভূৎ সরযূর্নাম্না নদী পুণ্যতমা স্মৃতা।। ১৩৮।।
যান্যম্ভাংসি মহাতোয়[78] খাণ্ডবারণ্যসন্নিধৌ।
হিমবৎকন্দরে যাম্যে ইরায়া হ্রদমধ্যতঃ।। ১৩৯।।
ইরাবতী নাম নদী তৈর্জাতা চ সরিদ্বরা।
এতাঃ সর্বাঃ স্নানপানসেবনৈর্জাহ্নবী যথা।। ১৪০।।

78. পাঠান্তর - মহাপার্শ্বে।

হংসাবতারের (রাজহংসদের বিচরণ ক্ষেত্র) নিকটস্থ কন্দরে যে জল পতিত হয় সেই জল থেকে পুণ্যতমা সরযূ নদী উৎপন্ন হয়।। ১৩৮।। যে জল খাণ্ডববনের নিকটে হিমালয় পর্বতের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ইরা নামক হ্রদে পতিত হয় সেই জল থেকে ইরাবতী নামক শ্রেষ্ঠ মহানদীর উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত নদী স্নান, পান ও সেবনের পক্ষে গঙ্গানদীর ন্যায় উত্তম গুণসম্পন্না।। ১৩৯-১৪০।।

ফলং দদতি মর্ত্যানাং দক্ষিনোদধিগাঃ সদা।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং বীজভূতাঃ সনাতনাঃ।। ১৪১।।
মহানদ্যস্তু সপ্তৈতাঃ সর্বদা দেবভোগদাঃ।। ১৪২।।
এবং নদ্যঃ সপ্ত জাতাঃ সদাপুণ্যতমোদকাঃ।
অরুন্ধত্যা বসিষ্ঠস্য বিবাহে দেবসন্নিধৌ।। ১৪৩।

দক্ষিণসমুদ্রগামিনী এই সমস্ত নদী নিরন্তর ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চার পুরুষার্থ প্রদায়িনী। এই সপ্ত মহানদী সতত দেবভোগ্য।। ১৪১-১৪২।। এইভাবে দেবতাদের সান্নিধ্যে অরুন্ধতী ও বসিষ্ঠের বিবাহকালে সদা পুণ্যতমসলিলা সপ্তনদীর উৎপত্তি হয়।। ১৪৩।।

এবং বিবাহ্য স তদা বসিষ্ঠস্তামরুন্ধতীম্।
দেবৈর্দত্তং তদা স্থানং বিমানেন জগাম হ।। ১৪৪।।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং বচনান্মুনিসত্তমঃ।
হিতায় সর্বজগতাং ত্রিষু লোকেষু সর্বদা।। ১৪৫।।
যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে যাদৃক্স্ত্রীণাং ভবতি তাদৃশম্।। ১৪৬।।
বেশং ভাবং শরীরঞ্চ কৃত্বা ধর্মে নিয়োজনম্।
বিচরত্যেষ লোকাংস্ত্রীনপ্রমত্তঃ প্রসন্নধীঃ।। ১৪৭।।

তারপর বসিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হলে বসিষ্ঠ সস্ত্রীক ব্রহ্মাপ্রদত্ত বিমানে আরোহণ ক'রে দেবতাগণের নিকট থেকে উপহারপ্রাপ্ত স্থানে গমন করলেন।। ১৪৪।। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের বচনানুসারে মুনিবর বসিষ্ঠ সর্বদা সর্বজীবের কল্যাণার্থে অপ্রমত্ত ও প্রসন্নচিত্তে যে যে যুগে যে যে বেশ, ভাব এবং শরীরের আবশ্যকতা হয় সেইপ্রকার বেশ ধারণ ক'রে সকলকে ধর্মকার্যে প্রচোদিত কারার নিমিত্ত ত্রিলোক পরিব্রাজনে রত হলেন।। ১৪৫-১৪৭।।

এবং পুরা বসিষ্ঠেন পরিণীতা ত্বরুন্ধতী
সা হিতার্থায় জগতাং দেবানাং বচনাৎ পুরা।। ১৪৮।।
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যমাখ্যানং ধর্মসাধনম্।
সর্বকল্যাণসংযুক্তং চিরায়ুর্বিত্তবান্ ভবেৎ।। ১৪৯।।
যা স্ত্রী শৃণোতি সততমরুন্ধত্যাঃ কথামিমাম্।
পতিব্রতা সা ভূত্বেহ পরত্র স্বর্গমাপ্নুয়াৎ।। ১৫০।।

এইভাবে দেবতাগণের কথায় জগতের হিতার্থে পুরাকালে বসিষ্ঠ অরুন্ধতীকে বিবাহ করেছিলেন।। ৪৮।। যারা এই ধর্মসাধনরূপ আখ্যান নিত্য শ্রবণ করবেন তাঁরা সর্বকল্যাণযুক্ত, চিরজীবী ও বিত্তবান হবেন।। ১৪৯।। যে রমণী সতত এই অরুন্ধতীর কথা শ্রবণ করবেন তিনি ইহলোকে পতিব্রতা হয়ে পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্ত করবেন।। ১৫০।।

ইদং পরং স্বস্ত্যয়নমিদং ধর্মপ্রদং পরম্।
আখ্যানং সর্বদা কীর্তিযশঃপুণ্যবিবর্ধনম্।। ১৫১।।
বিবাহে পুংসি যাত্রায়াং যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়েত্তথা।
স্থৈর্যং পুংসবনং সিদ্ধিঃ পিতৃপ্রীতিশ্চ জায়তে।। ১৫২।।

এই আখ্যান সর্বদা পরম স্বস্ত্যয়ন, পরম ধর্ম, কীর্তি, যশ ও পুণ্য বর্ধন করে।। ১৫১।। এই আখ্যান বিবাহে শ্রবণ করালে স্ত্রীপুরুষের দীর্ঘজীবন, পুংসবনে শ্রবণ করালে পুত্রলাভ, যাত্রাকালে শ্রবণ করালে কার্যসিদ্ধি এবং শ্রাদ্ধে শ্রবণ করালে পিতৃগণের প্রীতিলাভ হয়।। ১৫২।।

ইতি বঃ কথিতং সর্বং বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ।
অরুন্ধতী যথাভূতা ভার্যা বাপি পতিব্রতা।। ১৫৩।।
যস্য বা তনয়া জাতা যতোৎপন্না চ যত্র চ।
যথা ব্রহ্মহরীশানাং বচনাৎ স বৃতঃ পতিঃ।। ১৫৪।।
এতদবঃ সর্বমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরম্।
পুণ্যদং পাপহরণমায়ুরারোগ্যবর্ধনম্।। ১৫৫।।

অরুন্ধতী যেরূপে অতি পতিব্রতা ও মহাত্মা বসিষ্ঠের পত্নী হলেন সেই সমস্ত বিষয় তোমাদের নিকট বিবৃত করলাম।। ১৫৩।। অরুন্ধতী যাঁর কন্যা, তিনি যেরূপে উৎপন্ন হলেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের বচনে তিনি যেরূপে বসিষ্ঠকে পতিত্বে বরণ করেন; পুণ্যজনক, পাপনাশক, আয়ু বৃদ্ধিকারী, আরোগ্যদায়ক গোপন থেকেও গোপনতম সেই সমস্ত বৃত্তান্তই আমি তোমাদের সমক্ষে বর্ণনা করলাম।। ১৫৪-১৫৫।।

ইতি বিপুলবৃযৌঘক্ষেমকারীতিহাসং
সদসি সকৃদপীহ শ্রাবয়েদ্যো দ্বিজানাম্।
স ভবতি কলুযৌঘৈর্হীনদেহঃ সমেতো
মুনিবরসহচর্যাং প্রেত্য গীর্বাণ এব।। ১৫৬।।

এই বিপুল পুণ্যসমূহ ও কল্যাণকারী ইতিহাসকে যে ব্যক্তি একবারও ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে শ্রবণ করাবেন তিনি সংসারের কলুষজাল ছিন্ন ক'রে এই লোকে মুনিগণের সাহচর্য লাভ করবেন এবং পরলোকে স্বর্গ লাভ করবেন।। ১৫৬।।

।। কালিকাপুরাণে অরুন্ধতীবিবাহবর্ণন নামক
ত্রয়োবিংশ (২৩তম) অধ্যায় সমাপ্ত।।

চতুর্বিংশ অধ্যায়
সংহারকথন

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততো হিমবতঃ[79] প্রস্থে গিরেঃ শিপ্রসরস্তটে।
উপবিষ্টো মহাদেবস্তৎসরোঽপশ্যদন্তিকে।। ১।।
পুনঃ পুনঃ প্রেষ্যমাণো ব্রহ্মণা হরিণা চ সঃ।
ধ্যানং কর্তুং তত্র মনঃ স্থিরং কৃত্বা দৃঢ়াত্মবান্।। ২।।
আত্মানমাত্মনা দ্রষ্টুমাত্মন্যেব বিশেষতঃ।
পরমং যত্নমকরোদ্ধ্যানেন স্মরশাসনঃ।। ৩।।

মার্কণ্ডেয় বললেন --- তখন হিমালয় পর্বতের শিখরোপরি শিপ্রসরোবরতীরে উপবিষ্ট মহাদেব সেই সরোবরকে নিকট থেকে অবলোকন করলেন।। ১।। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুপ্রাণিত হয়ে দৃঢ় আত্মবান মহাদেব ধ্যান করার জন্য মনস্থির করলেন।। ২।। স্মর অর্থাৎ কামদেবের দণ্ডদাতা মহাদেব ধ্যানমার্গের দ্বারা নিজ আত্মাতেই নিজের দ্বারা বিশেষরূপে আত্মদর্শন করার জন্য পরম যত্নশীল হলেন।। ৩।।

79. পাঠান্তর — মঘবতঃ

ধ্যানে প্রবিষ্টচিত্তন্তু তং দৃষ্ট্বা দ্রুহিণাদয়ঃ।
হরে প্রবিষ্টাং মায়াখ্যাং তুষ্টুবুর্যতমানসাঃ।। ৪।।

ব্রহ্মাদি নিয়ন্ত্রিত চিত্তযুক্ত দেবতাগণ যখন অবলোকন করলেন যে মহাদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়েছেন তখন তাঁরা শিবের অন্তরে প্রবিষ্ট মহামায়ার স্তুতি আরম্ভ করলেন (কারণ দেবতারা জানতেন যে শিবের অন্তরে মায়ার প্রবেশ না ঘটলে মহাদেব দেবী সতীর জন্য এইরূপ আকুল হতেন না এবং তাঁর অন্তর থেকে সেই মায়াকে নিষ্কাসিত করা না গেলে শিব প্রকৃতিস্থ হবেন না এবং সেটি হবে জগতের কল্যাণবিধানের পক্ষে প্রতিকূল)।। ৪।।

মায়য়া মোহিতো ভর্গঃ সতীশোকাকুলো ভৃশম্।। ৫।।
বিলপত্যেব তাং তস্মিন্ মোহহেতুং জগৎপ্রসূম্।। ৬।।
স্তুত্বা শম্ভুশরীরাত্তু নিঃসার্যৈনাং নিরাকুলাম্।
শম্ভুচিত্তং করিষ্যামো ধ্যানাসক্তং নিরঞ্জনম্।। ৭।।

(তাঁরা ভাবলেন) যে মায়ার দ্বারা মোহিত হওয়ার কারণে জগতের স্রষ্টা মহাদেব সতীশোকে অত্যধিক ব্যাকুল হয়ে বিলাপরত হয়েছেন, সেই মোহের কারণশক্তি মায়ার স্তুতির সাহায্যে শম্ভুর শরীর থেকে তাঁকে বিলুপ্ত ক'রে ধ্যানস্থ নিরঞ্জন শম্ভুর চিত্তকে আমরা ব্যাকুলতারহিত করব।। ৫-৭।।

যাবৎ সতী পুনর্দেহং গৃহীত্বা হরভামিনী।। ৮।।
ভবিত্রী তাবদেবৈষ বিশোকো ধ্যাতু নিষ্কলম্।। ৯।।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ।
যোগনিদ্রাং মহামায়াং স্তোতুমেবং সমারভন্।। ১০।।

যতদিন না সতী পুনরায় জন্মগ্রহণ ক'রে হরের পত্নী হন ততদিন পর্যন্ত তিনি শোকবিহীন চিত্তে নিষ্কল পরমব্রহ্মের ধ্যানে লীন হয়ে থাকুন।। ৯।। মনে মনে এইরূপ চিন্তা ক'রে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মহামায়া যোগনিদ্রার স্তব করতে আরম্ভ করলেন।। ১০।।

অন্তর্মায়াস্তুতি

দেবা উচুঃ

শ্রীশক্তিং পাবনীং তান্তু পুষ্টিং পরমনিষ্কলাম্।
বয়ং স্তুমো মহাভক্ত্যা মহদব্যক্তরূপিণীম্।। ১১।।
শিবাং শিবকরীং শুদ্ধাং স্থূলাং সূক্ষ্মাৎ পরাবরাম্।
অন্তর্বিদ্যামবিদ্যাখ্যাং প্রীতিমেকাগ্রযোগিণীম্।। ১২।।

দেবতাগণ বললেন — যিনি শ্রীশক্তি, যিনি সকলের পবিত্রতা বিধান করেন, যিনি পুষ্টিস্বরূপা, পরম অব্যক্তরূপা, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিরূপা, যিনি শিবের পরমাশক্তি, মঙ্গলদাত্রী, শুদ্ধ, স্থূল, সূক্ষ্ম, শ্রেষ্ঠ এবং সামান্য, যিনি অন্তর্বিদ্যা ও অবিদ্যা নামে আখ্যাতা, যিনি একাগ্রভাবে প্রেমযোগিনী, আমরা ভক্তিবিনম্রচিত্তে তাঁর স্তুতি করি।। ১১-১২।।

ত্বং মেধা ত্বং ধৃতিস্ত্বং হ্রীস্ত্বমেকা সর্বগোচরা।
ত্বং দীধিতিঃ সূর্যগতা সুপ্রপঞ্চপ্রকাশিনী।। ১৩।।
যা তু ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং জগদ্বীজেষু যা জগৎ।
আপ্যায়য়তি ব্রহ্মাদীংস্তম্বান্তান্ যা ত্বমাপগা।। ১৪।।

আপনি বুদ্ধি, ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য, হ্রী অর্থাৎ লজ্জা, যদ্যপি একা তথাপি সর্বগোচরা, আপনি সূর্যের মধ্যে অবস্থিত আলোর কিরণ যার দ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ উত্তমরূপে প্রকাশমান হয়।। ১৩।। আপনিই ব্রহ্মাণ্ডের আধার, জগতের কারণ এবং জগৎ। আপনিই নদী এবং জলরূপে ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত সকলকে পরিতৃপ্ত করেন।। ১৪।।

য একঃ সর্বজগতাং প্রাণভূতঃ সদাগতিঃ।
দেবানাঞ্চ য আধারঃ স নভস্বাংস্তবাংশকঃ।। ১৫।।
একং[80] বিসারি যত্তেজঃ সর্বত্রৈব সমিধ্যতে।
তত্তে রূপং জগদ্বীজং বহুধা যচ্চ দৃশ্যতে।। ১৬।।

যা সর্বজগতের প্রাণস্বরূপ, সদা গতিশীল, দেবতাগণের আধার সেই বায়ু আপনারই অংশ।। ১৫।। যে এক প্রসরণশীল তেজ (জ্যোতি) সর্বত্র প্রজ্বলিত হয়ে থাকে, যা জগতের কারণ এবং যা বহুরূপে পরিদৃশ্যমান, সেই তেজ আপনারই রূপ।। ১৬।।

80. পাঠান্তর — এবং।

যা ব্রহ্মলোকপাতালসান্তরালগতা সদা।
সা ত্বং বিয়ন্মধ্যবহির্বহ্মাণ্ডস্য চ সর্বতঃ।। ১৭।।
অচলাচলচক্রেণ যন্ত্রিতা যা প্রপঞ্চসূঃ।
জগদ্ধাত্রী লোকমাতা সা চ ত্বং মাধবী ক্ষিতিঃ।। ১৮।।

আপনিই সেই আকাশতত্ত্ব যা ব্রহ্মলোক থেকে পাতাল পর্যন্ত, ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর এবং বাহির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।। ১৭।। আপনি এই চলাচল জগৎ প্রপঞ্চের জননীস্বরূপা, আপনি জগৎপালনকর্ত্রী লোকমাতা জগদ্ধাত্রী, আপনি মাধবপত্নী (বিষ্ণুপত্নী) মাধবী পৃথিবী।। ১৮।।

ত্বং বুদ্ধিস্ত্বং তদ্বিষয়া ত্বং মাতা চ্ছন্দসাং গতিঃ।
গায়ত্রী ত্বং বেদমাতা ত্বং সাবিত্রী সরস্বতী।। ১৯।।
ত্বং বার্তা[82] সর্বজগতাং ত্বং ত্রয়ী কামরূপিণী।। ২০।।

আপনি বুদ্ধি এবং বুদ্ধির বিষয়ও আপনিই, আপনি মাতা, ছন্দের গতি, বেদমাতা গায়ত্রী, সাবিত্রী এবং সরস্বতী।। ১৯।। আপনি সর্বজগতের বার্তা (বৃত্তি জীবিকা), আপনি ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারিণী তিন বেদের (ঋক, সাম, যজুঃ) সমষ্টি।। ২০।।

ত্বং হি নিদ্রাস্বরূপেণ প্রাণিনো নির্জরাদয়ঃ।
যে স্বর্গাদ্যোকসঃ সর্বান্ সুস্বপন্তী[82] প্রমোহসি।। ২১।।

---

82. পাঠান্তর — শুভাশয়া।

ত্বং লক্ষ্মীঃ পুণ্যকর্ত্রীণাং পাপিনাং ত্বং হি যাতনা।
তথা নীতিভৃতাং শ্রীশ্চ সুখদানৈশিকী ধৃতিঃ।। ২২।।
ত্বং শান্তিঃ সর্বজগতাং ত্বং কান্তিশ্চন্দ্রগোচরা।
ত্বং ধাত্রী সর্বভূতানাং লক্ষ্মীস্ত্বং বিষ্ণুমোহিনী।। ২৩।।

আপনি যোগনিদ্রারূপে স্বর্গাদিনিবাসী দেবতাদি সকল প্রাণিগণকে সুখী তথা মোহিত করেন।। ২১।। আপনি পুণ্যকর্তাদের সুখ, পাপিগণের যাতনা, নীতিবানদের শ্রী (শোভা) তথা সুখদানের নিমিত্ত ঐশিকী ধৈর্যস্বরূপা।। ২২।। আপনি সর্বজগতের শান্তি, চন্দ্রের কান্তি, সর্বজীবের ধাত্রী (জননী) এবং বিষ্ণুমোহিনী লক্ষ্মী।। ২৩।।

ত্বং তত্ত্বরূপা ভূতানাং পঞ্চানামপি সারকৃৎ।
ত্বং ত্রিলোকী মহামায়া ত্বং নীতির্মোহকারিণী।। ২৪।।
সংসারচক্রেম্বারোপ্য সর্বভূতং মহেশ্বরঃ।
ভ্রাময়ন্নস্তি চ যথা সা ত্বং মায়ামহেশ্বরি।। ২৫।।
জয়ন্তী জয়যুক্তানাং হ্রীর্বিদ্যা নীতিরুত্তমা।
গীতিস্ত্বং সামবেদস্য গ্রন্থিস্ত্বং যজুষাং হুতিঃ।। ২৬।।

আপনি পঞ্চ মহাভূতের সারতত্ত্বরূপিণী, আপনিই ত্রিলোকের মহামায়া, সর্বজনবিমোহিণী নীতি।। ২৪।। হে মহেশ্বরী ! যাঁর সাহায্যে পরমেশ্বর সর্বভূতকে সংসারচক্রে আরোহণ করিয়ে ভ্রমণ করান, আপনিই সেই মায়া।। ২৫।। আপনি জয়যুক্তগণের জয়শক্তি, আপনি হ্রী অর্থাৎ লজ্জা, বিদ্যা ও উত্তমা নীতি। আপনি সামবেদের গীতি, যজুর্বেদের মন্ত্র এবং হোম।। ২৬।।

সমস্তগীর্বাণগণস্য শক্তিস্তমোময়ী সত্ত্বগুণৈকদৃশ্যা।
রজঃপ্রপঞ্চানুভবৈককারিণী যা ন স্তুতা ভব্যকরীহ সাস্তু।। ২৭।।

যিনি তমোময়ী শক্তি তথা রজোগুণের সাহায্যে এই জগতপ্রপঞ্চকে অনুভব করেন, যাকে একমাত্র সত্ত্বগুণের সাহায্যেই উপলব্ধি করা যায়, সমস্ত দেবগণের জ্যোতির্ময়ী শক্তি সেই দেবীর আমরা স্তুতি করি। তিনি আমাদের কল্যাণ করুন।। ২৭।।

সংসারসাগরকরালতরঙ্গদুঃখ-
নিস্তারকারিতরণিশ্চিতিরীতিহীনা।
যাষ্টাঙ্গরূপপরপাবনকেনিপাত[83]-
বিক্ষেপকারিণী[84] গিরৌ প্রণনাম তাং বৈ।। ২৮।।

আপনি চৈতন্যশক্তিহীনা প্রকৃতি। আপনি সংসাররূপী সাগরের করাল তরঙ্গের কারণে উদ্ভূত দুঃখ থেকে নিস্তারকারিণী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রীতি রহিত তরণীস্বরূপা। আপনি পরম পবিত্র অস্টাঙ্গিকযোগরূপ কেনিপাত (দাঁড়) বিক্ষেপে মোক্ষরূপ তরণীযোগে সকলকে উদ্ধার করেন। আপনাকে প্রণাম।। ২৮।।

নাসাক্ষিবক্ত্রভুজবক্ষসি মানসে চ।
ধৃত্বা সুখানি বিদধাতি সদৈব জন্তোঃ।

83. পাঠান্তর - কেলিগীত।

84. পাঠান্তর - বিক্ষেপবেগিনী।

নিদ্রেতি যাতিসুভগা জগতীভবানাং
সা নঃ প্রসীদতু ধৃতিস্মৃতিবৃত্তিরূপা।। ২৯।।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপা যা সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তশক্তির্যা সা মায়া নঃ প্রসীদতু।। ৩০।।

যিনি নাসিকা, মুখ, বাহু, অক্ষি, বক্ষ এবং মনে অবস্থান ক'রে সকল প্রাণিগণের সুখ বিধান করেন, নিদ্রা নামে যিনি এই সংসারে উৎপন্ন সকল লোকগণের সৌন্দর্য বিধান করেন সেই ধৃতি, স্মৃতি, বৃত্তিরূপা দেবী আমাদের উপর প্রসন্ন হন।। ২৯।। সৃষ্টি, স্থিতি, অন্তরূপিণী; সৃষ্টি, স্থিতি, অন্তকারিণী; সৃষ্টি, স্থিতি, অন্ত শক্তি সেই মায়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন।। ৩০।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ —

যোগনিদ্রা মহামায়া সংস্তুতেয়ং তদা সুরৈঃ।
হরস্য হৃদয়াৎ ক্ষিপ্রং নিঃসসার তদাঞ্জসা।। ৩১।।
বিনিঃসৃতায়াং তস্যাং তু বিবেশ মধুসূদনঃ।
শম্ভোরন্তঃ স্বয়ং তস্য শান্ত্যর্থং বিশ্বরূপধৃক। ৩২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — তখন দেবগণদ্বারা এইরূপে স্তুত হয়ে মহামায়া যোগনিদ্রা ক্ষিপ্রগতিতে মহাদেবের হৃদয় থেকে নিষ্ক্রমণ করলেন।। ৩১।। এইভাবে মহাদেবের শরীর থেকে মায়ার নিষ্ক্রমণ ঘটলে বিশ্বরূপ মধুসূদন মহাদেবের অন্তরে শান্তি বিধান করার জন্য স্বয়ং তাঁর অন্তঃকরণে প্রবেশ করলেন।। ৩২।।

প্রবিশ্য হৃদয়ং তস্য কল্পে কল্পে যথাভবৎ।
সৃষ্টিঃ স্থিতিস্তথৈবান্তস্তথাদর্শয়দচ্যুতঃ।। ৩৩।।
যথা সতী তস্য জায়া ভূতা সা যা চ যৎসুতা।
তৎ সর্বং দর্শয়ামাস মুক্তদেহা চ সা যথা।। ৩৪।।

মহাদেবের অন্তরে প্রবেশ করার পর অচ্যুত তাঁকে দর্শন করালেন কিভাবে প্রতি কল্পে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংঘটিত হয়।। ৩৩।। কিভাবে সতী মহাদেবের পত্নী হন, সতী কে, তিনি কার কন্যা ছিলেন, তিনি কিভাবে দেহত্যাগ করেন - সেই সমস্তই তিনি তাঁকে দর্শন করালেন।। ৩৪।।

বহির্ব্যক্তং তু নিঃসারং প্রপঞ্চং রাজসং বহু।
দর্শয়িত্বা পরং জ্যোতির্গতচিত্তং তদাকরোৎ।। ৩৫।।
ততো হরোঽপি তান্ সর্বান্ প্রপঞ্চান্ বীক্ষ্য চাসকৃৎ।
নিঃসারাংশ্চ তদা মত্বা সারে চিত্তং ন্যবেশয়েৎ।। ৩৬।।

নারায়ণ মহাদেবকে পুনঃ পুনঃ দেখালেন যে রজোগুণের আধিক্যযুক্ত বাহ্যিক ব্যক্ত জগৎপ্রপঞ্চ অন্তঃসারশূন্য এবং এইভাবে তিনি মহাদেবের চিত্তকে পরমাত্মার দিব্যজ্ঞানের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করলেন।। ৩৫।। তখন সমস্ত প্রপঞ্চ দর্শন ক'রে মহাদেবেরও উপলব্ধি হল যে এই বাহ্যিক ব্যক্ত জগৎ নিতান্তই অসার। এই উপলব্ধির ফলে তিনি সারতত্ত্ব পরমাত্মাতে স্বীয় চিত্ত সন্নিবেশিত করলেন।। ৩৬।।

ব্রহ্মাদীনাং তদা মায়া দেবানাং তৈঃ পরিষ্টুতা।
প্রতিশ্রুত্য চ কর্তব্যং তত্রৈবান্তর্দধে দ্রুতম্।। ৩৭।।

ভগবানপি বৈকুণ্ঠঃ শম্ভোশ্চিত্তং পদে পদে।
সংযম্য নিঃসৃতঃ কায়াদ্রাজেব রবিমণ্ডলাৎ।। ৩৮।।

তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণের দ্বারা বন্দিতা হয়ে মায়া তাঁদের নিকট অর্পিত কর্তব্য পালনে অঙ্গীকার করলেন এবং সেখান থেকে দ্রুত অন্তর্হিতা হলেন।। ৩৭।। শম্ভুর মন এইভাবে পরমেশ্বরের পরম পদে সংযমিত ক'রে, চন্দ্র যেমন সূর্যমণ্ডলের অভ্যন্তর থেকে নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠনাথ ভগবান্ নারায়ণও মহাদেবের শরীর থেকে নির্গত হলেন।। ৩৮।।

কৃতকৃত্যাস্তদা দেবা ব্রহ্মনারায়ণাদয়ঃ।
স্বং স্বং স্থানং যযুঃ প্রতীযুতাস্তক্ত্বা হরং গিরৌ।। ৩৯।।
ধ্যানাসক্তং মহাদেবং প্রণম্যেন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ।
বিজ্ঞাপ্য মৌনিনং দেবং জগ্মুঃ স্থানং স্বকং স্বকম্।। ৪০।।
যাতেষু তেষু দেবেষু কপর্দী বৃষবাহনঃ।
সহস্রং দিব্যমানেন দধ্যৌ জ্যোতিঃ পরং সমাঃ।। ৪১।।

এইভাবে ব্রহ্মা, নারায়ণাদি দেবতাগণের উদ্দেশ্য সফল হলে তাঁরা মহাদেবকে সেই পর্বতে অধিষ্ঠিত রেখে নিজ নিজ স্থানে গমন করলেন।। ৩৯।। ইন্দ্রাদি দেবগণও ধ্যানাসক্ত মৌনী মহাদেবকে প্রণাম জ্ঞাপন ক'রে নিজ নিজ স্থানে গমন করলেন।। ৪০।। সেইসকল দেবতাগণ বিদায় গ্রহণ করলে কপর্দী (জটাধারী) বৃষবাহন মহাদেব দিব্যমানে এক সহস্র বসর (৩৬০০০০ মানব বর্ষ) পরম জ্যোতির ধ্যানে প্রবৃত্ত হলেন।। ৪১।।

ঋষয় উচুঃ

কথং মধুরিপুঃ শম্ভোঃ প্রবিশ্য হৃদয়েহঞ্জসা।
কল্পে কল্পে স্থিতিং সৃষ্টিং সংযমঞ্চাপ্যদর্শয়ৎ।। ৪২।।
যথা জগৎপ্রপঞ্চায় রাজসা জগতীং গতাঃ।
নিঃসারতা কথং তেষাং দর্শিতা কৈটভারিণা।। ৪৩।।

(মার্কণ্ডেয় মুনির মুখ নিঃসৃত এই বৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে) ঋষিগণ বললেন— কিভাবে মধু-দৈত্যের রিপু (অর্থাৎ মধুসূদন) দ্রুত শম্ভুর হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে তাঁকে বিভিন্ন কল্পে সংঘটিত সৃষ্টি, স্থিতি ও সংযম (প্রলয়) দর্শন করালেন ?।। ৪২।। আর কিভাবেই বা কৈটভদৈত্যের হন্তা[85] রজোগুণযুক্ত জগৎপ্রপঞ্চ এবং তার অসারতা প্রদর্শন করেছিলেন ?।। ৪৩।।

85. দেবীভাগবত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে ভগবান্ বিষ্ণুর যোগনিদ্রাকালে তাঁর কর্ণমল (কানের ময়লা) থেকে মধু ও কৈটভ নামে মহা উপদ্রবকারী দুই দৈত্যের জন্ম হয়। তারা মহাদেবীকে কঠোর তপস্যায় প্রীত ক'রে একমাত্র তাদের ইচ্ছানুসারে মৃত্যুর বর লাভ করে। বর লাভ করার পর তারা ভয়ানক উগ্র হয়ে ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় এবং বেদকে অপহরণ ক'রে পাতালে বন্দী ক'রে রাখে। তখন ব্রহ্মা তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং ভগবান্ বিষ্ণু যুদ্ধ ক'রে দুই ভ্রাতা মধু ও কৈটভকে তাঁর সুদর্শন চক্রে হত্যা করেন। তখন থেকে ভগবান্ বিষ্ণুর নাম হয় মধুসূদন অর্থাৎ মধু দৈত্যের হন্তা এবং কৈটভজিৎ অর্থাৎ কৈটভদৈত্যজয়ী।

কিন্তু সারতরং গুহ্যং পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্।
দর্শিতং তেন তৎ সর্বমাচক্ষ্ব দ্বিজসত্তম্।। ৪৪।।
শ্রোতুমিচ্ছাম ইতি তে মুনীন্দ্রাদ্ভুতমুত্তমম্।
বিস্তরাদিদমাখ্যাহি ধর্মং নিঃশ্রেয়সং পরম্।। ৪৫।।

হে দ্বিজবর ! আপনি আমাদেরকে বলুন বিষ্ণু কিরূপে মহাদেবকে সারাৎসার, পরমগুহ্য, সনাতন পরম জ্যোতি দর্শন করালেন।। ৪৪।। আমরা আপনার নিকট থেকে মুনীন্দ্রগণের জন্য পরম আশ্চর্যজনক ও অতি উত্তম সেই পরম মঙ্গলদায়ক অদ্ভুত ধর্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি। আপনি আমাদের নিকট সেই ধর্মতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।। ৪৫।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

আদিসর্গমহং বক্ষ্যে বারাহং দ্বিজসত্তমাঃ।
কল্পে কল্পে যথা সৃষ্টির্বারাহে যাদৃশী ভবেৎ।। ৪৬।।
আদিসৃষ্টিং দর্শয়িত্বা প্রতিসর্গং তথা হরিঃ।
শম্ভবে দর্শয়ামাস প্রলয়াদীন্ ন্যবোধত।। ৪৭।।

হে দ্বিজসত্তমগণ ! আমি বরাহ কল্প নামক আদি সর্গের বৃত্তান্ত বর্ণনা করব। জেনে রাখ যে সৃষ্টির প্রকৃতি বা স্বরূপ বরাহ কল্পে যেরূপ, অন্য কল্পেও সৃষ্টি সেইরূপ।। ৪৬।। হরি প্রথমে শম্ভুকে আদি সৃষ্টি প্রদর্শন করান। তারপর তিনি তাঁকে প্রতিসর্গে সংঘটিত প্রলয়াদি দর্শন করিয়েছিলেন। তোমরা সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।। ৪৭।।

প্রলয়ং প্রথমং বক্ষ্যে সর্গমাদিং ততঃ পরম্।
প্রতিসর্গং ততো বিপ্রা বারাহং বিনিবোধত।। ৪৮।।
নিমেষো নাম কালাংশো নেত্রোন্মেষবিলক্ষিতঃ।
তৈরষ্টাদশভিঃ কাষ্ঠা কাষ্ঠানাং ত্রিংশতা কলা।। ৪৯।।

আমি তোমাদেরকে প্রথমে প্রলয়কথা শ্রবণ করাব। তারপর বরাহ কল্পের আদি সৃষ্টি ও প্রলয় বর্ণনা করব। তোমরা শ্রবণ কর।। ৪৮।। নয়নের একটি পলকের মধ্যে যেটুকু সময় থাকে তাকে নিমেষ বলা হয়। এইটি কাল অর্থাৎ সময়ের একটি (ক্ষুদ্রতম) অংশ। এইরূপ আঠারটি নিমেষের সমষ্টিকে এক কাষ্ঠা বলা হয় এবং ত্রিশটি কাষ্ঠায় এক কলা হয়।। ৪৯।।

কলাভিস্তাবতীভিস্তু ক্ষণাখ্যঃ পরিকীর্তিতঃ।
ক্ষণৈর্দ্বাদশভিঃ প্রোক্তো মুহূর্তস্তৈস্তু ত্রিংশতা।। ৫০।।
মানুষঃ স্যাদহোরাত্রঃ পক্ষন্তে দশ পঞ্চ চ।
পক্ষাভ্যাং মানুষো মাসঃ পিতৃণাং তদহর্নিশম্।। ৫১।।

ত্রিশ কলাতে এক ক্ষণ, দ্বাদশ ক্ষণে এক মুহূর্ত এবং ত্রিশ মুহূর্তে মানুষের এক অহোরাত্র হয়। পনেরটি অহোরাত্রে এক একটি পক্ষ হয় এবং দুই পক্ষে মানুষের এক মাস হয় এবং এই এক মাসে পিতৃগণের এক অহোরাত্র (রাত দিন) হয়।। ৫০-৫১।।

মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষো দেবানাং তদহর্নিশম্।
কৃষ্ণপক্ষঃ পিতৃণান্তু কর্মার্থং দিবসো মতঃ।। ৫২।।

বার মাসে মানুষের এক বৎসর হয় যা দেবতাদের এক দিবারাত্রের সমান। কৃষ্ণপক্ষ পিতৃগণের দিবাকাল। সেইজন্য কৃষ্ণপক্ষেই পিতৃকার্য সম্পন্ন করতে হয়।। ৫২।।

স্বপ্নার্থং শুক্লপক্ষস্তু রজনী পরিকীর্তিতা।
দেবানাং তু দিনং প্রোক্তং ষন্মাসা উত্তরায়ণম্।। ৫৩।।
রাত্রিঃ স্বপ্নায় দেবানাং ষন্মাসা দক্ষিণায়নম্।
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যান্তু মাসাভ্যামর্কজাভ্যামৃতুঃ স্মৃতঃ।। ৫৪।।

শুক্লপক্ষের পনের অহোরাত্র হল পিতৃগণের নিদ্রার উপযোগী রাত্রিকাল। উত্তরায়ণের ছয়মাস দেবতাগণের দিন এবং দক্ষিণায়নের ছয়মাস দেবতাগণের নিদ্রার উপযোগী রাত্রি। দুই দুইটি সৌরমাসে একটি ঋতু হয়।। ৫৩-৫৪।।

ঋতুভিশ্চায়নং প্রোক্তং ত্রিভিস্তন্মানুষং মতম্।
ঋতুভির্বৎসরঃ ষড়্ভিস্তাংশ্চ শৃণু পৃথক্ পৃথক্।। ৫৫।।
চৈত্রাদিমাসযুগলৈঃ সংজ্ঞাভেদাদ্দ্বিজোত্তমাঃ।
বসন্তশ্চৈত্রবৈশাখৌ গ্রীষ্মো জ্যেষ্ঠঃ শুচিস্তথা।। ৫৬।।

তিন ঋতুতে মানুষের এক অয়ন এবং ছয় ঋতুতে এক বৎসর হয়। প্রত্যেকটি ঋতুর পৃথক পৃথক নাম আছে। তোমরা সেই সমুদয় শ্রবণ কর।। ৫৫।। হে দ্বিজোত্তমগণ ! চৈত্র প্রভৃতি দুই মাসে এক ঋতু হয়। প্রতিটি ঋতুর নির্দিষ্ট নাম আছে। চৈত্র ও বৈশাখ মাস বসন্ত ঋতু এবং জ্যেষ্ঠ ও শুচি অর্থাৎ আষাঢ় এই দুই মাস গ্রীষ্মঋতু।। ৫৬।।

প্রাবৃট্ নভোনভস্যো তু শরৎ স্যাদিষ-কার্তিকে।
সহঃ পৌষৌ চ হেমন্তঃ শিশিরো মাঘফাল্গুনৌ।। ৫৭।।
ষড়িমে ঋতবঃ প্রোক্তো যজ্ঞাদৌ বিবৃতাঃ পৃথক্।। ৫৮।।

শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস বর্ষাঋতু, আশ্বিন ও কার্তিক মাস শরৎঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস হেমন্তঋতু এবং মাঘ ও ফাল্গুন মাস শিশিরঋতু। এই ছয়টি ঋতুর বিষয় বিবৃত হল। এই ছয়টি ঋতুই বিভিন্ন যজ্ঞাদি কর্মের বিহিত কাল।। ৫৭-৫৮।।

নৃণাং মানেন দশভির্লক্ষৈঃ সপ্তভিরুত্তরৈঃ।
অষ্টাবিংশতিসাহস্রৈর্মানং কৃতযুগস্য তু।। ৫৯।।
সন্ধ্যা চতুঃশতানীহ বর্ষাণামন্তরালতঃ।
সন্ধ্যাংশস্তাবতা প্রোক্তস্তদন্তর্গত ঈপ্সিতঃ।। ৬০।।

কৃত অর্থাৎ সত্যযুগের সময়কাল মানুষের হিসাবে সতের লক্ষ আটাশ হাজার বৎসর।। ৫৯।। তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে চারশত বৎসর সন্ধ্যা এবং চারশত বৎসর সন্ধ্যাংশ।। ৬০।।

ত্রেতা দ্বাদশভির্লক্ষৈর্মানুষৈর্বৎসরৈর্ভবেৎ।
ষণ্ণবত্যা সহস্রৈশ্চ সন্ধ্যা চাস্য শতত্রয়ম্।। ৬১।।
শতত্রয়ন্তু সন্ধ্যাংশস্তদন্তঃ পরিকীর্তিতঃ।
চতুঃষষ্টিসহস্রাণি লক্ষাণ্যষ্টৌ প্রমাণতঃ।। ৬২।।
ভবেদ্‌যুগং দ্বাপরাখ্যং তেষু সন্ধ্যা শতদ্বয়ম্।
শতদ্বয়ং তু সন্ধ্যাংশস্তদন্তর্গত ইষ্যতে।। ৬৩।।

ত্রেতাযুগের পরিমাণ হল মানব পরিমাণে বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর। তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে তিন শত বৎসর সন্ধ্যা এবং তিন শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। দ্বাপরযুগের সময়কাল হল মনুষ্য পরিমাণে আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর। তার মধ্যে অন্তর্গত আছে দুইশত বৎসর সন্ধ্যা এবং দুইশত বৎসর সন্ধ্যাংশ।। ৬১-৬৩।।

দ্বাত্রিংশত্তু সহস্রাণি চতুর্লক্ষাণি বৈ কলেঃ।। ৬৪।।
সংবৎসরৈর্ভবেন্মানং সন্ধ্যৈকং প্রোচ্যতে শতম্।
বৎসরাণামেকশতং সন্ধ্যাংশশ্চ তদন্তরে।। ৬৫।।

কলিযুগের সময়কাল হল চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর। তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে একশত বৎসর সন্ধ্যা এবং একশত বৎসর সন্ধ্যাংশ।। ৬৪-৬৫।।

এবং কৃতশ্চ ত্রেতা চ দ্বাপরশ্চ তথা কলিঃ।
মানুষেণ প্রমাণেন ভবেদ্ যুগচতুষ্টয়ম্।। ৬৬।।
ত্রিচত্বারিংশতা লক্ষৈর্মানঞ্চাতুর্যুগং ভবেৎ।
সহস্রৈরপি বিংশত্যা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশসংযুতম্।। ৬৭।।

এইভাবে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি (চক্রাকারে সংঘটিত) এই একটি চতুর্যুগের সময়ের মোট পরিমাণ হল চৌত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার মানববর্ষ।। ৬৬-৬৭।।

দৈবং দিনং বৎসরেণ মানুষেণ সরাত্রকম্।
এবং ক্রমং গণিত্বা তু মানুষীয়ৈশ্চতুর্যুগৈঃ।
দৈবংদ্বাদশসাহস্রং বৎসরাণাং প্রকীর্তিতম্।। ৬৮।।

মানুষের এক বৎসর দেবতাদের একটি দিনরাত্রির সমান। এই নিরিখে গণনা করলে বলা যায় যে মানুষের একটি চতুর্যুগ দেবতাদের বার হাজার বৎসরের সমান।। ৫৬।।

দৈবৈর্দ্বাদশসাহস্রৈর্বৎসরৈর্দৈবিকং যুগম্।
তদ্বৈ চতুর্যুগং নৃণাং সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশসযুতম্।। ৬৯।।
দেবানান্তু কৃতং ত্রেতাদ্বাপরাদিব্যবস্থয়া।
ন যুগব্যবহারোঽস্তি ন চ ধর্মাদিভিন্নতা।। ৭০।।

দেবতাদের বার হাজার বৎসরে একটি দৈবীযুগ হয়। তার মধ্যে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে।। ৬৯।। দেবতাদের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এইরূপ যুগভেদ এবং ধর্মসম্বন্ধী ভিন্নতা (কর্মভিত্তিক ভিন্নতা) নাই।। ৭০।।

কিন্তু চাতুর্যুগং নারং ভবেদ্দৈবযুগং সদা।
দৈবিকৈরেকসপ্তত্যা যুগৈর্মন্বন্তরং ভবেৎ।। ৭১।।
দৈবে যুগসহস্রে দ্বে ব্রহ্মণঃ স্যাদহর্নিশম্।
চতুর্যুগসহস্রে দ্বে নৃণাং মানেন তদ্ভবেৎ।। ৭১।।

কিন্তু সর্বদা মানবীয় চতুর্যুগে একটি দৈব যুগ হয় এবং একাত্তরটি দৈবযুগে একটি মন্বন্তর হয়।। ৭১।। দুই হাজার দৈবযুগে এবং মানুষের দুইহাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিনরাত্রি হয়।। ৭১।।

একস্মিন্ ব্রাহ্মদিবসে মনবঃ স্যুশ্চতুর্দশ।
এবং ব্রাহ্মেণ মানেন দিবসৈস্তু ত্রিভিঃ শতৈঃ।

সষষ্টিভির্বৎসরঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মো বর্ষো নৃণাং যথা।। ৭৩।।

ব্রাহ্মৈঃ পঞ্চশতা বর্ষৈঃ পরার্ধঃ পরিকীর্তিতঃ।

তদীশ্বরস্য দিবসস্তাবতী রাত্রীরীর্য্যতে[86] ।। ৭৪।।

ব্রহ্মার এক দিনে চৌদ্দজন মনু থাকেন। এইরূপ মানুষের ন্যায় তিনশত যাট দৈবদিনে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়।। ৭৩।। ব্রহ্মার পঞ্চাশ বৎসরকে এক পরার্ধ বলা হয়। একটি পরার্ধে ঈশ্বরের (মহাদেবের) এক দিন এবং ঐ সমপরিমাণ সময়ে তাঁর এক রাত্রি হয়।। ৭৪।।

শতেন ব্রহ্মণো বর্ষো কালঃ স্যাদ্দ্বিপরার্ধকঃ।

পরার্ধদ্বিতীয়েঽতীতে ব্রহ্মণঃ প্রলয়ো ভবেৎ।। ৭৫।।

প্রলীনে ব্রহ্মণি পরে জগতাং প্রাকৃতো লয়ঃ।

সমস্তজগদাধারমব্যয়ং যৎ পরাৎপরম্।। ৭৬।।

তস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য দিবারাত্রঞ্চ যদ্ভবেৎ।

তৎ পরং নাম তস্যার্ধং পরার্ধমভিধীয়তে।। ৭৭।।

ব্রহ্মার একশত বৎসরে দ্বিপরার্ধ কাল হয়। এই দ্বিপরার্ধ কাল অতিক্রান্ত হলে ব্রহ্মার লয় হয়[87]।। ৭৫।। ব্রহ্মা পরব্রহ্মে লীন হলে সমগ্র জগতের প্রাকৃত লয় ঘটে। যিনি সমগ্র জগতের আধার পরাৎপর অব্যয় ব্রহ্ম,

---

86. পাঠান্তর - রাত্রীরীড্যতে

87. এই হিসাবে ব্রহ্মার সময়কালের দৈর্ঘ ৮৬৪০০০০০০০০০ দৈবী বৎসর যা ২৪৬২৪০০০০০০০০০ মানব বর্ষের সমান।

তাঁর দিবারাত্র 'পর' নামে অভিহিত। তার অর্ধভাগকে পরার্ধ বলা হয়।। ৬৬-৬৭।।

জগৎস্বরূপী ভগবান্ পরমাত্মাক্ষয়োঽব্যয়ঃ।
স্থূলাৎ স্থূলতমঃ সূক্ষ্মাদ্যস্তু সূক্ষতমো মতঃ।। ৭৮।।
ন তস্যাস্তি দিবারাত্রিব্যবহারো ন বৎসরঃ।। ৭৯।।
কিন্তু পৌরাণিকৈঃ পূর্বৈরস্মাভিরপি তাদৃশৈঃ।
সৃষ্টিপ্রলয়বোধার্থং কল্প্যতে তদহর্নিশম্।। ৮০।।

জগৎস্বরূপী ভগবান্ পরমাত্মা অক্ষয় এবং অব্যয়, তাঁর ক্ষয় নাই, লয় নাই। তিনি স্থূল অপেক্ষাও স্থূলতম, সূক্ষ্ম অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম[৪৪]।। ৭৮।। সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার দিনরাত্রি বা বৎসরের কোন ব্যবহার নাই। কিন্তু পৌরাণিকগণ এবং তাঁদের পথ অনুসরণকারী আমরাও সৃষ্টি ও প্রলয়ের বোধকে পরিস্ফুট ও সহজবোধ্য করার জন্য পরমাত্মার দিবারাত্র কল্পনা করেছি।। ৭৯-৮০।।

স এব রাত্রিঃ স দিবা স বর্ষঃ
স বৈ ক্ষিতিঃ সৃষ্টিকরো হরশ্চ।
স বিষ্ণুরূপী পুরুষঃ পুরাণ —
স্তস্মিন্ সমস্তঞ্চ বিভাতি তদ্বৎ।। ৮১।।
ততো ব্রহ্মণি লীনে তু পরমাত্মনি শাশ্বতে।
জগৎ সর্বং ক্রমেণৈব তদ্রূপত্বায় গচ্ছতি।। ৮২।।

---

৪৪. এখানে "অণোরণীয়ানমহতো মহীয়ান এই বেদান্তবাক্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

বস্তুত, তিনিই দিবা ও রাত্রি, তিনিই বৎসর, তিনিই পৃথিবী, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সংহার কর্তা। তিনিই বিষ্ণুরূপী পুরাণপুরুষ, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁরই মধ্যে প্রকাশিত হয়।। ৮১।। যখন ব্রহ্ম শাশ্বত পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে যান তখন সমগ্র জগৎ ক্রমে ক্রমে সেই পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।। ৮২।।

ব্রহ্মণঃ শতবর্ষান্তে রুদ্ররূপী জনার্দনঃ।
জগন্তং স্বয়ং কৃত্বা পরমে লীনমেতি বৈ।। ৮৩।।
প্রথমং সবিতা সর্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
তীব্রৈঃ করৈঃ শোষয়িত্বা জলং সর্বং গ্রহীষ্যতি।। ৮৪।।

ব্রহ্মার শতবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর রুদ্ররূপী জনার্দন জগতের অন্ত ক'রে স্বয়ং পরমতত্ত্বে লীন হয়ে যান।। ৮৩।। সবিতা (সূর্য) প্রথমে তার তীব্র কিরণের সাহায্যে সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীকে শোষণ ক'রে সমস্ত জলকে গ্রহণ করেন।। ৮৪।।

শুষ্কা বৃক্ষাস্তৃণগণাঃ প্রাণিনঃ পর্বতাস্তথা।
চূর্ণীকৃত্বা বিশীর্ণাঃ সুর্দিব্যবর্ষশতেন তু।। ৮৫।।
ততো দ্বাদশসূর্যস্য রশ্ময়ঃ প্রবলা ভৃশম্।
অভবন্ দ্বাদশাদিত্যা জগদ্ভোগ্যোপবৃংহিতাঃ।। ৮৬।।

একশত দৈববৎসরে বৃক্ষ, তৃণ, প্রাণী ও পর্বত সমূহ শুষ্ক হয়ে চূর্ণ ও বিশীর্ণ হয়ে যায়।। ৮৫।। তখন দ্বাদশ সূর্যের রশ্মিসমূহ অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে এবং দ্বাদশ সূর্য জগৎ শোষণের জন্য উদ্দীপ্ত হয়।। ৮৬।।

রশ্মিদ্বারেণ সকলং সূর্যাস্তে ভুবনানি চ।
অদহন্ পৃথিবী দ্যৌশ্চ মেদিনী চোষ্ণতাং গতা।। ৮৭।।
ততো বিনষ্টে সকলে স্থাবরে জঙ্গমে তথা।
আদিত্যরশ্মিতো দেবো রুদ্ররূপী জনার্দনঃ।। ৮৮।।
নিঃসৃত্য প্রথমং যাতঃ পাতালতলমুন্নতঃ।। ৮৯।।

সেই সমস্ত সূর্য তাদের রশ্মিদ্বারা সমস্ত ভুবনমণ্ডলকে দাহ করে এবং পৃথিবী অতিশয় উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়।। ৮৭।। অতঃপর, সকল স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হয়ে গেলে রুদ্ররূপী জনার্দন (বিষ্ণু) আদিত্যরশ্মি থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রথমে পাতাললোকে এবং তারপর অতলে (সপ্ত পাতালের মধ্যে প্রথম পাতাল) গমন করেন।। ৮৮-৮৯।।

সপ্তপাতালসংস্থাংস্তু নাগগন্ধর্বরাক্ষসান্।
দেবানৃষীংশ্চ শেষঞ্চ জঘান বরশূলধৃক্। ৯০।।
এবং স্বর্গে চ পাতালে পৃথিব্যাং সাগরেষু চ।
যে প্রাণিনস্তান্ সমস্তান্ জঘান স জনার্দনঃ।। ৯১।।

তারপর তিনি প্রধান শূল ধারণ ক'রে সপ্তপাতালস্থিত সমস্ত দেব, ঋষি, নাগ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসগণকে সংহার করেন।। ৯০।। এইরূপে সেই তিনি স্বর্গ, পৃথিবী, পাতাল এবং সাগরবাসী সকল প্রাণিগণকে সংহার করেন।। ৯১।।

ততো মুখান্মহাবায়ুং রুদ্রশ্চ সৃষ্টবান্ স্বয়ম্।
সোঽব্যাহতগতির্গাঢ়ং সসার ভুবনত্রয়ে ।। ৯২।।

যাবদ্বর্ষশতং বায়ুর্ভ্রমন্ ভুবনগর্ভগঃ।
সর্বমুৎসারয়ামাস যৎকিঞ্চিত্তুলরাশিবৎ।। ৯৩।।

তারপর রুদ্রদেব স্বয়ং নিজ মুখ থেকে মহাবায়ু সৃষ্টি করেন। সেই মহাবায়ু প্রচণ্ড অব্যাহত গতিতে ত্রিভুবনে বিস্তার লাভ করে।। ৯২।। অব্যাহত গতিসম্পন্ন সেই মহাবায়ু একশত দিব্য বৎসর ত্রিভুবনের অভ্যন্তরে পরিভ্রমণ করে এবং সেখানে যা কিছু ছিল সমস্তকেই তুলারাশির ন্যায় উড়িয়ে নিয়ে যায়।। ৯৩।।

সমস্তং তৎসমুৎসার্য জগদ্বর্তি সমন্ততঃ।
বিবেশ দ্বাদশাদিত্যান্ স বায়ুর্জবনাধিকঃ।। ৯৪।।
প্রবিশ্য মণ্ডলং তেষাং তেজোভিঃ সহমারুতঃ।
মহামেঘান্ সমারেভে রুদ্রেণ প্রতিযোজিতঃ।। ৯৫।।

প্রবল বেগবান সেই বায়ু জগতের সমস্ত বস্তুকে চারিদিক থেকে অপসারিত ক'রে দ্বাদশ সূর্যে প্রবেশ করে।। ৯৪।। রুদ্রপ্রেরিত সেই বায়ু তেজোরাশিসহ দ্বাদশ সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ ক'রে মহামেঘের সঞ্চার করে।। ৯৫।।

ততস্তে প্রেরিতা মেঘাস্তেন বাতেন বেগিনা।
রুদ্রেণাপ্যতিরৌদ্রেণ পর্যাবব্রুর্নভঃ সমম্[89]।। ৯৬।।

89. পাঠান্তর — নভস্তলম্।

সংবর্ত্যাখ্যা মহামেঘা ভিন্নাঞ্জনচয়োপমাঃ।
কেচিদ্‌ধূম্রাঃ শোণবর্ণাঃ শুক্লাশ্চিত্রাশ্চ ভীষণাঃ।। ৯৭।।

তখন অতি বেগবান ও রুদ্র অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক সেই বায়ুদ্বারা প্রেরিত হয়ে সেই মেঘ গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করে।। ৯৬।। সংবর্ত নামক বড়ই ভীষণ দর্শন সেই প্রলয়কালীন মেঘসমূহের কোনটি কাজলের ন্যায় ঘন কৃষ্ণবর্ণের, কোনটি ধূম্রবর্ণের, রক্তবর্ণের ও শুক্লবর্ণের।। ৯৭।।

কেচিচ্চ পর্বতাকারাঃ কেচিন্নাগসমপ্রভাঃ।
প্রাসাদসদৃশাঃ কেচিৎ ক্রৌঞ্চবর্ণা বিভীষণাঃ।। ৯৮।।
গর্জন্তস্তে মহামেঘা বর্ষাণামধিকং শতম্।
ববৃষুস্ত্রীনথো লোকান্ প্লাবয়ন্তো মহাস্বনাঃ।। ৯৯।।

সেই মেঘসমূহের কোনটির আকার পর্বতের ন্যায়, কোনটির আকার নাগসদৃশ, কোনটি নাগ, হস্তী তথা প্রাসাদসদৃশ এবং অতি ভয়ানক দর্শন।। ৯৮।। ভীষণ গর্জনকারী সেই মহামেঘ সকল একশত বৎসরেরও অধিক সময় পর্যন্ত প্রবল বারিপাতের দ্বারা ত্রিভুবনকে প্লাবিত করে।। ৯৯।।

অথ স্তম্ভপ্রমাণেন[90] ধারাপাতেন বৈ দৃঢ়ম্।
ধারাসারেণ মহতা পূরিতং ভুবনত্রয়ম্।। ১০০।।

90. পাঠান্তর — রথচক্রপ্রমাণেন।

আধ্রুবস্থানমাসাদ্য তোয়রাশৌ স্থিতে ততঃ।
স মুখাদসৃজদ্বায়ুং রুদ্ররূপী জনার্দনঃ।। ১০১।।

অতঃপর সেই মহামেঘসমূহ থেকে পতিত প্রবল অবিরাম সুদৃঢ় স্তম্ভাকৃতি বারিধারায় ত্রিভুবন নিমজ্জিত হয়ে যায়।। ১০০।। এই অবিরাম ভয়ানক বর্ষণে যখন ধ্রুবলোক পর্যন্ত পরিপ্লাবিত হয়ে যায় তখন রুদ্ররূপী জনার্দন (বিষ্ণু) তাঁর মুখ থেকে পুনরায় বায়ু সৃজন করেন।। ১০১।।

তেনৌঘবায়ুনাক্ষিপ্তা মেঘাঃ সংবৎসরাঙ্তম্।
অব্যাহতগতেনাশু বিধ্বস্তা অভববংস্তত।। ১০২।।
নষ্টেষু তেষু মেঘেষু জনলোকাদিকং পুনঃ।
রুদ্রস্ত্বাব্রহ্মভুবনং ধ্বংসয়ামাস নির্দয়ঃ।। ১০৩।।

তারপর অব্যাহত গতিসম্পন্ন সেই প্রবল বায়ুর বেগে সেই মেঘসমূহ একশত বৎসর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে অবশেষে বিনষ্ট হয়ে যায়।। ১০২।। এইভাবে মেঘসমূহ বিনষ্ট হলে ব্রহ্মলোক, জনলোকাদি সমস্ত ভুবনকে রুদ্র নির্দয়ভাবে ধ্বংস করেন।। ১০৩।।

বিধ্বস্তেষু সমস্তেষু ভুবনেষু বিশেষতঃ।
বিনষ্টে ব্রহ্মলোকে চ রুদ্রোঽগাদ্ দ্বাদশারুণান্।। ১০৪।।
স গত্বা দ্বাদশাদিত্যান্ বেগেন মহতা হরিঃ।
অগ্রসচ্চাতিজজ্বাল তৈর্গর্ভস্থৈর্দিবাকরৈঃ।। ১০৫।।

অতঃপর সমস্ত ভুবন অর্থাৎ লোক[91] বিশেষতঃ ব্রহ্মলোক বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রুদ্র দ্বাদশসূর্য সমীপে গমন করেন।। ১০৪।। সেখানে মহাবেগে উপস্থিত হয়ে হরি (রুদ্র) দ্বাদশ সূর্যকে গ্রাস করেন এবং তাঁর গর্ভস্থ সেই সমস্ত সূর্যগণের প্রভায় তাঁর প্রোজ্জলতা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।। ১০৫।।

ততো ব্রহ্মাণ্ডমাসাদ্য রুদ্রঃ কালান্তকোপমঃ।
চূর্ণীচকার সকলং মুষ্টিপেষং মহাবলঃ।। ১০৬।।
চূর্ণীকুর্বংস্তু ব্রহ্মাণ্ডং পৃথিব্যপি বিচূর্ণিতা।
তোয়ানি চ সমস্তানি স দধ্রে যোগতো হরিঃ।। ১০৭।।

তখন সেই কালান্তক যমসদৃশ মহাবল রুদ্র মুষ্টিপেষণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ করেন।। ১০৬।। ভগবান্ হরি কর্তৃক সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ হওয়ার সময় পৃথিবীও বিচূর্ণিত হয়ে যায়। তখন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জলই তিনি স্বীয় যোগপ্রভাবে ধারণ করেন।। ১০৭।।

---

91. আমরা যেখানে অবস্থান করি সেই ইহলোক ব্যতীতও আরও অনেক লোক আছে। পতঞ্জলির যোগসূত্রে সাত প্রকার লোকের কথা বলা হয়েছে — "তৎপ্রস্তারঃ সপ্ত লোকাঃ। তত্রাবীচেঃ প্রভৃতি মেরুপৃষ্ঠং যাবদিত্যেবং ভূর্লোকঃ। মেরুপৃষ্ঠাদারভ্য — আধ্রুবামহনক্ষত্রতারাবিচিত্রোন্তরিক্ষলোকঃ। ততঃ পরঃ স্বর্লোকঃ পঞ্চবিধো মাহেন্দ্রস্তৃতীয়ো লোকঃ। চতুর্থঃ প্রাজাপত্যো মহর্লোকঃ। ত্রিবিধো ব্রাহ্মঃ তদ্যথা — জনলোকস্তপোলোকঃ সত্যলোক ইতি"(১/৩/২৬)। অর্থাৎ একেবারে নীচে আমাদের এই মরলোক, তার উপরে গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা খচিত অন্তরীক্ষ লোক, পাঁচ প্রকার স্বর্গলোক, তার উপরে ইন্দ্রলোক, তার উপরে প্রজাপতির মহর্লোক এবং সবার উপরে তিনপ্রকার ব্রহ্মলোক যথা — জনলোক, তপলোক এবং সত্যলোক। ভগবান্ বিষ্ণু এই সমস্ত লোকেরই সর্বকালের অধীশ্বর।

যদ্বহ্মাণ্ডাদ্বহিস্তোয়ং স্থিতং পূর্বং সমন্ততঃ।
যদ্বাভ্যন্তর্গতং তোয়ং তৎসর্বঞ্চৈকতাং গতম্।। ১০৮।।
একীভূতেষু তোয়েষু সর্বব্যাপিষু সর্বতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডপূর্ণৌঘঃ প্লবন্নাসীৎ স নৌরিব।। ১০৯।।

তখন পূর্ব থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে বিদ্যমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত সর্বপ্রকার জল মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।। ১০৮।। এমত অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড চূর্ণ সেই মিলিত জলরাশির উপর নৌকার ন্যায় ভাসতে থাকে।। ১০৯।।

ততঃ পৃথিব্যাঃ সারন্তু গন্ধং তন্মাত্রকং ক্রমাৎ।
অম্ভো জগ্রাহ সকলং বিনষ্টা পৃথিবী ততঃ।। ১১০।।
পুনঃ স রুদ্রতেজাংসি গর্ভস্থানি স্বকায়তঃ।
নিঃসারয়ামাস পুনঃ পুঞ্জীভূতানি ভীষণঃ।। ১১১।।

তখন সেই জলরাশি পৃথিবীর সমস্ত সারতত্ত্ব গন্ধনামক তন্মাত্রকে[92] ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে এবং এই কারণে পৃথিবী বিনষ্ট হয়ে যায়।। ১১০।। তখন সেই ভীষণ রুদ্র স্বীয় গর্ভে পুঞ্জীভূত তেজরাশিকে নিজ দেহ হতে নিষ্কাশিত করেন।। ১১১।।

---

92. আমাদের ইন্দ্রিয় হল এগারোটি যথা বাক, হাত, পা, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন একটি ইন্দ্রিয়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে তন্মাত্র বলা হয়। তন্মাত্র হল পাঁচটি যথা রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ ও শব্দ।

তানি তেজাংসি সকলং জগৃহুঃ সর্বতঃ স্থিতম্।
অন্তর্বহিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডাত্তেজো যচ্চান্যতো গতম্।। ১১২।।
জগদ্গতং সর্বতেজো গৃহীত্বা চৈকতো জ্বলন্।
রৌদ্রব্রহ্মাণ্ডখণ্ডানি তেজোঽথ ন্যদহজ্জলে।। ১১৩।।

ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ও বাহিরে যেখানে যতটুক তেজ থাকে সেই সমস্ত তেজোরাশিকে রুদ্রের গর্ভ থেকে নির্গত তেজোরাশি গ্রাস করে।। ১১২।। জগতের সমস্ত তেজ গ্রাস ক'রে রুদ্র জ্বলতে থাকেন এবং সেই তেজোরাশির দ্বারা তিনি জলের উপর ভাসমান সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডচূর্ণকে দগ্ধ ক'রে দেন।। ১১৩।।

দগ্ধ্বা ব্রহ্মাণ্ডচূর্ণানি তেজাংস্যুজ্জ্বলিতানি চ।। ১১৪।।
জলেভ্যো রসতন্মাত্রং সারভূতং ততোঽগ্রহীৎ।
গৃহীতসারাস্তা আপঃ প্রনষ্টাস্তেজসা ততঃ।। ১১৫।।
অপ্সু নষ্টাসু তত্তেজঃ প্রবিশ্যাথ সদাগতিঃ।
একীভূতো মহাভাগো রূপং তন্মাত্রমগ্রহীৎ।। ১১৬।।

অতঃপর ব্রহ্মাণ্ডচূর্ণকে ভস্মীভূত ক'রে সেই উজ্জ্বলিত তেজ জল থেকে তার সারতত্ত্ব রসতন্মাত্রকে গ্রাস করে যার ফলে সেই সারহীন জলরাশি বিনষ্ট হয়ে যায়।। ১১৪-১১৫।। জলসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তেজ গতিশীল বায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং তারপর সেই মহাভাগ একীভূত হয়ে রূপতন্মাত্রকে গ্রাস করে।। ১১৬।।

গৃহীতে রূপতন্মাত্রে তেজাংসি সকলান্যথ।
বিনষ্টানি ততো বায়ুঃ প্রবলোঽভূদবারিতঃ।। ১১৭।।
মহাস্বনং ততো বায়ুমাসাদ্যাগ্নিরিব জ্বলন্।
রুদ্রঃ সঙ্ক্ষোভয়ামাস তদাকাশং স্বয়ং ততঃ।। ১১৮।।

তারপর রূপতন্মাত্র বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সমস্ত তেজতত্ত্বও নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন অবারিত বায়ু অত্যধিক প্রবল হয়ে ওঠে।। ১১৭।। তখন প্রবল গর্জনকারী বায়ুর সংস্পর্শপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হয়ে রুদ্র আকাশতত্ত্বকে আন্দোলিত করে তোলেন।। ১১৮।।

তেন সঙ্ক্ষুব্ধমাকাশমগ্রহীন্মরুতস্ততঃ।
তদ্গতং স্পর্শতন্মাত্রং ততো নষ্টঃ প্রভঞ্জনঃ।। ১১৯।।
নষ্টে বায়ৌ ততো রুদ্র আকাশাৎ সারমগ্রহীৎ।
শব্দতন্মাত্রকং তস্মিন্ গৃহীতে বিগতং বিয়ৎ।। ১২০।।

এর ফলে আকাশ সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বায়ুর স্পর্শ তন্মাত্রকে গ্রাস করে। তার ফলে তখন বায়ু স্বয়ং বিনষ্ট হয়।। ১১৯।। এইভাবে বায়ু বিনষ্ট হয়ে গেলে রুদ্র আকাশের সার শব্দতন্মাত্র গ্রাস করেন। তার ফলে আকাশ বিনষ্ট হয়।। ১২০।।

নষ্টে নভসি রুদ্রোঽসৌ কায়ে ব্রাহ্মে তদাবিশৎ।
ব্রাহ্মং তদাকুলং কায়ং নিরাধারং নিরাকুলম্।
বিবেশ বৈষ্ণবে কায়ে শঙ্খচক্রগদাধরে।। ১২১।।

ততঃ শৌরির্মহাতেজাঃ কায়ং তৎ পঞ্চভৌতিকম্।

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবরাসিধরমচ্যুতম্।

স্বশক্ত্যা সঞ্জহারাশু সারমাদায় সর্বতঃ।। ১২২।।

আকাশ নষ্ট হয়ে গেলে রুদ্র ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেন। তখন ব্রহ্মার সেই ব্যাকুল কায়া শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণকারী ব্যাকুলতারহিত ও আধারহীন ভগবান্ বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করে।। ১২১।। অনন্তর মহাতেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণু (শৌরি) সমস্ত সারতত্ত্ব গ্রহণ ক'রে শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও শ্রেষ্ঠ অসিধারী অচ্যুত পঞ্চ ভৌতিক শরীরকে নিজ শক্তিবলে শীঘ্র ত্যাগ করেন।। ১২২।।

নিরাধারং নিরাকারং নিঃসত্ত্বং নিরবগ্রহম্।

আনন্দময়মদ্বৈতং দ্বৈতহীনাবিশেষণম্।। ১২৩।।

ন স্থূলং ন সূক্ষ্মং যজ্জ্ঞানং নিত্যং নিরঞ্জনম্।

একমাসীৎ পরমং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশং সমন্ততঃ।। ১২৪।।

তখন তিনি নিরাধার, নিরাকার, নিঃসত্ত্ব, বাধাহীন, আনন্দময়, দ্বৈতহীন (অদ্বৈত), বিশেষণরহিত, না স্থূল, না সূক্ষ্ম, স্ব-আলোকিত, নির্মল, স্বপ্রকাশ, সর্বব্যাপী, এক এবং অদ্বিতীয় পরব্রহ্মরূপে বিরাজ করেন।। ১২৩-১২৪।।

নাহো ন রাত্রির্ন[93] বিয়ন্ন পৃথ্বী

নাসীত্তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।

---

93. পাঠান্তর — নভো ন ভূমিঃ।

শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যাদ্যুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ।। ১২৫।।

তখন না থাকে দিন, না থাকে রাত্রি, না থাকে আকাশ, না থাকে পৃথিবী, না থাকে জ্যোতি, অন্ধকার বা অন্য কোন কিছু। তখন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত ও বুদ্ধির অগোচর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির (প্রধান) সঙ্গে জড়িত একমাত্র ব্রহ্মপুরুষ বিদ্যমান থাকেন।। ১২৫।।

এবং যাবস্থিতা[94] সৃষ্টিস্তাবৎ কালমসৃষ্টিকম্।
আসীদেকং পরং তত্ত্বং ততঃ সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে।। ১২৬।।
প্রকৃতৌ সংস্থিতো যস্মাৎ সর্বতন্মাত্রসঞ্চয়ঃ।
অহঙ্কারং মহত্তত্ত্বং গতো যৎ প্রাকৃতো লয়ঃ।। ১২৭।।

এইভাবে যতকাল সৃষ্টি (ব্রহ্মাণ্ড) বিদ্যমান থাকে ততকাল অসৃষ্টি অর্থাৎ প্রলয়ও ঘটতে থাকে।[95] সেই সময় একমাত্র পরমতত্ত্ব বিদ্যমান থাকেন। তারপর আবার নূতনভাবে সৃষ্টি সংঘটিত হয়।। ১২৬।। যেহেতু

94. পাঠান্তর - যাবৎস্থিতা।

95. ব্রহ্মার দিনরাত্রির সময়কাল সমান। ব্রহ্মার দিন সৃষ্টির প্রতীক এবং তাঁর রাত্রি প্রলয়ের প্রতীক। যেহেতু ব্রহ্মার দিন ও রাত্রির সময়কাল সমান সেইহেতু সৃষ্টি ও প্রলয়ের স্থায়িত্বও সমান। দিনের অবসানে যেমন রাত্রি এবং রাত্রির অবসানে যেমন দিনের আগমন ঘটে তেমনই সৃষ্টির অন্তে প্রলয় এবং প্রলয়ের অন্তে আবার সৃষ্টির সূচনা হয়।

সকল তন্মাত্র প্রকৃতিতে এবং অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লয়প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য একে প্রাকৃত লয় বলা হয়।। ১২৭।।

প্রকৃতৌ সংস্থিতং ব্যক্তমতীতপ্রলয়স্তু তৎ।
তস্মাৎ প্রাকৃতসংজ্ঞোঽয়মুচ্যতে প্রতিসঞ্চরঃ।। ১২৮।।
অয়ং বঃ কথিতো বিপ্রাঃ প্রাকৃতাখ্যো মহালয়ঃ।
আদিসৃষ্টিং শৃণুধ্বেমাং কথ্যমানাং ময়া পুনঃ।। ১২৯।।

তন্মাত্রগণ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব, সকলই এমনকি অতীতকালের প্রলয়ে স্থায়ী সকল ব্যক্ত পদার্থ তখন প্রকৃতিতেই স্থিত হয়ে যায়। সেইজন্য প্রতিসর্গের এই প্রলয়কে প্রধান প্রলয় বা প্রাকৃত প্রলয় নামে অভিহিত করা হয়।। ১২৮।। হে বিপ্রগণ ! এই পর্যন্ত আমি তোমাদের নিকট প্রাকৃত মহাপ্রলয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম। এখন আমি তোমাদের নিকট আদিসৃষ্টির বিষয় বর্ণনা করব। তোমরা শ্রবণ কর।। ১২৯।।

।। কালিকাপুরাণে সংহারকথন নামক চতুর্বিংশ (২৪তম) অধ্যায় সমাপ্ত।।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়
বরাহসর্গ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

কালো নাম স্বয়ং দেবঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ।
অবিচ্ছিন্নঃ স প্রলয়স্তেন ভাগেন কেনচিৎ।। ১।।
লয়ভাগে ব্যতীতে সিসৃক্ষা সমজায়ত।
জ্ঞানস্বরূপস্য তদা পরমব্রহ্মণো বিভোঃ।। ২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — 'কাল' (সময়) নামক দেবতাই স্বয়ং সৃজন, পালন ও সংহারকারী। পূর্বে যে প্রাকৃত প্রলয়ের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হল সেটি অবিচ্ছিন্ন সেই কালেরই কোন ভাগে অবস্থিত।। ১।। কালের প্রলয়ভাগের অবসান ঘটলে জ্ঞানস্বরূপ প্রভু পরমব্রহ্মের সৃষ্টি করার ইচ্ছা জাগরিত হয়।। ২।।

ততোঽস্য প্রকৃতিস্তেন সম্যক্সঙ্ক্ষোভিতা ভিয়া[96] ।
সঙ্ক্ষুব্ধা সর্বকার্যার্থমভূৎ সা ত্রিগুণাত্মিকা।। ৩।।

96. পাঠান্তর — ধিয়া।

যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভয়ায় জায়তে।
মনসো লোককর্তৃত্বাত্তথাসৌ পরমেশ্বরঃ।। ৪।।

তখন পরমেশ্বর, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে ইচ্ছামত আলোড়িত করেন। তার ফলেই সেই প্রকৃতি সর্বকার্যের উপযোগিনী হন।। ৩।। যেরূপ গন্ধের সমীপবর্তী হলে মনে ক্ষোভ অর্থাৎ এক প্রকার চঞ্চলতা উৎপন্ন হয় কিন্তু বাস্তবে সে তার প্রকৃত কারণ নয়। অনুরূপভাবে আপাত দৃষ্টিতে পরমেশ্বরকে প্রকৃতিকে সংক্ষুব্ধ করার কর্তা মনে করা হয়। কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়, তিনি এর নিমিত্তমাত্র[97]।। ৪।।

স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পরমেশ্বরঃ।
স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ।। ৫।।
ইচ্ছামাত্রেণ পুরুষঃ সৃষ্ট্যর্থে পরমেশ্বরঃ।
ততঃ সঞ্ক্ষোভয়ামাস পুনরেব জগৎপতিঃ।। ৬।।

তিনিই প্রকৃতির মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টিকারী এবং আবার তিনিই সংকোচ (লয়) ও বিকাশ (সৃষ্টি) প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রধানরূপে (ত্রিগুণাত্মিকা

97. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে (শ্লোক — ১৩) ভগবান্ স্বমুখে বলেছেন যে তিনি কোন কাজের কর্তা নন, তিনি নিমিত্তমাত্র। বিষ্ণুপুরাণেও (১।৪।৫১-৫২) বলা হয়েছে যে কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বস্তুটির অভ্যন্তরে কাজটি সংঘটিত হওয়ার যে ক্ষমতা সুপ্ত থাকে সেইটি হল সেই কাজের প্রকৃত কারণ— "নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্মণি ইতি"।

প্রকৃতিরূপে) স্থিত।। ৫।। জগৎপতি পরমেশ্বর সৃষ্টির নিমিত্ত পুরুষগণকে (জীবাত্মাকে) পুনরায় ইচ্ছামাত্রে ক্ষোভিত করলেন।। ৬।।

গুণসাম্যাত্ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতাৎ ততঃ।
গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে বভূব হ।। ৭।।
প্রধানতত্ত্বাদুদ্ভূতমীশ্বরেচ্ছাসমীরিতাৎ।
মহত্তত্ত্বং প্রথমতস্তৎ প্রধানং সমাবৃণোৎ।। ৮।।

গুণত্রয়ের অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের সমতা বহনকারী প্রকৃতিতে যখন ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মাগণ অধিষ্ঠিত হলেন তখন সেই সর্গে অর্থাৎ সৃজন কালে গুণসমূহের ভিন্নতার উৎপত্তি হল।। ৭।। প্রথমে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হয়ে প্রধান তত্ত্ব থেকে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রধান (প্রকৃতি) তাকে আবৃত করেন।। ৮।।

প্রধানেনাবৃতাত্তস্মাদহঙ্কারো ব্যজায়ত।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ।। ৯।।
ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো যো জাতো মহতোঽগ্রতঃ।
ভূতানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ স বৈ হেতুঃ সনাতনঃ।। ১০।।

প্রধান কর্তৃক আবৃত মহত্তত্ত্ব থেকে বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার অহঙ্কারের উৎপত্তি হল পঞ্চ মহাভূতের [98]

98. ক্ষিতি (ভূমি), অপ(জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ) — এই পাঁচটি পদার্থকে পঞ্চ মহাভূত বলা হয়।

সৃষ্টির কারণ।। ৯।। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন প্রকার অহঙ্কার প্রথমে মহত্তত্ত্ব[99] থেকে উৎপন্ন হয়। এই অহঙ্কারত্রয় পঞ্চ মহাভূত এবং এগারটি ইন্দ্রিয়ের[100] উৎপত্তির চিরন্তন কারণ।। ১০।।

স মহাংস্তমহঙ্কারং জাতমাত্রং সমাবৃণোৎ।
তন্মাত্রাণি ততঃ পঞ্চ জজ্ঞিরেঽস্মাৎ সমাবৃতাৎ।। ১১।।
প্রথমং শব্দতন্মাত্রং স্পর্শতন্মাত্রমন্তরম্।
তৃতীয়ং রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রমেব চ।। ১২।।
পঞ্চমং গন্ধতন্মাত্রমেতানি ক্রমশোঽভবন্।
প্রত্যেকং সর্বতন্মাত্রমহঙ্কারঃ সমাবৃণোৎ।। ১৩।।

অহঙ্কার উৎপন্ন হওয়া মাত্রই মহত্তত্ত্ব তাকে আবৃত করল। তখন মহত্তত্ত্বদ্বারা আবৃত অহঙ্কার থেকে পঞ্চতন্মাত্র[101] উৎপন্ন হল।। ১১।। পাঁচটি তন্মাত্রের মধ্যে প্রথমে উৎপন্ন হল শব্দতন্মাত্র তারপর ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় তন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্র, তৃতীয় তন্মাত্র রূপতন্মাত্র, তারপর চতুর্থ তন্মাত্র রসতন্মাত্র এবং সর্বশেষ পঞ্চম তন্মাত্র গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন

99. সাংখ্যশাস্ত্রের টীকাকারগণের মতে 'মহত্তত্ত্ব' হল 'বুদ্ধিতত্ত্ব'।

100. এগারটি ইন্দ্রিয় — চতুর্দশ অধ্যায়ের ১১০ তম শ্লোকের Foot Note দ্রষ্টব্য।

101. ঐ

হল। এই পঞ্চ তন্মাত্রকে অহঙ্কার পৃথক পৃথকভাবে আবৃত করল।। ১২-১৩।।

সসর্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্।
শব্দমাত্রং তথাকাশং ভূতাদিঃ স সমাবৃণোৎ।। ১৪।।
শব্দতন্মাত্রসহিতাৎ স্পর্শতন্মাত্রতস্ততঃ।
বায়ুঃ সমভবৎ স্পর্শগুণঃ শব্দসমন্বিতঃ।। ১৫।।

শব্দতন্মাত্র থেকে শব্দলক্ষণযুক্ত আকাশতত্ত্ব (মহাভূত) উৎপন্ন হল। তামস অহঙ্কার তখন শব্দতন্মাত্রসহ আকাশতত্ত্বকে আবৃত করল।। ১৪।। শব্দতন্মাত্রযুক্ত আকাশ মহাভূত থেকে স্পর্শতন্মাত্র এবং তারপর স্পর্শতন্মাত্র থেকে স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু মহাভূত উৎপন্ন হল।। ১৫।।

আকাশবায়ুসংযুক্তাদ্রূপতন্মাত্রতস্ততঃ।
তেজঃ সমভবদ্দীপ্তং সর্বতস্তদবর্ধত।। ১৬।।
তচ্ছব্দবৎ স্পর্শবচ্চ রূপবচ্চ ব্যজায়ত।। ১৭।।
ততো বিয়দ্বায়ুতেজোযুক্তাত্তোয়ং সসর্জ হ।
রসতন্মাত্রতঃ সম্যক্ তেন ব্যাপ্তং সমন্ততঃ।। ১৮।।

আকাশ ও বায়ু সংযুক্ত রূপতন্মাত্র থেকে প্রদীপ্ত তেজ নামক তত্ত্ব উৎপন্ন হল এবং তা সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ল।। ১৬।। তারপর আকাশ, বায়ু এবং শব্দ মহাভূতসমূহ থেকে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ ও রূপতন্মাত্রের

ন্যায় রসতন্মাত্রেরও উৎপত্তি হল। সেখান থেকে জলতত্ত্ব সৃষ্টি হল এবং সেই জল সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হল[102]।। ১৭-১৮।।

তোয়ান্যাধারশক্তির্যা বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
সা দধ্রেঽথ নিরাধারাণ্যনিলান্দোলিতানি বৈ।। ১৯।।
তেষু বীজং প্রথমতঃ সসর্জ পরমেশ্বরঃ।
তদণ্ডমভবদ্‌হৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। ২০।।

অমিততেজস্বী বিষ্ণুর পৃথিবীরূপ আধারশক্তি, বায়ু দ্বারা আন্দোলিত নিরাধার জলরাশিকে আধাররূপে ধারণ করলেন।। ১৯।। পরমেশ্বর বিভু প্রথমে সেই জলেই বীজ সৃজন করেন। সেই বীজ সহস্র সূর্যের সমান প্রভাবিশিষ্ট হেম অণ্ডে পরিণত হয়।। ২০।।

মহদাদিবিশেষান্তৈরারব্ধং সর্বতো বৃতম্। ২১।।
বারিবহ্ন্যনিলাকাশৈস্তমোভূতাদিনা বহিঃ।
বৃতং দশগুণৈরণ্ডং ভূতাদির্মহতা তথা।। ২২।।

---

102. উপর্যুক্ত তৃতীয় শ্লোক থেকে অষ্টাদশ শ্লোকে সাংখ্যশাস্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হয়েছে। সাংখ্যশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের ক্রমপর্যায় সম্পর্কে বলা হয়েছে — (১) প্রকৃতের্মহাং। (২) --------স্ততোহঙ্কারঃ, (৩) তস্মাচ্চ গণঃ ষোড়শকঃ। (৪) তস্মাচ্চ ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি।। ইতি।। অর্থাৎ (১) প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগবশতঃ প্রথমে 'মহৎ নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়। (২) সেই মহৎ নামক পদার্থ থেকে ক্রমশ অহঙ্কার নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়। (৩) সেই অহঙ্কার থেকে ক্রমশ পঞ্চ 'তন্মাত্র' ও একাদশ 'ইন্দ্রিয়' নামক ষোড়শ প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। (৪) সেই ষোড়শ প্রকার পদার্থের মধ্যে পঞ্চ তন্মাত্র থেকে পৃথিবী প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থ বা স্থূলভূত নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়।।

সেই অণ্ড মহত্তত্ত্ব থেকে আরম্ভ ক'রে বিশেষ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত সেই সমস্ত পূর্ববর্তী জল, তেজ (অগ্নি), বায়ু, আকাশ, তামস অহঙ্কারাদি তথা মহত্তত্ত্বাদি দশ গুণের দ্বারা বাহিরের দিক থেকে আচ্ছাদিত ছিল।। ২১-২২।।

বীজং যথা বাহ্যদলৈর্বাপ্তমণ্ডং তথা পুনঃ।
তোয়াদিভিস্তথা ব্যাপ্তং ব্রহ্মাণ্ডমতুলং দ্বিজাঃ।। ২৩।।
তদণ্ডমধ্যে স্বয়মেব বিষ্ণু-
ব্রহ্মস্বরূপং বিনিধায় কায়ম্।
দিব্যেন মানেন স বর্ষমেকং
স্থিতোঽগ্রহীদ্বীজগণং স্ববুদ্ধ্যা।। ২৪।।

হে ব্রাহ্মণগণ ! বীজ যেরূপ বাহিরের দল (পাপড়ি) দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডও জল, বায়ু ইত্যাদি মহাভূতসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ বেষ্টিত ছিল।। ২৩।। ব্রহ্মস্বরূপ কায়া ধারণ ক'রে স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু সেই অণ্ডমধ্যে দিব্যমানে এক বৎসর (মনুষ্য মানে ৩৬০ বৎসর) স্থিত হয়ে স্বীয় বুদ্ধিবলে সমস্ত বীজ সংগ্রহ করলেন।। ২৪।।

ধ্যানেন চাণ্ডং স্বয়মেব কৃত্বা
দ্বিধা স তস্থৌ ক্ষণমাত্রমস্মিন্।
তদৈব তন্মাত্রগণৈঃ সমস্তৈ-
র্গন্ধোত্তরৈর্ভূরমুনৈব সৃষ্টা।। ২৫।।

তারপর তিনি স্বেচ্ছায় সেই অণ্ড দ্বিধাবিভক্ত ক'রে ক্ষণমাত্র সেখানে

অবস্থান করলেন। তখনই তিনি গন্ধসহ অন্যান্য চার তন্মাত্র যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।। ২৫।।

স্পর্শস্য শব্দস্য সমস্তরূপ-
গুণস্য গন্ধস্য রসস্য চৈষা।
আধারভূতা সকলৈঃ কৃতা য-
ত্তন্মাত্রবর্গৈরখিলা ধরিত্রী।। ২৬।।

পঞ্চ তন্মাত্র দ্বারা গঠিত হওয়ার কারণে এই ধরিত্রী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ সমুদয় গুণের আধারভূতা অর্থাৎ এই সমস্ত গুণই এখানে বিদ্যমান।। ২৬।।

জাতস্তদুখৈঃ কনকাচলোঽসৌ
জরায়ুভিঃ পর্বতসঞ্চয়োঽভূৎ।
গর্ভাদিকৈঃ[103] সপ্তপয়োধয়স্তু
স্কন্ধদ্বয়েন ত্রিদশালয়োঽভূৎ।। ২৭।।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিমুহূর্তেই তার উত্থিত নাভি থেকে কনকাচল (সুমেরু) পর্বতমালা উৎপন্ন হয় এবং সেই হিরণ্ময় অণ্ডের গর্ভস্থিত জলাদি

---

103. পাঠান্তর — গর্ভোদকৈঃ।

থেকে সপ্ত সমুদ্রের সৃষ্টি হয় এবং স্কন্ধদ্বয় থেকে ত্রিদশালয়[104] অর্থাৎ স্বর্গ উৎপন্ন হয়।। ২৭।।

স্কন্ধদ্বয়েনাপরদেশজেন
সপ্তাভবন্নাগগৃহাণি তানি।
পাতালসংজ্ঞানি মহাসুখানি
যত্র স্বয়ং স্যাৎ পরতো মহেশঃ।। ২৮।।

অপর দেশজ স্কন্ধযুগল থেকে পরম সুখপ্রদ সপ্ত নাগগৃহ পাতাল উৎপন্ন হয়। সেখানে স্বয়ং পরমেশ্বর মহেশ নিবাস করেন।। ২৮।।

তেজোগণাত্তস্য বভূব লোকো
যোঽসৌ মহর্লোক ইতি শ্রুতোঽভূৎ।

104. ‘ত্রিদশালয়’ পদের অর্থ হল — ত্রিদশ অর্থাৎ তেত্রিশের আলয়। বলা হয় সনাতন ধর্মের দেবতা ৩৩ কোটি। ‘কোটি’ শব্দের একটি অর্থ যেমন এক শত লক্ষ তেমনই অপর একটি অর্থ হল ‘প্রকার’। সম্ভবত, এক সময় শাস্ত্রের প্রকৃত জ্ঞানহীন কোন ব্যাখ্যাকর্তা নিতান্ত ভ্রম বশতঃ এই কোটি শব্দের অর্থ ‘প্রকার’ এর বদলে ‘একশত লক্ষ’ বলে ব্যাখ্যা প্রদান করে। সর্বদা মিথ্যা বিষয় তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে এবং সাধারণ মনুষ্যগণ সেই অজ্ঞ ব্যাখ্যাকারের ভ্রান্ত অভিমত শ্রবণ ক’রে অন্তরে সুদৃঢ় ধারণা পোষণ ক’রে ফেলে যে দেবতাগণের সংখ্যা ৩৩০০০০০০০০। কিন্তু এই ধারণা সর্বৈব ভ্রান্ত। প্রকৃত অর্থ হল হিন্দুদের দেবতা তেত্রিশজন, ৩৩০০০০০০০০ নয়। হিন্দু ধর্মের সেই তেত্রিশজন দেবতা হলেন —আদিত্য ১২, রুদ্র ১১, বসু ৮ এবং বিশ্বদেব ২ সর্বমোট তেত্রিশ।

জনাহ্বয়োঽভূন্মরুতোঽথ গর্ভাদ্।
ধ্যানাত্তপোলোকবরো বভূব।। ২৯।।

ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিভিন্ন লোকের উদ্ভব হয়। তেজোরাশি থেকে যে লোক উৎপন্ন হয় তার নাম মহর্লোক, ব্রহ্মাণ্ডগর্ভস্থ বায়ু থেকে উৎপন্ন হয় জনলোক, ধ্যান থেকে উৎপন্ন হয় পরম শ্রেষ্ঠ তপোলোক।। ২৯।।

অণ্ডোর্দ্ধ্বগত্যামবভত্তু সত্যং
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডোপরি বিষ্ণুরচ্যুতঃ।
পরং পদং যন্নিগদন্তি ধীরা
যজ্জ্ঞানগম্যং পরিনিষ্ঠরূপম্।। ৩০।।

ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বগতির দ্বারা উৎপন্ন হয় সত্যলোক। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব উচ্চ লোক হল বিষ্ণুলোক। ভগবান্ অচ্যুত বিষ্ণু এই লোকে অবস্থান করেন। এই বিষ্ণুলোককেই জ্ঞানিগণ পরমপদ নামে অভিহিত করেন।। ৩০।।

এবং বিধায় প্রথমং বভূব
বিষ্ণুস্বরূপী স্থিতয়ে স এব।
স্বয়ং সমুদ্ভূততনুর্যতোঽয়ং
স্বভূরিতি খ্যাতিমবাপ বিষ্ণুঃ।। ৩১।।

এইরূপে ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করার পর সংসারের স্থিতির নিমিত্ত তিনি বিষ্ণুরূপ ধারণ করেন। তাঁর শরীর স্বয়ং উৎপন্ন হওয়ার কারণে তিনি ‘স্বভূ’ নামে খ্যাত হন।। ৩১।।

ততোঽভবদ্ যজ্ঞবরাহরূপী
বিষ্ণুর্ভূবঃ প্রোদ্ধরণায় পীনঃ।
নিমজ্জমানাং পৃথিবীং স মধ্যে
ভিত্ত্বা গতো ধর্তুমধোতিঽবেগাৎ।। ৩২।।

তারপর তিনি পৃথিবীকে উদ্ধারের নিমিত্ত পীন (স্থূলাকৃতি, বলশালী) যজ্ঞবরাহরূপ দেহ ধারণ করেন এবং নিমজ্জমান পৃথিবীকে ধারণ করার জন্য তার মধ্যভাগ ছেদ ক'রে তীব্রবেগে অধোদেশে গমন করেন।। ৩২।।

দংষ্ট্রাগ্রদেশে বিনিধায় পৃথ্বীং
স উদ্গতঃ সর্বমতীত্য তোয়ম্।
ততোঽভবৎ সপ্তফণান্বিতোঽয়-
মনন্তমূর্তিঃ পৃথিবীং বিধর্তুম্।। ৩৩।।

অতঃপর তিনি পৃথিবীকে দংষ্ট্রার (দন্তের) অগ্রভাগে স্থাপন ক'রে সমগ্র জলরাশি অতিক্রম ক'রে উপরে উত্থিত হন এবং পৃথিবীকে ধারণ ক'রে রাখার জন্য তিনি সপ্তফণাযুক্ত অনন্তমূর্তি রূপ পরিগ্রহ করেন।। ৩৩।।

প্রসার্য শেষোঽপি ফণাং স বৈষ
মধ্যে নিধায়ৈকফণাঃ ধরিত্রীম্।
দধার তোয়োপরি তোয়সংস্থিত-
স্ততোঽত্যজদ্ যজ্ঞবরাহ উর্বীম্।। ৩৪।।

জলস্থিত অনন্ত তাঁর ছয়টি ফণা বিস্তার ক'রে মধ্যবর্তী একটি ফণার উপর পৃথিবীকে স্থাপন করলে যজ্ঞবরাহ স্বীয় দন্ত থেকে পৃথিবীকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে জলের অভ্যন্তরেই ছেড়ে দেন।। ৩৪।।

প্রসারিতাঃ ফণাঃ সর্বাস্তাসামেকা তু পূর্বতঃ।
অপরা পশ্চিমায়াস্তু দক্ষিণোত্তরয়োঃ পরে।। ৩৫।।
একা গতা ফণৈশান্যামাগ্নেয্যামপরা দিশি।
পৃথ্বীমধ্যে স্থিতা চৈকা নৈর্ঋত্যাং তস্য বৈ তনুঃ।। ৩৬।।

অনন্ত তাঁর ছয়টি ফণার মধ্যে একটি পূর্বদিকে, একটি পশ্চিমদিকে, একটি দক্ষিণ দিকে এবং একটি উত্তরদিকে প্রসারিত করেন।। ৩৫।। তিনি অপর একটি ফণা ঈশানকোণ (উত্তর-পূর্ব কোণ) অভিমুখে এবং অপর একটি ফণা অগ্নিকোণ (দক্ষিণ-পূর্ব কোণ) অভিমুখে প্রসারিত করেন। তাঁর অবশিষ্ট ফণা পৃথিবীর মধ্যে এবং তাঁর দেহ নৈর্ঋতকোণে অবস্থিত।। ৩৬।।

শূন্যা দিগ্বায়বী তত্র ততো নম্রা স্থিতা ক্ষিতিঃ।। ৩৭।।
স তু দীর্ঘতনুস্তোয়ে যদানন্তো ন চাশকৎ।
কূর্মরূপী তদা ভূত্বানন্ত কায়মধাদ্হরিঃ।। ৩৮।।

বায়ুকোণ (উত্তর-পশ্চিম কোণ) শূন্য থেকে যাওয়ায় (ভর দেওয়ার মত কোন ফণা না থাকায়) পৃথিবী সেই দিকে কিছুটা হেলে থাকে।। ৩৭।। যখন অনন্ত তাঁর দীর্ঘ দেহ জলের মধ্যে ধারণ করতে

105. পাঠান্তর — ফণাঃ।

অসমর্থ হন তখন হরি কচ্ছপ স্বরূপ হয়ে অনন্তের বিশাল শরীর ধারণ করেন।। ৩৮।।

অধো ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডং স পদ্ভিরাক্রম্য কচ্ছপঃ।
গ্রীবান্বিতস্য বায়ব্যাং পৃষ্ঠেঽনন্তমধারয়ৎ।। ৩৯।।
অনন্তঃ কূর্মপৃষ্ঠে তু নবভির্বেষ্টনৈস্তনুম্।
নিধায় পৃথিবীং দধ্রে সুখেনৈব মহাতনুঃ।। ৪০।।

তারপর কচ্ছপরূপধারী ভগবান্ নীচে ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডকে তাঁর পদসমূহের দ্বারা আক্রমণ করেন ও বায়ুকোণে (উত্তর-পশ্চিম কোণে) গ্রীবা বিস্তার ক'রে আপনার পৃষ্ঠদেশে অনন্তকে ধারণ করেন।। ৩৯।। বিশালদেহী অনন্ত নয়টি কুণ্ডলী পাকিয়ে কচ্ছপের পৃষ্ঠে অবস্থান ক'রে অনায়াসে পৃথিবীকে ধারণ করেন।। ৪০।।

ততঃ ফণাস্বনন্তস্য চলন্তী পৃথিবী স্থিতা।
বরাহঃ কর্তুমচলামচলামকরোদ্দৃঢ়াম্।। ৪১।।
মেরুং খুরপ্রহারেণ প্রহৃত্য পৃথিবীতলম্।
ন্যখনৎ স বিবেশাথ পৃথ্বীং ভিত্ত্বান্তরং ততঃ।। ৪২।।

অনন্তের ফণার উপরে অবস্থিত হয়েও চলমান পৃথিবী স্থির হতে পারে না। তখন সেই চঞ্চল পৃথিবীকে অচলা করার নিমিত্ত যজ্ঞবরাহ অচল অর্থাৎ পর্বতসমূহকে দৃঢ়রূপে স্থিতিশীল করতে প্রয়াসী হন।। ৪১।। সেই উদ্দেশ্যে বরাহরূপী ভগবান্ সুমেরু পর্বতকে ভূতলে প্রোথিত করার জন্য নিজ খুরের দ্বারা সুমেরু পর্বতকে আঘাত ক'রে ভূমি খনন

করলে সেই আঘাতে সুমেরু পর্বত ভূমি ভেদ ক'রে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়ে যায়।। ৪২।।

যোজনানাং সহস্রাণি ষোড়শৈব রসাতলম্।
প্রবিবেশ মহাশৈলো বরাহাঙ্ঘ্রি প্রহারতঃ।। ৪৩।।
দ্বাত্রিংশত্তু সহস্রাণি যোজনানাং তু বিস্তৃতম্।
মেরোঃ শিরোঽভবত্তেন প্রহারেণ দ্বিজোত্তমাঃ।। ৪৪।।

বরাহের পায়ের আঘাতে সেই মহাশৈল ষোল হাজার যোজন (আনুমানিক ১৯৬৮০০ কিলোমিটার) রসাতলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।। ৪৩।। হে দ্বিজোত্তমগণ ! বরাহের পদাঘাতে সুমেরুপর্বতের শীর্ষভাগ বত্রিশ হাজার যোজন চওড়া হয়ে যায়।। ৪৪।।

মর্যাদাপর্বতানস্য[106] পার্শ্বে পোত্রী তদাকরোৎ।
যথা চলতি নৈবৈষ পর্বতঃ পৃথিবীধরঃ।। ৪৫।।
হিমবৎপ্রভৃতীনাঞ্চ ভাগং ভাগং সপঞ্চকম্।
পদা ক্ষিত্যন্তরং চক্রে তদুচ্ছ্রায় প্রমাণতঃ।। ৪৬।।

মর্যাদাপর্বত সুমেরু যাতে নিশ্চল হয়ে অবস্থান করে সেইজন্য বরাহ সেই পর্বতের পাশে পাশে কতিপয় সীমা পর্বত স্থাপন করেন।। ৪৫।। বরাহ পদাঘাতে হিমালয় প্রভৃতি সেই সকল পর্বতের উচ্চতার এক পঞ্চমাংশ ভূমিতলে প্রোথিত করেন।। ৪৬।।

---

106. পাঠান্তর — পর্বতনাথস্য, শৈলনাথস্য।

ততো ব্রহ্মা বরাহায় নমস্কৃত্য মহৌজসে।
অর্ধনারীশ্বরং কায়াদ্ দেবদেবং ব্যজায়ত।। ৪৭।।
প্রথমং জাতমাত্রঃ স প্ররুরোদ মহাস্বনঃ।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ।। ৪৮।।

তারপর ব্রহ্মা মহান ওজস্বী বরাহকে প্রণাম জানিয়ে নিজ শরীর থেকে দেবাদিদেব মহাদেবকে অর্ধনারী-অর্ধনর রূপে প্রকটিত করেন।। ৪৭।। উৎপন্ন হওয়ামাত্রই তিনি মহাশব্দে ক্রন্দন করতে আরম্ভ করেন। তখন ব্রহ্মা ক্রন্দনরত মহাদেবকে বলেন — "আপনার রোদনের কারণ কি ?"।। ৪৮।।

নাম দেহীতি তং সোথ প্রত্যুবাচ মহেশ্বরঃ।
রুদ্রনামা রোদনাত্ত্বং মা রোদীস্ত্বং মহাশয়।। ৪৯।।
এবমুক্তঃ পুনঃ সোঽথ সপ্তবারান্ রুরোদ সঃ।
ততোঽপরাণি নামানি সপ্ত ব্রহ্মাকরোৎ পুনঃ।। ৫০।।
শর্বং ভবঞ্চ ভীমঞ্চ মহাদেবং চতুর্থকম্।
পঞ্চমং চোগ্রমীশানং ষষ্ঠং পশুপতিং পরম।। ৫১।।

প্রত্যুত্তরে মহেশ্বর বললেন — 'আমার নামকরণ করুন"। (তখন ব্রহ্মা বললেন) মহাশয় ! আপনি রোদন করেছেন। সেইজন্য আপনার নাম হল 'রুদ্র'। আপনি আপনার রোদন বন্ধ করুন।। ৪৯।। ব্রহ্মা রুদ্রকে এই কথা বললে রুদ্র আরও সাতবার রোদন করেন। তখন ব্রহ্মা রুদ্রের আরও সাতটি নামকরণ করেন — শর্ব, ভব, ভীম, মহাদেব, উগ্র, ঈশান এবং পশুপতি।। ৫০-৫১।।

ময়া যথা বিভক্তস্ত্বং তথাত্মা স্বো বিভাজ্যতাম্।
ত্বয়াপি ভূরিসৃষ্ট্যর্থং ভবাংশ্চাপি প্রজাপতিঃ।। ৫২।।
ততো ব্রহ্মা দ্বিধা ভূত্বা পুরুষোঽর্ধেন সোঽভবৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং তু বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।। ৫৩।।

ব্রহ্মা বললেন — আমি যেরূপ আপনাকে বিভাজিত করেছি, আপনিও সেইরূপ নিজেই নিজেকে বিভাজিত করুন। সৃষ্টিকার্যে আপনিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপনিও একজন প্রজাপতি।। ৫২।। অনন্তর, প্রভু ব্রহ্মা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে অর্ধ শরীরে পুরুষ ও অর্ধ শরীরে নারী হয়ে সেই নারীর গর্ভে বিরাজ (বিরাট) অর্থাৎ সর্বব্যাপী পুরুষকে সৃষ্টি করলেন।। ৫৩।।

তমাহ ভগবান্ ব্রহ্মা কুরু সৃষ্টিং প্রজাপতে।
তপস্তপ্তা বিরাট্ সোঽপি মনুং স্বায়ম্ভুবং ততঃ।। ৫৪।।
সসর্জ সোঽপি তপসা ব্রহ্মাণং পর্যতোষয়ৎ।
তোষিতস্তেন মনসা দক্ষং সৃষ্ট্যৈ সসর্জ সঃ।। ৫৫।।

ভবগবান্ ব্রহ্মা তাঁকে বলেন — হে প্রজাপতি ! আপনি সৃষ্টি করুন। তখন সেই বিরাটপুরুষ তপস্যার দ্বারা স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করেন।। ৫৪।। তিনিও (স্বায়ম্ভুব মনু) তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করেন। তাঁর দ্বারা পরিতুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টির নিমিত্ত স্বীয় মনের সাহায্যে দক্ষকে সৃষ্টি করেন।। ৫৫।।

সৃষ্টে দক্ষেঽথ দশধা প্রণতো মনুনা বিধিঃ।
পুনরেব সুতানন্যান্ সসর্জ দশ মানসান্।। ৫৬।।
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বসিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ।। ৫৭।।

দক্ষ সৃষ্টি হওয়ার পর স্বায়ম্ভুব মনু বিধিকে (ব্রহ্মাকে) দশবার প্রণাম করেন। তখন ব্রহ্মা তাঁর আরও দশজন মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন।। ৫৬।। ব্রহ্মার সেই দশজন মানসপুত্রগণ হলেন — মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ।। ৫৭।।

এতানুৎপাদ্য মনসা মনুং স্বায়ম্ভুবং পুনঃ।
যুয়ং সৃজধ্বমিত্যুক্ত্বা লোকেশোঽন্তর্দধে পুনঃ।। ৫৮।।
বরাহেপ্যথ পোত্রেণ খনিত্বা সপ্ত সাগরান্।
পৃথিব্যাং বলয়াকারান্ সসর্জ পরমেশ্বরঃ।। ৫৯।।

ব্রহ্মা মন থেকে তাঁদেরকে উৎপাদন ক'রে স্বায়ম্ভুব মনু ও অপর মানসপুত্রদের বললেন — "তোমরা সকলে সৃষ্টি কর"। এই কথা ব'লে লোকেশ (ব্রহ্মা) অন্তর্হিত হন।। ৫৮।। অনন্তর, বরাহ নিজের মুখ দ্বারা খনন ক'রে পৃথিবীর চারিদিকে বলয়াকারে সপ্তসাগর রচনা করেন।। ৫৯।।

সপ্তধা ভ্রমণেনাসৌ সৃষ্ট্বা সপ্তাথ সাগরান্।
সপ্তদ্বীপানবচ্ছিদ্য পৃথিব্যন্তং ততো গতঃ।। ৬০।।
লোকালোকাহ্বয়ং শৈলং কৃত্বা পৃথ্ব্যাস্তু বেষ্টনম্।

লক্ষদ্বয়োচ্ছ্রিতং মানাদ্ যোজনানাং সমন্ততঃ।
সুদৃঢ়ং স্থাপয়ামাস ভিত্তিপ্রান্তে যথা গৃহম্।। ৬১।।

বরাহ সাতবার ভ্রমণ ক'রে সপ্তসাগর সৃষ্টি ও সপ্তদ্বীপ বিভাগ করেন। তারপর তিনি পৃথিবীর শেষভাগে গমন করেন।। ৬০।। যেরূপ গৃহের চতুর্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মান করা হয়, বরাহ সেইরূপ দুই লক্ষ যোজন উন্নত সুদৃঢ় লোকালোক[107] পর্বতকে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভিত্তির ন্যায় স্থাপন করেন।। ৬১।।

আদিসৃষ্টিরিয়ং বিপ্রাঃ কথিতা ভবতাং ময়া।
প্রতিসর্গমহং বক্ষ্যে তচ্ছৃণ্বন্তু মহর্ষয়ঃ।। ৬২।।

হে বিপ্রগণ ! এতক্ষণ আমি তোমাদের নিকট আদিসৃষ্টির বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম। এখন আমি প্রতিসর্গের (দক্ষাদি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের সৃষ্টি) বৃত্তান্ত বর্ণনা করছি। মহর্ষিগণ, আপনারা শ্রবণ করুন।। ৬২।।

।। কালিকাপুরাণে বরাহসর্গ নামক পঞ্চবিংশ (২৫ তম) অধ্যায় সমাপ্ত।।

ষড়বিংশ অধ্যায়

সৃষ্টিকথন

মার্কণ্ডেয় উবাচ

বারাহোঽয়ং শ্রুতঃ সর্গো বরাহাধিষ্ঠিতো যতঃ।
প্রতিসর্গঃ শ্রুতঃ সর্বৈর্দক্ষাদ্যৈর্যঃ কৃতঃ পৃথক্।। ১।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — আপনারা এতক্ষণ যে সর্গের বর্ণনা শ্রবণ করলেন তাকে বরাহ সর্গ বলা হয় কারণ এই সর্গ বরাহের উপর অধিষ্ঠিত। তারপর দক্ষাদি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ পৃথকভাবে যে সৃষ্টি করেন সেই প্রতিসর্গও আপনারা শ্রবণ করেছেন।। ১।।

রুদ্রো বিরাণ্মনুর্দক্ষো মরীচ্যাদ্যাস্তু মানসাঃ।
যং যং সর্গং পৃথক্ চক্রুঃ প্রতিসর্গশ্চ স স্মৃতঃ।। ২।।
বিরাট্ সুতোঽসৃজদ্বংশ্যান্মনূন্ যৈর্বিততং জগৎ।
মনুঃ সপ্ত মনূন্ সৃষ্ট্বা চকার বহুশঃ প্রজাঃ।। ৩।।

রুদ্র, বিরাট্ পুরুষ, স্বায়ম্ভুব মনু, দক্ষ এবং মরীচি আদি মানসপুত্রগণ যে যে সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেন সেগুলি প্রতিসর্গ নামে আখ্যাত।। ২।। মনুর মানসপুত্র বিরাটের পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর বংশধর আরও সাতজন

পুত্র সৃষ্টি করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁরা সম্পূর্ণ জগতে ছড়িয়ে যান এবং তাঁরা বহু প্রজা সৃষ্টি করেন।। ৩।।

প্রজাঃ সিসৃক্ষুঃ স মনুর্যোঽসৌ স্বায়ম্ভুবাহ্বয়ঃ।
অসৃজৎ প্রথমং ষড়্ বৈ মনূন্ সোঽথ পরান্ সুতান্।। ৪।।
স্বারোচিষশ্চৌত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বানপরস্তথা।। ৫।।

প্রজা সৃষ্টিতে ইচ্ছুক হয়ে বিরাটপুত্র স্বায়ম্ভুব মনু প্রথমে স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এবং মহাতেজা বিবস্বান এই ছয় পুত্র সৃষ্টি করেন। তাঁরা সকলেই মনু নামে পরিচিত।। ৪-৫।।

যক্ষরক্ষঃপিশাচাংশ্চ নাগগন্ধর্বকিন্নরান্।
বিদ্যাধরানপ্সরসঃ সিদ্ধান্ ভূতগণান্ বহূন্।। ৬।।
মেঘান্ সবিদ্যুতো বৃক্ষান্ লতাগুল্মতৃণাদিকান্।
মৎস্যান্ পশূংশ্চ কীটাংশ্চ জলজান্ স্থলজাংস্তথা।। ৭।।
এতাদৃশানি সর্বাণি মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ সুতৈঃ।
সহিতঃ সসৃজে সোঽন্যঃ প্রতিসর্গঃ প্রকীর্তিতঃ।। ৮।।

স্বায়ম্ভুব মনু তাঁর পুত্রগণের সহিত যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, গন্ধর্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্সরা, সিদ্ধগণ, ভূতগণ, বিজলীযুক্ত মেঘসমূহ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ, মৎস্য, পশু, কীট, জলজ ও স্থলজ প্রাণীসমূহ প্রভৃতি সমস্তই সৃষ্টি করেন। একে অন্যসৃষ্টি বা প্রতিসর্গ বলা হয়।। ৬-৮।।

অন্যে ষণ্মনবো যে বৈ তেঽপি স্বে স্বেঽন্তরেঽন্তরে।
প্রতিসর্গং স্বয়ং কৃত্বা প্রাপ্নুবন্তি চরাচরম্।। ৯।।
যজ্ঞস্য সম্ভৃতং যজ্ঞং যূপং প্রাগ্বংশমেব চ।
ধর্মাধর্মো গুণান্ সর্বান্ বরাহ ইব সৃষ্টবান্।। ১০।।

অন্য ছয়জন মনুও নিজ নিজ মন্বন্তরে (সময়কালে) প্রত্যেকে প্রতিসর্গ ক'রে চরাচর ব্যাপ্ত করেন।। ৯।। বরাহই এই জগতে যজ্ঞ, যজ্ঞীয় দ্রব্য, যূপ, প্রাগ্বংশ (বলিদানের কুটির), ধর্ম, অধর্ম, এবং সমস্ত গুণ সৃষ্টি করেন।। ১০।।

সুতান্ বহূন্ সমুৎপাদ্য দক্ষো দেবর্ষিসত্তমান্।
মহর্ষীন্ সোমপাদীংশ্চ বহূন্ পিতৃগণাংস্তথা।
সৃষ্টিং প্রবর্তয়ামাস প্রতিসর্গোঽস্য স স্মৃতঃ।। ১১।।
অজায়ন্ত মুখাদ্বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়া বাহুযুগ্মতঃ।। ১২।।
ঊর্বোর্বৈশ্যাঃ পদোঃ শূদ্রাশ্চতুর্বেবদাশ্চতুর্মুখাৎ।
ব্রহ্মণঃ প্রতিসর্গোঽয়ং ব্রাহ্মঃ সর্গঃ স্মৃতস্ততঃ।। ১৩।।

দক্ষ বহু পুত্র, দেবর্ষি, মহর্ষি, সোমপা প্রমুখ বহু পিতৃগণকে উৎপন্ন ক'রে যে সৃষ্টি প্রবর্তন করতেন তাকে প্রতিসর্গ বলা হয়।। ১১।। ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণগণ, বাহুযুগল থেকে ক্ষত্রিয়গণ, ঊরুদ্বয় থেকে বৈশ্যগণ, পা থেকে শূদ্রগণ, চার মুখ থেকে চতুর্বেদ উৎপন্ন হয়। এই সর্গ ব্রহ্মার প্রতিসর্গ হওয়ার কারণে একে ব্রাহ্মসর্গ বলা হয়।। ১৩।।

মরীচেঃ কশ্যপো জাতঃ কশ্যপাৎ সকলং জগৎ।
দেবা দৈত্যা দানবাশ্চ তস্য সর্গঃ প্রকীর্তিতঃ।। ১৪।।
অত্রের্নেত্রাদভূচ্চন্দ্রশ্চন্দ্রবংশস্ততোঽভবৎ।
তেন ব্যাপ্তং জগৎ সর্বং সোঽস্য[108] সর্গঃ প্রকীর্তিতঃ।। ১৫।।

মরীচি ঋষি থেকে কশ্যপের জন্ম হয় এবং কশ্যপ সমগ্র জগৎসৃষ্টি করেন। সমস্ত দেব, দৈত্য, দানব প্রভৃতি তাঁরই সৃষ্টি। এটি মারীচ প্রতিসর্গ নামে খ্যাত।। ১৪।। অত্রির ঋষির চক্ষু থেকে চন্দ্রের জন্ম হয় এবং চন্দ্র থেকে উৎপন্ন চন্দ্রবংশ সমগ্র সংসারে পরিব্যাপ্ত হয়। এই সর্গটি সোমসর্গ বা অত্রির প্রতিসর্গ নামে অভিহিত।। ১৫।।

অথর্বাঙ্গিরসী কৃত্যা[109] পৌত্রাশ্চ বহুশোঽপরে।
মন্ত্রযন্ত্রাদয়ো যে বৈ তে সর্বেঽঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।। ১৬।।
আজ্যপাখ্যাঃ পুলস্ত্যস্য পুত্রাশ্চান্যে চ রাক্ষসাঃ।
প্রতিসর্গঃ পুলস্ত্যস্য বলবেগসমন্বিতাঃ।। ১৭।।

অথর্ববেদ প্রচারক অঙ্গিরা ঋষির অনেক পুত্র উৎপন্ন হয়। অঙ্গিরা মন্ত্র ও যন্ত্রাদি (দেবতার অধিষ্ঠানচক্র ও জ্যোতিষে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানচিত্র) সমস্তই সৃষ্টি করেন। এই সর্গটি অঙ্গিরার প্রতিসর্গ নামে পরিচিত।। ১৬।। আজ্যপা নামক পিতৃগণ এবং বল ও শক্তিযুক্ত রাক্ষসগণ পুলস্ত্যের বংশধর। এটি পুলস্ত্যের প্রতিসর্গ।। ১৭।।

---

108. পাঠান্তর — সৌম্যঃ।

109. পাঠান্তর — অথর্বাঙ্গিরসাঃ পুত্রাঃ।

কাদ্রবেয়া গজা অশ্বাঃ প্রজা বহুতরাস্তথা।
সসৃজে পুলহেনৈষ সর্গস্তস্য প্রকীর্তিতঃ।। ১৮।।
ক্রতোঃ পুত্রা বালখিল্যাঃ সর্বজ্ঞা ভূরিতেজসঃ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি জ্বলদ্ভাস্করসন্নিভাঃ।। ১৯।।

কদ্রুর সন্ততি সর্পগণ, হস্তী, অশ্ব আদি বহু প্রজাসমূহ পুলহের সৃষ্টি। এটি পুলহের প্রতিসর্গ।। ১৮।। ক্রতুর সূর্যের সমান আভাযুক্ত, অত্যধিক তেজস্বী, সর্বজ্ঞ অষ্ট আশি হাজার বালখিল্য নামক ঋষিপুত্রের জন্ম হয়েছিল।। ১৯।।

প্রচেতসঃ সুতাঃ সর্বে যে বৈ প্রাচেতসাঃ স্মৃতাঃ।
ষড়শীতিসহস্রাণি পাবকোপমতেজসঃ।। ২০।।
সুকালিনো বসিষ্ঠস্য পুত্রাশ্চান্যে চ যোগিনঃ।
আরুন্ধতেয়াঃ পঞ্চাশদ্বাসিষ্ঠঃ সর্গ উচ্যতে।। ২১।।

প্রচেতার পুত্রগণকে প্রাচেতস বলা হয়। তাঁদের সংখ্যা ছিয়াশি হাজার। তাঁরা অগ্নির সমান তেজস্বী।। ২০।। অরুন্ধতীর গর্ভজাত বসিষ্ঠের পুত্রগণ হলেন সুকালিন নামে পিতৃগণ এবং অন্য পঞ্চাশজন যোগী। একে বসিষ্ঠ সর্গ বলা হয়।। ২১।।

ভৃগোশ্চ ভার্গবা জাতা যে বৈ দৈত্যপুরোধসঃ।
কবয়স্তে মহাপ্রাজ্ঞাস্তৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ।। ২২।।
নারদাত্তারকা জাতা বিমানানি তথৈব চ।
প্রশ্নোত্তরাস্তথৈবান্যে নৃত্যগীতঞ্চ কৌতুকম্।। ২৩।।

দৈত্যদের পুরোহিত ভার্গবগণের উৎপত্তি ভৃগু থেকে। তাঁরা ছিলেন মহা বুদ্ধিমান ও মহাপ্রাজ্ঞ। তাঁরা সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছেন।। ২২।। তারকাসমূহ, বিমান, প্রশ্নোত্তর, নৃত্য ও গীত, কৌতুক উৎপন্ন করেন নারদ। এটি নারদপ্রতিসর্গ নামে পরিচিত।। ২৩।।

এতে দক্ষমরীচ্যাদ্যাঃ কৃতদারান্ বহূন্ সুতান্।
উৎপাদ্যোৎপাদ্য পৃথিবীং দিবঞ্চ সমপূরয়ন্।। ২৪।।
তেষাং সুতেভ্যশ্চ সুতাস্তৎপুত্রেভ্যঃ পরে সুতাঃ।
সমুৎপন্নাঃ প্রবর্তন্তে হ্যদ্যাপি ভুবনেষু বৈ।। ২৫।।

এই দক্ষ, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ বহু পুত্র উৎপাদন করেন এবং তাঁদের বিবাহ দিয়ে স্বর্গ, মর্ত পরিপূর্ণ করেন।। ২৪।। তাঁদের পুত্র ও পৌত্রগণের সন্তান সন্ততিগণ এখনও পর্যন্ত ভুবনমণ্ডলে বিদ্যমান আছেন এবং উৎপন্ন হয়ে চলেছেন।। ২৫।।

বিষ্ণোস্তু চক্ষুষোঃ সূর্যো মনসশ্চন্দ্রমাঃ স্মৃতঃ।
শ্রোত্রাদ্বায়ুঃ সমুদ্ভূতো মুখাদগ্নিরজায়ত।। ২৬।।
প্রতিসর্গো হ্যয়ং বিষ্ণুস্তথা চাপি দিশো দশ।। ২৭।।
সৃষ্ট্যর্থং চন্দ্রমাঃ পশ্চাদত্রিনেত্রাদবাতরৎ।
ভাস্করঃ কশ্যপাজ্জাতো ভার্যয়া চ সমন্বিতঃ।। ২৮।।

বিষ্ণুর চক্ষু থেকে সূর্য, মন থেকে চন্দ্র, কর্ণ থেকে বায়ু ও দশ দিক এবং মুখ থেকে অগ্নি উৎপন্ন হয়। এইটি হল বিষ্ণুর প্রতিসর্গ।। ২৭।। পরবর্তীকালে সৃষ্টিকার্য হেতু অত্রি মুনির নয়ন থেকে চন্দ্র প্রকট হন এবং কশ্যপের ঔরসে কশ্যপপত্নী অদিতির গর্ভে সূর্য উৎপন্ন হন।। ২৮।।

রুদ্রাশ্চ বহবো জাতা ভূতগ্রামাশ্চতুর্বিধাঃ।
শ্ববরাহোষ্ট্ররূপাশ্চ প্লবগোমায়ুগোমুখাঃ।। ২৯।।
ঋক্ষমার্জারবদনাঃ সিংহব্যাঘ্রমুখাঃ পরে।
নানাশস্ত্রধরাঃ সর্বে নানারূপাঃ মহাবলাঃ।। ৩০।।

রুদ্র থেকে উৎপন্ন হয় চার প্রকার ভূতগণ যাদের মধ্যে একপ্রকার হল কুকুর, বরাহ ও উষ্ট্রের রূপধারী; আর এক প্রকারের মুখ বানর, শৃগাল,গরুর ন্যায়; অপর প্রকারের মুখ ভল্লুক, বিড়ালের ন্যায়; অন্য প্রকারের মুখ সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায়। তারা সকলেই নানা শস্ত্রধারী, নানাপ্রকার রূপধারী এবং মহা বলশালী।। ২৯-৩০।।

এষ বঃ প্রতিসর্গোঽপি কথিতো দ্বিজসত্তমাঃ।
দৈনন্দিনঞ্চ প্রলয়ং শৃণুধ্বং কল্পশেষতঃ।। ৩১।।

হে দ্বিজসত্তমগণ ! আপনাদের নিকট এই প্রতিসর্গের বিষয় বর্ণনা করলাম। এখন প্রতি কল্পশেষে দৈনন্দিন যে প্রলয় তা শ্রবণ করুন।। ৩১।।

।। কালিকাপুরাণে সৃষ্টিকথন নামক ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সৃষ্টিকথন

মার্কণ্ডেয় উবাচ

মন্বন্তরং মনোঃ কালো যাবৎ পালয়য়ে প্রজাঃ।
একো মনুঃ স কালস্তু মন্বন্তরমিতি শ্রুতম্।। ১।।
তদেকসপ্ততিযুগৈর্দেবানামিহ জায়তে।
তৈশ্চতুর্দশভিঃ কল্পো দিনমেকন্তু বেধসঃ।। ২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — মনু যতকাল প্রজা পালন করেন সেই সময়কালকে মন্বন্তর বলা হয়। এক মনুর সময়কাল হল তাঁর মন্বন্তর।। ১।। একাত্তর দৈবযুগে (মানুষের ২৬৮ যুগে) এক মন্বন্তর হয়। চৌদ্দ মন্বন্তরে হয় এক কল্প এবং এই এক কল্প হল ব্রহ্মার এক দিন।। ২।।

দিনান্তে ব্রহ্মণো জাতে সুযুপ্সা তস্য জায়তে।
যোগনিদ্রা মহামায়া সমায়াতি পিতামহম্।। ৩।।
নাভিপদ্মং প্রবিশ্যাথ বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
সুখং শেতে স ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।। ৪।।

ব্রহ্মার দিন অতিক্রান্ত হলে তাঁর শয়নের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। সেই সময় যোগনিদ্রা মহামায়া ব্রহ্মার নিকটে আগমন করেন।। ৩।। তখন

লোকপিতামহ ব্রহ্মা অমিততেজস্বী বিষ্ণুর নাভিপদ্মে প্রবেশ ক'রে সুখে নিদ্রা গমন করেন।। ৪।।

ততো বিষ্ণুঃ স্বয়ং ভূত্বা রুদ্ররূপী জনার্দনঃ।
পূর্ববন্নাশয়ামাস স সর্বং ভুবনত্রয়ম্।। ৫।।
বায়ুনা বহ্নিনা সার্ধং দাহয়ামাস বৈ যথা।
মহাপ্রলয়কালেষু তথা সর্বং জগৎত্রয়ম্।। ৬।।
জনং যান্তি প্রতাপার্তা মহর্লোকনিবাসিনঃ।
ত্রৈলোক্যদাহসময়ে পীড়িতা দারুণাগ্নিনা।। ৭।।

তখন বিষ্ণু স্বয়ং রুদ্ররূপী জনার্দন হয়ে পূর্বের ন্যায় সমস্ত ত্রিভুবন সংহার করেন।। ৫।। তিনি মহাপ্রলয়কালে বায়ু ও অগ্নি সহযোগে সমস্ত কিছুই দগ্ধ করেন। ঠিক সেইরূপেই তিনি দৈনন্দিন প্রলয়কালেও ত্রিলোক দহন করেন।। ৬।। ত্রৈলোক্য দহনকালে মহর্লোকনিবাসিগণ ভয়ানক অগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপে নিদারুণ পীড়িত হয়ে জনলোকে গমন করেন।। ৭।।

ততঃ কালান্তকৈর্মেঘৈর্নানাবর্ণৈর্মহাস্বনৈঃ।
সমুৎপাদ্য মহাবৃষ্টিমাপূর্য ভুবনত্রয়ম্।। ৮।।
চলত্তরঙ্গৈস্তোয়ৌঘৈরাধ্রুবস্থানসঙ্গতৈঃ।
নিধায় জঠরে লোকানিমাংস্ত্রীন্ স জনার্দনঃ।। ৯।।
নাগপর্যঙ্কশয়নে শেতে স পরমেশ্বরঃ।। ১০।।

তারপর ঘোরগর্জনকারী বিবিধ বর্ণের সর্বসংহারক মেঘরাশি দ্বারা মহাবৃষ্টিপাত সংঘটিত ক'রে ধ্রুব স্থান পর্যন্ত প্লাবনকারী চঞ্চল উত্তুঙ্গ

তরঙ্গসমন্বিত জলরাশি দ্বারা জনার্দন সমগ্র ভুবনমণ্ডল পরিপ্লাবিত করেন এবং সেই পরমেশ্বর ত্রিভুবনকে স্বীয় জঠরাভ্যন্তরে রক্ষিত ক'রে নাগপর্যঙ্কে শয়ন করেন।। ৮-১০।।

শায়ানং[110] নাভিকমলে ব্রহ্মাণং স জগদ্গুরুঃ।
সংস্থাপ্য ত্রীনিমাঁল্লোকান্ দগ্ধা জগ্ধা শ্রিয়া সহ।। ১১।।
শেতে স ভোগিশয্যায়াং ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
যোগনিদ্রাবশং জাতস্ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতঃ।। ১২।।

ব্রহ্মাকে নিজ নাভিকমলে শায়িত ক'রে, এই ত্রিলোককে দগ্ধ ও গ্রাস ক'রে নারায়ণ রূপধারী ব্রহ্মা, জগৎপতি বিষ্ণু যোগনিদ্রার বশীভূত হয়ে লক্ষ্মীদেবীসহ নাগপর্যঙ্কে অর্থাৎ শেষনাগের শয্যায় শয়ন করেন।। ১১-১২।।

ত্রৈলোক্যমখিলং দগ্ধং যদা কালাগ্নিনা তদা।
অনন্তঃ পৃথিবীং ত্যক্ত্বা বিষ্ণোরন্তিকমাগতঃ।। ১৩।।
তেন ত্যক্তা তু পৃথিবী ক্ষণমাত্রাদধোগতা।
পতিতা কূর্মপৃষ্ঠে চ বিশীর্নৈব তদাভবৎ।। ১৪।।

যখন সমগ্র ত্রিলোক কালাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যায় তখন অনন্ত পৃথিবী পরিত্যাগ ক'রে বিষ্ণুর সমীপে গমন করেন।। ১৩।। অনন্ত পৃথিবীকে

110. পাঠান্তর — শয়ানং।

পরিত্যাগ করা মাত্রই পৃথিবী অধোগামী হয়ে কচ্ছপ ভগবানের পৃষ্ঠে পতিত হয় এবং বিশীর্ণপ্রায় হয়ে যায়।। ১৪।।

কুর্মোঽপি মহতো যত্নাচ্চলন্তীং পৃথিবীং জলে।
ব্রহ্মাণ্ডং পত্তিরাক্রম্য পৃষ্ঠে দধ্রে ধরাং তদা।। ১৫।।
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডসংযোগাচ্চূর্ণিতা পৃথিবী ভবেৎ।
ইতি তাং পরিজগ্রাহ কূর্মরূপী জনার্দনঃ।। ১৬।।

তখন কূর্মও নিজ পদের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডকে আক্রমণ ক'রে জলের উপর ভাসমানা চলমানা পৃথিবীকে পদনখরের দ্বারা যত্নসহকারে ধ'রে নিজ পৃষ্ঠের উপর স্থাপন করেন।। ১৫।। কূর্মরূপী জনার্দন আশঙ্কা করেন যে ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে পৃথিবী চূর্ণ হয়ে যাবে। সেইজন্য তিনি পৃথিবীকে নিজ পৃষ্ঠে ধারণ করেন।। ১৬।।

চলজ্জলৌঘসংসর্গাচ্চলন্ত্যা ধরয়া তদা।
কূর্মপৃষ্ঠং বহুতরৈর্ব্বরৈণ্ডৈর্বিততীকৃতম্।। ১৭।।
অনন্তস্তত্র গত্বা তু যত্র ক্ষীরোদসাগরঃ।
তত্র স্বয়ং শ্রিয়া যুক্তং সুষুপ্সন্তং জনার্দনম। ১৮।।
ফণয়া মধ্যয়া দধ্রে ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতম্।
পূর্বং ফণা বিতত্যোর্ধং পদ্মং কৃত্বা মহাবলঃ।
বিষ্ণুমাচ্ছাদয়ামাস শেষাখ্যঃ পরমেশ্বরম্।। ১৯।।

তখন পৃথিবী চঞ্চল জলরাশি সংসর্গে দোদুমান হলে কূর্ম বহুতর ব্রহ্মাণ্ড ধারণে সক্ষম নিজ পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেন।। ১৭।। সেই সময় ক্ষীরোদসাগরে যেখানে ত্রিভুবন গ্রাসে পরিতৃপ্ত জনার্দন লক্ষ্মীদেবীসহ

শয়নের উদ্যোগ করছিলেন সেখানে মহাবল অনন্ত উপস্থিত হয়ে তাঁর মধ্যম ফণা দ্বারা সেই পরমেশ্বরকে ধারণ করেন এবং পূর্ব ফণা অর্ধ পদ্মাকারে ঊর্ধ্বে বিস্তার ক'রে শেষনাগধারী ভগবান্ বিষ্ণুকে আচ্ছাদিত করেন।। ১৮-১৯।।

তস্যোপধানমকরোদনন্তো দক্ষিণাং ফণাম্।
উত্তরাং পাদয়োশ্চক্রে উপধানং মহাবলঃ।। ২০।।
তালবৃন্তং তদা চক্রে সশেষঃ পশ্চিমাং ফণাম্।
স্বপন্তং বিজয়ামাস শেষরূপী জনার্দনঃ।। ২১।।

সেই মহাবলশালী অনন্ত তাঁর দক্ষিণ ফণা পরমেশ্বরের শিরোধান (মাথার বালিশ) এবং উত্তর ফণা তাঁহার পায়ের বালিশ ক'রে দেন।। ২০।। অনন্তর শেষরূপী জনার্দন নিজের পশ্চিম ফণা তালবৃন্তের ন্যায় আকারবিশিষ্ট ক'রে ভগবানকে ব্যজন করেন।। ২১।।

শঙ্খং চক্রং নন্দকাসিমিষুধী দ্বে মহাবলঃ।
ঐশান্যায়াথ ফণয়া স দধ্রে গরুড়ং তথা।। ২২।।
গদাং পদ্মঞ্চ শার্ঙ্গ তথৈব বিবিধায়ুধম্।
যানি চান্যানি তস্যাসন্নাগ্নেয্যা ফণয়া দধৌ।। ২৩।।

মহাবলী অনন্ত ভগবান্ বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, নন্দক নামক অসি, তুণীরদ্বয় এবং গরুড়কে ঈশান (উত্তর-পূর্ব) ফণার উপর ধারণ করেন এবং ভগবানের গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গধনু এবং বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রসমূহ তিনি স্বীয় আগ্নেয় (দক্ষিণ-পূর্ব) ফণা দ্বারা ধারণ করেন।। ২২-২৩।।

এবং কৃত্বা স্বকং কায়ং শয়নীয়ং তদা হরেঃ।
পৃথ্বীমধরকায়েন মগ্নামাক্রম্য চাম্ভসি।। ২৪।।
ত্রৈলোক্যং ব্রহ্মসহিতং সলক্ষ্মীকং জনার্দনম্।
সোপাসঙ্গং জগদ্বীজং জগৎকারণকারণম্।। ২৫।।
নিত্যানন্দং বেদময়ং ব্রহ্মণ্যং পরমেশ্বরম্।। ২৬।।
জগৎকারণকর্তারং জগৎকারণকারণম্।। ২৭।।

এইরূপে নিজের শরীরকে ভগবান্ বিষ্ণুর শয্যার রূপ দান ক'রে এবং সেই ডুবন্ত পৃথিবীর উপর নিজ দেহের নিম্নভাগ স্থাপন ক'রে ব্রহ্মা তথা লক্ষ্মীদেবী ও সেবকসহ জগতের বীজস্বরূপ এবং জগতের কারণের কারণ সদা আনন্দময়, বেদময়, ব্রহ্মণ্য জগৎকারণকর্তা পরমেশ্বর ভগবান্ জনার্দনকে ত্রিলোক, ব্রহ্মা, লক্ষ্মীদেবী ও সেবকগণ সহ ধারণ করেন।। ২৪-২৭।।

ভূতভব্যভবন্নাথং পরাবরগতিং হরিম্।
দধার শিরসা তন্তু স্বয়মেব স্বকাং তনুম্।। ২৮।।
এবং ব্রহ্মদিনস্যৈব প্রমাণেন নিশাং হরিঃ।
সন্ধ্যাঞ্চ সমভিব্যাপ্য শেতে নারায়ণোঽব্যয়ঃ।। ২৯।।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান তিনকালে বিরাজমান, উচ্চ ও নীচ উভয় গতিরই সঞ্চালক ভগবান্ হরিকে নিজমস্তকে স্থাপন ক'রে অনন্ত নিজের

দেহকেই নিজে ধারণ করেন।। ২৮।।[111] এইভাবে অব্যয় নারায়ণ, ব্রহ্মার সন্ধ্যাসহ এক দিন ও রাত্রি শয়নে অতিবাহিত করেন।। ২৯।।

যস্মাদয়ন্তু প্রলয়ো ব্রহ্মণঃ স্যাদ্দিনে দিনে।
তস্মাদ্দৈনন্দিনমিতি খ্যাপয়ন্তি পুরাবিদঃ।। ৩০।।
ব্যতীতায়াং নিশায়ান্তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ত্যক্ত্বা নিদ্রাং সমুত্তস্থৌ স পুনঃ সৃষ্টয়ে হিতঃ।। ৩১।।

এইরূপ প্রলয় ব্রহ্মার প্রতিটি দিনের অবসানেই ঘটে থাকে। সেইজন্য পুরাবিদগণ এই প্রলয়কে "দৈনন্দিন" প্রলয় বলেন।। ৩০।। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁর রাত্রি অবসানে পুনরায় এই সংসারকে সৃষ্টি করার নিমিত্ত তাঁর নিদ্রা ত্যাগ ক'রে জাগরিত হন।। ৩১।।

ত্রৈলোক্যং তোয়সম্পূর্ণং শয়ানং পুরুষোত্তমম্।
নিরীক্ষ্য বৈষ্ণবীং মায়াং মহামায়াং জগন্ময়ীম্।
যোগনিদ্রাং স তুষ্টাব হরেরঙ্গেষু সংস্থিতাম্।। ৩২।।

ত্রিলোককে জলরাশিপূর্ণ ও পুরুষোত্তম ভগবানকে শায়িত অবস্থায় দেখে ব্রহ্মা, হরির অঙ্গে বিরাজমান বৈষ্ণবী মায়া মহামায়া যোগনিদ্রার স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন।। ৩২।।

---

111. একদা ভগবান্ বিষ্ণু জগতকে রক্ষার জন্য স্বয়ং অনন্তরূপ ধারণ করেছিলেন। সেইজন্য অনন্তের পক্ষে হরির দেহকে নিজ মস্তকে ধারণ করার অর্থ হল নিজের দেহকেই নিজ মস্তকে ধারণ করা।

ব্রহ্মোবাচ

চিতিশক্তিং নির্বিকারং পরব্রহ্মস্বরূপিণীম্।
প্রণমামি মহামায়াং যোগনিদ্রাং সনাতনীম্।। ৩৩।।
ত্বং বিদ্যা যোগিনাং দেবি ত্বং গতিস্ত্বং মতিঃ স্তুতিঃ।
ত্বং সৃষ্টিস্ত্বং স্থিতিঃ স্বাহা স্বধা ত্বমিহ গীতিকা।। ৩৪।।

ব্রহ্মা বললেন — আমি চিৎশক্তিস্বরূপা, নির্বিকারা, পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহামায়া সনাতনী যোগনিদ্রাকে প্রণাম করি।। ৩৩।। হে দেবি ! আপনি যোগিগণের বিদ্যা, আপনিই গতি, মতি, স্তুতিরূপা। আপনিই সৃষ্টি, স্থিতি, স্বাহা, স্বধা, আপনি সংগীতস্বরূপা।। ৩৪।।

ত্বং সামগীতিস্ত্বং নীতিস্ত্বং হ্রীঃ শ্রীস্ত্বং সরস্বতী।
যোগনিদ্রা মহামায়া মোহনিদ্রা ত্বমীশ্বরী।। ৩৫।।
ত্বং কান্তিঃ সর্বশক্তিস্ত্বং ত্বং তনুর্বৈষ্ণবী শিবা।
ত্বং ধাত্রী সর্বলোকানামবিদ্যা ত্বং শরীরিণাম্।। ৩৬।।

আপনিই সামবেদের গীতি, আপনি নীতি, লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, আপনি যোগনিদ্রা, মহামায়া, মোহনিদ্রা। আপনি ঈশ্বরী ।। ৩৩।। আপনি কান্তি, সর্বশক্তি, আপনি বিষ্ণুমূর্তি, আপনিই শিবা। আপনি সর্বলোক ধাত্রী, আপনি শরীরিগণের অর্থাৎ প্রাণিগণের অবিদ্যা।। ৩৬।।

আধারশক্তিস্ত্বং দেবী ত্বং হি ব্রহ্মাণ্ডধারিণী।
ত্বমেব সর্বজগতাং প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা।। ৩৭।।

ত্বং সাবিত্রী চ গায়ত্রী সৌম্যা সৌম্যাতিশোভনা।
ত্বং সিসৃক্ষা হরের্নিত্যা সুষুপ্সা ত্বং সুষুপ্তিকা।। ৩৮।।

হে দেবি ! আপনি ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণকারিণী আধারশক্তি। আপনিই সর্বজগতের ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণযুক্তা প্রকৃতি।। ৩৭।। আপনি সাবিত্রী ও গায়ত্রী, আপনি সৌম্যা, আপনি সৌম্যা অপেক্ষাও অতি শোভনা, আপনি ভগবান্ হরির সনাতন সৃষ্টির ইচ্ছা, আপনি তাঁর শয়নের ইচ্ছা, আপনিই সুখপূর্বক নিদ্রা।। ৩৮।।

পুষ্টির্লজ্জা ক্ষমা শান্তিস্ত্বং ধৃতিঃ পরমেশ্বরী।
ত্বমেব ক্ষিতিরূপেণ ধ্রিয়সে সচরাচরম্।। ৩৯।।
ত্বমাপস্ত্বমপাং মাতা সর্বান্তর্গতচারিণী।
স্তুতিঃ স্তুত্যা চ স্তোত্রী চ স্তুতিশক্তিস্ত্বমেব চ।। ৪০।।
ত্বামহং কিন্নু স্তোষ্যামি প্রসীদ পরমেশ্বরি।
নমস্তুভ্যং জগন্মাতঃ প্রবোধয় জনার্দনম্।। ৪১।।

হে পরমেশ্বরি ! আপনি পুষ্টি, লজ্জা, ক্ষমা, শান্তি, ধৃতি। আপনি পৃথিবীরূপে সচরাচর ভুবনমণ্ডলকে ধারণ করেন।। ৩৯।। আপনি জল আবার আপনিই জলের মাতা অর্থাৎ জলের কারণ, আপনি সর্বভূতের অভ্যন্তরে বিরাজমানা, আপনি স্তুতি, আপনি স্তুতির যোগ্যা, আপনি স্তুতিকারিণী আবার আপনিই স্তুতিশক্তি।। ৪০।। হে পরমেশ্বরী ! আমি আপনার স্তব করার সামর্থবিহীন। হে জগন্মাতা ! আপনি প্রসন্ন হন। আপনাকে প্রণাম। করুণাপূর্বক আপনি জনার্দন নারায়ণকে জাগরিত করুন।। ৪১।।

এবং স্তুতা মহামায়া ব্রহ্মণা লোককারিণা।
নেত্রাস্যনাসিকাবাহু-হৃদয়ান্নির্গতা হরেঃ।। ৪২।।
রাজসীং মূর্তিমাশ্রিত্য সা তস্থৌ ব্রহ্মদর্শনে।। ৪৩।।

এইরূপে ব্রহ্মার দ্বারা স্তুত হয়ে ভগবান্ হরির নেত্র, নাসিকা, বাহু এবং হৃদয় থেকে মহামায়া নির্গত হলেন এবং তাঁকে দর্শন দেওয়ার উদ্দেশ্যে রজোগুণময়ী রূপ ধারণ ক'রে উপস্থিত হলেন।। ৪২-৪৩।।

ততো জনার্দনো ভোগিশয়নান্নিদ্রয়া ক্ষণাৎ।
পরিত্যক্তঃ সমুত্তস্থৌ সৃষ্টয়ে চাকরোন্মতিম্।। ৪৪।।
ততো বরাহরূপেণ নিমগ্নাং পৃথিবীং জলে।
মগ্নাং সমুদ্দধারাশু ন্যধাচ্চ সলিলোপরি।। ৪৫।।

যোগনিদ্রা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে জনার্দন সর্পশয্যা ত্যাগ ক'রে উত্থিত হলেন এবং সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করতে মনস্থ করলেন।। ৪৪।। তারপর তিনি বরাহরূপে জলমগ্না পৃথিবীকে শীঘ্র উদ্ধার ক'রে তাকে জলের উপরিভাগে স্থাপন করলেন।। ৪৫।।

তস্যোপরি জলৌঘস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
বিততত্বাচ্চ দেহস্য ন মহী যাতি সংপ্লবম্।। ৪৬।।
ততো হরিঃ ক্ষিতিং গত্বা তোয়রাশিং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য জন্তুস্থিতয়ে প্রবৃত্তঃ স্বয়মেব হি।। ৪৭।।

112. পাঠান্তর - রাজসীং বৃত্তিমাস্থায়।

পৃথিবী সেই জলরাশির উপরে বিশাল নৌকার ন্যায় ভাসমান। পৃথিবীর আকৃতি বিস্তৃত হওয়ার কারণে সে জলে নিমজ্জিত হয়ে যায় না।। ৪৬।। তারপর হরি পৃথিবীতে আগমন করেন এবং স্বীয় মায়াশক্তির প্রভাবে সমগ্র জলরাশিকে অপসারণ ক'রে ধরিত্রীকে প্রাণিগণের বিকাশের উপযোগী করার নিমিত্ত স্বয়ং প্রবৃত্ত হন।। ৪৭।।

অনন্তোঽপি যথাপূর্বং তথা গত্বা ক্ষিতেস্তলম্।
পৃথিবীং ধারয়ামাস কূর্মস্যোপরি সংস্থিতঃ।। ৪৮।।
ততো ব্রহ্মা সমুৎপাদ্য সর্বানেব প্রজাপতীন্।
জগদুৎপাদয়ামাস সর্বলোকপিতামহঃ।। ৪৯।।

তারপর অনন্তও পূর্বের ন্যায় পৃথিবীতলে গমন করেন এবং কূর্মের উপর অবস্থিত হয়ে পৃথিবীকে ধারণ করেন।। ৪৮।। অতঃপর সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত প্রজাপতিগণকে সৃজন করেন এবং জগৎ সৃষ্টি করেন।। ৪৯।।

ব্রহ্মা বা কুরুতে সৃষ্টিং যদান্যে বাপি কুর্বতে।
দক্ষাদ্যাস্তু প্রজাপালাঃ স্বয়মেব তদিচ্ছয়া।। ৫০।।
পরব্রহ্মস্বরূপী যঃ সোঽনুগৃহ্লাতি সন্ততম্।
প্রকৃতিশ্চানুগৃহ্নাতি মহাভূতানি পঞ্চ বৈ।। ৫১।।
পুরুষশ্চানুগৃহ্নাতি তথৈব মহদাদয়ঃ।
ঈশ্বরেচ্ছান্বধিষ্ঠানাৎ পুরুষাদষ্টসপ্তয়াৎ।। ৫২।।

ব্রহ্মা যা সৃষ্টি করেন বা দক্ষাদি প্রজাপতিগণ যা কিছুই সৃজন করেন তার সমুদয়ই পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে।। ৫০।। সুতরাং সৃষ্টির বিষয়ে পরব্রহ্মস্বরূপী পরমেশ্বর ভগবান্ সর্বদা অনুগ্রহ করেন। একইভাবে প্রকৃতি ও পঞ্চ মহাভূতও সর্বদা অনুগ্রহ করে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় আধারিত তথা পুরুষ থেকে উৎপন্ন আট মহদাদি পদার্থও অনুগ্রহ ক'রে থাকে।। ৫১-৫২।।

পুরুষাণামধিষ্ঠানান্মহাভূতগণস্য চ।
তথৈব মহদাদীনাং কালস্য চ মহাত্মনঃ।
অধিষ্ঠানাৎ প্রধানস্য যচ্চ কিঞ্চন জায়তে।। ৫৩।।
স্থাবরং জঙ্গমং বাপি স্থিরং বাপ্যথবাদ্ভুতম্[113]।
সর্বমেষামধিষ্ঠানাজ্জায়তে দ্বিজসত্তমাঃ।। ৫৪।।

হে দ্বিজোত্তমগণ ! পুরুষগণ, পঞ্চমহাভূত, মহদাদি পদার্থসমূহ, কাল এবং প্রধানের উপর আধারিত হয়ে স্থাবর, জঙ্গম, স্থির বা অদ্ভুত যা কিছুই উৎপন্ন হয় তার সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।। ৫৩-৫৪।।

ইতি বঃ কথিতং সর্বং যথৈবাদর্শয়ৎ পুরা।
হরায় সৃষ্টিসংহার-কল্পান্তান্ ভগবান্ হরিঃ।। ৫৫।।
যথা জগৎপ্রপঞ্চস্যাসারতা দর্শিতা পরা।
যচ্চ সারং দর্শিতং তন্মত্তঃ শৃণ্বন্তু বৈ দ্বিজাঃ।। ৫৬।।

113. পাঠান্তর - বাপ্যথবাদ্রুতম্। সর্বমেতদধিষ্ঠানাৎ ইতি।

প্রাচীনকালে শ্রীহরি মহাদেবকে সৃষ্টিসংহার সম্পর্কিত যা যা দর্শন করিয়েছিলেন তার সমস্তই আমি আপনাদের নিকট বিবৃত করলাম।। ৫৫।। হে দ্বিজবরগণ ! ভগবান্ মহাদেবের নিকট যেরূপে জগৎপ্রপঞ্চের সারতা ও অসারতা প্রতিপাদন করেছিলেন সেই বিষয়ে আমি এখন বর্ণনা করছি। আপনারা শ্রবণ করুন।। ৫৬।।

।। কালিকাপুরাণে সৃষ্টিকথন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়
সারাসারনিরূপণ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

জগৎ সর্বং তু নিঃসারমনিত্যং দুঃখভাজনম্[114]।
উৎপদ্যতে ক্ষণাদেতৎ ক্ষণাদেতদ্বিপদ্যতে।। ১।।
তথৈবোৎপদ্যতে সারান্নিঃসারং জগদঞ্জসা।
পুনস্তস্মিন্ বিলীয়ন্তে মহাপ্রলয়সঙ্গমে।। ২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — এই সমগ্র জগৎ অসার, অনিত্য ও দুঃখের সমুদ্র। এই জগৎ যে মুহূর্তে উৎপন্ন হয় সেই মুহূর্তেই লয়প্রাপ্ত হয়ে যায়।। ১।। এই অসার জগতে যেটুকুই বা সারবস্তু উৎপন্ন হয় তার সমস্তই মহাপ্রলয়কালে পুনরায় বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যায়।। ২।।

উৎপত্তিপ্রলয়াভ্যান্তু জগন্নিঃসারতাং হরিঃ।
শম্ভবে দর্শয়ামাস ভাবেন জগতাং পতিঃ।। ৩।।
একং শিবং শান্তমনন্তমচ্যুতং
পরাৎপরং জ্ঞানময়ং বিশেষম্।।

114. পাঠান্তর — দুঃখকারণম্।

অদ্বৈতমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং
সারং ত্বেকং নাস্তি সারং তদন্যৎ।। ৪।।

জগতের নাথ হরি উৎপত্তি ও প্রলয়ের দ্বারা মহাদেবকে ভাব জগতের মাধ্যমে জগতের অসারতা দর্শন করালেন।। ৩।। জগতের একমাত্র সার হলেন শান্ত, অনন্ত, অচ্যুত, পরাৎপর, বিশেষ অদ্বৈত (ভেদরহিত), অব্যগ্র অচিন্ত্যরূপ এক ব্রহ্ম দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্তই অসার।। ৪।।

যস্মাদেতজ্জায়তে বিশ্বমগ্র্যং
যস্মাল্লীনং স্যাত্তু পশ্চাৎ স্থিতঞ্চ।
আকাশবন্মেঘজালস্য বৃত্ত্যা
যদ্বিশ্বং বৈ ধ্রিয়তে তত্ত্বসারম্।। ৫।।

যাঁর থেকে এই বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছ, যাঁর কারণে সংসারের স্থিতি ও লয় হয়ে থাকে, যিনি মেঘজালসমন্বিত আকাশকে অসার ভুবনমণ্ডলের সঙ্গে ধারণ করেন তিনিই সারতত্ত্ব।। ৫।।

অষ্টাঙ্গযোগৈর্যদবাপ্তুমিচ্ছন্
যোগী পুনাত্যাত্মরূপং[115] সদৈব।
নিবর্ততে প্রাপ্য যং নেহ লোকে
তদ্বৈ সারং সারমন্যন্ন চাস্তি।। ৬।।

---

115. পাঠান্তর — যুনক্ত্যাত্মরূপং।

যোগিগণ আত্মস্বরূপ যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার ইচ্ছায় সর্বদা অষ্টাঙ্গযোগ শিক্ষার মাধ্যমে নিজ আত্মরূপকে পবিত্র করেন এবং যাঁকে প্রাপ্ত হয়ে আর পুনরায় সংসার বন্ধনে প্রত্যাবর্তন করেন না সেই তিনিই সারতত্ত্ব। তিনি ব্যতীত আর কোন সারতত্ত্ব নাই।। ৬।।

সারো দ্বিতীয়ো ধর্মস্তু যো নিত্যপ্রাপ্তয়ে ভবেৎ।
যো বৈ নিবর্তকো নাম তত্রাসারঃ প্রবর্তকঃ।। ৭।।
ধর্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকো মৃত্তিকাং যথা।
সহায়ার্থং পরে লোকে পূর্বপাপবিমুক্তয়ে।। ৮।।

নিবর্তক নামক যে নিষ্কাম ধর্মের দ্বারা নিত্যপদ প্রাপ্তি হয় সেটি হল দ্বিতীয় সার এবং প্রবর্তক ধর্ম হল অসার।। ৭।। উইপোকা যেমন ধীরে ধীরে মৃত্তিকা সঞ্চয় করে তেমনই পরলোকে সাহায্য ও পূর্বজন্মে অর্জিত পাপসমূহ থেকে মুক্তি লাভের জন্য ধীরে ধীরে ধর্মসঞ্চয় করা কর্তব্য।। ৮।।

একো ধর্মঃ পরং শ্রেয়ঃ সর্বসংসারকর্মসু।
ইতরে তু ত্রয়ো ধর্মাজ্জায়ন্তেঽর্থাদয়োঽপরে।। ৯।।
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাথ কর্তনম্।
ন তু ধর্মপরিত্যাগো লোকে বেদে চ গর্হিতঃ।। ১০।।

সংসারে সকল কর্মের মধ্যে একমাত্র ধর্মই হল পরম কল্যাণপ্রদ। ধর্ম পালনের মধ্য দিয়েই অর্থ, মোক্ষ ও কাম এই তিন বিষয় লাভ করা যায়।। ৯।। ধর্মপরিত্যাগ অপেক্ষা প্রাণ পরিত্যাগ বা নিজ শিরচ্ছেদাদি

শ্রেয়। এই সংসারে এবং বেদে ধর্মপরিত্যাগ গর্হিত কর্ম ব'লে বিবেচিত হয়।। ১০।।

ধর্মেণ ধ্রিয়তে লোকো ধর্মেণ ধ্রিয়তে জগৎ।
ধর্মেণৈব সুরাঃ সর্বে সুরত্বমগমন্ পুরা।। ১১।।
ধর্মশ্চতুষ্পাদ্ভগবান্ জগৎ পালয়তেঽনিশম্।
স এব মূলং পুরুষো ধর্ম ইত্যভিধীয়তে।। ১২।।

ধর্মই ত্রিলোক ধারণ ক'রে থাকেন। ধর্মই জগতকে ধারণ ক'রে থাকেন। পূর্বকালে ধর্মের দ্বারাই দেবতাগণ দেবত্ব অর্জন করেন।। ১১।। চতুষ্পাদ (সত্য, তপ, দয়া ও দান) ধর্মস্বরূপ ভগবান্ অহর্নিশ জগতকে পালন করেন। বস্তুত, তিনিই আদি পুরুষ পরমাত্মা, তিনিই ধর্ম নামে অভিহিত।। ১২।।

সর্বং ক্ষরতি লোকেঽস্মিনধর্মো নৈব চ্যুতো ভবেৎ।
ধর্মাদ্ যো ন বিচলতি স এবাক্ষর উচ্যতে।। ১৩।।
এতদ্বঃ কথিতং সারং নিঃসারং সকলং জগৎ।
যথা স্বয়ং দদর্শাসৌ শম্ভুর্জানেন স্বেঽন্তরে।। ১৪।।
এতদ্বৈ দর্শয়ামাস স বিষ্ণুর্জগতাং পতিঃ।
স্বয়ং জগ্রাহ মনসা ধ্যানেনাত্মনি শঙ্করঃ।। ১৫।।

সংসারে সমস্ত কিছুই বিনষ্ট হয়ে যায় কিন্তু ধর্ম কখনও নাশপ্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি কখনও ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন না তাঁকেই অক্ষর নামে অভিহিত করা হয়।। ১৩।। আমি আপনাদের নিকট জগতের সার ও অসার বিষয় যা শিব স্বয়ং স্বীয় অন্তরে জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাত হয়েছিলেন

সেই সমুদয় বিষয় বর্ণনা করলাম।। ১৪।। এই বিষয় জগৎপতি বিষ্ণু দর্শন করান এবং স্বয়ং মহাদেব অন্তরে ধ্যানের দ্বারা এই বিষয় দর্শন করেন।। ১৫।।

সারং তত্ত্বং পরমং নিষ্কলং য-
ন্মূর্ত্যা হীনং মূর্তিমান্ ধর্ম এষঃ।
সারোঽন্যোঽসৌ সারহীনং তদন্যজ্
জ্ঞাত্বৈবেত্থং যাতি নিত্যং মহাধীঃ।। ১৬।।

সেই পরমেশ্বর যিনি একাধারে নিরাকার ও সাকার তিনিই একমাত্র সারতত্ত্ব এবং এই মূর্তিমান ধর্মও সারস্বরূপ। এছাড়া অপর যা কিছু তার সমস্তই অসার। জ্ঞানিগণ এই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে পরমপদে গমন করেন অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।। ১৬।।

।। কালিকাপুরাণে সারাসারনিরূপণ নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়
বরাহশঙ্কর সংবাদ

ঋষয় ঊচুঃ

যে সৃষ্টাঃ শম্ভুনা পূর্বং ভূতগ্রামাশ্চতুর্বিধাঃ।
কিমর্থং তে সমুৎপন্নাঃ কথং বানেকরূপতা।। ১।
শরীরমর্ধং বারাহমর্ধং দন্তাবলং তথা।
সিংহব্যাঘ্রশরীরাশ্চ কেচিদ্ কেচিদ্গণাধিপাঃ।। ২।।
কথং তে বা গণাঃ ক্রূরাঃ কিং ভোগাস্তে মহৌজসঃ।
এতৎ সর্বং বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামো দ্বিজসত্তম।। ৩।।

ঋষিগণ বললেন — শম্ভু পূর্বে যে চারপ্রকার ভূতগণের সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা কি কারণে উৎপন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁরা কেন বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছিলেন ?।। ১।। কোন কোন গণের (শিবের অনুচর) অর্ধ শরীর বরাহের ন্যায়, কোন কোন গণের অর্ধ শরীর দন্তাবল অর্থাৎ হস্তীর ন্যায়। আবার কোন কোন গণনায়কের শরীর সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায়।। ২।। হে দ্বিজবর ! সেই সকল গণসমূহ কি কারণে ক্রূর ছিল এবং সেই মহাওজস্বী গণসকল কি আহার গ্রহণ করতেন ? আমরা সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি।। ৩।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্বে যথা শম্ভুগণাভবন্[116]।
যদর্থং তে সমুৎপন্না যস্মাত্তে নৈকরূপিণঃ।। ৪।।
এতদ্বঃ পরমং গুহ্যমিদং ধর্মার্থকামদম্।
এতদ্ হি পরমং তেজঃ সততং পরমং তপঃ।। ৫।।

মার্কণ্ডেয় বললেন - হে মুনিগণ ! যে প্রকারে শিব থেকে সেই গণসকলের উৎপত্তি হয়, যে উদ্দেশ্যে তাদের উৎপত্তি হয় এবং কোন কারণে তাদের মধ্যে সকলে একই রূপবিশিষ্ট নয় সেই সমুদয় আপনারা শ্রবণ করুন।। ৪।। এই বৃত্তান্ত পরম গোপনীয় এবং ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ পুরুষার্থদায়ী। এই জ্ঞানই হল পরম তেজ (শক্তি) এবং নিরন্তর পরম তপস্যা।। ৫।।

ইদং শ্রুত্বা মহাখ্যানং পরত্রেহ ন সীদতি।। ৬।।
যশস্যং ধর্ম্যমায়ুষ্যং তুষ্টিপুষ্টিপ্রদং পরম্।। ৭।।

যশ, ধন, আয়ু , তুষ্টি, পুষ্টি প্রদানকারী মহান আখ্যান শ্রবণ ক'রে শ্রোতা ইহলোক ও পরলোকে কোন কষ্টের সম্মুখীন হন না অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে তাঁরা সকল দুঃখ জয় ক'রে সুখী হতে পারেন।। ৬-৭।।

116. পাঠান্তর — গণা জাতাঃ।

আদিসর্গেঽথ বারাহে সম্পূর্ণে মুনিসত্তমাঃ।
শঙ্করঃ প্রাহ সর্বেশং বারাহং জগতাং পতিম্।। ৮।।

হে মুনিবরগণ ! অতঃপর আদিবরাহ সর্গের বর্ণনা সমাপ্ত হলে জগৎপতি নারায়ণকে শঙ্কর বলেছিলেন -।। ৮।।

ঈশ্বর উবাচ

যদর্থং ভবতা রূপং বারাহং কল্পিতং বিভো।
তত্তে পূর্ণং কৃতং পৃথ্বী যথাবৎ স্থাপিতা ত্বয়া।। ৯।।
সাগরাণাঞ্চ সংস্থানং নদীনাঞ্চ তথা ক্ষিতেঃ।
সৃষ্টির্বহ্মকৃতা চাপি সঞ্জাতা ত্বৎপ্রসাদতঃ।। ১০।।

ঈশ্বর মহাদেব নারায়ণকে বলেছিলেন — হে প্রভু ! আপনি যে উদ্দেশ্যে বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন, আপনার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে, আপনার দ্বারা পৃথিবী এখন পূর্বের ন্যায় যথাস্থানেই স্থাপিত হয়েছে।। ৯।।। আপনার করুণায় পৃথিবীতে সাগর ও নদীসমূহ পূর্বের স্থানেই পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রহ্মাও সৃষ্টিকার্য সুসম্পন্ন করেছেন।। ১০।।

ত্বং হি সর্বময়ো যজ্ঞময়স্তেজোময়স্তথা।
গুরূণামথ সর্বেষাং ত্বং গুরুস্ত্বং পরাৎপরঃ।। ১১।।
ত্বাং বোঢুং ন ক্ষমা পৃথ্বী বিশীর্ণৈব জগৎপতে।
যন্ত্রিতা শৈলসঙ্ঘাতৈর্ভবতা স্থাপিতৈঃ পুরা।। ১২।।

আপনি সর্বময়, যজ্ঞময়, তেজোময় এবং সকল গুরুগণেরও গুরু। আপনি পরাৎপর।। ১১।। হে জগৎপতি! আপনাকে বহনে অপারগ

হয়ে পৃথিবী বিশীর্ণা অর্থাৎ খণ্ডিতা হয়ে পড়েছেন। আপনার দ্বারা পূর্বে প্রতিষ্ঠিত পর্বসমূহের ভারে পৃথিবী এখন ভারাক্রান্তা।। ১২।।

তস্মাত্ত্বং ত্যজ বারাহং শরীরং জগতাং পতেঃ।
জগন্ময়ং জগদ্রূপং জগৎকারণকারণম্।। ১৩।।
কস্ত্বাং চান্যঃ ক্ষমো বোঢুং বারাহং তে বপুর্বিভো।
বিশেষতস্ত্বয়া পৃথ্বী সকামা ধর্ষিতা জলে।
স্ত্রীধর্মিণী ত্বত্তেজোভিঃ সাধাদ্গর্ভঞ্চ দারুণম্।। ১৪।।

হে জগন্নাথ ! সেইজন্য আপনি আপনার এই বরাহরূপ ত্যাগ করুন। আপনি জগন্ময়, জগৎরূপ এবং জগতের কারণসমূহেরও কারণ।। ১৩।। অপর কেই বা আপনার এই বরাহদেহকে বহন করতে পারে! জলময় প্রদেশে আপনি সকামা পৃথিবীর কামনা পূর্ণ করেছেন। স্ত্রীধর্মিণী পৃথিবী আপনার তেজে দারুণ গর্ভধারণ করেছেন।। ১৪।।

রজস্বলা ক্ষমা গর্ভং যামাধত্ত জগৎপতে।
তস্মাদ্যস্তনয়ো ভাবী সোঽপ্যাদাস্যতি দুর্যশঃ।। ১৫।।
এষ প্রাপ্যাসুরং ভাবং দেবগন্ধর্বহিংসকঃ।
ভবিষ্যতীতি লোকেশঃ প্রাহ মাং দক্ষসন্নিধৌ।। ১৬।।

হে জগৎপতে ! রজস্বলা পৃথিবী যে গর্ভ ধারণ করেছেন সেই গর্ভ থেকে যার জন্ম হবে সে খুবই দুর্যশ অর্জন করবে। সে দেবতা ও গন্ধর্বদের হিংসাকারী ও আসুরীভাব প্রাপ্ত হবে। দক্ষের সমীপে লোকেশ ব্রহ্মা আমাকে এই কথা বলেছিলেন।। ১৬।।

মলিনীরতিসঞ্জাতং দুষ্টন্তেঽনিষ্টকারকম্।
কামুকং ত্যজ লোকেশ বারাহং কায়মীদৃশম্।। ১৭।।
ত্বমেব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকো লোকভাবনঃ।
কালে প্রাপ্তে স্থিতিং সৃষ্টিং সংহারঞ্চ করিষ্যসি।। ১৮।।
তস্মাল্লোকহিতার্থায় ত্যক্ত্বা কায়ং মহাবল।
কালে প্রাপ্তে পুনস্ত্বন্যং কায়ং পোত্রং করিষ্যসি।। ১৯।।

হে লোকেশ ! মলিন অবস্থায় রতিকার্য সম্পাদিত করার কারণে দূষিত অনিষ্টকারক ভাবগ্রস্ত আপনার এই বরাহ দেহ আপনি ত্যাগ করুন।। ১৭।। আপনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী লোকনিয়ন্তা এবং উপযুক্ত কালে আপনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংঘটিত ক'রে থাকেন।। ১৮।। হে মহাবলী ! সেইজন্য জনকল্যাণের নিমিত্ত আপনি এই সুবিশাল বরাহদেহ পরিত্যাগ করুন এবং উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত প্রয়োজনে আপনি পুনরায় বরাহদেহ ধারণ করবেন।। ১৯।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
বারাহমূর্তির্ভগবান্ মহাদেবমুবাচ হ।। ২০।।

শ্রীভগবান্ উবাচ

করিষ্যেঽহং তব বচস্ত্বং যথাত্থ মহেশ্বর।
ইমং তু যজ্ঞবারাহং কায়ং ত্যক্ষ্যে ন সংশয়ঃ।। ২১।।

কালে প্রাপ্তে পুনস্ত্বন্যং কায়ং বারাহমদ্ভুতম্।
করিষ্যেঽহং দুরাধর্ষং লোকানাং ভাবনায় বৈ।। ২২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — মহাত্মা শঙ্করের এই বাণী শ্রবণ ক'রে বরাহরূপী ভগবান্ মহাদেবকে বললেন — হে মহেশ্বর ! আপনি আমাকে যে বাক্য বললেন তদনুসারে আমি অবশ্যই যজ্ঞবরাহদেহ ত্যাগ করব। ভবিষ্যতে উপযুক্ত ক্ষণে আমি লোককল্যাণের নিমিত্ত পুনরায় অদ্ভুত বরাহদেহ অবলম্বন করব।। ২০-২২।।

ইত্যুক্ত্বা স মহাকায়স্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
জগদ্গুরুর্জগৎস্রষ্টা জগদ্ধাতা জগৎপতিঃ।। ২৩।।
তস্মিন্নন্তর্হিতে দেবে দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
নিজং স্থানং দেবগণৈঃ স্বগণৈশ্চ জগাম হ।। ২৪।।

এই কথা ব'লে জগদ্গুরু জগৎস্রষ্টা লোকনিয়ন্তা জগৎপতি সুবিশাল বরাহরূপী ভগবান্ সেইস্থানেই অন্তর্হিত হলেন।। ২৩।। বরাহদেব অন্তর্হিত হওয়ার পর দেবদেব মহাদেব তাঁর অনুচরগণের সহিত নিজ স্থানে গমন করলেন।। ২৪।।

বরাহোঽপি স্বয়ং গত্বা লোকালোকাহ্বয়ং গিরিম্।
বারাহ্যা সহ রেমে স পৃথিব্যা চারুরূপয়া।। ২৫।।
স তয়া রমমাণস্তু সুচিরং পর্বতোত্তমে।
নাবাপ তোষং লোকেশঃ পোত্রী পরমকামুকঃ।। ২৬।।
পৃথিব্যাঃ পোত্রীরূপায়া রময়ন্ত্যাস্ততঃ সুতাঃ।
ত্রয়ো জাতা দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তেষাং নামানি মে শৃণু।। ২৭।।

সুবৃত্তঃ কনকো ঘোর সর্ব এব মহাবলাঃ।। ২৮।।

বরাহও সেই স্থান থেকে প্রস্থান ক'রে লোকালোক পর্বতে গমন করলেন এবং সেখানে তিনি চারুরূপিণী বারাহী অর্থাৎ তাঁর পৃথিবীরূপিণী পত্নীর সঙ্গে ক্রীড়ারত হলেন।। ২৫।। অতিরিক্ত রমণাভিলাষী বরাহরূপী লোকেশ সেই উত্তম পর্বতোপরি পৃথিবীর সঙ্গে বহুকাল রমণক্রীড়া করেও সন্তুষ্ট হলেন না।। ২৬।। তারপর পৃথিবীর গর্ভে বরাহদেবের তিন মহাবল পুত্রের জন্ম হয়। তাদের নামসমূহ শ্রবণ করুন। তারা হল — সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোর।। ২৭-২৮।।

শিশবস্তে মেরুপৃষ্ঠে কাঞ্চনে বপ্রসংস্তরে।
রেমিরেঽন্যোন্যসংসক্তা গহ্বরেষু সরঃসু চ।। ২৯।।
স তৈঃ পুত্রৈঃ পরিবৃতো বরাহো ভার্যয়া স্বয়া।
রমমাণস্তদা কায়ত্যাগং নৈবাগণদ্দ্বিজাঃ।। ৩০।।

শৈশবকালে এই পুত্রগণ স্বর্ণময় সেই মেরুপর্বতের সানুদেশ, গহ্বর, সরোবর প্রভৃতি স্থানে ক্রীড়া করতে আরম্ভ করে।। ২৯।। হে দ্বিজগণ! সেই সময় বরাহদেব স্বীয় পুত্রগণ ও পত্নী পরিবৃত্ত হয়ে ক্রীড়ারসে এতই প্রমত্ত থাকেন যে তিনি তাঁর কায়া পরিত্যাগের বিষয় বিস্মৃত হয়ে যান।। ৩০।।

কদাচিচ্ছিশুভিস্তৈস্তু সংশ্লিষ্টঃ কর্দমান্তরে।
চকার কর্দমক্রীড়াং ভার্যয়া চ মহাবলঃ।। ৩১।।
সপঙ্কলেপঃ শুশুভে বরাহো মধুপিঙ্গলঃ।
সন্ধ্যাঘনো যথা তোয়ং ক্ষরংস্তোয়ং তথাবিধঃ।। ৩২।।

মহাবলশালী বরাহদেব কখনও পুত্রগণের সঙ্গে কখনও পত্নীর সহিত কর্দমে প্রবেশ ক'রে কর্দমক্রীড়ায় মত্ত হতেন।। ৩১।। সন্ধ্যাকালে লাল ও হলুদ বর্ণের মেঘ থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝ'রে পড়ার সময় যেমন সেই মেঘ বড়ই উজ্জ্বলরূপে পরিদৃশ্যমান হয় তদ্রূপ সর্বাঙ্গে কর্দমলিপ্ত পিঙ্গল বর্ণের বরাহদেবের গাত্র থেকে জলবিন্দু ঝ'রে পরার সময় বরাহদেবও অনুরূপভাবে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হন।। ৩২।।

স পুত্রৈঃ পরমপ্রীতো ভার্যয়া চ পৃথিব্যয়া।
বিরুজং ধরণীং রেমে মধ্যনিম্নাথ সাভবৎ।। ৩৩।।
অনন্তোঽপি সমাক্রম্য কূর্মং স পৃথিবীতলে।
হরিং বহন্ ভুগ্নশিরা[117] সাতঙ্কোঽভূৎ প্রপীড়য়া।। ৩৪।।

স্বীয় পুত্রত্রয় ও ভার্যার সঙ্গে অবিরাম ক্রীড়া ক'রে বরাহদেব পরম প্রীত হন এবং তাঁদের ভারে পৃথিবীর মধ্যভাগ একসময় নত হয়ে পড়ে।। ৩৩।। অনন্তদেবও তখন ভগবান্ হরিকে বহনের ভারে ভগ্নমস্তক হয়ে বেদনা, আতঙ্ক ও পীড়ায় পৃথিবীতলে গমন ক'রে কূর্মের সমীপবর্তী হন।। ৩৪।।

সুবৃত্তেন স্বর্ণবপ্রং ঘোরেণ কনকেন চ।
বিদারিতং পোত্রঘাতৈঃ স্বর্ণভগ্নাৎ কৃতং সমম্।। ৩৫।।
মেরুপৃষ্ঠে যানি যানি সৌবর্ণানি দ্বিজোত্তমাঃ।
রচিতানি সুরৈর্যত্নাত্তানি ভগ্নানি তৎসুতৈঃ।। ৩৬।।

117. পাঠান্তর — ভগ্নশিরা।

সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোরের পোত্র অর্থাৎ মুখাগ্রের আঘাতে সুমেরু পর্বত শিখর ভগ্ন হয়ে সমতলে পরিণত হয়।। ৩৫।। হে দ্বিজোত্তমগণ! দেবতাগণ বহুযত্নে মেরুপৃষ্ঠে যে সমস্ত সুবর্ণময় আবাস নির্মাণ করেন সেই সমস্তকেই বরাহপুত্রগণ ভগ্ন ক'রে ফেলে।। ৩৬।।

মানসাদীনি দেবানাং সরাংসি শিশবোঽথ তে।
আবিলানি তদা চক্রুঃ পোত্রঘাতৈঃ সমন্ততঃ।। ৩৭।।
পৃথিবীবনিতারূপা রময়ামাস পোত্রিণম্।
স্থাবরেণ তু রূপেণ দুঃখমাপ্নোতি বৈ দৃঢ়ম্।। ৩৮।।

বরাহপুত্রগণ তাদের পোত্রাঘাতে (মুখের আঘাতে) দেবতাগণের মানসাদি নির্মল সরোবর সমূহের স্বচ্ছ সলিলকে কর্দমাক্ত ক'রে তোলে।। ৩৭।। পৃথিবী পত্নীরূপে বরাহের সঙ্গে বৈবাহিক জীবন আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করলেও তিনি স্থাবর রূপে অর্থাৎ তাঁর মৃত্তিকাময় দেহভারের কারণে অপরিসীম দুঃখ অনুভব করেন।। ৩৮।।

সাগরাশ্চ সুবৃত্তাদ্যৈরবগাহ্য সমন্ততঃ।
বিকীর্ণরত্নাঃ পোত্রৌঘৈঃ সর্ব এবাকুলীকৃতাঃ।। ৩৯।।
ইতস্ততশ্চ শিশুভিঃ ক্রীড়দ্ভিঃ পোত্রিভিস্তদা।
জগন্তি তত্র ভগ্নানি নদ্যঃ কল্পদ্রুমাস্তথা।। ৪০।।

সুবৃত্তাদি তিন ভ্রাতা সমুদ্রসমূহে অবগাহন ক'রে তাদের সম্মিলিত পোত্রের (মুখের) আঘাতে সমুদ্রস্থিত রত্নসমূহ সহ সমুদ্র সকলকে ব্যাকুল ক'রে তুলল।। ৩৯।। সেই সময় তিন বরাহপুত্র বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ

চারিদিকে ক্রীড়াচ্ছলে পার্বত্য ভূমি, নদীসমূহ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতিকে ভগ্ন ক'রে ফেলে।। ৪০।।

জানন্নপি জগদ্ধর্তা বরাহঃ স্বয়মেব হি।
জগৎপীড়াং সুতস্নেহাদ্বারয়ামাস নৈব তান্।। ৪১।।
সুবৃত্তঃ কনকো ঘোরো যদাগচ্ছতি বৈ দিবম্।
তদা দেবগণা ভীতাঃ প্রাদ্রবন্তি দিশো দশ।। ৪২।।

জগৎপতি বরাহদেব যদিও তাঁর পুত্রগণের কার্যকলাপের কারণে উদ্ভূত জগতের পীড়ার বিষয় অবগত ছিলেন তথাপি তিনি পুত্রস্নেহ হেতু স্বয়ং তাদেরকে নিবৃত্ত করেননি।। ৪১।। সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোর যখনই স্বর্গে প্রবেশ করত তখনই তাদের আসতে দেখে দেবতাগণ প্রাণভয়ে দিকদিগন্তে পলায়ন করত।। ৪২।।

এবং সুতৈর্ভার্যয়া যজ্ঞপোত্রী
ক্রীড়ংস্তুষ্টিং নাপ কাঞ্চিৎ কদাচিৎ।
নিত্যং নিত্যং বর্ধতে তস্য কামঃ
কায়ং ত্যক্তুং নৈচ্ছদেষ প্রদিষ্টঃ।। ৪৩।।

এইভাবে ভার্যা এবং পুত্রগণের সহিত ইচ্ছামত ক্রীড়া করলেও যজ্ঞবরাহের কখনও সন্তুষ্টি হয়নি। নিত্য নিত্য তাঁর কামবাসনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর মধ্যে মহাদেব তাঁকে কায়া ত্যাগ করার পরামর্শ দিলেও তাঁর আর কায়াত্যাগের ইচ্ছা জাগরিত হয় না।। ৪৩।।

।। কালিকাপুরাণে বরাহশঙ্কর সংবাদ নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

ত্রিংশ অধ্যায়
শরভবরাহযুদ্ধ

মার্কণ্ডেয় উবাচ

তেতো দেবগণাঃ সর্বে সহিতা দেবযোনিভিঃ।
শক্রেণ সহিতা মন্ত্রং চক্রুঃ সম্যগ্‌জগদ্ধিতম্।। ১।।
ততো নিশ্চিত্য তে সর্বে শক্রাদ্যা মুনিভিঃ সহ।
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমজং বিভুম্।। ২।।
তং সমাসাদ্য গোবিন্দং বাসুদেবং জগৎপতিম্।
প্রণম্য সর্বে ত্রিদশাস্তুষ্টুবুর্গরুড়ধ্বজম্।। ৩।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — তখন দেবতাগণ জগতের কল্যাণের নিমিত্ত শক্র অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র এবং দেবযোনি[118] (উপদেবতা) সমূহের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে আরম্ভ করেন।। ১।। তারপর ইন্দ্রাদি দেবতাগণ নিজেদের মধ্যে মন্ত্রণা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে মুনিগণের সহিত শরণাগতপালক অজন্মা ভগবান্ পরমেশ্বর নারায়ণ সকাশে গমন করেন।। ২।। তাঁরা

118. বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, ভূত, প্রেত প্রভৃতি উপদেবতাগণকে দেবযোনি নামে অভিহিত করা হয়।

সকলে জগৎপতি গোবিন্দ বাসুদেবের নিকট উপস্থিত হয়ে গরুড়ধ্বজ নারায়ণের স্তুতি আরম্ভ করেন।। ৩।।

দেবা ঊচুঃ

নমস্তে দেবদেবেশ জগৎকারণকারক।
কালস্বরূপিন্ ভগবন্ প্রধানপুরুষাত্মক।। ৪।।
স্থূল সূক্ষ্ম জগদ্ব্যাপিন্ পরেশ পুরুষোত্তম্।
ত্বং কর্তা সর্বভূতানাং ত্বং পাতা ত্বং বিনাশকৃৎ।। ৫।।

দেবতাগণ বললেন — হে দেবাদিদেব ! হে জগৎসৃষ্টির কারণেরও কারণ ! হে কালস্বরূপিন্! হে প্রধান (প্রকৃতি) ও পুরুষের স্বরূপবিশিষ্ট ভগবান্ ! আপনাকে আমাদের প্রণাম।। ৪।। হে পরমেশ্বর ! হে পুরুষোত্তম ! আপনি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়রূপেই সমগ্র সংসারে পরিব্যাপ্ত। আপনিই সর্বজীবের সৃজন, পালন ও সংহারের কর্তা।।। ৫।।

ত্বং হি মায়াস্বরূপেণ সম্মোহয়সি বৈ জগৎ।
যদ্ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং যদিদানীং প্রবর্ততে।। ৬।।
তৎ সর্বং পরমেশ ত্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
অর্থার্থিনাং ত্বমর্থস্তু কামঃ কামার্থিনাং তথা।। ৭।।
ত্বং হি ধর্মার্থিনাং ধর্মো মোক্ষো নির্বাণমিচ্ছতাম্।
ত্বং কামুকস্ত্বমেবার্থো ধার্মিকস্ত্বং সদাগতিঃ।। ৮।।

আপনিই মায়াস্বরূপে সর্ব জগতকে মোহিত করেন। সংসারে ভূত,

ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের যা কিছু বস্তু আছে সেই সকলই, স্থাবরই হোক বা জঙ্গম, আপনারই স্বরূপ।। ৬।। আপনি অর্থার্থিগণের অর্থ, কামার্থিগণের কাম, ধর্মার্থিগণের ধর্ম এবং নির্বাণ অভিলাষিগণের মোক্ষ। আবার কামুক, অর্থাতুর, ধার্মিক এবং মুমুক্ষু সকলেই আপনারই স্বরূপ অর্থাৎ উপাস্য ও উপাসক উভয়ই আপনি।। ৭-৮।।

ত্বদ্বক্ত্রাদ্ব্রাহ্মণা জাতা বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াস্তব।
ঊর্বোর্বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ পাদাভ্যাং তব নির্গতাঃ।। ৯।।
সূর্যো নেত্রাত্তব বিভো মনোজশ্চন্দ্রমাস্তব।
শ্রবণাৎ পবনো জাতো দশ প্রাণাস্তথাপরে।। ১০।।

আপনার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরু থেকে বৈশ্য এবং চরণ থেকে শূদ্রজাতি উৎপন্ন হয়েছে।। ৯।। হে বিভু (পরমেশ্বর) ! আপনার নেত্র থেকে সূর্য, মন থেকে চন্দ্র, কর্ণ থেকে পবনদেব তথা দশপ্রকার প্রাণ[119] উৎপন্ন হয়েছেন।। ১০।।

119. এই শ্লোকে 'প্রাণ' পদটি প্রচলিত 'জীবন' অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে 'শরীরস্থ দশপ্রকার জীবনবায়ু' হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে। এই 'প্রাণ'কে শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের দশম স্কন্ধের সাতাশতম শ্লোকে 'দশচ্ছদী' অর্থাৎ জীবনবৃক্ষের দশটি পাতাস্বরূপ বলা হয়েছে। এই বায়ুগুলি হল — প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয়। এই জীবনবায়ুগুলি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যথা শিরা, ধমনী প্রভৃতিতে ছড়িয়ে থাকে এবং দেহকে রক্ষা করে — "এতে নাড়ীষু সর্বাসু ভ্রমন্তে জীবজন্তবঃ।" শরীরে এই দশটি বায়ুর কোনটির অভাব হলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গটি বিকল হয়ে পড়ে এবং মানুষের প্রাণ সংশয় হয়।

ঊর্ধ্বং স্বর্গাদিভূবনং তব শীর্ষাদজায়ত।
তব নাভেস্তথাকাশং ক্ষিতিঃ পাদতলাদভূৎ।। ১১।।
কর্ণাভ্যাং তে দিশো জাতা জঠরাৎ সকলং জগৎ।
ত্বং হি মায়াস্বরূপেণ সম্মোহয়সি বৈ জগৎ।। ১২।।

আপনার মস্তক থেকে স্বর্গাদি ঊর্ধ্বলোক, নাভিমণ্ডল থেকে আকাশ ও শ্রীপাদপদ্ম থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে।। ১১।। আপনার কর্ণদ্বয় থেকে দিকসমূহ, এবং জঠর থেকে জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। আপনি মায়াস্বরূপে সমগ্র সংসারকে সম্মোহিত করেন।। ১২।।

নির্গুণো গুণবাংস্ত্বং হি শুদ্ধ একঃ পরাৎপরঃ।
উৎপত্তিস্থিতিহীনস্ত্বং ত্বমচ্যুতগুণাধিকঃ।। ১৩।।
আদিত্যৈর্বসুভির্দেবৈঃ সাধ্যৈর্যক্ষৈর্মরুদ্গণৈঃ।
ত্বং চিন্ত্যসে জগন্নাথ মুনিভিশ্চ মুমুক্ষুভিঃ।। ১৪।।

আপনি নির্গুণ (সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের বন্ধনমুক্ত) আবার আপনি গুণযুক্তও, আপনি শুদ্ধ, অদ্বিতীয়, শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আপনার জন্ম নাই, আপনার স্থিতি ও মৃত্যুও নাই, আপনি অচ্যুত এবং আপনি সকল গুণসমূহের ঊর্ধ্বে।। ১৩।। হে জগন্নাথ ! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, দেবগণ, সাধ্য, যক্ষ, মরুৎ এবং মুমুক্ষু যোগিগণ আপনার ধ্যানে লীন হয়ে থাকেন।। ১৪।।

ত্বাং বৈ চিরানন্দময়ং বিদন্তি
বিশেষবিজ্ঞা মুনয়ো বিভোগাঃ।

ত্বমেব সংসারমহীরুহস্য
বীজং জলং স্থানমথো ফলঞ্চ।। ১৫।।

বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ভোগবাসনাহীন নিরাসক্ত মুনিগণ আপনাকে চিরানন্দময়রূপে জানেন। আপনিই সংসার বৃক্ষের বীজ (কারণ), জলস্থান এবং ফলস্বরূপ।। ১৫।।

ত্বং পদ্ময়া পদ্মকরো বিভাসি
বরাসিচক্রাব্জধনুর্ধরস্ত্বম্।
ত্বমেব তার্ক্ষ্যে প্রতিভাসি নিত্যং
স্বর্ণাচলে তোয়যুতো যথাব্দঃ[120] ।। ১৬।।

হে পদ্মকর (পদ্মহস্ত বিষ্ণু) ! আপনি চারিহস্তে শ্রেষ্ঠ অসি, চক্র, অব্জ (পদ্ম) এবং ধনু ধারণ ক'রে পদ্মা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীসহ শোভাযুক্ত হয়ে বিরাজমান। সুমেরু পর্বতোপরি জলভারযুক্ত অব্দ (মেঘ) যেরূপ শোভা পায়, আপনি গরুড়োপরি তদপেক্ষা অধিক শোভাযুক্ত হয়ে সর্বদা বিরাজিত।। ১৬।।

ত্বমেব পীতাম্বরশঙ্করাব্জজা-
স্ত্বং সর্বমেতন্ন চ কিঞ্চিদন্যৎ।
ন তে গুণা নঃ পরিচিন্তনীয়া
বিধের্হরস্যাপি দিশাং পতীনাম্।

---

120. পাঠান্তর — যথাভ্রঃ।

ভীতেন ভক্ত্যা শরণং প্রপন্না
গতা বয়ং নঃ পরিরক্ষ বিষ্ণো।। ১৭।।

আপনি পীতাম্বরধারী বিষ্ণু, শঙ্কর এবং আপনিই অব্জজ অর্থাৎ পদ্মযোনি ব্রহ্মা। সংসারের সমস্ত কিছুই আপনি, আপনি ভিন্ন এই সংসারে আর কিছুই নাই। ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং দিশাপতি (দিকপাল) গণ কেউই আপনার গুণসমূহ চিন্তন করতে সক্ষম নয়। আমরা ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে ভক্তিপূর্ণ মনে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। হে বিষ্ণু ! আপনি আমাদের রক্ষা করুন।। ১৭।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি স্তুতো দেবদেবো ভূতভাবনভাবনঃ।
সেন্দ্রৈর্দেবগণৈরূচে তান্ সর্বান্মেঘনিস্বনঃ।। ১৮।।

শ্রীভগবানুবাচ

যদর্থমাগতা যূয়ং যদ্বা ভয়মুপস্থিতম্।
তত্র যদ্বা ময়া কার্যং তদ্ দেবাস্তূর্ণমুচ্যতাম্।। ১৯।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — ইন্দ্রাদি দেবগণের দ্বারা এই প্রকারে স্তুত হয়ে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীরস্বরে দেবতাদেরকে বললেন - হে দেবগণ ! তোমরা যে ভয়হেতু আমার নিকটে আগমন করেছ এবং আমি তোমাদের সেই ভয় কি ভাবে দূর করতে পারি সেই বিষয় তোমরা আমাকে শীঘ্র অবহিত কর।। ১৮-১৯।।

দেবা ঊচুঃ

শীর্যতে বসুধা নিত্যং ক্রীড়য়া যজ্ঞপোত্রিণঃ।
লোকাশ্চ সর্বে সংক্ষুব্ধা নাপ্নুবন্ত্যপশান্ততাম্।। ২০।।
শুষ্কং তুম্বীফলং ঘাতৈর্যথা জর্জরতাং গতম্।
বরাহক্ষুরঘাতেন তথা জর্জরিতা ক্ষিতিঃ।। ২১।।

দেবগণ বললেন — যজ্ঞবরাহের ক্রীড়ার কারণে পৃথিবী নিত্য চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়ছেন। সমগ্র ভূমণ্ডল এখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কেউ কোথাও শান্তি লাভ করতে পারছে না।। ২০।। শুষ্ক তুম্বীফল (লাউ) যেমন আঘাতপ্রাপ্ত হলে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় তদ্রূপ যজ্ঞবরাহের খুরের আঘাতে পৃথিবীও আজ জর্জরিতা।। ২১।।

তস্য যে বা ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কালাগ্নিসমতেজসঃ।
সুবৃত্তঃ কনকো ঘোরস্তৈশ্চাপ্যাঘাতিতং জগৎ।। ২২।।
তেষাং কর্দমলীলাভিঃ সরাংসি জগতাং পতে।।
মানসাদীনি ভগ্নানি প্রকৃতিং যান্তি নাধুনা।। ২৩।।

তাঁর (বরাহদেবের) সুবৃত্ত, কনক ও ঘোর নামে কালাগ্নিসম (প্রলয়কালের ভয়ানক অগ্নির ন্যায়) তেজস্বী যে তিনটি পুত্র আছে তাঁদের আঘাতের দ্বারাও পৃথিবী জর্জরিতা হয়ে উঠেছেন।। ২২।। হে জগৎপতি ! তাঁদের কর্দমক্রীড়ার কারণে মানসাদি সরোবর সমূহ ভগ্ন হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত তারা তাদের সেই পূর্বের শোভা ধারণ করতে পারছে না।। ২৩।।

ভগ্নাস্তৈর্দেবতরবো মন্দারাদ্যা মহাবলৈঃ।
দেব নাদ্যাপি রোহন্তি ফলং পুষ্পং দলঞ্চ বা[121] ।। ২৪।।
যদা ত্রিকূটমারুহ্য তে সুবৃত্তাদয়স্ত্রয়ঃ।
প্লুতং কৃত্বা মহাবাহো পতন্তি ললণার্ণবে।
তদা তৎক্ষুব্ধতোয়ৌঘৈঃ প্লাব্যতে সকলা মহী।। ২৫।।

হে দেব ! বরাহদেবের মহাবলশালী পুত্রগণ মন্দরাদি পর্বত এবং সমস্ত দেবতরু প্রায় নষ্ট ক'রে ফেলেছে। এখনও পর্যন্ত সেই সমস্ত বৃক্ষে ফল, পুষ্প, পত্র প্রভৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারছে না।। ২৪।। যখন সুবৃত্তাদি বরাহপুত্রগণ ত্রিকূট পর্বতের উপরে আরোহণ ক'রে নিম্নে লাফ দেন তখন তাঁদের লাফের আঘাতের কারণে জলস্তর উত্থিত হয়ে ত্রিভুবন জলে প্রায় নিমজ্জিত হয়ে যায়।। ২৫।।

উৎপ্লবন্তি জনাঃ সর্বে প্রয়ান্তি চ দিশো দশ।
জীবিতং রক্ষমাণাস্তে প্রয়ান্তি চ দিশো দশ।। ২৬।।
যথা ত্রিবিষ্টপং যান্তি যজ্ঞবারাহপুত্রকাঃ।
ইতস্ততস্তদা ভগ্না দেবাঃ শান্তিং ন লেভিরে।। ২৭।।

সেই সময় জলে নিমজ্জিত হয়ে সর্বজন প্রাণভয়ে জীবনরক্ষার নিমিত্ত যে যেদিকে পারে পলায়ণ করে।। ২৬।। যখন বরাহপুত্রগণ ত্রিবিষ্টপ অর্থাৎ স্বর্গে গমন করেন তখন দেবতারা ভগ্ন অর্থাৎ পরাজিত হয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করেও কোথাও শান্তি পান না।। ২৭।।

---

121. পত্রং পুষ্পং ফলং চ বা।

সর্বে তৈঃ পর্বতাঃ পুত্রৈর্বরাহস্য জগৎপতে।
ক্রীড়দ্ভিঃ শিখরে নীতা ভূরিভাগমধোগতিম্।। ২৮।।
এবং বিক্রীড়তাং তেষাং ক্রীড়াভিঃ সকলং জগৎ।
নাশমায়াতি বৈকুণ্ঠ তস্মাদ্রক্ষ জগৎপ্রভো।। ২৯।।

হে জগৎপতি ! পর্বতসমূহের শিখরোপরি বরাহপুত্রগণের ক্রীড়ার কারণে সেই শিখরসমূহ অধোগামী হয়ে যায়।। ২৮।। হে জগতের প্রভু বৈকুণ্ঠ (বিষ্ণু) ! বরাহপুত্রগণের এইরূপ উদ্দাম ক্রীড়ার কারণে সম্পূর্ণ সংসার প্রায় নাশ হতে বসেছে। এই বিপদের হাত থেকে আপনি সকলকে রক্ষা করুন।। ২৯।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি তেষাং নিগদতাং শ্রুত্বা বাক্যং জনার্দনঃ।
উবাচ শঙ্করং দেবং ব্রহ্মাণঞ্চ বিশেষতঃ।। ৩০।।
যৎকৃতে দেবতাঃ সর্বাঃ প্রজাশ্চ সকলা ইমাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি মহদ্দুঃখং শীর্যতে সকলং জগৎ।
বারাহং তদহং কায়ং ত্যক্তুমিচ্ছামি শঙ্কর।
নির্বেশশক্তং তং ত্যক্তুং স্বেচ্ছয়া ন হি শক্যতে।। ৩১।।
ত্বং ত্যাজয়স্ব তং কায়ং যত্নান্মাং[122] শঙ্করাধুনা।। ৩২।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ক'রে জনার্দন

122. যত্নাদ্বা।

দেব মহেশ্বরকে বিশেষভাবে ব্রহ্মাকে বললেন - যে কারণে দেবতাগণ এবং সকল প্রজাকুল নিদারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পৃথিবী বিশীর্যমান, সেই সমস্ত দুঃখের হেতু বরাহদেহ আমি ত্যাগ করতে ইচ্ছা করি। কিন্তু নির্বেশ অর্থাৎ ভোগের প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণে সেই দেহকে স্বেচ্ছায় বর্জন করতে আমি অপারগ।। ৩০-৩১।। সেইজন্য হে শঙ্কর ! আমাকে সেই বরাহদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আপনি উদ্যোগ গ্রহণ করুন।। ৩২।।

ত্বমাপ্যায়স্ব তেজোভির্ব্রহ্মন্ স্মরহরং মুহুঃ।
আপ্যায়ন্তু তথা দেবাঃ শঙ্করো হন্তু পৌত্রিণম্।। ৩৩।।
রজস্বলায়াঃ সংসর্গাদ্বিপ্রাণাং মারণাত্তথা।
কায়ঃ পাপকরো ভূতস্তং ত্যক্তুং যুজ্যতেঽধুনা।। ৩৪।।

(তারপর নারায়ণ পুনরায় ব্রহ্মাকে বললেন) হে ব্রহ্মদেব ! আপনি আপনার নয়নের তেজোরাশি দ্বারা স্মরহর (স্মর অর্থাৎ কামদেবের নিধনকারী) মহেশ্বরকে পুষ্ট করুন এবং দেবতাগণও শঙ্করকে প্রবৃদ্ধ করুন যাতে তিনি পোত্রীকে[123] (বরাহকে) হনন করেন।। ৩৩।। রজঃস্বলার সঙ্গে সম্পর্কহেতু ও ব্রাহ্মণগণকে হত্যা করার কারণে আমার বরাহদেহ পাপযুক্ত হয়েছে। সেই দেহ এখন ত্যাগ করাই সমীচীন।। ৩৪।।

123. শুকরের চিবুক অর্থাৎ থুতনিকে পোত্র বলা হয়। সুতরাং পোত্রযুক্ত যে এই অর্থে শুকরের অপর নাম পোত্রী।

প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনঃ প্রায়শ্চিত্তমহং ততঃ।
চরিষ্যামি তদর্থং মে তনুর্যত্নেন শাম্যতাম্।। ৩৫।।
প্রজা পাল্যা মম সদা সা হি সীদতি নিত্যশঃ।
মৎকৃতে প্রত্যহং তস্মাৎ ত্যক্ষ্যে কায়ং প্রজাকৃতে।। ৩৬।।

প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমেই পাপের বিনাশ ঘটে। সেইজন্য আমি (বরাহদেহ ত্যাগ ক'রে) প্রায়শ্চিত্ত করব। সেইজন্য আপনি উদ্যোগী হয়ে আমার (বরাহ) দেহের নাশের ব্যবস্থা করুন।। ৩৫।। আমার ধর্মই হল প্রজাপালন। সেই প্রজাগণ আমারই কারণে নিত্য মহাদুঃখ ভোগ করছে। সেইজন্য প্রজাকল্যাণের নিমিত্ত আমি শীঘ্রই আমার বরাহদেহ ত্যাগ করব।। ৩৬।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইত্যুক্তৌ বাসুদেবেন তদা তৌ ব্রহ্মশঙ্করৌ।
ত্বয়া যথোক্তং তৎকার্যমিতি গোবিন্দমূচতুঃ।। ৩৭।।
বাসুদেবোঽপি তান্ সর্বান্ বিসৃজ্য ত্রিদশাংস্তথা।
বারাহং তেজ আহর্তুং স্বয়ং ধ্যানপরোঽভবৎ।। ৩৮।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — বাসুদেব এই কথা বলার পর ব্রহ্মা ও শঙ্কর গোবিন্দকে বললেন — আপনি যা বললেন সেইভাবেই কাজ করুন।। ৩৭।। বাসুদেবও সেই সকল দেবতাগণকে বিদায় দান ক'রে তাঁদের নিজ নিজ স্থানে প্রেরণ করার পর সেই বরাহদেহ থেকে স্বীয় তেজ হরণ ক'রে নেওয়ার নিমিত্ত ধ্যানমগ্ন হলেন।। ৩৮।।

শনৈঃ শনৈর্যদা তেজ আহরত্যেষ মাধবঃ।
তদা দেহং তু বারাহং সত্ত্বহীনমজায়ত।। ৩৯।।
তেজোহীনং যদা দেহং জ্ঞাতং সর্বৈস্তদামরৈঃ।
আসদাদ তদা দেবো যজ্ঞবারাহমদ্ভুতম্।। ৪০।।

বাসুদেব যখন বরাহদেহ থেকে ধীরে ধীরে স্বীয় তেজ হরণ করলেন তখন ক্রমশ সেই বরাহদেহ সত্ত্বহীণ হয়ে গেল অর্থাৎ দুর্বল হয়ে পড়ল।। ৩৯।। যজ্ঞবরাহের দেহ তেজোহীন হয়েছে এই বৃত্তান্ত অবগত হয়ে মহাদেব সকল অমর অর্থাৎ দেবতাগণ সমভিব্যাহারে সেই অদ্ভুত যজ্ঞবরাহের নিকট আগমন করলেন।। ৪০।।

ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্বে মহাদেবমুমাপতিম্।
অনুজগ্মুস্তদা তেজ আধাতুং স্মরশাসনে।। ৪১।।
ততঃ সর্বৈর্দেবগণৈঃ স্বং স্বং তেজো বৃষধ্বজে।
আদধে তেন বলবান্ সোঽতীব সমজায়ত।। ৪২।।

তখন মহাদেবের তেজ বৃদ্ধির মানসে ব্রহ্মাদি সকল দেবতাগণ উমাপতির পশ্চাতে পশ্চাতে সেই তেজোহীন যজ্ঞবরাহের সমীপে উপস্থিত হলেন।। ৪১।। তারপর সমস্ত দেবতাগণ তাঁদের নিজ নিজ তেজোরাশি মহাদেবের শরীরে সঞ্চারিত করলেন এবং এর ফলে মহাদেবের শরীরে সাতিশয় বলবৃদ্ধি ঘটল।। ৪২।।

ততঃ শরভরূপী স তৎক্ষণাৎ গিরিশোঽভবৎ।
ঊর্ধ্বাধোভাগতশ্চাষ্টপাদযুক্তঃ সুভৈরবঃ[124]।। ৪৩।।
দ্বিলক্ষযোজনোচ্ছ্রায়ঃ সার্ধলক্ষৈকবিস্তৃতঃ।
ঊর্ধ্বং বারাহকায়স্তু লক্ষযোজনবিস্তৃতঃ।। ৪৪।।
লক্ষার্ধবিস্তৃতঃ পার্শ্বে বর্ধমানস্তদাভবৎ।। ৪৫।।

তারপর মহাদেব ঊর্ধ্বে ও নিম্নে চারিটি ক'রে মোট অষ্টপদবিশিষ্ট সুন্দর তথা ভয়ঙ্কর শরভমূর্তি[125] ধারণ করলেন।। ৪৩।। এই শরভমূর্তির উচ্চতা দুইলক্ষ যোজন (১৬ লক্ষ মাইল), প্রস্থ দেড়লক্ষ যোজন। ঊর্ধ্বভোগে বরাহের শরীরও একলক্ষ যোজন বিস্তৃত ছিল।। ৪৪।। বরাহের শরীর পার্শ্বদিকে অর্ধ যোজন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল।। ৪৫।।

ততঃ শরভরূপং তং মহাদেবমুমাপতিম্।
দদর্শ যজ্ঞপোত্রী স স্পৃশন্তং শিরসা বিধুম্।। ৪৬।।
সুদীর্ঘনাসানখরং কৃষ্ণাঙ্গারসমপ্রভম্।
দীর্ঘবক্ত্রং মহাকায়মষ্টদংষ্ট্রাসমন্বিতম্।। ৪৭।।

তখন যজ্ঞবরাহ, মস্তকে চন্দ্রমা শোভিত, সুদীর্ঘ নাসিকা বিশিষ্ট, নখরযুক্ত, বৃহৎ বৃহৎ অষ্ট দন্তযুক্ত ঘন কৃষ্ণ অঙ্গারসম দীর্ঘ বদনমণ্ডল সমন্বিত শরভরূপী উমাপতি মহাদেবকে দর্শন করলেন।। ৪৬-৪৭।।

---

124. পাঠান্তর — স ভৈরবঃ।

125. শরভ একটি পৌরাণিক কল্পিত প্রাণী। কথিত আছে যে এই প্রাণীটি আটটি পদবিশিষ্ট এবং সিংহ অপেক্ষাও অধিকতর বলশালী।

বিভ্রতং স-সটং পুচ্ছং দীর্ঘকর্ণং ভয়ানকম্।
চতুরঃ পৃষ্টতঃ পাদানধরে চতুরস্তথা।
কুর্বন্তং ঘোরমারাবমুৎপতন্তং পুনঃপুনঃ।। ৪৮।।
তমায়ান্তং ততো দৃষ্ট্বা ক্রোধান্ধাবন্তমঞ্জসা।
সুবৃত্তঃ কনকো ঘোর আসেদুঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।। ৪৯।।

সেই শরভের ছিল শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জটাযুক্ত পুচ্ছ, ভয়ানক দীর্ঘ কর্ণ, পৃষ্ঠদেশে চারিটি ও মুখপ্রদেশে চারিটি পদ এবং সে পুনঃ পুনঃ লাফাতে লাফাতে ঘোর গর্জন করছিল।। ৪৮।। শরভকে দ্রুতবেগে আসতে লক্ষ্য ক'রে সুবৃত্ত, কনক, এবং ঘোর মহাবলীত্রয় ভয়ানক ক্রোধে মূর্ছিতপ্রায় হয়ে যান।। ৪৯।।

তমাসাদ্য মহাকায়ং শরভং ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।
উচ্চিক্ষিপুস্তে যুগপৎ পোত্রঘাতৈর্মহাবলাঃ।। ৫০।।
যাবৎ প্রমাণঃ শরভস্তৎপ্রমাণাস্তদাভবন্।
শরভোৎক্ষেপসময়ে মায়য়া পোত্রিণস্ত্রয়ঃ।। ৫১।।

তখন মহাবল ভ্রাতৃত্রয় সরাসরি শরভের শরীরে পোত্রের (থুতনি) সম্মিলিত আঘাতের দ্বারা তাঁকে উর্ধ্বে ক্ষেপন করতে আরম্ভ করেন।। ৫০।। শরভকে এইভাবে উর্ধ্বে ক্ষেপন করার সময় তিন বরাহ ভ্রাতা মায়াশক্তিবলে শরভের সমান সুবৃহৎ আকার ধারণ করে।। ৫১।।

তেষাং পোত্রপ্রহারেণ প্রোৎক্ষিপ্তঃ শরভস্তদা।
পপাত পৃথিবীপ্রান্তে গম্ভীরে তোয়সাগরে।। ৫২।।

তস্মিন্ নিপতিতে তত্র সাগরে মকরালয়ে।
উপৎত্য তে ত্রয়ঃ পেতুঃ ক্রোধাত্তস্মিন্মহোদধৌ।। ৫৩।।

তাদের পোত্রের প্রচণ্ড আঘাতে প্রক্ষিপ্ত হয়ে শরভ পৃথিবী থেকে গম্ভীর সমুদ্রজলে পতিত হন।। ৫২।। শরভ সেই মকরাদি পরিপূর্ণ সাগরে পতিত হলে মহাক্রোধে সেই তিন ভ্রাতা লম্প প্রদান ক'রে সেই সাগরজলে প্রবেশ করেন।। ৫৩।।

সুবৃত্তে কনকে ঘোরে পতিতে সাগরাম্ভসি।
বরাহোহপি সুতস্নেহাৎ ক্রোধাচ্চ দ্বিজসত্তমাঃ।
উৎপত্য সহসা তস্মিংস্তোয়রাশৌ পপাত হ।। ৫৪।।
উৎপতন্তস্তদা তে বৈ বারাহাঃ শরভস্তথা।
বভঞ্জুর্দিভি দেবাংস্তু নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা।। ৫৫।।
কেচিত্তু নিহতা দেবা ভূমৌ পেতুশ্চ কেচন।
কেচিচ্চ জ্ঞানিনো দেবা মহর্লোকমুপাশ্রিতাঃ।। ৫৬।।

হে দ্বিজসত্তমগণ ! সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোর এই পুত্রত্রয়কে সাগরে ঝাঁপ দিতে দেখে অপত্যস্নেহে এবং শত্রুর প্রতি আক্রোশ বশতঃ বরাহও সেই সাগরজলে ঝাঁপ দেন।। ৫৪।। সেই চার বরাহ ও শরভের ঊর্ধ্বে ভয়ানক উল্লম্ফনের ফলস্বরূপ স্বর্গনিবাসী দেবতাগণ ও গ্রহ, নক্ষত্র সমস্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।। ৫৫।। কোন কোন দেবতার প্রাণ যায়, কোন কোন দেবতা পৃথিবীতে পতিত হন আর কোন কোন জ্ঞানী দেবতা দেবলোকের ঊর্ধ্বে মহর্লোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন।। ৫৬।।

নক্ষাত্রাণি বিমানাত্তু পতিতানি মহীতলে।
অদৃশ্যন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠা জ্বালামালাকুলানি বৈ।। ৫৭।।
তেষামুৎপতনে বেগো যোঽভূৎ পরমদারুণঃ।
তেনাতিবেগো জনিতো বায়ুঃ পরমদারুণঃ।। ৫৮।।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! নিজ বিমান থেকে পৃথিবীতে পতিত সেই সমস্ত নক্ষত্ররাজি আলোর মালার ন্যায় রূপ ধারণ করে।। ৫৭।। তাঁদের ভয়ঙ্কর পতনের বেগে প্রবল গতিসম্পন্ন বাত্যার সৃষ্টি হয়।। ৫৮।।

বায়ুনা তেন নুন্নাস্তু পর্বতাঃ পৃথিবীতলে।
কেচিচ্ছৈলাঃ পর্বতেষু পতিতঃ পুনরেব তে।। ৫৯।।
বিমৃদ্য বৃক্ষান্ জন্তূংশ্চ নিপেতুশ্চ পুনঃপুনঃ।
কেচিত্তু পর্বতাঘাতৈর্নৃত্যমানা মহীতলে।। ৬০।।

সেই বাত্যার দ্বারা প্রবলভাবে পীড়িত হয়ে কতিপয় পর্বতসমূহ পৃথিবীবক্ষে এবং কোন কোন পর্বত সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়।। ৫৯।। কোন কোন পর্বত অন্য পর্বতের উপর পুনঃ পুনঃ পতিত হয়ে সেখানকার বৃক্ষ ও জন্তুসমূহকে বিনষ্ট ক'রে ফেলে। আবার, কোন কোন পর্বত অন্য পর্বতের নিকট থেকে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে যেন নৃত্যরত হয়ে ভূপাতিত হয়।। ৬০।।

বভঞ্জুরচলাশ্চাপি ব্রজন্তো বহুশঃ প্রজাঃ।
পর্বতাঃ সমদৃশ্যন্ত বাতবেগেন ভূতলে।। ৬১।।
সঙ্ঘট্টমানাস্তেভ্যোঽন্যে ব্রজন্ত ইব তেঽচলাঃ।। ৬২।।

সেই প্রবল বায়ুবেগের আঘাতে কোন কোন অচল অর্থাৎ পর্বতের পতনের বেগে অগণিত প্রাণিকুল মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই অচলসমূহের ভূতলে পতনকালে তাদের পরস্পরের ঘর্ষণের কারণে তারা সচলের ন্যায় দৃশ্যমান হয়।। ৬১-৬২

অম্ভোনিধৌ পতদ্ভিস্তৈর্বারাহৈঃ শরভেন চ।
পর্বতৈশ্চ মহাতুঙ্গৈরুৎক্ষিপ্তাস্তোয়রাশয়ঃ।। ৬৩।।
তেষাং প্রপাতবেগেন ক্ষিপ্তেষু জলরাশিষু।
নিস্তোয়া ইব সঞ্জাতাঃ ক্ষণং বৈ সর্বসাগরাঃ।। ৬৪।।

সেই অম্বুনিধি অর্থাৎ সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে বরাহগণ, শরভ এবং পর্বতসমূহ সবেগে পতিত হওয়ার কারণে সমুদ্রের জলরাশি বিশাল উচ্চতা পর্যন্ত উচ্ছলিত হয়ে ওঠে।। ৬৩।। তাঁদের প্রবল পতনবেগে সমুদ্রের জলরাশি এত ঊর্ধ্বমুখে উৎক্ষিপ্ত হয় যে কিছুক্ষণের জন্য সমুদ্র জলহীনরূপে প্রতিভাত হয়।। ৬৪।।

তৈঃ সর্বৈরুদকৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ পৃথিবীতলমাগতৈঃ।
উৎপ্লাবিতাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ ক্ষণাজ্জগ্মুঃ ক্ষয়ং ততঃ।
প্লবমানা প্রজাস্তোয়ে ম্রিয়মাণাঃ সমন্ততঃ।। ৬৫।।

সেই সমস্ত উৎক্ষিপ্ত জলরাশি পৃথিবীতলে প্রবেশ ক'রে ভূমণ্ডলকে পূর্ণরূপে জলপ্লাবিত ক'রে ফেলে। ক্ষণকালের মধ্যেই জলমগ্ন প্রাণিকুল বিনষ্ট হতে শুরু করে। ভয়ানক প্লাবন সলিলে সন্তরণরত প্রজাগণ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।। ৬৫।।

হা পিতস্ত্বথ হা তাত হা মাতর্হা সুতেতি চ।
বিলপন্তি স্ম করুণং ভীতাশ্চার্তা মুমূর্ষবঃ।। ৬৬।।
যস্মিন্ দেশে নিপতিতো বারাহৈঃ শরভঃ সহ।
তত্রৈবাধোগতা ভূমিঃ পাদবেগেন দারিতা।। ৬৭।।
অপরঃ পৃথিবীপ্রান্ত উত্থিতঃ পর্বতৈঃ সহ।
সসর্জ জনলোকেষু চলাং তেষাং প্রভঞ্জনৈঃ[126] ।। ৬৮।।

তখন সেই সকল ভীতসন্ত্রস্ত প্রাণিগণ ‘হা পিতা ! হা মাতা ! হা ভ্রাতা ! হা পুত্র !’ এই সব ধ্বনি সহকারে করুণ স্বরে বিলাপ করতে থাকে।। ৬৫।। যে দিকে শরভ, বরাহগণসহ পতিত হয়েছিলেন সেই দিকে পৃথিবী তাঁদের পদভারে দারিত অর্থাৎ বিদীর্ণ হয়ে অধোগতা অর্থাৎ নিচু হয়ে যান।। ৬৭।। পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্বতসহ ঊর্ধ্বে জনলোকে উত্থিত হয় এবং প্রভঞ্জন অর্থাৎ বায়ুর সৃষ্টি হয়।। ৬৮।।

জনলোকেষু[127] সংযুক্তাং পৃথিবীং শরভস্তদা।
নিঃশ্রেণীমিব[128] সম্বদ্ধামচলামপি পোত্রিভিঃ।। ৬৯।।
দদর্শ বিস্ময়াবিষ্টঃ স ভীতঃ শ্রান্তপীড়িতঃ।। ৭০।।

সেই সময় বিস্ময়াবিষ্ট, ভীত, শ্রান্ত ও পীড়িত শরভ দেখলেন যে

---

126. পাঠান্তর — পরাক্রমৈঃ।

127. জলালোকেষু।

128. নিষ্প্রাণামিব।

জনলোকের সঙ্গে সংযুক্ত অচল পৃথিবী বরাহগণের পোত্র (থুথনি) দ্বারা প্রহারের কারণে চলমান হয়ে উঠেছেন এবং তিনি যেন নিঃশ্রেণি অর্থাৎ সোপানের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে বিরাজমানা।। ৬৯-৭০।।

ততস্তে যুযুধুঃ সর্বে পোত্রাঘাতেন পোত্রিণঃ।
খুরপ্রহারৈর্দংষ্ট্রাভির্গাত্রক্ষেপৈশ্চ দারুণৈঃ।। ৭১।।
শরভোঽপ্যথ দংষ্ট্রাগ্রৈর্নখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ খুরৈস্তথা।
লাঙ্গুলস্য প্রহারৈস্তু তুণ্ডঘাতৈর্মহাস্বনৈঃ।। ৭২।।

তারপর বরাহগণ পোত্রাঘাত, খুরপ্রহার, দন্তাঘাত এবং শরীর দ্বারা ভয়ানক সংঘর্ষের মাধ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করে।। ৭১।। শরভও দন্তাগ্রপ্রহার, তীক্ষ্ণ নখাঘাত, খুরাঘাত, পুচ্ছাঘাত এবং ভয়ানক মস্তকাঘাত সহযোগে যজ্ঞবরাহ এবং তাঁর পুত্রগণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন।। ৭২।।

চতুর্ভিঃ পোত্রিভিস্তৈস্তু স একঃ শরভো মহান্।
একান্তং যোধয়ামাস সহস্রং পরিবৎসরান্।। ৭৩।।
তেষাং প্রহারৈর্বেগৈশ্চ ভ্রমণৈশ্চ গতাগতৈঃ।
আস্ফোটিতৈস্তথারাবৈর্দেহপাতৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
পাতালে পন্নগাঃ সর্বে বিনেশুঃ কদ্রুজৈঃ সহ।। ৭৪।।

শরভরূপধারী মহাদেব সেই চারজন বরাহের সঙ্গে একাকী হাজার বৎসর ভয়ানক যুদ্ধ করেন।। ৭৩।। তাঁদের সবেগে প্রহার, ভ্রমণ, গমনাগমন, আস্ফালন এবং বিকট গর্জনসহ পৃথক পৃথকভাবে দেহপাতের ফলে পাতালে কদ্রুর পুত্রগণ সহ সকল নাগগণ বিনষ্ট হন।। ৭৪।।

ততস্তে সাগরং ত্যক্ত্বা পৃথিবীমধ্যমাগতঃ।
পরস্পরং যুদ্ধমানা ততোঽভূৎ পৃথিবী সমা।। ৭৫।।
শেষোঽপি মহতা যত্নাদ্বলেনাষ্টভ্যকচ্ছপম্।
দধার পৃথিবীং দুঃখৈর্ভগ্নশীর্ষঃ প্রতাপিতঃ।। ৭৬।।

তারপর তাঁরা সমুদ্র পরিত্যাগ ক'রে পৃথিবীপৃষ্ঠে আগমন করেন এবং সেখানে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত ভয়ানক যুদ্ধের কারণে পৃথিবী সমতলে পরিণত হয়।। ৭৫।। ভগবান্ শেষনাগ কচ্ছপের সঙ্গে অতি কষ্টে, বহু যত্নে, যথাশক্তি নিয়োগ ক'রে, ভগ্নশীর্ষ হয়ে, নিদারুণ দুঃখ সহ্য ক'রে পৃথিবীকে ধারণ ক'রে রেখেছিলেন।। ৭৬।।

অনন্তে বামনীভূতে সমত্বং পৃথিবীতলে।
গতেঽম্ভোভিশ্চলদ্ভিশ্চ পর্বতঃ সর্বজন্তুষু।। ৭৭।।
নষ্টেষু যুধ্যমানেষু ত্রিপোত্রিশরভেষু চ।
সাগরৈরাপ্লুতে সর্বজগত্যাপোময়ে হরিম্।
চিন্তাবিষ্টঃ সুরজ্যেষ্ঠ উবাচাথ পিতামহঃ।। ৭৮।।

এইভাবে তিন পুত্র সহিত বরাহ ও শরভের ভীষণ যুদ্ধের কারণে তাঁদের ভয়ানক চাপে অনন্ত বামনীভূত হয়ে গেলে, পৃথিবী সমতল হয়ে গেলে এবং উচ্ছলিত জলপ্রবাহে প্রাণিগণ সহিত পর্বতগণ ভেসে গেলে, যুদ্ধে বরাহত্রয় তথা শরভ বিনাশপ্রাপ্ত হলে এবং জলপ্রবাহে সর্বজগৎ নিমজ্জিত হলে সুরজ্যেষ্ঠ পিতামহ ব্রহ্মা উদ্বিগ্নচিত্তে ভগবান্ হরিকে বললেন -।। ৭৭-৭৮।।

ব্রহ্মোবাচ

ভগবন্ ভুবনং সর্বং সসুরাসুরমানুষম্।
বিধ্বস্তং পৃথিবী শীর্ণা নষ্টাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ।। ৭৯।।
দেবদানবগন্ধর্বা দৈত্যাশ্চাপি সরীসৃপাঃ।
বিধ্বস্তা জগতাং নাথ মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।। ৮০।।

ব্রহ্মা বললেন — হে ভগবন্! দেবতাগণ, অসুরগণ ও মানুষগণ সহ সমস্ত ভুবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং স্থাবর, জঙ্গম সকলই লয়প্রাপ্ত হয়েছে। হে জগন্নাথ ! দেব, দানব, গন্ধর্ব, দৈত্য, সরীসৃপ সমস্তই বিনষ্ট হয়েছে এবং তপস্বী মুনিগণ বিধ্বস্ত হয়েছেন।। ৭৯-৮০।।

ত্বং পালকোঽসি সর্বেষাং ত্বমেব জগতঃ প্রভুঃ।
তস্মাৎ পালয় নঃ সর্বান্ পৃথিবীঞ্চ জগৎপতে।। ৮১।।
ত্বমেব কায়ং বারাহং স্বয়মেবোপসংহর।
সংস্থাপয় মহাবাহো পৃথিবীঞ্চ চরাচরৈঃ।। ৮২।।

হে জগৎপতি ! আপনি সকলের পালনকর্তা এবং প্রভু। সেইজন্য আপনি আমাদেরকে ও পৃথিবীকে রক্ষা করুন।। ৮১।। হে মহাবাহু ! আপনি স্বয়ং আপনার এই বরাহরূপ উপসংহার (সমাপ্ত) করুন এবং এই চরাচর পৃথিবীকে সংস্থাপিত করুন।। ৮২।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণোঽথ জনার্দনঃ।
যত্নং চক্রে তদা সর্বং সংস্থাপয়িতুমচ্যুতঃ।। ৮৩।।
ততো হরী রোহিতমৎস্যরূপী
ভূত্বা মুনীন্ সপ্ত তদা সবেদান্।
অধাচ্ছুতে রক্ষণতৎপরো জগ-
দ্ধিতায় সর্বশ্রুতিকোবিদাম্বরান্।। ৮৪।।

ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ ক'রে ভগবান্ সর্বজগৎ পুনস্থাপনে যত্নবান হলেন।। ৮৩।। তখন ভগবান্ বিষ্ণু এক রোহিত মৎস্যের রূপ ধারণ করলেন এবং সংসারের কল্যাণের নিমিত্ত সমস্ত বেদ তথা সর্ববেদবিশারদ সপ্ত ঋষিগণকে রক্ষা করতে তৎপর হলেন।। ৮৪।।

বসিষ্ঠমত্রিং ত্বথ কাশ্যপঞ্চ
বিশ্বাদিমিত্রঞ্চ সগৌতমং মুনিম্।
মহাতপস্থং জমদগ্নিমুখ্যং[129]
তথা ভরদ্বাজমুনিং তপোনিধিম্।। ৮৫।।
নিধায় পৃষ্ঠে স হি তোয়মধ্যে
স্থিতো মহানৌপ্রবরে মুনীন্দ্রান্।
ততঃ শিবং সান্ত্বয়িতুং জনার্দনো
জগাম যস্মিন্ যুযুধে স পোত্রিভিঃ।। ৮৬।।

---

129. পাঠান্তর — জমদগ্নিমুগ্রম্।

এই উদ্দেশ্যে তিনি বসিষ্ঠ, অত্রি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, মহাতপা জমদগ্নি এবং তপোধন (তপস্বী) ভরদ্বাজকে স্বীয় পৃষ্ঠে ধারণ ক'রে জলমধ্যে ভাসমান এক বৃহৎ নৌকায় তাঁদেরকে আরোহণ করালেন এবং মহাদেবকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্ত যেখানে বরাহদের সঙ্গে তাঁর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল সেইখানে গমন করলেন।। ৮৫-৮৬।।

শ্রান্তং বরাহৈরতিপৌত্রঘট্টনৈ-
র্নিপীড়িতং ব্যাত্তমুখং শ্বসন্তম্।
অথাগতং বীক্ষ্য হরিং বরাহঃ
সস্মার পূর্বাং নরসিংহমূর্তিম্।। ৮৭।।

সেখানে ভগবান্ দেখলেন যে বরাহগণের পোত্রাঘাতে (মুখাগ্রের আঘাতে) সাতিশয় পীড়িত ও পরিশ্রান্ত মহাদেব বদন ব্যাদিত ক'রে (অর্থাৎ মুখ হাঁ ক'রে) উর্ধশ্বাসে তাঁর নিকটে এগিয়ে আসছেন। ভগবান্ তাঁকে দর্শন ক'রে নরসিংহ মূর্তিকে স্মরণ করলেন।। ৮৭।।

স্মৃতস্তদা তেন সমাজগাম
সখা বরাহস্য হিতে নৃসিংহঃ।
তমাগতং বীক্ষ্য তদা নৃসিংহং
তদীয়কায়ান্ নিজতেজ আদাৎ।। ৮৮।।

ভগবান্ স্মরণ করা মাত্রই বরাহের সখা নৃসিংহদেব যজ্ঞবরাহের হিতের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হলেন। তাঁকে আগমনরত দেখে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁর শরীর থেকে স্বীয় তেজ আকর্ষণ ক'রে নিলেন।। ৮৮।।

দৃষ্টং বরাহৈঃ শরভেণ তেজো
যৎ সূর্যতুল্যং প্রবিবেশ বিষ্ণৌ
বিজ্ঞায় তেজোরহিতং নৃসিংহং
সসর্জ নিশ্বাসচয়ং বরাহঃ।। ৮৯।।

বরাহগণ এবং শরভ দর্শন করলেন যে নৃসিংহদেবের শরীর থেকে সূর্যতুল্য তেজ বিষ্ণুর শরীরে প্রবিষ্ট হল এবং তার ফলে নৃসিংহদেব নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন। তখন বরাহ ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে আরম্ভ করলেন।। ৮৯।।

ততস্তু জাতা বহবো বরাহা
বহুপ্রমাণাদ্ভুততীক্ষ্ণদংষ্ট্রাঃ।
তে বৈ বরাহাঃ শরভং গিরিশং
মায়াবিনো বীতভয়াস্তুদন্তঃ।। ৯০।।

বরাহের সেই নিঃশ্বাস থেকে ভয়ঙ্কর অদ্ভুত তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট বৃহদাকার অসংখ্য বরাহের উৎপত্তি হল। তারা ছিল মায়াবী ও নির্ভীক। তারা তাদের তীক্ষ্ণদন্তের দ্বারা শরভরূপী মহাদেবকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে আরম্ভ করল।। ৯০।।

সমং নৃসিংহেন তদাপি যুদ্ধং
চক্রুর্মমর্দুশ্চ ভৃশং গিরীশম্।
ক্ষণং মহাপক্ষিসমানরূপাঃ
ক্ষণন্তু গাবস্তুরগা নরাশ্চ।। ৯১।।

নৃসিংহের সহায়তায় মায়াবী বরাহগণ কখনও ভয়ঙ্কর পক্ষী কখনও বা গো, অশ্ব মনুষ্য প্রভৃতি নানা প্রকার রূপ ধারণ ক'রে মহাদেবের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন।। ৯১।।

ক্ষণং নৃসিংহাশ্চ বরাহরূপা
গোমায়বো বৈকৃতিকাঃ ক্ষণং তে।
অনেকরূপাণি ভয়ঙ্করাণি
বিতন্যমানানি রণে বরাহৈঃ।। ৯২।।

কখনও কখনও বরাহগণ নৃসিংহমূর্তি, পরের মুহূর্তেই গোমায়ু অর্থাৎ শৃগালের বিকৃতরূপ প্রভৃতি বিবিধরূপে নিজেদেরকে উপস্থাপিত ক'রে যুদ্ধ করতে থাকলেন।। ৯২।।

নিরীক্ষ্য ভর্গঞ্চ নিপীড়িতং তৈ-
রথাসদন্মাধবস্তং গিরীশম্।
পস্পর্শ বিষ্ণুর্গিরিশং করেণ
তেজো ন্যধাত্তত্র নিজং পুনঃ সঃ।। ৯৩।।

ভগবান্ যখন দেখেন যে বরাহগণ গিরীশকে নানাভাবে পীড়িত করছেন তখন শরভরূপধারী মহাদেবের সম্মুখে ভগবান্ মাধব উপস্থিত হয়ে নিজ করদ্বারা তাঁর মস্তক স্পর্শ ক'রে আপনার শরীরস্থ তেজ তাঁর দেহে সঞ্চার করেন।। ৯৩।।

অথ সম্পৃষ্টমাত্রঃ স বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
অতীব মুদিতো হৃষ্টো বলবান্ সমজায়ত।। ৯৪।।

অতঃপর সর্বলোকনিয়ন্তা ভগবান্ বিষ্ণুর স্পর্শলাভ করা মাত্রই শরভরূপী মহাদেব অতীব আনন্দিত, হৃষ্ট এবং বলবান হয়ে উঠলেন।। ৯৪।।

অথোচ্চৈঃ শরভো নাদং ননাদ বলবদ্দৃঢ়ম্।
আপূরিতানি যেনৈতদ্ভুবনানি চতুর্দশ।। ৯৫।।
নদতস্তস্য বদনাচ্ছীকরা যে বিনিঃসৃতাঃ।
ততো গণাঃ সমভবন্ মহাকায়া মহৌজসঃ।। ৯৬।।
যথা বরাহনিশ্বাসান্নানারূপধরা গণাঃ।
বরাহাস্তাদৃশা এতে ততোঽপ্যতিবলাঃ পুনঃ।। ৯৭।।

তারপর মহাপরাক্রমশালী শরভের বলদৃপ্ত, দৃঢ় ভয়ঙ্কর গর্জনে চতুর্দশ ভুবন পরিপূর্ণ হল।। ৯৫।। মহাদেবের এই রকম প্রবল গর্জন করার সময় তাঁর মুখ থেকে যে শীকরবিন্দু (কথা বলার সময় শ্বাসবায়ু বাহিত থুথুর বিন্দু) নির্গত হয়েছিল সেই শীকরবিন্দু থেকে বিশালদেহী মহাতেজস্বী গণসমূহের (শিবের অনুচর) সৃষ্টি হয়।। ৯৬।। এই সমস্ত অনুচরগণ, বরাহের নিঃশ্বাস থেকে যে সমস্ত নানারূপধারী অনুচরবৃন্দ উৎপন্ন হয়েছিল, তাদের অপেক্ষাও অধিকতর বলবান।। ৯৭।।

---

130. প্রভবিষ্ণু — বটুক ভৈরবের ১০৮ নামের এক নাম। এই শব্দের অপর আক্ষরিক অর্থ হল - এমন ব্যক্তি যাঁর অপরের উপর নিয়ন্ত্রণ, অধিকার আছে এবং যিনি সমর্থ ও শক্তিমান অর্থাৎ একজন প্রভাবশালী সমর্থ ব্যক্তি।

শ্ববরাহোষ্ট্ররূপাশ্চ প্লবগোমায়ুগোমুখাঃ।
ঋক্ষমার্জারমাতঙ্গশিশুমারস্বরূপিণঃ।। ৯৮।।
সিংহব্যাঘ্রমুখাঃ কেচিৎ কেচিৎ সর্পাখুমূর্তয়ঃ।
হয়গ্রীবা হয়মুখা মহিষাকৃতয়ঃ পরে।। ৯৯।।

তাদের বিভিন্ন জনের আকৃতি ছিল বিভিন্ন প্রকারের যথা কুকুর, বরাহ, উষ্ট্র, প্লবগ (বানর), গোমায়ু (শৃগাল), গো, ভল্লুক, মার্জার (বিড়াল), মাতঙ্গ (হস্তী), শিশুমার (শুশুক) প্রভৃতি বিভিন্ন জন্তুর ন্যায়।। ৯৮।। কেউ কেউ সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, আখু অর্থাৎ মূষিকের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, কেউ কেউ বা হয়গ্রীব অর্থাৎ ঘোটকের ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট, কেউ হয়মুখ অর্থাৎ ঘোটকের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, অন্য কারোর আকৃতি মহিষের ন্যায়।। ৯৯।।

অন্যে তু মনুজকারা মৃগমেষমুখাঃ পুনঃ।
কবন্ধা হীনপাদাশ্চ বিহস্তা বহুপাণয়ঃ।। ১০০।।
কেচিত্তু শরভাকারাঃ কৃকলাসমুখাঃ পরে।
মৎস্যবক্ত্রা গ্রাহবক্ত্রা হ্রস্বা দীর্ঘাবলাঃ কৃশাঃ।
চতুঃপাদাষ্টপাদাশ্চ ত্রিপাদা দ্বিপদাঃ পরে।। ১০১।।

কারোর আকার মানুষের ন্যায়, কেউ কেউ মৃগ, মেষ প্রভৃতির ন্যায় মুখযুক্ত, কেউ আবার কবন্ধ, কেউ পদবিহীন, হস্তবিহীন, কারোর আবার বহু হস্ত।। ১০০।। কেউ শরভাকার (অষ্টপদবিশিষ্ট), কারও কারও মুখ কৃকলাস, মৎস্য, হাঙর বা কুমীরের মুখের ন্যায়, কেউ বামনাকার, কেউ দীর্ঘাকার, কেউ বলশালী, কেউ কৃশকায়, কেউ কেউ চতুষ্পদ, অষ্টপদ, অন্যরা ত্রিপদ ও দ্বিপদ।। ১০১।।

একপাদা ভূরিহস্তা যক্ষকিম্পুরুষোপমাঃ।
পশ্বাকারাঃ পক্ষযুক্তা লম্বোদরমহোদরাঃ।
দীর্ঘোদরাঃ স্থূলকেশা বহুকর্ণা বিকর্ণকাঃ।। ১০২।।

কারও একটি হাত, কারও অনেক হাত, তাদের আকৃতি যক্ষ, কিন্নর বা পশুর ন্যায়, কেউ কেউ আবার ডানাযুক্ত, কারও উদর লম্বা, বিরাট মোটা, দীর্ঘ, চুল মোটা, কেউ অনেক কানযুক্ত, কেউ আবার কর্ণহীন।। ১০২।।

স্থূলাধরা দীর্ঘদন্তা দীর্ঘশ্মশ্রুধরা পরে।
যে সন্তি প্রাণিনো বিপ্রা ভুবনেষু সমন্ততঃ।
চতুর্দশসু তে তেষাং রূপেণ সমতাং গতাঃ।। ১০৩।।
নেহাস্তি ভুবনে জন্তুঃ স্থাবরো বা জগৎ পুনঃ।
যত্তুল্যরূপেণ গণো ন জাতঃ শঙ্করস্য চ।। ১০৪।।

অন্যদের কারও কারও অধর (ঠোঁট) মোটা, দাঁত দীর্ঘ, শ্মশ্রু দীর্ঘ। এইরূপে মহাদেবের মুখের শীকরবিন্দু থেকে চতুর্দশ ভুবনে যতপ্রকার জীব আছে তাদের প্রত্যেকের সমান আকৃতি ও রূপবিশিষ্ট গণ সকলের জন্ম হয়।। ১০৩।। স্থাবর ও জঙ্গম সমন্বিত কোন ভুবনে এমন কোন প্রকার প্রাণী ছিল না যার সমান আকৃতি বিশিষ্ট গণ (শিবের অনুচর) মহাদেবের মুখের শীকরবিন্দু থেকে উৎপন্ন হয়নি।। ১০৪।।

তে ভিন্দিপালৈঃ খড়্গৈশ্চ পরিঘৈস্তোমরৈস্তথা।
শষ্কুলাসিগদাভিশ্চ পাশৈঃ শঙ্কুভিরেব চ।। ১০৫।।

খট্বাঙ্গৈশ্চ ত্রিশূলৈশ্চ কপালৈঃ শক্তিভিস্তথা।
দাত্রৈঃ সৃণিভিরীষাগ্রৈর্যষ্টিভিশ্চিত্রকণ্টকৈঃ।। ১০৬।।
প্রাসৈঃ পরশুভির্বাণৈঃ কোদণ্ডৈরতিভীষণাঃ[131] ।
জটাচন্দ্রকলাযুক্তাঃ সর্ব এব মহাবলাঃ।। ১০৭।।

তারা ভিন্দিপাল (বন্দুকের ন্যায় নিক্ষেপ করার অস্ত্র), খড়্গ, পরিঘ (লৌহাগ্র মুগুর), তোমর (লোহার শাবলের ন্যায় অস্ত্র), শঙ্কুল (এক ধরণের ছুরি), অসি, গদা, পাশ, শঙ্কু (বল্লমাদির ন্যায় সজোরে নিক্ষেপ করার অস্ত্র), খট্বাঙ্গ (খাটের পায়ার ন্যায় মুদ্গার), ত্রিশূল, কপাল, শক্তি (এক ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র, কার্তিকেয়ের অস্ত্র), দাত্র (কাটারি), সৃণী (অঙ্কুশ), ঈষাগ্র (লাঙ্গলের দণ্ড), লাঠি, ত্রিকণ্টক (কোঁচ, মাছ মারার একপ্রকার অস্ত্র), প্রাস (ভালা, একপ্রকার ক্ষেপণাস্ত্র), পরশু (কুঠার), ধনুর্বাণ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। তারা সকলেই মহাবলশালী ছিল এবং তারা শিবের ন্যায় জটা ও চন্দ্রকলা দ্বারা শোভিত ছিল।। ১০৫-১০৭।।

কেচিদ্ভর্গস্য রূপেণ বাহনেনাথ ভূষণৈঃ।
তূল্যা জটার্ধশুভ্রাংশুশুভ্রশীর্ষা মহাবলাঃ।। ১০৮।।

সেই সকল মহাবলগণের কেউ কেউ শিবের সমান বাহনে আরূঢ় হয়ে ও বিভিন্ন ভূষণে শোভিত হয়ে আগমন ক'রেছিলেন এবং তাঁদের শুভ্রমস্তকে বিরাজ করছিল শিবের ন্যায় জটা ও অর্ধচন্দ্র।। ১০৮।।

131. পাঠান্তর — ভীষণৈঃ।

অর্ধনারীশ্বরাঃ কেচিদ্ যথারুদ্রস্তথৈব তে।
কেচিত্তু চারুরূপেণ মোহনেন[132] মনোভুবঃ।
তুল্যেন বনিতাসঙ্ঘৈঃ সমং জাতা রতোৎসুকাঃ।। ১০৯।।

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রুদ্রের ন্যায় অর্ধনারীশ্বর রূপ ধারণ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ কামদেবের সমান মোহনরূপ ধারণ ক'রে রতি অভিলাষে বনিতাগণকে আকর্ষিত করছিলেন।। ১০৯।।

আকাশচারিণঃ সর্বে সর্বে স্বচ্ছন্দগামিনঃ।
নীলোৎপলদলশ্যামাঃ শুক্লাঃ কেচন লোহিতাঃ।। ১১০।।
রক্তাঃ পীতাস্তথা চিত্রা হরিতাঃ কপিলাঃ পরে।
অর্ধপীতা হ্যর্ধরক্তাঃ নীলার্ধা ধবলাঃ পরে।। ১১১।।

তাঁরা সকলেই নিজ ইচ্ছায় আকাশে বিচরণে সক্ষম ছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, শুক্লবর্ণ আর কেউ লোহিতবর্ণ।। ১১০।। অন্যরা কেউ রক্ত, পীত, চিত্র (মিশ্র বর্ণ), সবুজ, কপিল (পিঙ্গল), অর্ধলাল, অর্ধনীল বা শ্বেতবর্ণ।। ১১১।।

সকৃষ্ণপীতাঃ শুক্লেন কৃষ্ণেনার্ধেন রঞ্জিতাঃ।
একবর্ণা দ্বিবর্ণাশ্চ ত্রিবর্ণাশ্চ তথাপরে।। ১১২।।
চতুঃষট্পঞ্চবর্ণাশ্চ কেচিদ্দশগুণা দ্বিজাঃ।। ১১৩।।

হে দ্বিজগণ ! কতিপয় গণ কালো-হলুদ বর্ণের এবং কতিপয় অর্ধকৃষ্ণ-অর্ধশুক্ল বর্ণে রঞ্জিত। কেউ একরঙা, দুরঙা, তিনরঙা, চার, পাঁচ বা ছয় রঙা। কেউ কেউ আবার দশ রঙে রঞ্জিত।। ১১২-১১৩।।

---

132. পাঠান্তর - শোভনেন।

ডিণ্ডিমান্ পটহান্ শঙ্খান্ ভের্যানকসকাহলান্।
মণ্ডুকান্ ঝর্ঝরাংশ্চৈব ঝর্ঝরীশ্চ সমর্দলাঃ।। ১১৪।।
বীণাস্তন্ত্রী পঞ্চতন্ত্রীঃ শকটান্ দর্দরাংস্তথা।
গোমুখানানকান্ কুণ্ডান্ সতালকরতালিকান্।। ১১৫।।
বাদয়ন্তো গণাঃ সর্বে হসন্তশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
বরাহাভিমুখা ভূত্বা তস্তস্তে হৃষ্টমানসাঃ।। ১১৬।।

মহাদেবের সেই প্রমথগণ (অনুচরগণ) ডিণ্ডিম (ঢোলজাতীয় একপ্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র), পটহ (ঢাক, নাগরা), শঙ্খ, ভেরী, কাহল (সৈনিকদের কুচকাওয়াজে ব্যবহৃত Bass Drum বা বড় ঢোল), বাঁশি, ঝর্ঝর (ছোট ঢোল), ঝর্ঝরি, মর্দল (মাদল), বীণা, তন্ত্রী (একতারা), পঞ্চতন্ত্রী, শকট, দর্দুর (এক প্রকার বাঁশিবিশেষ), গোমুখ, আনক (ঢাক, মৃদঙ্গ), কুণ্ড, করতাল প্রভৃতি বিবিধপ্রকার বাদ্য বাদন সহযোগে হাততালি দিতে দিতে হৃষ্টচিত্তে এবং মুহুর্মুহু অট্টহাস্য সহকারে শরভরূপী মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।। ১১৪-১১৬।।

তান্ সর্বানাহ শরভো ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
নিঘ্নতৈতান্ বরাহস্য গণান্ বৈ ক্রূরকর্মভিঃ।। ১১৭।।
ক্রূরদৃষ্ট্যা ক্রূরযুদ্ধৈঃ ক্রূরা ভূত্বা মহাবলাঃ।
ততস্তে বৈ গণাঃ সর্বে নানাকার-বরায়ুধাঃ।
সার্ধং বরাহস্য গণৈর্যুযুধুঃ ক্রূরদর্শনাঃ।। ১১৮।।

শরভরূপী ভগবান্ মহাদেব তাঁর নিজ অনুচরগণকে বললেন — তোমরা সকলে এই সমস্ত ক্রূরকর্মা বরাহগণকে হত্যা কর।। ১১৭।।

তারপর মহাদেবের আজ্ঞাক্রমে বিবিধ প্রকার উত্তম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তাঁর মহাবলশালী ক্রূরদর্শন অনুচরগণ ক্রূর হয়ে ক্রূর দৃষ্টিতে বরাহের অনুচরগণের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।। ১১৮।।

আকাশচারিণঃ সর্বে জলপূর্ণং জগৎত্রয়ম্।
তে পরিত্যজ্য যুযুধুর্বিয়ত্যেবোভয়ে গণাঃ।। ১১৯।।
ততঃ ক্ষণাদ্বরাহস্য গণান্ সর্বান্ মহাবলান্।
হরস্য প্রমথা জঘ্নুর্মহাবাতা ইবাম্বুদান্।। ১২০।।
হতেষু তেষু বীরেষু বারাহেষু গণেষ্বথ।
দধ্যৌ বরাহঃ কিমিতি প্রাক্ পশ্চাদ্বৃত্তমাস্থিতম্।। ১২১।।

আকাশচারী শরভ এবং বরাহের অনুচরগণ প্রলয়কালীন সলিলে পূর্ণ ত্রিজগৎকে পরিত্যাগ ক'রে আকাশের বক্ষেই পরস্পরের সঙ্গে সমভাবে যুদ্ধরত হলেন।। ১১৯।। তারপর, মহাবাত্যা সমুদ্রের যেরূপ দুরবস্থা করে, তদ্রূপ শরভের সেই মহাবল অনুচরগণ ক্ষণকালের মধ্যেই বরাহের অনুচরগণের বিনাশ ঘটাল।। ১২০।। বরাহ নিজের সেই সমস্ত বীর অনুচরগণের বিনাশ প্রত্যক্ষ ক'রে "একি হল" এই প্রকার ভেবে পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত গম্ভীরভাবে বিচার করতে আরম্ভ করলেন।। ১২১।।

অথ চিন্তয়তস্তস্য স্বান্তং গত্বা জনার্দনঃ।
তৎ সর্বং জ্ঞাপয়ামাস বরাহবপুষো হিতম্।। ১২২।।
ততো দেহপরিত্যাগং কর্তুং সময়তস্তদা।
ততো দংষ্ট্রাগ্রঘাতেন নরসিংহং মহাবলঃ।
শরভো ভগবান্ ভর্গো দ্বিধা মধ্যে চকার হ।। ১২৩।।

বরাহকে চিন্তান্বিত অবস্থায় দর্শন ক'রে ভগবান্ তাঁর (বরাহের) অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক অবহিত করলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে বরাহ ভাবলেন যে তাঁর দেহ ত্যাগ করাই শ্রেয়। তখন শরভরূপধারী ভর্গ মহাদেব তাঁর সুতীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে নরসিংহের দেহ মাঝামাঝি স্থানে দ্বিখণ্ডিত করলেন।। ১২২-১২৩।।

নরসিংহে দ্বিধাভূতে নরভাগেণ তস্য চ।
নর এব সমুৎপন্নো দিব্যরূপী মহানৃষিঃ।। ১২৪।।
তস্য পঞ্চাস্যভাগেন নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ।। ১২৫।।
অভবৎ সুমহাতেজা মুনিরূপী জনার্দনঃ।। ১২৬।।

শরভের দন্তের আঘাতে যখন নরসিংহের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয় তখন তাঁর নররূপী অর্ধ দেহ থেকে দিব্যরূপী মহান ঋষি নর উৎপন্ন হন এবং সিংহরূপী অপর অর্ধভাগ থেকে মহান তেজস্বী মুনিরূপে নারায়ণ নামে খ্যাত জনার্দন উৎপন্ন হন।। ১২৪-১২৬।।

নরো নারায়ণশ্চোভৌ সৃষ্টিহেতূ মহামতী।
দ্বয়োঃ প্রভাবো দুর্ধর্ষঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃসু চ।। ১২৭।।
তৌ নাবি বিনিধায়াথ মৎস্যমূর্ত্যবিতাত্মনি।
আসদাদ পুনর্দেবো বারাহঃ শরভং হরিঃ।। ১২৮।।

নর এবং নারায়ণ সৃষ্টিকার্যের জন্যই উৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই মহাজ্ঞানী ছিলেন। শাস্ত্র, বেদ ও তপস্যায় তাঁদের অদ্বিতীয় প্রভাব ছিল।। ১২৭।। বরাহরূপধারী হরি মৎস্যদেব রক্ষিত নৌকার উপরে নর ও নারায়ণকে

স্থাপন করলেন এবং তারপর পুনরায় শরভের সমীপে উপস্থিত হলেন।। ১২৮।।

বপুস্ত্যাগ্যো ময়াবশ্যং কর্তব্যো জগতাং হিতে।
ইতি পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং তদর্থোঽয়ং সমুদ্যমঃ।
ক্রিয়তে হরিণা সার্ধং শম্ভুনা ব্রহ্মণাপি চ।। ১২৯।।

(ভগবান্ বরাহদেব তথায় আগমন করার সময় মনে মনে দৃঢ় চিন্তা করলেন) ব্রহ্মা, হরি এবং শম্ভুর সমীপে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত আমার শরীর অবশ্যই ত্যাগ করব এই পূর্ব প্রতিজ্ঞা করেই আমি এই উদ্যম গ্রহণ করেছিলাম।। ১২৯।।

ইতি সঞ্চিন্ত্য স তদা শূকরঃ পরমেশ্বরঃ।
জগাদ শরভং দেবং মহাদেবং মহাবলম্।। ১৩০।।

বারাহ উবাচ

জহি মাং ত্বং মহাদেব ত্যক্ষ্যে কায়মসংশয়ম্।
হিতায় সর্বজগতাং দেবানামপি ঋত্বিজাম্[133]।। ১৩১।।
মম দেহপ্রতীকৌঘৈর্যজ্ঞং যূপং প্রকল্প্য চ[134]।
পৃথক্ পৃথক্ মহাভাগা সশামিত্রং শ্রুবাদিকম্[135]।। ১৩২।।

---

133. পাঠান্তর — সদ্বিষাম্।

134. পাঠান্তর — প্রতিকোষে যজ্ঞং যূপং প্রকল্প্যত।

135. পাঠান্তর — ধ্রুবাদিকম্।

এই প্রকার সুদৃঢ় চিন্তা ক'রে তখন পরমেশ্বর বরাহদেব মহাবল শরভকে বললেন - হে মহাদেব! দেব, ঋত্বিজ প্রভৃতি সর্বলোকের হিতের নিমিত্ত আমি আমার এই দেহ ত্যাগ করব। সেইজন্য আপনি আমার এই দেহকে সংহার করুন।। ১৩০-১৩১।। হে মহাভাগ (অতিশয় সৌভাগ্যশালী)! আমার অঙ্গের বিভিন্ন অংশ থেকে পৃথক পৃথকভাবে আমার প্রতীকস্বরূপ শামিত্র (যজ্ঞীয় পাত্র) সহ যজ্ঞযূপ, শ্রুবা (যজ্ঞে ঘি প্রদানের নিমিত্ত হাতা) প্রভৃতি নির্মাণ করবেন।। ১৩২।।

ততস্তে তান্ ত্রিভিঃ পুত্রৈর্বিধধ্বং জগতাং হিতে।
কনকেন সুবৃত্তেন ঘোরেণ চ জগন্ময়ীম্।
যজ্ঞাদ্দেবাঃ প্রজাশ্চৈব যজ্ঞাদন্নান্ নিয়োগিনঃ।। ১৩৩।।
সর্বং যজ্ঞাৎ সদা ভাবি সর্বং যজ্ঞময়ং জগৎ।। ১৩৪।।

জগতের হিতের জন্য সুবৃত্ত, কনক ও ঘোর — আমার এই তিন পুত্রের দ্বারা জগন্ময়ী পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করুন। দেবতা, প্রজা ও অন্ন সকলই যজ্ঞ থেকেই উৎপন্ন হয়। সম্পূর্ণ জগৎই যজ্ঞময়।। ১৩৩-১৩৪।।

যমিমং পৃথিবীগর্ভমাধত্ত মলিনী পুনঃ।
তমুৎপন্নং স্বয়ং দেবী চিরং সঙ্গোপয়িষ্যতি।। ১৩৫।।
প্রাপ্তে কালে যদা দেবী তদায়ুষ্মান্ সুভাষতে।।
বধস্তস্যাতিভারার্তা তদৈবৈনং হনিষ্যথ।। ১৩৬।।

পৃথিবীদেবী তাঁর মলিন অবস্থায় যে গর্ভ ধারণ করেছেন সেই গর্ভপ্রসূত সন্তানকে স্বয়ং পৃথিবীদেবী চিরকাল রক্ষা করবেন।। ১৩৫।। উপযুক্ত

সময়ে যখন পৃথিবী ভারাক্রান্তা হয়ে আপনার নিকট পুত্রবধের প্রার্থনা করবেন তখনই আপনি সেই পৃথিবীপুত্রকে বধ ক'রে পৃথিবীর ভার হরণ করবেন।। ১৩৬।।

ভারার্তা পৃথিবী মগ্না[136] যদাধঃ শতযোজনম্।
শৃঙ্গিবরাহরূপেণ প্রোদ্ধরিষ্যে তদা ত্বিমাম্।।১৩৭।।।।
কৃতকৃত্যস্তু তং কায়ং ত্যাজয়িষ্যতি তে সুতঃ।
যো ভাবী দেবসেনানী রুদ্রাৎ ষান্মাতুরাহ্বয়ঃ।। ১৩৮।।

যখন ভারাক্রান্তা পৃথিবী পাতাললোকের একশত যোজন অভ্যন্তরে নিমজ্জিত হয়ে যাবেন তখন আমি স্বয়ং শৃঙ্গিবরাহরূপ ধারণ ক'রে তাঁকে উদ্ধার করব।। ১৩৭।। রুদ্র থেকে ষান্মাতুর নামে তোমার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। সে দেবতাদের সেনাপতি হবে এবং তোমার সেই পুত্রই আমাকে এই শরীর থেকে মুক্ত করাবে।। ১৩৮।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

এবং যজ্ঞবরাহে তু ভাষমাণে মহাবলে।
নিঃসৃত্য সুমহত্তেজা জ্বালামালাতিদীপ্সিতম্।। ১৩৯।।
সূর্যকোটিপ্রতীকাশং বরাহবপুষস্তদা।
হরের্ভগবতো দেহে বিবেশ মহদদ্ভুতম্।। ১৪০।।

136. পাঠান্তর — ভারতীং পৃথিবীং মগ্নাং।

তস্মিনবিষ্ণৌ প্রবিষ্টে তু বরাহে তেজসি দ্বিজাঃ।
সুবৃত্তাৎ কনকাদ্ ঘোরাত্তেজ আদাৎ স্বয়ং হরিঃ।। ১৪১।।

মার্কণ্ডেয় বললেন — মহাবল যজ্ঞবরাহ এই কথা বলার পর তাঁর দেহ থেকে কোটি সূর্যের ন্যায় মহাদীপ্তিশালী অদ্ভুত দর্শন তেজঃপুঞ্জ মালার আকারে নির্গত হয়ে ভগবান্ হরির অঙ্গে সমাহিত হল।। ১৩৯-১৪০।। হে দ্বিজগণ ! বরাহের দেহ থেকে নির্গত হয়ে সেই তেজঃপুঞ্জ বিষ্ণুর দেহে সমাহিত হলে স্বয়ং হরি বরাহের তিন পুত্র সুবৃত্ত, কনক ও ঘোরের দেহ থেকে তেজ আকর্ষণ করলেন।। ১৪১।।

তেষামপি শরীরেভ্যস্তেজোভাগঃ পৃথক্ পৃথক্।
বিনিঃসৃত্য বিনিঃসৃত্য জ্বালামালাতিদীপিতঃ।। ১৪২।।
প্রবিবেশ হরেঃ কায়ে যথা তেষাং পিতুস্তথা।
ততো হরিশ্চ ব্রহ্মা চ মহাদেবশ্চ তদ্বচঃ।। ১৪৩।।
বরাহস্য প্রতিশ্রুত্য ওমিত্যুক্ত্বা পুনঃপুনঃ।
তেষাং কায়পরিত্যাগে অকার্যুর্যত্নমুত্তমম্।। ১৪৪।।

তাঁদের দেহ থেকেও তাঁদের পিতার ন্যায় দীপ্তিমান তেজোরাশি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মালার আকারে নির্গত হয়ে ভগবান্ হরির অঙ্গে সমাহিত হল। তারপর বরাহের বাক্য শ্রবণ ক'রে হরি এবং ভর্গ মহাদেব বরাহের নিকট অঙ্গীকার করলেন এবং পুত্রগণের সহিত বরাহেরও দেহ পরিত্যাগ বিষয়ে উত্তম উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।। ১৪২-১৪৪।।

ততস্তুণ্ডপ্রহারেণ শরভঃ কণ্ঠমধ্যতঃ।
ভিত্ত্বা বপুর্বরাহস্য পাতয়ামাস তজ্জলে।। ১৪৫।।

তং পাতয়িত্বা প্রথমং সুবৃত্তং কনকং তথা।
ঘোরঞ্চ কণ্ঠদেশেষু ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা জঘান হ।। ১৪৬।।

তখন শরভ স্বীয় তুণ্ডের (থুথনি) ভয়ানক আঘাতের দ্বারা বরাহের কণ্ঠদেশ বিচ্ছিন্ন ক'রে বরাহের দেহকে সেই জলে নিক্ষেপ করলেন।। ১৪৫।। শরভ প্রথমে বরাহের দেহকে জলে নিক্ষেপ ক'রে পরে তাঁর তিন পুত্র সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোরেরও কণ্ঠদেশ বিচ্ছিন্ন ক'রে তাঁদের দেহকেও জলে নিক্ষেপ করলেন।। ১৪৬।।

ত্যক্তপ্রাণাস্তু তে সর্বে পেতুস্তোয়ে মহার্ণবে।
জলে শব্দং বিতন্বানাং কালানলসমত্বিষঃ।। ১৪৭।।
পতিতেষু বরাহেষু ব্রহ্মা বিষ্ণুর্হরস্তথা।
সৃষ্ট্যর্থং চিন্তয়ামাসুঃ পুনরৈব সমাগতাঃ।। ১৪৮।।

দেহত্যাগ করার পর কালানলসম তেজস্বী বরাহগণ মহার্ণবে পতনকালে জলে প্রবল শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন।। ১৪৭।। বরাহগণ মহার্ণবে পতিত হলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সম্মিলিতভাবে পুনরায় জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন।। ১৪৮।।

হরস্য তু গণাঃ সর্বে তদা ভর্গং সমাগতাঃ।
উপতস্থুর্মহাভাগাশ্চতুর্ভাগেন ভাজিতাঃ।
ষট্‌ত্রিংশত্তু সহস্রাণি প্রমথা দ্বিজসত্তমাঃ।। ১৪৯।।
তত্রৈকত্র সহস্রাণি ভাগে ষোড়শ সংস্থিতাঃ।
নানারূপধরা যে বৈ জটাচন্দ্রার্ধমণ্ডিতাঃ।। ১৫০।।

তে সর্বে সকলৈশ্বর্যযুক্তা ধ্যানপরায়ণাঃ।
যোগিনো মদমাৎসর্যদম্ভাহঙ্কারবর্জিতাঃ।। ১৫১।।

হে দ্বিজবরগণ ! তখন হরের ছত্রিশ সহস্র গণ (অনুচর) চারভাগে বিভক্ত হয়ে শিবসকাশে উপস্থিত হয়ে শিবের আরাধনা করলেন।। ১৪৯।। চারভাগে বিভক্ত প্রমথ (অনুচর) গণের মধ্যে একভাগ ছিলেন ষোড়শ সহস্র প্রমথ যারা নানারূপ ধারণকারী, জটাজুটমণ্ডিত ও অর্ধচন্দ্রদ্বারা সুশভিত। তাঁর ছিলেন সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যযুক্ত এবং ধ্যানপরায়ণ যোগী এবং মদ, মাৎসর্য, দম্ভ, অহঙ্কার বিবর্জিত।। ১৫০-১৫১।।

ক্ষীণপাপা মহাভাগাঃ শম্ভোঃ প্রীতিকরাঃ পরাঃ।
ন তে পরিগ্রহং রাগং কাঙ্ক্ষন্তি স্ম কদাচন।
সংসারবিমুখাঃ সর্বে যতয়ো যোগতৎপরাঃ।। ১৫২।।

সেইসব যোগীজনের সমস্ত পাপবন্ধন দূর হয়েছে। তাঁরা মহাদেবের প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান ছিলেন। তাঁরা কদাপি কোন বস্তু বা কারোর প্রেম-ভালোবাসা কামনা করতেন না। তাঁরা ছিলেন সংসারবিমুখ এবং উপযুক্ত বিধি অনুযায়ী যোগসাধনের প্রতি একনিষ্ঠ।। ১৫২।।

ধ্যানাবস্থং মহাদেবং পরিবার্য ধৃতব্রতাঃ।
কৃত্বা পরিষদং রুচ্যা তিষ্ঠন্তি বিগতক্লমাঃ।। ১৫৩।।
যদৈব পরমং জ্যোতিশ্চিন্তয়ত্যম্বিকাপতিঃ।
তদৈব তে পারিষদাঃ সর্বে সংবেষ্টয়ন্তি তম্।। ১৫৪।।

তে ষোড়শ সমাখ্যাতাঃ কোটয়ো যে যতব্রতাঃ।
সিংহব্যাঘ্রাদিসারূপ্যা অণিমাদিসমাযুতাঃ।। ১৫৫।।

তাঁরা ধ্যানমগ্ন মহাদেবকে পরিবেষ্টন ক'রে দলবদ্ধভাবে অক্লেশে আনন্দসহকারে অবস্থান করতেন।। ১৫৩।। যখন অম্বিকাপতি মহাদেব জ্যোতির্ময় পরম ব্রহ্মের চিন্তা করতেন তখন সেই প্রমথগণ তাঁকে বেষ্টন ক'রে অবস্থান করতেন।। ১৫৪।। সেই ষোল কোটি[137] অণিমাদি ঐশ্বর্য (সিদ্ধি)[138] যুক্ত প্রমথগণ সিংহব্যাঘ্রাদিস্বরূপে ব্রতপরায়ণ ছিলেন।। ১৫৫ ।।

---

137. এই শ্লোকে প্রমথগণের সংখ্যা বলা হয়েছে ষোল কোটি কিন্তু ১৫১ তম শ্লোকে প্রমথগণের সংখ্যা বলা হয়েছে ষোল হাজার। সুতরাং পাঠকের মনে এই সংখ্যা সম্পর্কে একটা বিভ্রান্তির উদয় হতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে প্রাচীন শাস্ত্রে অনেক ক্ষেত্রে সহস্র বা কোটি শব্দের দ্বারা অগণিত পরিমাণ সংখ্যাকে নির্দেশ করা হত।

138. এই শ্লোকে অষ্টসিদ্ধির কথা বলা হয়েছে। সিদ্ধি শব্দের অর্থ হল এমন পারলৌকিক ও আত্মিক শক্তি যা তপ ও সাধনা দ্বারা লাভ করা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে অনেকপ্রকার সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে অষ্টসিদ্ধি সমধিক প্রসিদ্ধ। এই আটটি সিদ্ধি হল — 'অণিমা মহিমা চৈব লঘিমা গরিমা তথা/ প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমীশিত্বং বশিত্বং চাষ্ট সিদ্ধয়ঃ।' অর্থাৎ ১) অণিমা — নিজের দেহকে ইচ্ছানুসারে অণুর ন্যায় সূক্ষ্ম করার ক্ষমতা; ২) মহিমা - নিজের শরীরকে ইচ্ছামত বড় করার ক্ষমতা; ৩) লঘিমা — নিজ শরীরকে ইচ্ছামত লঘু (হাল্কা) করার ক্ষমতা; ৪) গরিমা — শরীরকে অত্যন্ত ভারী করার ক্ষমতা; ৫) প্রাপ্তি — নিজের ইচ্ছানুসারে মহাবিশ্বের যে কোন স্থানে গমন করার ক্ষমতা; ৬) প্রকাম্য — নিজের যে কোন ইচ্ছাকে পূর্ণ করার ক্ষমতা; ৭) ঈশিত্ব — প্রত্যেক প্রাণী বা বস্তুর উপর অধিকার বা স্বামিত্ব অর্জন করার অলৌকিক ক্ষমতা; এবং ৮) বশিত্ব — যে কোন প্রাণীকে বশীভূত করার ক্ষমতা।

অপরে কামিনঃ শম্ভোঃ সুনর্মসচিবাঃ স্মৃতাঃ।
বিচিত্ররূপাভরণা জটাচন্দ্রার্ধমণ্ডিতাঃ।। ১৫৬।।
হরস্য তুল্যরূপেণ বিশদা বৃষভধ্বজাঃ।
উমাসদৃশরূপাভিঃ প্রমদাভিঃ সমাগতাঃ।। ১৫৭।।

অন্য প্রকারের প্রমথগণ ছিলেন কামুক ও মহাদেবের নর্মসহচর (ক্রীড়াসঙ্গী)। তাঁরা বিচিত্র অলঙ্কারে সজ্জিত, মস্তকে জটা ও অর্ধচন্দ্র দ্বারা সুশোভিত, হরের তুল্য শুভ্রবর্ণ ও বৃষবাহন এবং উমার ন্যায় প্রমদা অর্থাৎ মনোহারিণী কামিনীগণ কর্তৃক সেবিত।। ১৫৬-১৫৭।।

বিচিত্রমাল্যাভরণা দিব্যস্রগ্‌গন্ধভূষিতাঃ।
উমাসহায়ং ক্রীড়ন্তমনুগচ্ছন্তি ভূষিতাঃ।
শৃঙ্গারবেষাভরণা অষ্টৌ তে কোটয়ো গণাঃ।। ১৫৮।।
অর্ধনারীশ্বরাশ্চান্যে হ্যর্ধনারীশ্বরং হরম্।
ধ্যানস্থং প্রবিবেশুস্তে তুল্যরূপা হরস্য যে।। ১৫৯।।

উমার সহিত ক্রীড়াপরায়ণ মহাদেবের অনুগামী অন্য প্রকারের আট কোটি প্রমথগণ রমণীগণের মন হরণকারী দিব্য চন্দনের সুগন্ধে পরিপূর্ণ পুষ্পমাল্য ও বিচিত্র আভরণ তথা রমণোচিত বেশভূষা দ্বারা সুসজ্জিত ছিলেন।। ১৫৮।। অন্য এক শ্রেণীর প্রমথগণ অর্ধ অঙ্গে হর এবং অপর অর্ধ অঙ্গে গৌরীর রূপ ধারণ ক'রে অর্ধনারীশ্বর হর যখন ধ্যানস্থ হতেন তখন তাঁর ভিতরে প্রবেশ করতেন।। ১৫৯।।

উমাসহায়ো হি যদা রমতে সসুখং হরঃ।
অর্ধনারীশরীরাস্তু দ্বারপালা ভবন্তি তে।। ১৬০।।
আকাশমার্গে গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি নিত্যশঃ।
ধ্যানস্থং পরিচর্যন্তি সলিলাদিভিরীশ্বরম্।। ১৬১।।

যখন মহাদেব উমার সঙ্গে সুখে রমণ ক্রীড়া করতেন তখন সেই অর্ধনারীশ্বর প্রমথগণ তাঁর দ্বারপাল হয়ে অবস্থান করতেন।। ১৬০।। যখন মহাদেব আকাশমার্গে গমন করতেন তখন সেই সমস্ত প্রমথগণ তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করতেন এবং শিবের ধ্যানাবস্থায় জলাদি দ্বারা তাঁর পরিচর্যা করতেন।। ১৬১।।

নানাশস্ত্রধরাঃ শম্ভোর্গণাস্তে প্রমথাঃ স্মৃতাঃ।
প্রমথন্তি চ যুদ্ধেষু যুদ্ধ্যমানান্ মহাবলান্।। ১৬২।।
তৈ বৈ মহাবলাঃ শূরাঃ সংখ্যয়া নবকোটয়ঃ।। ১৬৩।।
অপরে গায়নাস্তালমৃদঙ্গপণবাদিভিঃ।
নৃত্যন্তি বাদ্যং কুর্বন্তি গায়ন্তি মধুরস্বরম্।। ১৬৪।।

নানা প্রকার শস্ত্রধারণকারী শিবের গণসকল প্রমথ নামে খ্যাত। তাঁরা যুদ্ধে বিরাট বলশালী মহাযোদ্ধাকেও হনন করতে পারেন। সেই মহাবল বীর প্রমথগণ সংখ্যায় ছিলেন নয় কোটি।। ১৬২-১৬৩।। মহাদেবের অপর প্রমথগণ মৃদঙ্গ, পণব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে মধুর স্বরে ও ছন্দে গীত ও নৃত্যরত ছিলেন।। ১৬৪।।

নানারূপধরাস্তে বৈ সংখ্যয়া কোটয়স্ত্রয়ঃ।
সততং চানুগচ্ছন্তি বিচরন্তং মহেশ্বরম্।। ১৬৫।।
সর্বে মায়াবিনঃ শূরাঃ সর্বে শাস্ত্রার্থপারগাঃ।
সর্বে সর্বত্র সর্বজ্ঞাঃ সর্বে সর্বত্রগাঃ সদা।। ১৬৬।।

তিন কোটি সংখ্যক নানারূপধারী সেই প্রমথগণ মহাদেবের বিচরণকালে সর্বদা তাঁর অনুগমন করেন।। ১৬৫।। সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম সর্বজ্ঞ সেই বীরগণ তাঁদের মায়াশক্তির সাহায্যে সর্বকার্য সাধন করতে ও সকলেই তাঁদের নিজ ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমন করতে সক্ষম।। ১৬৬।।

মুহূর্তাৎ সর্বভুবনং গত্বা যান্তি পুনর্ভবম্।
অণিমাদ্যষ্টকৈশ্বর্যযুক্তাস্তে বৈ মহাবলাঃ।। ১৬৭।।
অপরে রুদ্রনামানো জটাচন্দ্রার্ধমণ্ডিতাঃ।
দেবেন্দ্রস্য নিয়োগেন বর্তন্তে ত্রিদিবে সদা।। ১৬৮।।
তেষাং সংখ্যা চৈককোটিস্তে সর্বে বলবত্তরাঃ।
কুর্বন্তি হি সদা সেবাং হরস্য সততং গণাঃ।। ১৬৯।।

অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যের অধিকারী মহাদেবের সেই মহাবল প্রমথগণ মুহূর্তকালের মধ্যে ত্রিভুবন ভ্রমণ ক'রে পুনরায় ফিরে আসতে পারতেন।। ১৬৭।। জটা ও অর্ধচন্দ্র দ্বারা ভূষিত রুদ্রনামে অন্য প্রমথগণ দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে সর্বদা স্বর্গে বাস করেন।। ১৬৮।। এককোটি সংখ্যক বলশালী সেই প্রমথগণ সর্বদা মহাদেবের সেবা করতেন।। ১৬৯।।

বিস্ময়ন্তি চ পাপিষ্ঠান্ ধর্মিষ্ঠান্ পালয়ন্তি চ।
অনুগৃহ্ণন্তি সততং ধৃতপাশুপতব্রতান্।। ১৭০।।
বিঘ্নাংশ্চ সততং ঘ্নন্তি যোগিনাং প্রযতাত্মনাম্।
ষট্‌ত্রিংশৎকোটয়শ্চৈতে হরস্য সকলা গণাঃ।। ১৭১।।
বরাহগণনাশার্থং হিতায় জগতাং তথা।
শঙ্করস্যাথ সেবায়ৈ সমুৎপন্না ইমে গণাঃ।। ১৭২।।

অপর প্রমথগণ পাপিষ্ঠদেরকে বিস্ময়াপন্ন করতেন, ধার্মিকদের পরিপালন করতেন এবং যারা পাশুপতব্রতধারী অর্থাৎ মহাদেবের ভক্ত তাঁদেরকে অনুগৃহীত করতেন।। ১৭০।। মহাদেবের এই সকল প্রমথগণ সর্বদা জিতেন্দ্রিয় যোগিগণের বিঘ্ন নাশ করতেন। তাঁদের সংখ্যা ছত্রিশকোটি[139] । ১৭১।। বরাহের গণসমূহের নিধন তথা জগতের কল্যাণবিধান এবং মহাদেবের সেবার নিমিত্ত এই সকল গণসমূহের সৃষ্টি হয়েছিল।। ১৭২।।

বরাহস্য গণান্ দৃষ্ট্বা নরসিংহং তথা হরিম্।
স্বয়ং শরভরূপঃ সন্ ধ্যায়ন্নাদং যদাকরোৎ।
তচ্ছীকরাদ্‌যতো জাতাস্তত্তেষাং বহুরূপতা।। ১৭৩।।

---

139. উপর্যুক্ত ১৫৫, ১৫৮, ১৬৩, ১৬৫, এবং ১৬৯ তম শ্লোকসমূহে মহাদেবের প্রমথগণের সংখ্যা বলা হয়েছে যথাক্রমে ১৬ কোটি, ৮ কোটি, ৯ কোটি, ৩ কোটি এবং ১ কোটি সর্বমোট ৩৭ কোটি। কিন্তু এখানে তাঁদের সংখ্যা বলা হয়েছে ৩৬ কোটি। সম্ভবতঃ ১৬৯ তম শ্লোকে বর্ণিত ইন্দ্রের ইচ্ছায় স্বর্গে অবস্থানকারী ১ কোটি প্রমথগণ যারা সর্বদা মহাদেবের সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন তাঁদেরকে এই গণনার মধ্যে ধরা হয়নি।

বরাহগণ, নরসিংহ ও হরিকে দর্শন ক'রে শরভরূপী মহাদেব যখন মুখ থেকে শব্দ করেছিলেন তখন তাঁর মুখ নিঃসৃত শীকর থেকে তাঁদের উৎপত্তি হওয়ার কারণে তাঁদের রূপ হয়েছিল বিবিধ প্রকার।। ১৭৩।।

ক্রূরদৃষ্ট্যা ক্রূরযুদ্ধৈঃ ক্রূরকৃত্যৈরিমান্ গণান্।
বরাহস্য ঘ্নতেত্যেবং যতঃ প্রোক্তং কপর্দিনা।
অতস্তে ক্রূরকর্মাণঃ প্রজাতাশ্চ ভয়ঙ্করাঃ।। ১৭৪।।
ন সদা ক্রূরকর্মাণি তে কুর্বন্তি মহৌজসঃ।
দৃষ্টিমাত্রস্য তে ক্রূরাঃ ক্রূরাস্তে ন তু কার্যতঃ।। ১৭৫।।

ক্রূরদৃষ্টি, ক্রূর যুদ্ধ এবং ক্রূর কার্য দ্বারা কপর্দি (জটাধারী) মহাদেবের ইচ্ছানুসারে বরাহগণকে হত্যায় অভিলাষী তাঁর প্রমথগণ ভয়ঙ্করভাবে ক্রূরকর্মা হয়েছিলেন।। ১৭৪।। তবে তাঁদেরকে দেখে ক্রূর মনে হলেও তাঁরা কিন্তু কার্যত ক্রূর ছিলেন না।। ১৭৫।।

ফলং জলং তথা পুষ্পং পত্রং মূলং তথৈব চ।
নিবেদিতানি ভুঞ্জন্তি বনপর্বতসানুষু।
আহৃত্যাপি চ ভুঞ্জন্তি পত্রং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ।
ভবেদ্ভর্গস্য যদ্ভোগ্যং তদ্ভোগ্যাস্তে মহৌজসঃ।। ১৭৬।।

বন, পর্বতের সানুদেশ প্রভৃতি স্থানে যা কিছু ফল, জল, পুষ্প, পত্র ও মূল তাঁদেরকে নিবেদন করা হত বা তাঁরা সেই স্থান থেকে যাকিছু আহরণ করতেন সেই সমস্ত দ্রব্য ভোগ ক'রেই তাঁরা জীবন যাপন করতেন। মহাদেবের যা কিছু ভোজ্যদ্রব্য ছিল তাঁরাও সেই বস্তুই ভোজন করতেন।। ১৭৬।।

আমিষাণি চ নাশ্নন্তি[140] হিত্বা চৈত্রচতুর্দশীম্।
তত্রামিষং হরো ভুঙ্‌ক্তে চতুর্দশ্যাং মধৌ সদা।
ততঃ সর্বে গণাস্তত্র ভুঞ্জন্তি পললান্যপি।। ১৭৭।।

তাঁরা চৈত্র মাসের চতুর্দশীর দিন ব্যতীত অন্য দিনগুলিতে আমিষ ভোজন করতেন না। মহাদেব সর্বদা মধুমাস অর্থাৎ চৈত্রমাসের চতুর্দশীতে আমিষ ভোজন করতেন। সেইজন্য তাঁর সমস্ত অনুচরগণও সেইদিন আমিষ ভোজন করতেন।। ১৭৭।।

হতে বরাহস্য গণে ভর্গমাসাদ্য তে গণাঃ।। ১৭৮।।
চতুর্ভাগাঃ স্বয়ং ভূত্বা ভূতকর্মেতি বৈ জগুঃ।
ভূতত্বমবত্তেষাং চতুর্ভাগবতাং তদা।
বচনাৎ পদ্মযোনেস্তু ভূতগ্রামাস্ততো মতাঃ।। ১৭৯।।

বরাহের গণসমূহ নিহত হলে মহাদেবের গণসকল অর্থাৎ প্রমথগণ মহাদেবের সমীপে উপনীত হলেন এবং তাঁরা চারভাগে বিভক্ত হয়ে অতীতকালের কার্যসমূহ বর্ণনা করেন এবং তাঁদের মধ্যে চারপ্রকার ভূততত্ত্বের (প্রাণিতত্ত্ব) উদ্ভব ঘটে। এই কারণে তাঁরা পদ্মযোনি ব্রহ্মা কর্তৃক ভূতগ্রাম বা ভূতসমুদায় নামে অভিহিত হন।। ১৭৯।।

140. পাঠান্তর — আমিষং কাপি নাশ্নন্তি।

যো লোকবিদিতঃ পূর্বং ভূতগ্রামশ্চতুর্বিধঃ।
যতস্তেভ্যোঽধিকো যত্তদ্ভূতগ্রামঃ স উচ্যতে।। ১৮০।।

লোকে পূর্বে চারপ্রকার ভূত বা প্রাণী (অণ্ডজ, পিণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ) সমূহ সম্পর্কে অবহিত ছিল। মহাদেবের প্রমথগণ তার অতিরিক্ত হওয়ায় তাঁরাও ভূতগ্রামের (প্রাণীসমুহের) অন্তর্ভুক্ত হন।। ১৮০।।

ইতি বঃ কথিতং সর্বং ভূতাঃ শম্ভুগণা যথা।
যদাহারা যদাকারা যৎকৃত্যাস্তে মহৌজসঃ।। ১৮১।।
য ইদং শৃণুতান্নিত্যমাখ্যানং মহদদ্ভূতম্।
স দীর্ঘায়ুঃ সদোৎসাহী যোগযুক্তশ্চ জায়তে।। ১৮২।।

মহাদেবের মহাবল ভূতগণের যেরূপ আহার, আকৃতি, কর্ম তার সমস্তই তোমাদের নিকট বর্ণনা করলাম।। ১৮১।। যে ব্যক্তি এই মহা অদ্ভুত আখ্যান নিত্য শ্রবণ করবেন তিনি দীর্ঘায়ু, সদা উৎসাহী ও যোগযুক্ত হবেন।। ১৮২।।

।। কালিকাপুরাণে শরভবরাহযুদ্ধ নামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।।

কালিকাপুরাণ
১ম খণ্ড



—ঃ সমাপ্ত ঃ—